শরৎ রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

রচনাকাল

১৯২৮

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

'স্তালিন রচনাবলী'র মোট চৌদ্দ খণ্ডের মধ্যে সাতটি খণ্ড এই নিয়ে প্রকাশিত হল। আমরা যে এই কাজে সফল হয়েছি তারা পিছনে অন্য অনেক কারণের সঙ্গে পাঠকবর্গের সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাকী খণ্ডগুলি যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

গ্রাহকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ যে পরবর্তী খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশের স্বার্থে বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন সেগুলি সংগ্রহ করেন। অন্যথায় প্রকাশনার কাজে আমাদের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আশা করি এ ব্যাপারে গ্রাহকদের আন্তরিক সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। অভিনন্দনসহ!

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

'স্তালিন রচনাবলী'র বাংলা সংস্করণের সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হওয়ার ঘটনায় এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে পাঠক-পাঠিকা মহলে স্তালিনের রচনাগুলি জানবার তীব্র প্রেরণার তাগিদে প্রকাশক মহোদয়ও উৎসাহিত হয়ে খণ্ডগুলি যতদূর সম্ভব দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা করে চলেছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'স্তালিন রচনাবলী'র বাংলা সংস্করণ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চেপেছিল সে উদ্দেশ্য সফল হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করব।

বর্তমান খণ্ডে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের স্তালিনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, বাণী, রচনা এবং কনফারেন্স ও কংগ্রেসের রিপোর্ট সংকলিত হয়েছে।

এই খণ্ডে যেমন শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীদের আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনের ছাত্রদেরকেও তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে পথ-নির্দেশের প্রচেষ্টা রয়েছে। 'প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ' নামক তাঁর বক্তৃতায় স্তালিন প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'প্রশ্ন ও উত্তর' নামে স্বের্দলভ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত লেখাগুলি ছাড়াও বর্তমান খণ্ডের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে 'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ-এর কর্তব্য', রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট অর্থাৎ

'রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ সম্মেলনের কার্যকলাপের ফলাফল' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করার ক্ষেত্রে স্তালিন যে একজন অত্যন্ত কঠোর স্পষ্টবাদী কাঠখোট্টা চরিত্রের মানুষ তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় এই খণ্ডে সন্নিবেশিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ কংগ্রেসের রিপোর্টে জিনোভিয়েভের 'যুগের দর্শন' নামক প্রবন্ধের সমালোচনা করে কমরেড মলোটভকে তিনি যে পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে

কমিউনিস্টরা যে কেবল ধ্বংসই করে না—তারা যে নতুন করে গড়তেও জানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে যে রিপোর্ট কমরেড স্তালিন দাখিল করেন তা সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালালদের কুৎসামূলক প্রচারের একটা উপযুক্ত জবাবই হয়েছে।

পরিশেষে, অন্যান্য খণ্ডগুলির ন্যায় এই সপ্তম খণ্ডও পাঠক-পাঠিকাদের সমাদর প্রাপ্ত করবে এই আশা পোষণ করি।

অভিনন্দন।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ সম্পাদক মণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

১৯২৫

শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, স্মরণে রাখুন এবং কার্যকর করুন ইলিচের নির্দেশগুলিকে ! ... ১৭

শিক্ষকদের কংগ্রেসের প্রতি ... ১৮

সাময়িকপত্র 'ক্র্যাস্নায়া মলোদিওঝ'-এর কর্তব্য সম্পর্কে ... ১৯

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা (১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৫) ... ২১

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা (১৯শে জানুয়ারি, ১৯২৫) . ২৫

'রাবোচাইয়া গ্যাজেত্তা'র প্রতি .. ২৯

কমরেড দ—অভ-এর কাছে চিঠি ... ৩০

'দাইমোভ্‌কা' (রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৫) ... ৩৩

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের সমস্যা প্রসঙ্গে (রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের ত্রয়োদশ গুবের্নিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯২৫) ... ৩৯

জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং বলশেভিকী-করণের প্রশ্ন (জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হেরজগ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার) .. ৪৬

কমরেড ME—RT-এর কাছে চিঠি ... ৫৩

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ... ৫৯

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রতি রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ... ৬১

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্তব্য ... ৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদে চেকোশ্লোভাক কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে মার্চ,) ৫৮

যুগোশ্লোভিয়ার জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর কর্মপরিষদের যুগোশ্লাভ কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩০শে মার্চ, ১৯২৫) ... ৬৭

গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনী (রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ৬ই এপ্রিল, ১৯২৫) ... ৮৬

প্রলেতারীয় ছাত্রদের প্রথম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সম্মেলনের প্রতি (একটি বার্তা) ... ৯১

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ সম্মেলনের কার্যকলাপের ফলাফল (রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের একটি সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট, ৯ই মে, ১৯২৫) .. ৯৫

১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ... ৯৫

২। পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আশু কর্তব্যসমূহ ... ১০৫

৩। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য ... ১০৯

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ... ১১১

৫। গ্রামাঞ্চলে পার্টির নীতি .. ১১২

৬। ধাতু শিল্প ... ১১৯

প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ (প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮ই মে ১৯২৫) .. ১৩১

১। প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ .. ১৩৪

২। প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ ১৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের প্রতি … ১৪৯

প্রশ্ন ও উত্তর (স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১০ই জুন, ১৯২৫) … ১৫২

স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি (মৌল এবং ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষাক্রমের ছাত্রদের দ্বিতীয় স্নাতক শিক্ষাক্রম পূর্তি উপলক্ষে) … ১৯৯

আবার জাতিগত প্রশ্ন (সেমিচের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে) … ২০২

প্রাচ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন (জাপানী নিচি-নিচি পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ ফিউসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার) … ২১১

কমরেড ইয়েরমাকোভস্কির কাছে পত্র … ২১৬

প্রচার-অভিযান দপ্তরসমূহের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (১৪ই অক্টোবর, ১৯২৫) … ২১৮

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য ('কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর প্রত্যুত্তর) … ২২৪

এম ভি. ফ্রাঞ্জের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা (৩রা নভেম্বর, ১৯২৫) … ২৩১

অক্টোবর, লেনিন এবং আমাদের বিকাশের সম্ভাবনা … ২৩২

দ্বাবিংশতিতম লেনিনগ্রাদ পার্টি সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে একটি চিঠি … ২৩৬

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস (১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫) … ২৩৯

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট (১৮ই ডিসেম্বর) … ২৪১

১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি … ২৪১

১। পুঁজিবাদের স্থিতাবস্থা … ২৪২

২। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ … ২৪৭

৩। বিজয়ী ও বিজিত দেশসমূহ … ২৪৯

৪। বিজয়ী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব … ২৫৪

৫। পুঁজিবাদী দুনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন … ২৫৮

৬। সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক অবস্থান … ২৬৪

৭। পার্টির কর্তব্যসমূহ … ২৭০

বিষয় পৃষ্ঠা

২। সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ... ২৭২
১। সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতি ... ২৭২
২। শিল্প ও কৃষি ... ২৮৭
৩। বাণিজ্য প্রসঙ্গে প্রশ্নসমূহ ... ২৮৯
৪। শ্রেণীসমূহ, তাদের কার্যকলাপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ... ২৯২
৫। কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে লেনিনের তিনটি শ্লোগান ... ২৯৫
৬। কৃষক-সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি বিপদ ও দুটি বিচ্যুতি ... ৩০৪
৭। পার্টির কর্তব্যসমূহ ... ৩০৮
৩। পার্টি ... ৩১২
কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের উপর আলোচনার জবাব (২৩শে ডিসেম্বর) ... ৩২১
১। সোকোল্‌নিকভ এবং আমাদের দেশের ডাওয়েসীকরণ ... ৩২১
২। কামেনেভ এবং কৃষক-জনগণকে প্রদত্ত আমাদের বিশেষ সুবিধাসমূহ ... ৩২৪
৩। হিসেবে ভুল হয়েছে কাদের? ... ৩২৭
৪। সোকোল্‌নিকভ কিভাবে গরিব কৃষকদের রক্ষা করেন ... ৩২৮
৫। মতাদর্শগত সংগ্রাম, না কুৎসা কীর্তন? ... ৩৩০
৬। নয়া অর্থনৈতিক নীতি (NEP) প্রসঙ্গে ... ৩৩২
৭। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে ... ৩৩৩
৮। জিনোভিয়েভ এবং কৃষক-জনগণ ... ৩৩৯
৯। মতপার্থক্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে ... ৩৪
১০। বিরোধীদের কর্মসূচী ... ৩৫৩
১১। তাঁদের 'শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা' ... ৩৫৫
১২। পার্টি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেই ... ৩৫৭
টীকা ... ৩৬০

১৯২৫

শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, স্মরণে রাখুন এবং কার্যকর করুন ইলিচের নির্দেশগুলিকে!

এক বছর আগে, আমাদের ছেড়ে যাবার সময়, শ্রমজীবী মানুষের মহান নেতা ও শিক্ষাদাতা, আমাদের লেনিন আমাদের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন তাঁর নির্দেশাবলী, সাম্যবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আমাদের যে পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে রেখে গেছেন তার নির্দেশ। শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, কার্যকর করুন ইলিচের সেই নির্দেশগুলিকে! আপনাদের সন্তানদের এই নির্দেশগুলির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলুন।

কমরেড লেনিন আমাদের উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন সর্বশক্তি দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীকে জোরদার করে তোলার নির্দেশটি। শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, আপনারা এই মৈত্রীকে জোরদার করে তুলুন!

কমরেড লেনিন মেহনতী মানুষকে শিখিয়ে গেছেন দেশে ও বিদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য। শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, এই নির্দেশটির কথা মনে রাখুন! যে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন একটা নূতন জীবন গড়ে তুলছে তাকে সহায়তা করুন!

কমরেড লেনিন আমাদের শিখিয়ে গেছেন নিপীড়িতদের নেতা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য। শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা, তাহলে দাঁড়ান এসে এই পার্টিকে ঘিরে—তা যে আপনাদেরই পার্টি!

ইলিচের মৃত্যু বার্ষিকীতে পার্টি এই মূল লক্ষ্যই ঘোষণা করছে, যে শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা পার্টির সঙ্গে থেকে একটা নূতন জীবন গড়ে তুলছেন—তাঁদের জন্য আরও বেশি সুযোগ চাই!

জে. স্তালিন

১৯২৫ সালের ৫ই জানুয়ারি
তারিখে লিখিত সাময়িক পত্র
'রাবোৎনিৎসা'র ১৯২৫ সালের
জানুয়ারির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত

শিক্ষকদের কংগ্রেসের প্রতি[১]

সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর শ্রমজীবী জনগণের যে সুবিপুল বাহিনী আমাদের দেশে একটি নূতন জীবন গড়ে তুলছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাহিনী তার একটি একান্ত অপরিহার্য অংশ।

যে পথ ধরে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে শ্রমজীবী কৃষক-জনগণ একমাত্র এই পথই যদি অনুসরণ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কদম মিলিয়ে এগিয়ে চলে আর শ্রমিকশ্রেণী যদি মেহনতী জনগণের ওপর অবিচল নেতৃত্ব স্থাপন করে—একমাত্র তাহলেই তা বিজয়ী হতে পারে।

গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মনে রাখতে হবে—এ ধরনের নেতৃত্ব না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই থাকবে না, আর এই একনায়কত্ব না থাকলে আমাদের দেশও মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে থাকতে পারে না।

কৃষক-জনগণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর এই সংযোগের অন্যতম একটি যোগসূত্র হতে হবে—গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি যথার্থই জনগণের আদর্শের প্রতি যত্নবান হতে চান, চান তাঁদের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি যত্নবান হতে, তবে এই হল তাঁদের প্রধান কর্তব্য।

৬ই জানুয়ারি, ১৯২৫ — জে. স্তালিন

উচিতেলস্কায়া গ্যাজেতা, সংখ্যা ২
১০ই জানুয়ারি, ১৯২৫

সাময়িকপত্র 'ক্র্যাস্‌নায়া মলোদিওঝ'[২]-এর কর্তব্য সম্পর্কে

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে কমরেড স্তালিন সাময়িকপত্রটির কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

সাময়িকপত্রটির মুখ্য কর্তব্য হওয়া উচিত শ্রমজীবী পার্টি-বহির্ভূত ছাত্রদের সোভিয়েত সরকারের এবং কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এই সাময়িকপত্রটি এই কাজ একমাত্র তখনই সুসম্পাদন করতে পারবে যখন তা সোভিয়েত ছাত্রদের যথার্থ একটি পত্রিকা হয়ে উঠবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা সংক্রান্ত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক দপ্তর ইত্যাদির কাজকর্মের ক্ষেত্রে এখনো নানাপ্রকার ত্রুটি রয়ে গেছে। ছাত্ররা, যাঁরা এই ত্রুটি সম্পর্কে অন্য যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে ভাল করে জানেন, তাঁদের কর্তব্য সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে উদ্ঘাটিত করা ও সমালোচনা করা, সেগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া যাতে আমাদের সমবেত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের কাজকে উন্নত করে তুলতে পারি। তারই জন্য পার্টি-বহির্ভূত শ্রমজীবী ছাত্রদের মধ্য থেকে সেরা ব্যক্তিদের এই সাময়িকপত্রে লেখার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্রদের অনুভব ক— দরকার যে এটা তাঁদেরই পত্রিকা, তাঁদের কাজকর্ম এবং বিকাশ— করারই তা একটি মাধ্যম।

পত্রিকাটির কয়েকটি বিভাগের কর্তব্য প্রসঙ্গে কমরে—

পত্রিকাটির রাজনৈতিক বিভা—
সরকারের কার্যকলাপের গুরু—
পত্র-পত্রিকার বিক্ষে—
প্রতিটি —

'ছাত্রদের নিকটতর হয়ে থাকার' শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাময়িক-পত্রটি কাজ করে চললে তার পক্ষে নিজ কর্তব্য অধিকতর সুচারুভাবে সম্পাদন করা এবং সোভিয়েত ছাত্রদের যথার্থ নিজস্ব একটি মুখপত্র হয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

ক্র্যাস্নায়া মলোদিওঝ পত্রিকার ১ (৫) নং সংখ্যায়
১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা[৩]

১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৫

কমরেডগণ, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলি এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার সঙ্গে জড়িত বিষয় সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আপনাদের দিতে চাই। দুর্ভাগ্যের কথা, ট্রট্স্কির অনুপস্থিতিতেই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে হচ্ছে, কারণ আমাদের আজই জানানো হয়েছে তিনি অসুস্থতার জন্য পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেন না।

কমরেডগণ, আপনারা জানেন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে ট্রট্স্কির কাজের অর্থাৎ তাঁর **অক্টোবরের শিক্ষা** প্রকাশিত হওয়ার পর।

ট্রট্স্কিই আলোচনা শুরু করেছিলেন। আলোচনা পার্টির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পার্টি ট্রট্স্কির এই কাজের জবাব দিয়েছে দুটি প্রধান অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রথমতঃ, ট্রট্স্কি লেনিনবাদকে শোধন করতে চেষ্টা করছেন ; দ্বিতীয়তঃ, ট্রট্স্কি পার্টির নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করছেন।

পার্টি কর্তৃক আনীত এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ট্রট্স্কি কিছুই বলেননি।

কেন যে তিনি তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বললেন না তা বলা শক্ত। যে সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা হল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাই নিজের সমর্থনে কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু তা নিশ্চয়ই পার্টির কোন দোষ নয়। পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিটি আক্রমণ করার পরই যদি ট্রট্স্কির দেহে উচ্চ তাপ দেখা দিতে থাকে তবে তা তো পার্টির দোষ নয়।

এখন কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির একটি বিবৃতি (১৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরিত বিবৃতি) পেয়েছেন, তাতে তিনি এই মর্মে বলেছেন যে, তিনি এতদিন কোন বিবৃতিদানে বিরত ছিলেন, নিজের সপক্ষে কিছুই বলেননি

কারণ তিনি বিতর্ককে তীব্র করে তুলতে এবং সমস্যাকে জটিল করে তুলতে চাননি। এই ব্যাখ্যাটা অবশ্যই কারো কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হতে পারে বা না-ও হতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করি না। প্রথমতঃ, ট্রট্স্কি কতকাল থেকে এ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন যে পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ সম্পর্ককে জটিল করে তোলে? ঠিক কখন থেকে এই সত্য সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন? পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির আক্রমণ তো এই প্রথম নয়, আর এই প্রথম তো তিনি চমকে ওঠেননি অথবা দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলছেন যে তাঁর আক্রমণ সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি পার্টির মধ্যেকার সম্পর্ককে যথার্থই অবনতির হাত থেকে রক্ষা করতে চান তবে কেন তিনি **অক্টোবরের শিক্ষা** প্রকাশ করলেন, পার্টির নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাকে কেন্দ্রীভূত করলেন, আর যার লক্ষ্য ছিল সম্পর্কের অবনতি ঘটানো ও তাকে আরও জটিল করে তোলা? তারই জন্য আমি মনে করি ট্রট্স্কির ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ১৫ই জানুয়ারি প্রেরিত ট্রট্স্কির যে বিবৃতির উল্লেখ আমি এইমাত্র করেছি এবং যে বিবৃতি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে—সে সম্পর্কে কটি কথা বলছি। প্রথম যে কথাটি লক্ষ্য করা ও হিসেবের মধ্যে ধরা দরকার তা হল ট্রট্স্কির সেই বিবৃতিটি যাতে তিনি বলেছেন পার্টি তাঁকে যে-কোন পদেই নিয়োগ করুক না কেন, তিনি তা গ্রহণ করবেন, তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্পর্কে পার্টির যে-কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে তিনি রাজী আছেন এবং আমাদের কাজের স্বার্থে বিপ্লবী সামরিক পরিষদ-এর সভাপতির পদ থেকে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে অপসারিত করা একান্ত প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন।

এই সবকিছু অবশ্যই লক্ষ্য করা দরকার।

বিষয়টির সারবস্তু সম্পর্কে দুটি কথা লক্ষ্য করা দরকার: একটি হল 'নিরন্তর বিপ্লব' এবং অন্যটি হল পার্টি নেতৃত্বের পরিবর্তন সম্পর্কিত। ট্রট্স্কি বলছেন অক্টোবরের পর বিশেষ বিশেষ সময়ে যদি কখনো তিনি 'নিরন্তর বিপ্লবের' সূত্রটির অবতারণা করেও থাকেন তবে তা তিনি করেছেন পার্টির ইতিহাস-বিভাগ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে, করেছেন অতীতের প্রসঙ্গক্রমে, বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তা করেননি। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা লেনিনবাদের মতাদর্শের মৌল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমার

মতে, ট্রট্স্কির এই বিবৃতিকে একটি ব্যাখ্যা হিসেবে অথবা যুক্তিযুক্ততা হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। তিনি তাঁর ভুল যে স্বীকার করছেন তার ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত এতে নেই। এটা হচ্ছে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া। 'নিরন্তর বিপ্লবের' তত্ত্বটি পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই বিবৃতির অর্থ কী? এটাকে কিভাবে বুঝতে হবে? পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত বিভাগটি শুধু পার্টির দলিলগুলির সংরক্ষক মাত্র নয়, সেগুলির ব্যাখ্যাতাও বটে। সেখানে এমন সব দলিল রয়েছে যা একসময়ে যথার্থ ছিল কিন্তু পরে যেগুলি তাদের যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে এমন সব দলিল রয়েছে যা একসময় ছিল এবং এখনো পর্যন্ত পার্টির পথনির্দেশের ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়েই রয়েছে। তাছাড়া আছে এমন সব দলিল যা নিছক নেতিবাচক প্রকৃতির, নেতিবাচক তাৎপর্যসম্পন্ন—পার্টি কোন সময়ই যেগুলিকে মেনে নিতে পারে না। ট্রট্স্কি তাঁর 'নিরন্তর বিপ্লবের' তত্ত্বটিকে দলিলগুলির এই স্তর বিভাজনের কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত করতে চান? ভাল না মন্দ, কোন্ স্তরে? ট্রট্স্কি তাঁর বিবৃতিতে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তিনি কায়দা করে প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, এড়িয়ে গেছেন। ফলে লেনিনবাদের শোধনের অভিযোগটি এখনো বজায় আছে।

ট্রট্স্কি আরও বলছেন—ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এমন প্রশ্নগুলি সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে, শ্রম এবং দেশরক্ষা পরিষদ-এ তোলেননি এবং নিশ্চিতভাবেই দেশের কোথাও এমন কোন প্রস্তাব করেননি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর মাঝে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এমন কোন প্রশ্নকে নূতন করে জাগিয়েছে। তা সত্য নয়। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের আগে ট্রট্স্কি কী বলেছিলেন? বলেছিলেন পার্টির কর্মীরা ভাল নয় এবং তাই পার্টি-নেতৃত্বের একটা আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এখন তাঁর **অক্টোবরের শিক্ষায়** তিনি কী বলছেন? বলছেন পার্টির প্রধান ভিত্তিটি ভাল নয় এবং তাকে পরিবর্তন করতেই হবে। **অক্টোবরের শিক্ষা** থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। এই সিদ্ধান্তকে প্রতিপাদন করার জন্যই **অক্টোবরের শিক্ষা** প্রকাশ করা হয়েছিল এবং তা-ই ছিল **অক্টোবরের শিক্ষার** লক্ষ্য। তাই পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে একটি আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়াস সম্পর্কিত অভিযোগটি এখনো বহাল আছে।

এ-সবের জন্য, ট্রট্স্কির বিবৃতিটি সামগ্রিকভাবে সত্যিকার অর্থে একটি

ব্যাখ্যা নয়, বরং তা হচ্ছে কূটনৈতিকভাবে পাশ কাটিয়ে যাবার একগুচ্ছ উদাহরণ এবং পুরানো যেসব বিতর্কের নিষ্পত্তি পার্টিতে এর মাঝেই হয়ে গেছে সেগুলিকেই আবার খুঁচিয়ে তোলা।

পার্টি ট্রট্স্কির কাছে এরকম একটা দলিল দাবি করেনি।

স্পষ্টতঃ, ট্রট্স্কি বোঝেন না এবং আমার সন্দেহ হয় তিনি কোনদিনই তা বুঝবেন কিনা যে পার্টি তার পূর্বতন এবং বর্তমান নেতাদের কাছ থেকে কূট-নৈতিক পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কলাকৌশল প্রত্যাশা করে না, দাবি করে ভুলভ্রান্তির একটি সৎ স্বীকৃতি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নিজের ভুলভ্রান্তি খোলাখুলি স্বীকার করার মতো সাহস ট্রট্স্কির নেই। তিনি বুঝতে পারছেন না যে পার্টির ক্ষমতার ও মর্যাদার বোধ বেড়েছে, পার্টি মনে করে তা এখন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং অবস্থাধীনে প্রয়োজন হলে আমরা তার কাছে মাথা নত করব। ট্রট্স্কি এই কথাটিই বোঝেননি।

ট্রট্স্কির এই কাজের প্রতিক্রিয়া আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি কিভাবে দেখিয়েছেন? আপনারা জানেন, বহু পার্টি-সংগঠন এই প্রশ্নে প্রস্তাব পাশ করেছেন। প্রাভদায় তার সবগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা চলে। একটি অংশ পার্টি থেকে ট্রট্স্কির অপসারণ দাবি করছে, অন্য একটি অংশ বিপ্লবী সামরিক পরিষদ থেকে ট্রট্স্কির অপসারণ এবং রাজনৈতিক ব্যুরো থেকে তাঁর বহিষ্কার দাবি করছে। তৃতীয় অংশে রয়েছেন মস্কো, লেনিনগ্রাদ, উরাল এবং ইউক্রেনের কমরেডরা যাঁরা আজ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সর্বশেষ খসড়া প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দাবি করেছেন বিপ্লবী সামরিক পরিষদ থেকে ট্রট্স্কিকে অপসারিত করা হোক এবং শর্তাধীনে রাজনৈতিক ব্যুরোতে তাঁকে রেখে দেওয়া হোক।

ট্রট্স্কির কার্যকলাপ সম্পর্কে এই হল প্রধান তিন ধরনের প্রস্তাবসমূহ।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে এই প্রস্তাবগুলির মধ্য থেকেই বাছাই করে নিতে হবে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে এটুকুই শুধু আমার বলার রয়েছে।

জে. স্তালিন, 'ট্রট্স্কিবাদ'

মস্কো, ১৯২৫

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৯শে জানুয়ারি, ১৯২৫

আমি মঞ্চে দাঁড়িয়েছি কমরেড ফ্রুঞ্জের প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবার জন্য। আমি মনে করি তিনটি বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রথমতঃ, বাড়তি ৫,০০০০০ রুবল এবং সর্বমোট ৪০৫,০০০,০০০ রুবল বরাদ্দ সম্পর্কে কমরেড ফ্রুঞ্জের প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করতে হবে

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী সামরিক পরিষদ এর সভাপতি পদে কমরেড ফ্রুঞ্জের নিয়োগ অনুমোদন করে আমাদের একটি প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, নতুন বিপ্লবী সামরিক পরিষদকে লোকজন সরবরাহ করে সব-প্রকার সাহায্য দানের জন্য পার্টিকে নির্দেশ দিতে হবে।

আমাকে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, ইদানীং আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থা-সমূহের প্রয়োজন খানিকটা বেড়ে যাওয়ার জন্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন আমাদের বর্তমান সঙ্গতিকে ছাড়িয়ে বেড়ে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর ব্যাপারে একটি বিলুপ্তি প্রয়াসের মনোভাব আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু কমরেড বলছেন, আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখে আমাদের কর্তব্য হল সেনাবাহিনীকে কমিয়ে কমিয়ে একটি স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনীর (মিলিশিয়ার) পর্যায়ে নিয়ে আসা। তাদের মনের আছে তা একটা স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী ভিত্তিক ব্যবস্থা নয়, তা হচ্ছে একটি শান্তিসৈনিক বাহিনী অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীকে একটা সাধারণ স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীতে পরিণত করা যাকে সামরিক জটিলতা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে তোলা অসম্ভব

আমি সবাপেক্ষা বেশি জোরের সাথে ঘোষণা করতে চাই—এই আত্ম-বিলুপ্তি প্রয়াসী মনোভাবকে আমাদের দৃঢ়ভাবে দূর করে দিতেই হবে

কেন? কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সম্প্রতি শুরু হয়েছে। নূতন নূতন পূর্বশর্ত রূপ পরিগ্রহ করার মধ্য দিয়ে আমাদের পক্ষে সামনে নূতন জটিলতার আভাস দেখা যাচ্ছে এবং সেগুলির মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতেই হবে হস্তক্ষেপের বিপদ আবার বাস্তব হয়ে উঠেছে।

এই তথ্যগুলি কী কী ?

প্রথমতঃ, উপনিবেশের আন্দোলনের এবং সাধারণভাবে প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলনের বিস্তার। ভারত, চীন, মিশর, সুদান হল সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব-পূর্ণ ঘাঁটি। ঐসব উপনিবেশের দেশে দেশে আন্দোলন বেড়ে উঠছে এবং তা বাড়তেই থাকবে। তা বড় বড় শক্তিধর দেশগুলির শাসকদের আমাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে কারণ তারা জানে প্রাচ্যের এই উর্বর মাটিতে যে বীজ পড়ছে তা পোক্ত হয়ে উঠবে, নূতন জীবনের সৃষ্টি করবে। আর তা নিশ্চিতই নূতন জীবন সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় তথ্য হল: উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে জটিলতা পেকে উঠছে। তা নূতন শক্তি-সমবায়ের সৃষ্টি করছে; সাম্রাজ্য-বাদীদের মধ্যে নূতন সামরিক জটিলতার জন্য নূতন নূতন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে। মরক্কোতে স্পেন যে পরাজয় বরণ করেছে[4], ফ্রান্স যে তার হাত বাড়িয়েছে মরক্কোকে গ্রাস করার জন্য, মরক্কোতে ফরাসী শক্তি বৃদ্ধি যে ব্রিটেন সহ্য করবে না, ইতালী যে এই নূতন অবস্থার সুযোগে তিউনিসিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে এবং অন্যান্য শক্তিগুলি তাকে তা করতে যে দেবে না; ব্রিটেন এবং ফ্রান্স একে অন্যের সঙ্গে সুকঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভেঙে পড়ার ফলে বলকানে যেসব নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে—সেইগুলিতে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করার জন্য—গত যুদ্ধের ইতিহাসের সুপরিচিত ঘটনাবলী এবং যুদ্ধ পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর কথাই এগুলি মনে করিয়ে দিচ্ছে। আলবেনিয়ার ঘটনাবলী আকস্মিক কিছুই নয়[5]; সেই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটিতে বিরাট দেশগুলির নিজ নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টারই তা প্রকাশ। এসব কিছু থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে দূর প্রাচ্যে নবোদ্ভূত জটিলতা এবং উত্তর আফ্রিকায় নূতন সুযোগের দ্বার খুলে যাওয়ার জন্য সমগ্র ইউরোপে প্রস্তুতি ও শক্তি-সমাবেশের আয়োজন চলছে। এসব হল একটা নূতন যুদ্ধের পূর্বশর্ত এবং একটা নূতন যুদ্ধ আমাদের দেশকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য।

তৃতীয় তথ্য হল: ব্রিটেনে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের প্রসার। এটা একটা প্রথম স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইউরোপে ব্রিটেন নেতৃস্থানীয় অবস্থানের অধিকারী। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদ ও লেবার পার্টির মধ্যে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টির অভ্যন্তরেই যে ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে—তা থেকে দেখা যায় একটা বৈপ্লবিক কিছু, একটা নূতন

কিছু ব্রিটেনে বিকাশলাভ করছে। তা ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীকে আতংকিত করে তুলছে। আর তা তাদের সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে কারণ ব্রিটেনের নবজাগ্রত এই আন্দোলনের মূল কথাই হল রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব!

চতুর্থ তথ্য হল: আমি যে পূর্বশর্তের কথা বলেছি, যুদ্ধের যে পূর্বশর্তগুলি পরিপক্ক হয়ে উঠছে তার কথা দৃষ্টিতে রাখলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে, অবশ্য আগামীকাল বা তার পরের দিনই তা বেধে যাবে না, বাধবে হয়তো ক'বছর সময়ের মধ্যে এবং যুদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক সংকটকে তা তীব্র করে তুলতে বাধ্য এ কথা দৃষ্টিতে রাখলে সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে আমরা বাধ্য। আমি মনে করি পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্তিগুলি জোরদার এবং তারা বেড়ে উঠছে ও বেড়ে উঠতেই থাকবে এবং এখানে-ওখানে সাফল্যের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করে দিতেও পারবে। তা-ই হবে। কিন্তু তাদের পক্ষে তা ধরে রাখা খুবই শক্ত হবে। সীমান্তবর্তী দেশগুলির উদাহরণ থেকে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এস্তোনিয়া ও লাত্‌ভিয়ার ঘটনা থেকে, তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমাদের সেনাবাহিনীর প্রশ্ন, তার শক্তিসামর্থ্য ও প্রস্তুতির প্রশ্ন আমাদের চারিধারের দেশগুলিতে জটিলতার উদ্ভব ঘটলে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে নিশ্চয়ই আমাদের সামনে দেখা দেবে।

তা থেকে এটা বোঝাচ্ছে না যে, এরকম একটি অবস্থায় আমরা অবশ্যই কারো বিরুদ্ধে বা অন্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় তৎপরতা শুরু করে দেব। তা নয়। যদি কেউ এরকম কোন ধারণা পোষণ করার ভাব দেখান—তাহলে তিনি ভুল করছেন। আমাদের পতাকা এখন হল **শান্তির** পতাকা। কিন্তু যুদ্ধ যদি বেধেই যায় আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না। আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে—কিন্তু এটা করব আমরা সবার শেষে এবং আমরা তা করব আমাদের ভার দিয়ে সুনিশ্চিতভাবে পাল্লাটিকে ভারী করে তোলার জন্য, আমাদের **ভার** দিয়ে পাল্লাটিকেই ঘুরিয়ে দেবার জন্য।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হল: আমাদের সকল প্রকার পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে, আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে হবে, তাদের জুতো এবং পোশাক সরবরাহ করতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে, কারিগরী হাতিয়ারগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে, রাসায়নিক রক্ষাব্যবস্থা ও বিমান

পরিবহনের উন্নতি করতে হবে এবং সাধারণভাবে আমাদের লালফৌজকে উপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। আন্তর্জাতিক অবস্থা এটা আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করে তুলেছে।

তারই জন্য আমি মনে করি যুদ্ধ দপ্তরের দাবিগুলি অবিচলচিত্তে এবং অটল মনোভাব নিয়ে আমাদের পূরণ করা কর্তব্য।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

'রাবোচাইয়া গ্যাজেতা'র প্রতি

আমাদের শিক্ষক, আমাদের নেতা ইলিচকে মনে রাখুন, ভালবাসুন আর অধ্যয়ন করুন।

ইলিচ আমাদের যে পথের শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই পথেই ঘরে-বাইরে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, তাদের পরাস্ত করুন।

ইলিচ আমাদের যে পথের শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই পথেই গড়ে তুলুন নূতন সমাজ, নূতন জীবনধারা, নূতন সংস্কৃতি।

ছোট কাজ করতে কখনো অস্বীকার করবেন না, কারণ ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই বিরাট বিরাট কাজ সাধিত হয়—এটি হচ্ছে ইলিচের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

রাবোচাইয়া গ্যাজেতা, সংখ্যা ১৭ — জে. স্তালিন

২১শে জানুয়ারি, ১৯২৫

কমরেড দ—অভ-এর কাছে চিঠি

কমরেড দ—অভ,

জবাব দিতে দেরী হল, কিন্তু এর আগে জবাব দেবার আমার সময় ছিল না।

(১) আমার মনে হয় প্রবন্ধটি[৭] আপনি খামখেয়ালী করে পড়েছেন, তা না হলে আপনি 'একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়' সম্পর্কে লেখা ইলিচের প্রবন্ধের একটা উধৃতি তাতে দেখতে পেতেন।

(২) আপনি যদি প্রবন্ধটি সতর্কভাবে পড়েন তাহলে সম্ভবতঃ আপনি বুঝতে পারবেন যে, মূল প্রশ্নটা **পরিপূর্ণ** বিজয়ের নয়, প্রশ্ন হল সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অর্থাৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিতাড়নের, তাদের ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে নেওয়ার, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিরোধের এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করার। এই সমস্ত ব্যাপারেই একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী পুরোপুরি সফল হতে পারে; কিন্তু তাদের পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা একমাত্র মিলতে পারে 'কয়েকটি দেশের শ্রমিক-জনগণের যৌথ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে'।

স্পষ্টতঃ অন্যান্য দেশের শ্রমিক-জনগণের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে রাশিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে বিজয়লাভ করা সম্ভব—কিন্তু 'রক্ষণশীল ইউরোপের প্রতি-কূলতার মুখে দাঁড়িয়ে তা বজায় রাখা সম্ভব নয়'—এই বিশ্বাস থেকে রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব শুরু করা নির্বোধের কাজ হতো। এটা মার্কসবাদ নয়, এটা হচ্ছে অত্যন্ত সহজদৃষ্ট সুবিধাবাদ, ট্রট্স্কিবাদ বা আপনার যা খুশি বলতে পারেন। যদি ট্রট্স্কির তত্ত্ব সঠিক হতো তাহলে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (নেপ্)-র রাশিয়াকে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে পরিণত করব—কারণ 'একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই' আমাদের রয়েছে—এই যে কথাটি ইলিচ বলেছিলেন তা ভুল হয়ে পড়ত ('সমবায় প্রসঙ্গে'[৮] লিখিত প্রবন্ধটি দেখুন)।

(৩) স্পষ্টতঃ, প্রকাশিত প্রবন্ধটি যে একটি 'মুখবন্ধের' অংশমাত্র আপনি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তা যদি লক্ষ্য করতেন, —

তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে 'মুখবন্ধটিকে' সামগ্রিকভাবেই বিচার করতে হবে।

(৪) বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর দেশটিকে অন্যান্য দেশের বিজয়ী শ্রমিক-জনগণের পক্ষ থেকে সহায়তা না আসা পর্যন্ত শুধু কালক্ষেপ করতে অভ্যস্ত এমন একটা নিষ্ক্রিয় সত্তা হিসেবে মনে করার প্রয়াসটা হল আমাদের রাজনৈতিক ব্যবহারিক অভ্যাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক একটি বিষয়। ধরে নেওয়া যাক পাশ্চাত্যের কোন দেশে বিপ্লব সাধিত হল না অথচ পাঁচ বা দশ বছর রাশিয়াতে সোভিয়েত ব্যবস্থা বহাল থাকল; ধরে নেওয়া যাক তা সত্ত্বেও ঐ সময়টুকুতে আমাদের সাধারণতন্ত্রটি একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র হিসেবেই বহাল থেকে নয়া অর্থনৈতিক নীতির অবস্থাধীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলছে,*—আপনি কি মনে করেন ঐ পাঁচ বা দশ বছর আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংগঠনের জন্য সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার না করে, ছাকনিতে করে জল সংগ্রহের নিছক পণ্ডশ্রম করে ঐ সময়টুকু অতিবাহিত করে দেবে? শুধু এই প্রশ্নটি থেকেই যথেষ্টভাবে বোঝা যায়, যে তত্ত্বটি একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে তা কত বেশি মারাত্মক।

কিন্তু তার অর্থ কি এই যে এই বিজয় হবে পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত? না, তা বোঝাচ্ছে না (আমার 'মুখবন্ধ' দেখুন), কারণ যতদিন ধনতান্ত্রিক অবরোধ বজায় থাকবে, সামরিক হস্তক্ষেপের বিপদ ততদিন থেকেই যাবে। তা সত্ত্বেও এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রেরই বিজয়, তার পরাজয় নয়। আর এতে সন্দেহের কোন কারণই নেই যে এই বিজয় একই সঙ্গে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বশর্তকেও রচনা করছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু কমরেড এখনো পর্যন্ত—ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিক থেকে, ধরা যাক ব্রিটেন ও আমেরিকার চেয়ে, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সাধন করা যাবে না—এই পুরাতন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্বটি পরিত্যাগ করেননি।

*এই দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত, কারণ আমাদের সাধারণতন্ত্রের শক্তি বাড়ছে ও তা বেড়েই চলবে এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের আমাদের কমরেডদের পক্ষ থেকে সমর্থন আমরা পেয়ে যাচ্ছি ও সেই সমর্থন বাড়তেই থাকবে।

(৫) **স্রোতের বিরুদ্ধে**[৯] নামক আলোচনা সংকলনে ইলিচের প্রবন্ধগুলি, তাঁর পুস্তিকাগুলি **সর্বহারা বিপ্লব**[১০] এবং **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্‌**[১১] ও 'সমবায় প্রসঙ্গে' লিখিত তাঁর প্রবন্ধটি সহ ইলিচের রচনাগুলি আপনাকে আবার পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯২৫

সাম্যবাদী অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

'দাইমোভ্‌কা'

(রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা,[১২] ২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৫)

কেন্দ্রীয় একটি প্রশ্ন না হলেও সর্বপ্রথমেই সোস্‌নোভস্কির প্রশ্ন নিয়ে বলছি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি নাকি সংবাদপত্রে কোথাও বলেছেন, সমগ্র সোভিয়েত প্রশাসনযন্ত্রটি, এমনকি গোটা ব্যবস্থাটিই পচে গেছে। আমি এ ধরনের কোন বিবৃতি পড়িনি এবং সোস্‌নোভস্কি কোথায় তা লিখেছেন সেটি কেউ আমাকে দেখিয়েও দেননি। তিনি যদি কোথাও বলে থাকেন যে সোভিয়েত ব্যবস্থা পচে গেছে, তাহলে তিনি প্রতিবিপ্লবী হয়ে দাঁড়াবেন।

এই হল তাঁর বই। তাতে বলা হয়েছে: 'ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলকে যথেষ্ট-ভাবে জানি না বলে, দাইমোভ্‌কা ইউক্রেনের সকল গ্রামগুলির কতখানি প্রতিনিধিস্থানীয় তার বিচার আমি করতে যাচ্ছি না। সোভিয়েত ইউক্রেন সম্পর্কে যাঁদের অধিকতর বিশেষজ্ঞের জ্ঞান রয়েছে তাঁরাই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তা সত্ত্বেও, আমি এই স্বাধীনতা নিয়ে জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে দাইমোভ্‌কা কোনমতেই একটা ব্যতিক্রম নয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা থেকে, দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে, কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা-সভা থেকে এবং আমার হাতে আসা কিছু দলিলপত্র থেকে আমি বুঝেছি "দাই-মোভ্‌কার" অবস্থার উপাদানগুলি অন্যান্য গ্রামেও দেখতে পাওয়া যাবে।'

অত্যন্ত নরম করে কথাটা বলা হয়েছে এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা বা সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত প্রশাসনযন্ত্রের অবক্ষয় সম্পর্কে তাতে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং কমিশন বা ব্যক্তিগতভাবে কমরেডরা সোস্‌নোভস্কির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি এনেছেন তা ঠিক নয়। তা সেই অভিযোগগুলি গুবেনিয়া (প্রাদেশিক) কমিটি, ওকরাগু কমিটি, কমিশন বা ব্যক্তিগতভাবে আনা হয়েছে কিনা তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না; অভিযোগগুলি সমর্থিত হয়নি, তার সমর্থনে কোন দলিলও নেই।

উল্টোদিক থেকে, এটি দেখিয়ে দেওয়া আমি উচিত মনে করি যে

এক্ষেত্রে সোস্নোভস্কির বরং কৃতিত্বেরই কিছু রয়েছে। সে বিষয়ে কেউই কিছু বলেননি। প্রাভদার পক্ষে, সোস্নোভস্কির পক্ষে, দেমিয়ান বেদনির পক্ষে এটা কৃতিত্বেরই কথা যে তারা দিনের আলোতে বাস্তব জীবনের একটি টুকরোকে নিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছেন এবং সমগ্র দেশের সামনে তাকে ধরেছেন। এটা এমন একটা কাজ যা তুলে ধরার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এ কথাটি বলতেই হবে এবং তা বলতে গিয়ে তাঁরা কিছুই বাড়াবাড়ি করেননি।

বলা হচ্ছে, সোস্নোভস্কি ব্যাপারগুলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ প্রবণতাই হল সরকারী পোষকতার দিকে অথচ যেখানে বহিরাবরণের ঠিক নীচেই অন্যায় জমে থেকে থেকে আমাদের সকল কাজকেই নষ্ট করে দিচ্ছে—তখন ওগুলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করারই প্রয়োজন রয়েছে। তা সুনিশ্চিতভাবেই প্রয়োজনীয়। তা অনিবার্যও। তা থেকে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হবে না। অবশ্য কেউ কেউ আহত বোধ করবেন কিন্তু আমাদের কাজের তাতে লাভই হবে। ব্যক্তিবিশেষদের কিছুটা আহত না করে আমাদের পক্ষে কাজকর্ম সঠিকভাবে করা সম্ভবই হবে না।

আমার মতে এক্ষেত্রে প্রধান কথাটি মোটেই এই নয় যে একজন গ্রামীণ সংবাদদাতা নিহত হয়েছেন বা আমাদের দাইমোভ্কার মতো একটা গ্রাম রয়েছে—এই সবটাই অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু সেইটিই প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হল গ্রামাঞ্চলে এখানে-ওখানে, ভোলস্তগুলিতে (অঞ্চল), জেলাগুলিতে, ওকরাভ্গুলিতে—আমাদের স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীরা শুধুমাত্র মস্কোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, কৃষকদের দিকে তাকাতে অস্বীকার করেন, এটা বুঝতেই পারেন না যে মস্কোর সঙ্গে সুসম্পর্কটাই যথেষ্ট নয়, কৃষকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করাটাও প্রয়োজন। এটাই হল প্রধান ভুল: গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রধান বিপদ।

বহু দায়িত্বশীল কর্মী বলছেন, কেন্দ্র থেকে গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে নিত্যনূতন বিবৃতি দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হচ্ছে বহির্বিশ্বের জন্য কূটনৈতিক বোলচাল যেন আমরা কী ঐকান্তিক ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে আমাদের নীতি উন্নত করছি সে-কথাই জাহির করা। এটাকে আমি সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার বলে মনে করি। আমাদের আঞ্চলিক কমরেডরা তা যদি বিশ্বাস করতে গররাজী হন যে আমরা ঐকান্তিকতার সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলের প্রতি, কৃষক-জনগণের প্রতি নূতন মনোভাব নিয়ে কাজকর্ম করার শিক্ষায় আমাদের দায়িত্বশীল কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে চাইছি, এটা যদি তাঁরা না দেখেন অথবা তা যদি তাঁরা বিশ্বাস না করেন তাহলে একটা গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। আমাদের এখন যা করতে হবে তা হল স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীদের মধ্য থেকে এই মনোভাব সম্পূর্ণ দূর করে দেওয়া, ঝট্ করে ঠিক অন্যদিকে কাজের ধারাটি বদলে দেওয়া যাতে তাঁরা গ্রামাঞ্চলের প্রতি আমাদের নীতিকে একটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, একটা কিছু একান্ত অপরিহার্য বলেই গণ্য করেন।

আমাদের তিনটি মিত্র রয়েছে: আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী—যা বিপ্লবের জন্য ধীর-মন্থর প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে; উপনিবেশগুলি—যারা অত্যন্ত ধীর-মন্থর গতিতে কদম তুলছে এবং কৃষক-জনগণ। আমি এখন আমাদের চতুর্থ মিত্রশক্তি অর্থাৎ আমাদের শত্রুদের শিবিরের সংঘাত সম্পর্কে এখানে বলছি না। আন্তর্জাতিক বিপ্লব কখন যে কদম ওঠাবে বলা শক্ত; যখন তা ঘটবে তা হবে একটা নির্ধারক ব্যাপার। উপনিবেশগুলি যে কখন কদম ওঠাবে সে-কথাও বলা শক্ত; তা একটি গুরুতর ও সুকঠিন প্রশ্ন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কৃষকদের সম্পর্কে বলা যায়—তাদের সঙ্গে থেকে আমরা আজ কাজ করছি; তারা হল আমাদের তৃতীয় মিত্র যারা এই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করে চলেছে, আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য লোকজন সরবরাহ করছে, খাদ্যশস্য দিচ্ছে এবং এরকম সবকিছু করছে। এই মিত্রদের অর্থাৎ কৃষকদের সঙ্গে একযোগে আমরা কাজ করছি, তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি, ভালভাবেই করি আর মন্দভাবেই করি তা আমরা গড়ে তুলছি এবং বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এই মিত্রদের মূল্য আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তারই জন্য কৃষক-জনগণের প্রশ্নটিকে এখন আমরা আমাদের কাজের সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি।

এটা বলতেই হবে যে, আমাদের নীতির বর্তমান গতিধারাটা নূতন; তা সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে আমাদের নীতিতে একটা নূতন ধারার ইঙ্গিত বহন করছে। কমরেডরা তা বুঝতে চাইছেন না। যদি তাঁরা এই মৌলিক বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে

আমরা কোন অগ্রগতিই সাধন করতে পারব না এবং আমাদের দেশে সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলাও হবে না। আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুতর বিপদ হল আমাদের কমরেডরা এই আসল বিষয়টিই ভুলে যাচ্ছেন এবং তাঁরা ভেসে যাচ্ছেন সেই মনোভাবের দ্বারা, যাকে বলা যায় তাঁদের বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বারা—যার অর্থ হল মস্কোকে 'কাপড়ের ঠিক দিকটিই শুধু দেখানো'—যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সবকিছু ঠিক আছে, খারাপ দিকগুলি লুকিয়ে রাখা, কোনরকম সমালোচনার অনুমতি তাঁদের না দেওয়া, কারণ তাঁরা মনে করেন তাতে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের এবং স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীদের বদনাম হবে। এটার সমাপ্তি আমাদের ঘটাতে হবে এবং কমরেডদের বলতে হবে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন জীবনের খণ্ড খণ্ড টুকরোগুলিকে দিনের আলোয় এনে হাজির করতে ভয় পেলে তাঁদের চলবে না। আমাদের কমরেড-দের ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে হবে যাতে তাঁরা শুধু মস্কোর দিকে তাকিয়ে না থাকেন, যাতে তাঁরা কৃষকদের দিকে তাকাতে শেখেন, এবং তাঁদের কাজই হল কৃষক-জনগণের সেবা করা; অন্যায়কে লুকিয়ে রাখা নয় বরং উল্টোদিকে আমাদের ভুলগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে তাদের সাহায্যই করতে হবে, সেগুলিকে শোধরাতে হবে এবং পার্টি এখন আমাদের কাজের যে লাইন স্থির করেছে সেইভাবে আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে।

দুটির একটি হবে (আমি এর মাঝে বহুবার এ সম্পর্কে বলেছি): হয় আমরা পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের সঙ্গে যুক্তভাবে, আঞ্চলিক সোভিয়েত এবং পার্টি-কর্মীদের সঙ্গে যুক্তভাবে নিজেদের সমালোচনা করব আমাদের কাজকর্মের উন্নতি বিধানের জন্য, আর তা না হলে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হবে এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়বে। মনে রাখবেন নূতন অবস্থাধীনে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির (নেপ্) অধীনে—অন্য একটা তামবভ অথবা ক্রোন্‌স্তাদ্[১৩]-এর কথা বাতিল করে দেওয়া যায় না। ট্রান্সককেশীয়, জর্জীয় বিদ্রোহ[১৪] একটা গুরুতর সতর্কবাণী। যদি আমরা আমাদের অন্যায়কে উদ্ঘাটন করে দিতে না শিখি, সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে না শিখি, আর যদি বাইরের দিক থেকে দেখাতেই থাকি যে সবকিছু ঠিক আছে—তাহলে এ ধরনের বিদ্রোহ ভবিষ্যতেও সম্ভব।

তারই জন্য আমি মনে করি এখানে যা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত তা মোটেই সেইসব বিশেষ লেখকেরা, যাঁরা আমাদের কাজের ত্রুটিগুলি

উদ্ঘাটন করে দিচ্ছেন, তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাঁরা যে বাড়িয়ে বলেছেন সেগুলি নয়, বরং এটা করে তাঁরা যে হিতসাধন করেছেন সেটা নিয়েই কথা বলা উচিত।

এখানে আমি আমাদের লেখক এবং সংবাদদাতাদের প্রশ্নে চলে যেতে চাই। আমার মনে হচ্ছে আমরা একটা সময়ে এসে পৌঁছেছি যখন শ্রমিক সংবাদদাতা এবং গ্রামীণ সংবাদদাতারা গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনমূলক কার্যকলাপ সংশোধনের ক্ষেত্রে, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উদ্ঘাটন করে দেবার ক্ষেত্রে এবং ফলতঃ সোভিয়েতসমূহের কাজকর্মগুলি শোধরানো এবং উন্নত করার ব্যাপারে—অন্যতম একটি মুখ্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারেন। সম্ভবতঃ, আমরা সবাই এটা ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে ঠিক এখান থেকেই আমাদের কাজের উন্নতিসাধন শুরু হবে। এইসব লোকদের ব্যাপক অংশই হচ্ছেন অল্পবয়সী—সত্যের প্রতি ভালবাসায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা চান যে-কোন মূল্যে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উদ্ঘাটন করে দিতে, সেগুলিকে শোধরাতে, এঁরা এমন লোক যাঁরা বুলেটের ভয়ে ভীত নন—আমি মনে করি এইসব লোকদেরই আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েতের গঠনমূলক কাজ শোধরানোর ব্যাপারে অন্যতম একটি হাতিয়ার করে তুলতে হবে।

তারই জন্য এইসব কমরেডদের কথা আমাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং আমাদের সংবাদপত্রকর্মীদের হেয় করা চলবে না। তাঁদের মাধ্যমেই অনেকটা ব্যারোমিটারের (বায়ুর চাপ মাপা যন্ত্র) মতোই আমরা সরাসরি আমাদের গঠনমূলক কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করতে পারি, এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা উদ্ঘাটন করে দিতে ও সংশোধন করে নিতে পারি।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন সম্পর্কে আমি মনে করি সামগ্রিক বিচারে যে প্রস্তাব তাঁরা নিয়েছেন তা মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে মনে হচ্ছে এমন কিছু রয়েছে যা সংশোধন ও পরিবর্তন করা উচিত।

দাইমোভ্কার ঘটনাটি সংবাদপত্রে এমনভাবে হাজির করা উচিত যাতে আমাদের কমরেডরা কিভাবে তা দেখা দিল তা যেন উপলব্ধি করতে পারেন। প্রশ্নটা শুধু এই ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ নয় যে একজন গ্রামীণ সংবাদদাতা নিহত হয়েছেন; ওকরাগ্ কমিটি বা গুবেনিয়া কমিটির সম্পাদককে অখুশি করার

ব্যাপার তো তা নয়ই। আসল কথা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনাত্মক সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপের উন্নতি বিধান শুরু করা। এই হল আসল কথা। এই হল মূল বিচার্য বিষয়।

জে. স্তালিন, 'কৃষক সমস্যা'
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৫

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের সমস্যা প্রসঙ্গে

(রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের ত্রয়োদশ গুবেনিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৫
২৭শে জানুয়ারি, ১৯২৫)

কমরেডগণ, কৃষক-জনগণের প্রতি পার্টি এখন যে নীতি গ্রহণ করেছে তার অন্তর্নিহিত মূলসূত্র সম্পর্কে কটি কথা বলতে চাই। বর্তমান সময়ে কৃষক-জনগণের প্রশ্নটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক কমরেড চূড়ান্ত অভিমত পোষণ করে এমন কথাও বলছেন যে একটা নূতন যুগ—কৃষক যুগ—শুরু হয়েছে। 'গ্রামাঞ্চলের দিকে মুখ ফেরাও' এই শ্লোগানটিকে অন্যান্যরা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে যেন শহরের দিকে আমাদের পেছন ফিরে দাঁড়াতে হবে। অনেকে এতদূর পর্যন্ত গেছেন যে, তাঁরা একটা রাজনৈতিক নয়া অর্থনৈতিক নীতির কথাও বলতে শুরু করেছেন; নিশ্চয়ই একেবারে আজেবাজে সব কথাবার্তা। এসব অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ের অবস্থান। কিন্তু যদি এই চূড়ান্ত অবস্থানগুলিকে সরিয়ে রাখি তাহলে একটা কথাই দাঁড়ায় এবং তা হল বর্তমানকালে বিশেষ করে ঠিক এই সময়ে কৃষক-জনগণের প্রশ্নটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কেন? তার কারণটা কী?

তার দুটি কারণ রয়েছে। আমি মৌলিক কারণের কথাই বলছি।

কৃষক-জনগণের প্রশ্নটি কেন আমাদের কাছে বর্তমান সময়ে এমন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার প্রথম কারণ হল—সোভিয়েত শক্তির, শ্রমিক-শ্রেণীর প্রধান চারটি মিত্রদের মধ্যে, আমার মতে, কৃষক-জনগণই হচ্ছে একমাত্র মিত্র যারা **ঠিক এই মুহূর্তে** আমাদের বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হতে পারে। প্রশ্নটা হল ঠিক এখন, এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ সহায়তার। অন্যান্য মিত্ররা যদিও ভবিষ্যতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং যদিও তারা আমাদের বিপ্লবের পক্ষে এক বিশাল মজুত বাহিনী—তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনই তারা আমাদের শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে সহায়তা দিতে পারছে না।

এই মিত্ররা কারা?

প্রথম মিত্র, আমাদের প্রধান মিত্র হল উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী। পশ্চিমী দেশগুলির অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণী হল একটা বিপুল শক্তি এবং তারা আমাদের বিপ্লবের, আমাদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলনের অবস্থা হল এমন যে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের এই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ ও নির্ধারক সাহায্য দিতে সক্ষম নয়। আমাদের প্রতি তাদের পরোক্ষ, নৈতিক সমর্থন রয়েছে এবং তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তার মূল্য অপরিমেয়, সুবিপুল। তা সত্ত্বেও এখনই আমাদের যে প্রত্যক্ষ ও আশু সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে তা তাদের কাছ থেকে মিলছে না।

দ্বিতীয় মিত্র হল উপনিবেশগুলি, অধিকতর উন্নত দেশগুলির দ্বারা উৎপীড়িত অনুন্নত দেশগুলির নিপীড়িত জনগণ। কমরেডগণ, তারা হচ্ছে আমাদের বিপ্লবের বিপুল এক মজুত বাহিনী। কিন্তু তারা খুবই ধীর-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে তারা আসছে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা দ্রুত এগিয়ে আসছে না। ঠিক সেই কারণেই তারা আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য, সোভিয়েত শাসনকে জোরদার করে তুলতে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ ও আশু সহায়তা দান করতে অসমর্থ।

অনেকটা অস্পষ্ট, নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের তৃতীয় মিত্র হল ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-গুলি; তার কোন চেহারা দেওয়া যায় না, কিন্তু ঐগুলি নিশ্চিতভাবেই আমাদের শাসনব্যবস্থা ও আমাদের বিপ্লবকে অত্যন্ত বিরাট সাহায্য জোগায়। কমরেডগণ, আপনাদের কাছে তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এটা একটা বাস্তব সত্য। যদি দুটি মুখ্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র জোট ১৯১৭ সালের যুদ্ধকালে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত না থাকত, তারা একে অন্যের শ্বাসরোধ করতে লিপ্ত না থাকত, তারা যদি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে এমন ব্যস্ত না থাকত যে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার অবকাশটুকুও তাদের ছিল না—তাহলে সোভিয়েত শাসন টিঁকে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের শত্রুদের নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম, সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহ, আমি আবার বলছি, আমাদের পক্ষে একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কিন্তু এই সহায়ক শক্তিটির অবস্থাটি কী? অবস্থাটা হল যুদ্ধের পর বিশ্ব পুঁজিবাদ বেশ কয়েকটা সংকটের

মধ্য দিয়ে চলতে চলতে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে। এটা স্বীকার করতেই হবে। প্রধান বিজয়ী দেশ—ব্রিটেন ও আমেরিকা—এখন এমন শক্তি সঞ্চয় করেছে যে নিজ নিজ দেশে পুঁজির কাজকর্ম মোটামুটি সহনযোগ্য করে গুছিয়ে রাখার বাস্তব সম্ভাবনাই যে শুধু তারা করতে পারছে তা নয়, তারা ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে নূতন শক্তি সঞ্চার করছে। এই হল বিষয়টার একটা দিক। বিষয়টির এই পরিণতি হিসেবে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি ঠিক এখনই যুদ্ধের পরবর্তী সময়টাতে যে তীব্রতা সহকারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেভাবে বাড়ছে না। পুঁজিবাদের পক্ষে এটা লাভজনক এবং আমাদের পক্ষে তা ক্ষতিস্বরূপ। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার একটা অন্য দিক, বিপরীত দিকও রয়েছে। বিপরীত দিকটা হল পুঁজিবাদের তুলনামূলক যে স্থিতিশীলতা সাময়িকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা সত্ত্বেও অন্য প্রান্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসমূহ, শোষক অগ্রসর দেশগুলি এবং শোষিত পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলির, উপনিবেশগুলি ও পদানত দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ তীব্রতর ও গভীরতর হচ্ছে এবং পুঁজিবাদের 'কাজকর্মকে' একটি নূতন ও 'অপ্রত্যাশিত' দিক থেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার বিপদ সৃষ্টি করছে। সংবাদপত্রে সম্ভবতঃ আপনারা মিশর ও সুদানের সংকটের কথা পড়েছেন, চীনের কয়েকটি মূল সংঘাতের কথাও আপনারা পড়ে থাকবেন যা ওখানকার বর্তমান 'মিত্রদের' মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করছে এবং পুঁজির শক্তিতে ভাঙন ধরাচ্ছে, উত্তর আফ্রিকায় পর পর অনেকগুলি নূতন মূল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা পড়েছেন, দেখেছেন, কিভাবে সেখানে স্পেন মরক্কোকে হারাতে চলেছে, কিভাবে তার দিকে ফ্রান্স হাত বাড়াচ্ছে, কিন্তু জিব্রাল্টারের ওপর ব্রিটেন ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হতে দেবে না বলে ফ্রান্স তা নিয়ে নিতে পারছে না—এইসব তথ্যগুলি নানাদিক থেকে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং তা আন্তর্জাতিক পুঁজির 'গঠনমূলক কাজকর্মকে' বিনষ্ট করে দিতে বাধ্য।

দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশের সামগ্রিক লাভ ও ক্ষতির হিসেব-নিকেশের এই হল অবস্থা। কিন্তু যেহেতু সাময়িকভাবে এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের লাভটা তার ক্ষতির তুলনায় বেশি এবং যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে পুঁজিবাদীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বেঁধে ওঠার আশা করার কোন ভিত্তি নেই—এটা তো স্পষ্ট যে তৃতীয় সহায়ক মিত্রের ব্যাপারে অবস্থাটা আমরা যা প্রত্যাশা করি তা নয়।

এখন থাকছে চতুর্থ মিত্র—কৃষক-জনগণ। তারা আমাদের পক্ষে রয়েছে,

একসাথেই আমরা বাস করছি, একসঙ্গেই নূতন জীবন গড়ে তুলছি, ভাল বা মন্দ যা-ই হোক একসাথেই আমরা তা গড়ছি। আপনারা নিজেরাই জানেন এই মিত্রটি একটি খুব দৃঢ় মিত্র নয়, কৃষক-জনগণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মতো নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা একটি মিত্র এবং আমাদের সকল বর্তমান সহায়ক মিত্রদের মধ্যে তারাই একমাত্র মিত্র যারা আমাদের এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে পারে ও করছে এবং বিনিময়ে আমাদের সাহায্যও পাচ্ছে।

তারই জন্য বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন বৈপ্লবিক এবং অন্যান্য সংকটগুলির বিকাশের প্রক্রিয়াটা মন্দীভূত হয়ে পড়েছে তখন কৃষক-জনগণের প্রশ্নটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই হল কৃষকদের প্রশ্নে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার প্রথম কারণ।

কেন আমরা কৃষক-জনগণের প্রশ্নকে বর্তমান মুহূর্তে আমাদের নীতির মূল ভিত্তি করে তুলেছি তার দ্বিতীয় কারণ হল আমাদের যে শিল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, আমাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি তা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার—কৃষকদের বাজারের ওপর। আমাদের শিল্প যখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশলাভ করবে, যখন আমাদের দেশের বাজার আমরা সামলাতে পারব, যখন আমাদের বৈদেশিক বাজার জয়ের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে আমি জানি না। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার আপনাদের কোনই কারণ নেই যে ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হবই। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুঁজিবাদের কাছ থেকে পশ্চিমের বাজার আমরা দখল করে নিতে পারব কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু যে প্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে খারাপ মনে করা চলে না এবং ভবিষ্যতে যা আরও ভালই হয়ে উঠবে, সেই প্রাচ্যের বাজারের প্রশ্নে আমরা অনেক বেশি সহায়ক অবস্থার সাক্ষাৎ পাব। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে বয়ন শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী, দেশ রক্ষার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হবে মুখ্য পণ্যসামগ্রী যা আমরা পুঁজিবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও সরবরাহ করতে পারব। কিন্তু এটি আমাদের শিল্পের ভবিষ্যতের সঙ্গে বিজড়িত। বর্তমানকালে আমরা যখন আমাদের কৃষক-বাজারের এক-তৃতীয়াংশও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি সেই মুহূর্তে আমাদের সামনে প্রধান প্রশ্ন হল দেশীয় বাজারের প্রশ্ন, এবং সর্বোপরি কৃষক-বাজারের প্রশ্ন।

যেহেতু কৃষক-বাজারই হল বর্তমান মুহূর্তে আমাদের শিল্পের প্রধান ভিত্তি, ঠিক সেই কারণেই আমরা সরকার হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণী হিসেবে কৃষক অর্থনীতির অবস্থার চূড়ান্ত উন্নতিসাধনে, কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধনে, কৃষক-জনগণের ক্রয়ক্ষমতা উন্নত করার ব্যাপারে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের সম্পর্কের উন্নতিসাধনে এবং লেনিন তাদের মধ্যেকার যে বন্ধন প্রতিষ্ঠার কথা বলে গেছেন যা আমরা এখনো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি—তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আমরা আগ্রহান্বিত।

আমরা কেন পার্টি হিসেবে বর্তমান মুহূর্তে কৃষক-জনগণের প্রশ্নকে সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছি, কৃষক-জনগণের প্রতি কেন আমরা বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি ও বিশেষ যত্ন নিচ্ছি এই হল তার দ্বিতীয় কারণ।

কৃষক-জনগণের প্রতি পার্টির নীতির এই হল ভিত্তিভূমি।

কমরেডগণ, পুরো গোলমালটাই হচ্ছে আমাদের অনেক কমরেড এই প্রশ্নটি যে কতখানি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝেন না বা বুঝতেই চান না।

প্রায়ই বলা হয়: মস্কোয় বসে আমাদের নেতাদের কৃষক-জনগণ সম্পর্কে কথা বলা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে; মনে হয়, তাঁরা খুব গুরুত্ব সহকারে তা বলেন না, এটা হল কূটনৈতিক কথাবার্তা। বাইরের দুনিয়ার জন্য এসব বক্তৃতার দরকার মস্কোর রয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের পুরানো নীতিই চালিয়ে যেতে পারি। এই হল কিছু কিছু লোকের বক্তব্য। অন্যরা বলছেন, কৃষকদের নিয়ে কথাবার্তা নিছক কথার কথা মাত্র। মস্কোর লোকেরা যদি তাঁদের অফিসে গ্যাঁট হয়ে বসে না থেকে গ্রামাঞ্চলে আসতেন তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন কৃষকরা কী এবং কিভাবে কর আদায় করা হয়। এ ধরনের কথাবার্তাই শোনা যায়। কমরেডগণ, আমি মনে করি আমাদের সামনে যত বিপদ রয়েছে তার মধ্যে আমাদের আঞ্চলিক দায়িত্বশীল কর্মীরা যে আমাদের সামনের কর্তব্যগুলি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে অক্ষমতা প্রকাশ করছেন—তাই হল সবচেয়ে গুরুতর বিপদ।

দুটির একটিই হবে:

হয় আমাদের আঞ্চলিক কমরেডরা কৃষক-জনগণের প্রশ্নটি যে কত গুরুতর তা উপলব্ধি করবেন—তাহলে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কৃষক-জনগণকে আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মে টেনে নিয়ে আসতে পারবেন, কৃষি অর্থনীতিকে উন্নত করতে ও মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করতে তৎপর হবেন; অন্যথায়, কমরেডরা এটা

উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন, যাতে করে সোভিয়েত শক্তিরই পতনের মধ্য দিয়ে তার ইতি ঘটতে পারে।

কমরেডদের এটা মনে করার কোনই কারণ নেই যে আমি কাউকে ভয় দেখাচ্ছি। না, কমরেডগণ, কাউকে ভয় দেখানোর চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুতর এবং তার সমাধান করতে হবে গুরুতর দায়িত্বশীল লোকের মতোই যোগ্যতা সহকারে।

মস্কোতে এসে কমরেডরা যেখানে তাঁরা আছেন গ্রামাঞ্চলের সেই জায়গাতে সবকিছুই ঠিক আছে এই বলে প্রায়ই 'কাপড়ের ভাল দিকটাই' শুধু দেখাতে চেষ্টা করেন। সরকারী এই আশাবাদী ভাবটা রীতিমতো বিতৃষ্ণা জাগায়, কারণ এটা তো পরিষ্কার যে সবকিছু ভাল নেই এবং তা হতেও পারে না। স্পষ্টতঃ, ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে,—এবং সমালোচনার ভয় না করে সেগুলি উদ্ঘাটন করে দিতে হবে এবং তারপর সেগুলিকে দূর করতে হবে। বিষয়টা হল এইরকম: হয় আমরা সমগ্র পার্টি হিসেবে পার্টি-বহির্ভূত কৃষক ও শ্রমিকদের আমাদিগকে সমালোচনা করতে দেব, অথবা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আমাদের সমালোচনা করা হবে। জর্জিয়ার বিদ্রোহটা ছিল সমালোচনা। তামবভ-এর বিদ্রোহটাও ছিল সমালোচনা। ক্রোনস্তাদ্-এর বিদ্রোহটা কি সেই সমালোচনাই নয়? দুটির একটি হবে: হয় আমরা সরকারী আশাবাদী ভাবটা সমস্যার প্রতি সরকারী মনোভাবটা পরিত্যাগ করব, সমালোচনাকে ভয় করব না এবং পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিক ও কৃষকদের আমাদিগকে সমালোচনা করতে দেব, কারণ তারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের ভুলভ্রান্তির ফলাফল টের পায় —অথবা আমরা যদি তা না করি তবে অসন্তোষ জমতে থাকবে, বাড়বে এবং বিদ্রোহের রুদ্ররূপের মধ্য দিয়েই আমাদের সমালোচনা জুটবে।

সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ হল আমাদের অনেক কমরেড বর্তমান পরিস্থিতির এই বিশেষ দিকটি অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এই প্রশ্নটি, কৃষক-জনগণের এই প্রশ্নটির সঙ্গে এখানে যে ট্রট্স্কিবাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনারা আলোচনা করলেন তার কোন যোগাযোগ আছে কি? নিঃসন্দেহে রয়েছে।

ট্রট্স্কিবাদ কী?

ট্রট্স্কিবাদ হল আমাদের বিপ্লবের শক্তিগুলির প্রতি অবিশ্বাস, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীর প্রতি অবিশ্বাস এবং এই মৈত্রীবন্ধনের প্রতি

অবিশ্বাস। বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কাজ কী? ইলিচের ভাষায় তা হল—নেপ্-এর রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে রূপান্তরিত করা। যদি এই মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে কি এই কর্তব্যটি সম্পাদন করা সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। যে তত্ত্ব অর্থাৎ ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্ব এই মৈত্রীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে তাকে যদি চুরমার করে দেওয়া না যায় তাহলে এই মৈত্রীবন্ধন, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যেকার এই মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি? না, তা সম্ভব নয়। সিদ্ধান্তটি তাই পরিষ্কার: যে-কেউ নেপ্ থেকে বিজয়ী হয়ে বের হয়ে আসতে চান তাঁকে মতাদর্শগত ধারা হিসেবে ট্রট্স্কিবাদকে কবরে পাঠাতেই হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের আগে ইলিচ প্রায়ই বলতেন যে আমাদের মতাদর্শগত বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল মেনশেভিকরা, কারণ তারা অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সুতরাং তিনি বলেছিলেন, মেনশেভিকবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে না পারলে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়লাভ সম্ভব নয়। আমি মনে করি ঐ সময়ের অর্থাৎ অক্টোবরের অধ্যায়ের মেনশেভিকবাদ ও বর্তমান সময়ের অর্থাৎ নেপ্-এর অধ্যায়ের ট্রট্স্কিবাদের মধ্যে খানিকটা মিল রয়েছে। সাম্যবাদের মধ্যেকার সকল মতাদর্শগত ধারার মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তীকালে, নেপ্-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে—ট্রট্স্কিবাদকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা উচিত, কারণ তা আমাদের বিপ্লবের শক্তিগুলির মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে, শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চাইছে, নেপ্-এর রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে রূপান্তরের কাজকর্মে অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চাইছে। সুতরাং যদি ট্রট্স্কিবাদকে চুরমার না করা হয় তবে নেপ্-এর পরিস্থিতিতে বিজয় অর্জন করা, আজকের দিনের রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে রূপান্তর সাধনে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব।

এই হচ্ছে কৃষক-জনগণের প্রতি পার্টির নীতি এবং ট্রট্স্কিবাদের মধ্যেকার সম্পর্ক।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৪

৩০শে জানুয়ারি, ১৯২৫

জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং বলশেভিকীকরণের প্রশ্ন

(জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য
হেরজগ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

প্রথম প্রশ্ন (হেরজগ) ঃ আপনি কি মনে করেন যে গণতান্ত্রিক-ধনবাদী জার্মান সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে অদূর ভবিষ্যতেই শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে ?

উত্তর (স্তালিন) ঃ যদি ঘটনাস্রোতের বিচারে না হয়ে দিনক্ষণের ব্যাপারে হয় তবে এই প্রশ্নের ঠিকঠিক সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া শক্ত। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ এই উভয় পরিস্থিতির বিচারে বর্তমান অবস্থা যে ১৯২৩ সালের থেকে মূলগতভাবে পৃথক তার কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। তা থেকে অবশ্য আন্তর্জাতিক অবস্থায় গুরুতর সম্ভাব্য পরিবর্তনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা ঝট্ করে বিপ্লবের পক্ষে চলে যাবার সম্ভাবনা নেই তা বোঝায় না। এই ধারণাটি যে খুবই সম্ভাব্য হয়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অস্থায়িত্ব তারই একটা গ্যারান্টি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার এবং বর্তমান শক্তি-সমাবেশের বিচারে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য (যে কর্তব্যটিকে লেনিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করে গেছেন তার জন্য) কি আমাদের অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তুতির একটা অধ্যায়ের প্রয়োজন হবে ?

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে আমার পাওয়া সাধারণ তথ্যের আলোতেই শুধু বিচার করা সম্ভব। আমার মনে হচ্ছে, ডাওয়েস পরিকল্পনায়[১৬] এর মাঝেই কিছু ফল দেখা দিতে শুরু করেছে, যাতে করে তুলনামূলকভাবে একটা স্থায়িত্বের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। জার্মানির শিল্পে আমেরিকান পুঁজির প্রবেশ, মুদ্রার স্থায়িত্ব, জার্মানির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের নানা শাখায় যে উন্নতি সূচিত হয়েছে—যা কোনমতেই জার্মান

অর্থনীতির মৌলিক সবলতালাভের ইঙ্গিত বহন করছে না এবং সর্বশেষে শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার কিছুটা উন্নতি—এই সবকিছু জার্মানিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর অবস্থাকে খানিকটা জোরদার করে তুলতে বাধ্য। বলতে গেলে এটা হল ডাওয়েস পরিকল্পনার 'ইতিবাচক' দিক।

কিন্তু ডাওয়েস পরিকল্পনার 'নেতিবাচক' দিকগুলিও রয়েছে যা একটা বিশেষ সময়ে অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং এই পরিকল্পনার 'ইতিবাচক' ফলাফলগুলিকে চুরমার করে দেবে। নিঃসন্দেহে, ডাওয়েস পরিকল্পনা জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে দুটো জোয়াল চাপিয়েছে—দেশীয় পুঁজির জোয়াল এবং বিদেশী পুঁজির জোয়াল। জার্মান শিল্পের প্রসার এবং এই শিল্পের বিদেশী বাজারের সংকোচনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, আঁতাতের বাড়াবাড়ি রকমের চাহিদা এবং এই দাবিগুলি পূরণের ক্ষেত্রে জার্মান জাতীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত ক্ষমতার মধ্যেকার অসঙ্গতি—এই সবকিছু শ্রমিকশ্রেণী, ক্ষুদ্র চাষী, অফিস-কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানকে অনিবার্যভাবে খারাপ করে তুলতে বাধ্য এবং তা একটি অভ্যুত্থানের দিকেই তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য।

এই পরিস্থিতিকেই অবশ্য জার্মানির বিপ্লবের একমাত্র সহায়ক অবস্থা বলে মনে করা ঠিক হবে না। বিপ্লব যাতে বিজয়ী হতে পারে তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজন রয়েছে, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠতে হবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মুখোস খুলে দিতে হবে, তাকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে—শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে তাদের একটি নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত করে ফেলতে হবে। এইসব ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কথা চিন্তা করাও অর্থহীন। শ্রমিকদের যদি জয়ী হতে হয় তাহলে তাদের একই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে, পরিচালিত হতে হবে একই পার্টির নেতৃত্বে, যে পার্টির প্রতি শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের থাকবে সন্দেহাতীত আস্থা। যদি শ্রমিকশ্রেণীর দুটি সমান শক্তিসম্পন্ন প্রতিযোগী পার্টিই থেকে যায় তবে বাইরের সহায়ক পরিস্থিতিতেও স্থায়ী বিজয়লাভ করা অসম্ভব। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিজয় অর্জনের সবচেয়ে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লেনিনই সর্বপ্রথম এটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

জার্মানিতে গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট এবং কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির নির্ধারক বিকাশের সঙ্গে যখন মিলিত হবে জার্মানির বহিঃশত্রুদের শিবিরের সাংঘাতিক রকমের জটিলতা—তাকেই বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক অবস্থা বলে গণ্য করা চলে।

আমার মনে হয় এই পরবর্তী পরিস্থিতিটির অনুপস্থিতিটা কোনমতেই ১৯২৩ সালের বৈপ্লবিক অধ্যায়ের পক্ষে কম প্রতিকূল ব্যাপার ছিল না।

তৃতীয় প্রশ্ন: আপনি বলেছেন—জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিকে তার সপক্ষে শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে জমায়েত করতেই হবে। এই লক্ষ্যের প্রতি এ-যাবত অত্যন্ত অল্প মনোযোগই দেওয়া হয়েছে। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিকে এ ধরনের একটি তেজীয়ান, ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি সংগ্রহে সমর্থ পার্টিতে পরিণত করতে হলে আপনার মতে কী করা আবশ্যক?

উত্তর: কিছু কিছু কমরেড মনে করেন পার্টিকে বলীয়ান করা ও তার বলশেভিকীকরণের অর্থ হল সমস্ত ভিন্ন মতাবলম্বীদের বহিষ্কার করে দেওয়া। এটা অবশ্যই ভুল কথা। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মুখোস খুলে দেওয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাকে একটি নগণ্য শক্তিতে পরিণত করা যাবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিচালিত দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বহু দূরের প্রশ্নের ভিত্তিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উপহাসাস্পদ করলে চলবে না, শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য পরিচালিত দৈনন্দিন সংগ্রামের ভিত্তিতেই তা করতে হবে; এক্ষেত্রে মজুরীর, কাজের ঘণ্টার, বাসস্থানের অবস্থার, বীমার, করের, বেকারীর, জীবনযাত্রা নির্বাহের উচ্চমূল্যের প্রশ্নগুলি একান্ত চূড়ান্ত না হলেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করবে। দিনের পর দিন এই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আঘাত হেনে যাওয়া, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোস খুলে দেওয়া—এই হল কাজ।

কিন্তু যদি ঐ প্রাত্যহিক বাস্তব সমস্যাগুলিকে জার্মানির আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির মৌল প্রশ্নগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা না যায়, এবং পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমূহ প্রাত্যহিক প্রশ্নকে কাজে না লাগায় তবে এই কাজটা পুরোপুরি সম্পাদন করা যাবে না।

কিন্তু এ ধরনের একটা নীতি একমাত্র সেই পার্টির পক্ষেই চালানো সম্ভব

যার যথেষ্ট অভিজ্ঞ এমন সব নেতৃবাহিনী রয়েছেন যাঁরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিটি গুরুতর ভুল-ভ্রান্তির সুযোগ গ্রহণে সমর্থ এবং যাদের এমন যথেষ্ট তত্ত্বগত শিক্ষা রয়েছে যে, আংশিক সাফল্যে যাঁরা বৈপ্লবিক বিকাশের সম্ভাবনাটিকে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে ফেলবেন না।

মুখ্যতঃ, এ থেকেই বোঝা যায় কেন সাধারণভাবে বলতে গেলে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি সহ কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পক্ষে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের প্রশ্নটি বলশেভিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বলশেভিকীকরণের লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে কমপক্ষে কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য, যে শর্তগুলি পূর্ণ না হলে কমিউনিস্ট পার্টি-সমূহের বলশেভিকীকরণ সম্ভব নয়।

(১) পার্টি নিজেকে পার্লামেণ্টারী নির্বাচনী যন্ত্রের একটি লেজুড় হিসেবে মনে করলে চলবে না অথচ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি কার্যতঃ নিজেকে তা-ই মনে করে; কিংবা কিছু কিছু এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্টরা যেমন মাঝে মাঝে দাবি করে যে পার্টি হবে ট্রেড ইউনিয়নেরই একটি বদান্ত বাড়তি সংস্করণ মাত্র—তাহলে চলবে না; পার্টিকে মনে করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগঠনসমূহের **সর্বোচ্চ** রূপ হিসেবে যার কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সকল প্রকার সংগঠনকে, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পার্টি-গ্রুপ পর্যন্ত সবগুলিকে, **নেতৃত্ব দান** করা।

(২) পার্টিকে, বিশেষতঃ তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অতি অবশ্যই মার্কস-বাদের বৈপ্লবিক তত্ত্বকে বৈপ্লবিক প্রয়োগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট হিসেবে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিতে হবে।

(৩) ধরাবাঁধা সূত্র ও ঐতিহাসিক দিক থেকে সদৃশ ঘটনার ভিত্তিতে পার্টির শ্লোগান ও নির্দেশসমূহ স্থির করা চলবে না; তা করতে হবে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এবং সমস্ত দেশের বিপ্লবের শিক্ষাকে বিচারের ভিত্তিতেই পার্টিকে অপরিহার্যভাবে সেগুলি নির্ধারণ করতে হবে।

(৪) এইসব শ্লোগানের ও নির্দেশাবলীর সঠিকতা পার্টিকে যাচাই করতে হবে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কষ্টিপাথরে।

(৫) বিশেষ করে, পার্টির মধ্যেকার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ঐতিহ্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে না থাকলে, পার্টির সমস্ত কাজকে নূতন, বৈপ্লবিক

ধারায় পুনর্বিন্যস্ত করতেই হবে যাতে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ যা পার্টি গ্রহণ করবে তা স্বাভাবিকভাবেই যেন জনগণকে বৈপ্লবিক করে তুলতে পারে, বৈপ্লবিক প্রেরণায় শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করে তুলতে পারে।

(৬) নিজের কাজের ক্ষেত্রে পার্টিকে নীতির প্রতি কঠোরতম আনুগত্যকে (কোনমতেই তাকে সংকীর্ণতাবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না!) যুক্ত করতে হবে জনগণের সঙ্গে ব্যাপকতম বন্ধন ও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার (কোন-মতেই যাকে লেজুড়বৃত্তির (খভোস্তিজম্) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না!), এটা না থাকলে পার্টি জনগণকেই যে শুধু শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে না তা-ই নয়, পার্টি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতেও পারবে না, শুধু জনগণকেই নেতৃত্ব দিতে এবং তার নিজের পর্যায়ে তাদের উন্নীত করতে ব্যর্থ হবে তা-ই নয়, জনগণের মুখের ভাষাও মন দিয়ে শুনতে পারবে না আর তাদের জরুরী দাবিগুলিও আগে থেকে অনুধাবন করতে পারবে না।

(৭) নিজের কাজের ক্ষেত্রে পার্টিকে আপোষহীন বিপ্লবী তেজের সঙ্গে (কোনমতেই বৈপ্লবিক হঠকারিতার সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না!) যুক্ত করতে জানতে হবে সর্বোচ্চ নমনীয়তা এবং কলাকৌশলের দক্ষতা (কোনমতেই সুবিধাবাদের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না!); এটা না থাকলে পার্টি সংগ্রাম ও সংগঠনের সর্বপ্রকার রূপগুলি আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হবে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিদিনের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মৌলিক স্বার্থের সংযোগ সাধনে এবং আইনসঙ্গত কাজকর্মের সঙ্গে বে-আইনী সংগ্রামের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে।

(৮) পার্টি নিজের ভুলকে অবশ্যই আড়াল করবে না; সমালোচনাকেও তার ভয় পেলে চলবে না; নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার কর্মীদের উন্নত ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

(৯) নিজের প্রধান নেতৃস্থানীয় অংশ হিসেবে পার্টিকে সংগ্রহ করতে হবে সেইসব সেরা অগ্রসর কর্মীদের যাঁরা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ মুখপাত্র হওয়ার মতো আদর্শের প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান এবং যাঁরা শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের প্রকৃত নেতা হওয়ার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং লেনিনবাদের রণকৌশল ও রণনীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সুদক্ষ।

(১০) পার্টিকে নিজের সংগঠনের সামাজিক গড়নকে ধারাবাহিকভাবে

উন্নত করে যেতে হবে এবং চূড়ান্ত সংহতি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে হানিকর সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

(১১) মতাদর্শগত সংহতির উপর ভিত্তি করে আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি, ব্যাপক পার্টি-সদস্যগণ কর্তৃক বাস্তব কাজকর্মের এবং পার্টির কর্তব্যের উপলব্ধির ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর লৌহদৃঢ় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

(১২) নিজের সিদ্ধান্তসমূহ ও নির্দেশাবলী প্রয়োগের ব্যাপারটিকে পার্টিকে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ; তা না হলে, এই সিদ্ধান্তগুলি ও নির্দেশসমূহ ফাঁকা প্রতিশ্রুতি হয়ে দাঁড়াতে পারে—তাহলে পার্টির প্রতি ব্যাপক শ্রমিক-জনগণের আস্থাটিই শেষ হয়ে যাবে।

এইসব এবং এ ধরনের শর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে পার্টির বলশেভিকীকরণ একটি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থ প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, ডাওয়েস পরিকল্পনার নেতিবাচক দিকগুলি ছাড়াও জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের দ্বিতীয় শর্ত হল এমন একটা অবস্থা যেখানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির স্বরূপ জনগণের কাছে পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে এবং যখন তারা আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে থাকবে না। বাস্তব অবস্থায় দেখা যাচ্ছে আমরা এই লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে রয়েছি। এটা স্পষ্টতঃ পার্টির বর্তমান কাজের পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতারই ফল। এগুলি কিভাবে দূর করা যাবে ? ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আপনার কী মত, যাতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি—একটা আস্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও পচা পার্টি হওয়া সত্ত্বেও—ভোট কম পাওয়া দূরে থাক, প্রকৃত হিসেবে প্রায় কুড়ি লক্ষ ভোট বেশি পেয়েছে ?

উত্তর ঃ এটা জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ঘটেনি। এটা প্রধানতঃ ঘটেছে আমেরিকান ঋণ ও আমেরিকান পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুদ্রার স্থায়িত্ব যা অবস্থাকে খানিকটা উন্নত করেছে, এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে যে জার্মানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বসমূহকে পুরোপুরি দূর করে দেওয়া যাবে। এই বিভ্রান্তির উপর ভর করেই জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যেন একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে টগ্‌বগ্ করে বর্তমান রাইখস্ট্যাগে প্রবেশ করেছে। ওয়েলস

এখন তার নির্বাচনী জয়ের কথা ভেবে মশগুল হয়ে আছেন; স্পষ্টতঃ তিনি বুঝতে পারছেন না যে তিনি অন্যের জয়কে নিজের জয় বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নয়, মর্গানের গোষ্ঠীরই জয়। ওয়েলস শুধু মর্গানেরই একজন দালাল ছিলেন এবং এখনো তা-ই রয়ে গেছেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫

কমরেড ME—RT-এর কাছে চিঠি

প্রিয় কমরেড Me—rt,

আপনার ২০শে ফেব্রুয়ারির চিঠি আমি পেয়েছি। সবার আগে, আমার অভিনন্দন জানবেন। এখন কাজের কথায় আসা যাক।

(১) আপনি (আর শুধু আপনিই নন) হেরজগের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। তাঁকে আমি তো তাড়িয়ে দিতে পারতাম না এবং দিতামও না—কারণ তিনি যে শুধু পার্টির একজন সদস্য তা-ই নয়, তিনি কমরেড গেশ্চকের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, আর ঐ চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যেন আমি একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি। ঐ চিঠির একটি কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমি এর মাঝে জার্মান ভাষায় লেখা মূল চিঠিটি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে পাঠিয়েছি। কমরেড গেশ্চকের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আমি হেরজগ-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার করেছি তা থেকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ব্র্যাণ্ডলার-এর দিকে ঘুরছে বা ঘুরে যেতে চায়—এই সিদ্ধান্তে চলে আসার অর্থ হচ্ছে শুধু তিল থেকে তাল করা নয়, একেবারে শূন্য থেকে পর্বতপ্রমাণ কিছু বানানো যা মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি যদি এ কথা জানতেন যে আপনি বা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এটা সন্দেহ করছেন যে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ব্র্যাণ্ডলার-থ্যালহাইমার-এর[১৭] প্রতি সহানুভূতি রয়েছে বা বামপন্থীদের ছেড়ে দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকছেন তাহলে তাঁরা হেসেই খুন হতেন।

(২) আপনি ঠিকই বলেছেন যে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহাইমার পুরানো ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত সেইসব নেতৃবৃন্দ যাঁদের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং নূতন ধাঁচের নেতাদের দ্বারা তাঁরা পিছনে অপসারিত হয়ে যাচ্ছেন। এই রাশিয়াতেও বিদ্বজ্জনদের জগতের বেশ কিছু প্রাচীন পরিচালক গোষ্ঠের কর্মকর্তা এবং প্রাচীন 'নেতাদের' শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি চলেছে।

বৈপ্লবিক সংকটের সময়ে প্রক্রিয়াটি অধিকতর দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল এবং আমাদের শক্তি সংগ্রহের সময়কালে তা অধিকতর ধীর গতিতে চলেছে—কিন্তু তা সব সময়ই অব্যাহত ছিল। লুনাচারস্কি, পোক্রোভস্কি, রোঝকোভ, গোল্ডেনবার্গ, বোগদানভ, ক্রাসিন প্রমুখ হলেন সেইসব প্রাক্তন বলশেভিক নেতৃবৃন্দ যাঁদের কথা প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার মনে পড়ছে যাঁরা পরবর্তীকালে দ্বিতীয় স্তরের ভূমিকায় সরে পড়েছেন। একটা জীবন্ত ও বিকাশমান পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নবীকরণের এটা একটা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। ঘটনাচক্রে ব্র্যাণ্ডলার এবং থ্যালহাইমারদের সঙ্গে যেসব কমরেডের কথা আমি উপরে বললাম তাঁদের অন্য সবকিছুর পরও পার্থক্যটি হল ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহাইমারদের ঘাড়ে রয়েছে পুরাতন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বোঝাটি, অন্যদিকে উপরে বর্ণিত ঐ কমরেডরা ঐ বোঝা থেকে মুক্ত। দেখতেই পাচ্ছেন, এই পার্থক্যটা ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহাইমারদের পক্ষে নয়, বিপক্ষেই যাচ্ছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহাইমারদের একপাশে ঠেলে দিতে, মঞ্চের বাইরে ঠেলে দিতে সমর্থ হয়েছে, শুধু এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বেড়ে উঠছে, এগিয়ে চলেছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে। আপনার চিঠিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্য সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত সঠিকভাবেই যা বলেছেন—এটা নিঃসন্দেহে অনাবশ্যক। এখন যদি এটা চিন্তা করা হয় যে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে এমন সব লোক রয়েছেন যাঁরা পরিকল্পনা করছেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশের চাকাকেই উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে—তবে তার অর্থ হবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। আরেকটু সাবধান থাকুন, কমরেড Me—rt।…

(৩) আপনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির লাইন সম্পর্কে বলেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে তার লাইন অর্থাৎ রাজনৈতিক লাইনটি সঠিক। তা থেকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্বপূর্ণ (শুধুমাত্র কমরেডসুলভ নয়) যে সম্পর্কের কথা আপনি আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন তার একটা ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু তার মানে কি এই যে আমরা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মধ্যেকার রাজনৈতিক কাজকর্মের বিশেষ ভুলভ্রান্তিকে পাশ কাটিয়ে যাব? নিশ্চয়ই না। এটা কি জোর দিয়ে বলা চলে যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও রুশ

কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহ বিশেষ যে-কোন ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত? এটা কি বলা যায় যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপের অংশ বিশেষের (যেমন বারমাত মামলার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করা,[১৮] পার্লামেন্টের স্পীকার নির্বাচনে প্রুশীয় পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট গ্রুপের সেই সুপরিজ্ঞাত ভোটদান, ডাওয়েস পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর ধার্যের প্রশ্ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে) সমালোচনা করা কি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ কর্মনীতির ব্যাপারে পরিপূর্ণ ঐক্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ?, নিশ্চয়ই না। কমিনটার্ন-এর কর্মপরিষদের সভায় একে অন্যের সাথে দেখা হলে আমরা আমাদের পার্টিগুলির বিশেষ বিশেষ ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে যদি আমরা শুধু লোক-দেখানো 'পরিপূর্ণ সংহতি' এবং 'শুভ কামনা' প্রকাশ করতে থাকি এবং একে অন্যের মোসাহেবি করতে থাকি—তাহলে আমাদের পার্টিগুলির কী হবে বলুন তো? আমি মনে করি এমন পার্টি-গুলি কখনো বৈপ্লবিক হতে পারে না। তারা বৈপ্লবিক পার্টি হবে না—হয়ে দাঁড়াবে কিছু প্রাণহীন পদার্থ। আমার মনে হয়েছে কিছু কিছু জার্মান কমরেড মাঝে মাঝে এই দাবির দিকেই ঝুঁকছেন যেন আমরা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মোসাহেব হয়ে দাঁড়াই এবং তাঁরাও তাঁদের দিক থেকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর পুরোপুরি মোসাহেব হয়ে যেতে রাজী আছেন। আমি এরকম পারস্পরিক মোসাহেবিয়ানাকে জোরের সঙ্গেই বিরোধিতা করি। আপনার চিঠি থেকে মনে হচ্ছে, আপনিও তার বিরোধী। তা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মঙ্গলেরই কথা।

(S) সমস্ত বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কমরেডদের বিতাড়িত করে দেবার আমি ঘোরতর বিরোধী। আমি এ ধরনের একটা নীতির বিরোধী শুধু এই জন্যই নই যে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি আমার কোন দরদ আছে, তার কারণ হল এ ধরনের একটা নীতি পার্টিতে ভীতি প্রদর্শনের ও জোরজবরদস্তির একটি রাজত্ব কায়েম করে যা আত্মসমালোচনা ও উদ্যোগের মনোভাবের দফারফা করে দেয়। পার্টির নেতারা যখন শ্রদ্ধার নয়, ভয়ের বস্তু হয়ে ওঠেন, তা ভাল কথা নয়। পার্টির নেতারা তখনই শুধু প্রকৃত নেতা হয়ে ওঠেন যখন তাঁরা নিছক ভয়ের বস্তু না হয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হন, যখন তাঁদের কর্তৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। এ ধরনের নেতাদের সৃষ্টি করা সুকঠিন কাজ, একটা দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ার পথ সেটা, কিন্তু তা একান্ত অপরিহার্য, অন্যথায়

ঐ পার্টিকে একটি প্রকৃত বলশেভিক পার্টিই বলা চলে না এবং পার্টি-শৃংখলাও সচেতন শৃংখলা হয়ে ওঠে না। আমার মনে হচ্ছে জার্মান কমরেডরা এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিপরীত পথেই কাজ করছেন। ট্রট্স্কি এবং তাঁর সমর্থকদের খারিজ করার জন্য বলশেভিকরা বলশেভিকবাদের ভিত্তির সমর্থক নীতিসমূহের সপক্ষে এবং ট্রট্স্কিবাদের ভিত্তির বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা করে একটি তীব্র অভিযান চালিয়েছিলাম, যদিও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির শক্তি ও মর্যাদার কথা ভেবে আমরা এ ধরনের একটা অভিযান পরিহার করতেই পারতাম। ঐ অভিযানের কোন দরকার ছিল? নিশ্চয়ই ছিল, কারণ তার মাধ্যমে আমরা লক্ষ লক্ষ নূতন পার্টি-সদস্য (এবং সেইসব জনসাধারণ যাঁরা পার্টির সদস্য নন তাঁদেরকেও) বলশেভিকবাদের মনোভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলাম। খুবই দুঃখের কথা, আমাদের জার্মান কমরেডরা এটা প্রয়োজনবোধ করছেন না যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থার পূর্বে নীতিগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি ব্যাপক প্রচার-অভিযানের সংযোগের অবকাশ রয়েছে—এবং এভাবে তাঁরা পার্টির সদস্য ও কর্মীদের বলশেভিকবাদের মনোভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠাকে প্রতিহতই করছেন। ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহাইমারদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া তো একটা সহজ কাজ, কিন্তু ব্র্যাণ্ডলারবাদকে পরাভূত করা শক্ত ও গুরুতর কাজ। এক্ষেত্রে নিছক দমনমূলক ব্যবস্থা শুধু ক্ষতিই করবে; এরজন্য মাটি আচ্ছা করে চষে ফেলা দরকার, দরকার মনকে অনেকখানি সচেতন করে তোলা। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) সব সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছে অর্থাৎ অকমিউনিস্ট ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে এবং একমাত্র এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শক্তি সঞ্চয় করেছে, গড়ে তুলেছে প্রকৃত কর্মীবাহিনী। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকাশের এই একই পথ ধরে, অর্থাৎ অকমিউনিস্ট ভাবধারাসমূহের, বিশেষ করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ঐতিহ্য, ব্র্যাণ্ডলারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে, প্রকৃত, গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পথ ধরেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিছক দমনমূলক ব্যবস্থাই এ সংগ্রামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই আমি মনে করি, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ নীতি আরও নমনীয় করা উচিত। আমার কোন সন্দেহ নেই যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এই ক্ষেত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করতে সমর্থ হবে।

(৫) ট্রেড ইউনিয়নে কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি খুবই ঠিক কথা বলেছেন। জার্মানিতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা থেকে স্বতন্ত্র। রাশিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গড়ে উঠেছে পার্টি গড়ে ওঠার পরে এবং মূলতঃ সেগুলি পার্টিরই সহায়ক সংস্থা ছিল। জার্মানিতে এবং সাধারণভাবে ইউরোপে অবস্থাটা তা নয়। ওখানে পার্টিই গড়ে উঠেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং প্রায়ই একটা প্রচণ্ড বাধা হিসেবে কাজ করেছে। জার্মানিতে বা সাধারণভাবে ইউ-রোপে যদি ব্যাপক জনগণকে জিজ্ঞাসা করা হয় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে কোন্ সংগঠনটি তাদের নিকটতর বলে তারা মনে করে—তবে তারা নিঃসন্দেহে জবাব দেবে যে পার্টির চেয়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহই তাদের নিকটতর। ভাল বা মন্দ যা-ই হোক না কেন ইউরোপের পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নসমূহকেই তাদের মূল নির্ভরস্থল বলে মনে করে। তারা মনে করে সেগুলিই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে (যেমন মজুরী, কাজের ঘণ্টা ও বীমা ইত্যাদির ব্যাপারে সংগ্রামে) তাদের সাহায্য করে, অন্যদিকে তারা পার্টিকে মনে করে প্রয়োজনীয় হলেও একটা সহায়ক, দ্বিতীয় স্তরের জিনিস হিসেবে। তারই জন্য 'অতি-বামপন্থীরা' যখন বাইরে থেকে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালায়, ব্যাপক শ্রমিক-জনগণ তাকে তাদের মূল নির্ভরস্থলের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলেই মনে করে—যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি তারা গড়ে তুলেছে দশকের পর দশক ধরে, আজ 'কমিউনিস্টরা' সেগুলিই ধ্বংস করে দিতে চাইছে—এই হল তাদের ধারণা। এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হলে তার অর্থ হবে পাশ্চাত্ত্যের সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই এ থেকে নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়:

প্রথমতঃ, পাশ্চাত্ত্যের ব্যাপক বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর জনগণকে পক্ষে পেতে হলে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকেই পক্ষে নিয়ে আসতে হবে,

এবং, দ্বিতীয়তঃ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে পক্ষে পাওয়া তাদের মধ্যে থেকে কাজ না করলে এবং তাদের মধ্যে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি না করলে তা সম্ভব নয়।

তাই, ট্রেড ইউনিয়নসমূহে আমাদের কমরেডদের কাজের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এখনকার মতো এইটুকুই বললাম। সোজাসুজি এবং মোটাদাগের স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার জন্য আমাকে তিরস্কার করবেন না, আশা করি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

মানবজাতির ইতিহাসে নিপীড়িতদের এমন একটি মহান আন্দোলন নেই যাতে শ্রমজীবী নারীরা অংশগ্রহণ করেননি। শ্রমজীবী নারীরা নিপীড়িতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়েও কোন সময়ই মুক্তির আন্দোলনে সুমহান পথ থেকে দূরে থাকেননি, থাকতে পারেনওনি। এটা জানা কথা, দাসদের মুক্তির আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ নারী শহীদেরা ও বীরাঙ্গনারা সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভূমিদাসদের মুক্তির সংগ্রামে সৈনিকদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নারীরা সমবেত হয়েছিলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে, নিপীড়ত জনগণের মুক্তি-অভিযানের প্রবলতম এই আন্দোলনের পতাকাতলে মেহনতী নারীরা লক্ষে লক্ষে সমবেত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্যতারই স্বাক্ষর বহন করছে, তার মহান ভবিষ্যতের আগমনের বার্তা বহন করে আনিছে।

মেহনতী নারীরা—শ্রমজীবী ও কৃষক রমণীরা—হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশাল মজুত বাহিনী। জনসমষ্টির পুরো অর্ধেকই হচ্ছেন এই বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বা বিরুদ্ধে যেদিকে তাঁরা যাবেন, তা দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জয়-পরাজয় এবং শ্রমিক শক্তির জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার অগ্রসর-বাহিনী—কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কাজই হল নারীমুক্তির, শ্রমজীবী ও কৃষক নারীদের মুক্তির জন্য, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য, রাজনৈতিকভাবে তাদের সচেতন ও সংগঠিত করে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাতলে সমবেত করার জন্য অবিচল সংগ্রাম পরিচালনা করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস মেহনতী নারী সমাজের এই মজুত বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসারই একটি মাধ্যম।

কিন্তু শ্রমজীবী নারীরা একটি মজুত বাহিনী মাত্র নয়। শ্রমিকশ্রেণী যদি একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথার্থ বাহিনী হিসেবেই গড়ে তোলা যায় এবং

তা গড়ে তুলতে হবেই। শ্রমজীবী নারীদের মজুত এই বাহিনী থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর মহান সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি কর্মরত শ্রমজীবী ও কৃষক নারীদের একটি বাহিনী গড়ে তোলাই হল শ্রমিকশ্রেণীর দ্বিতীয় এবং নির্ধারক একটি কর্তব্যকর্ম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে শ্রমজীবী নারী ও কৃষক নারীদের নিয়ে গঠিত শ্রমিকশ্রেণীর এই মজুত বাহিনীটিকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনের একটি সক্রিয় সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তর সাধনের মাধ্যম করেই তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৬

৮ই মার্চ, ১৯২৫

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রতি রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙ-এর[১৯] নেতা, চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের জাতীয় মুক্তির ও চীনের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের এবং চীনের ঐক্যের ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সংগঠকের বিয়োগে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শোকপ্রকাশ করছে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সন্দেহ নেই যে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সান ইয়াৎ-সেনের মহান লক্ষ্যের মৃত্যু ঘটবে না, সান ইয়াৎ-সেনের আদর্শ চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে থাকবে এবং চীনের জনগণের শত্রুদের মধ্যে তা ত্রাসের সৃষ্টি করবে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিত যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির মহান সংগ্রামে কুওমিনতাঙ সান ইয়াৎ-সেনের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরবে, সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের চীনা ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনে কুওমিনতাঙ সসম্মানে এই পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হবে।

সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়েছে—সান ইয়াৎ-সেনের আদর্শ দীর্ঘজীবী হয়ে থাক্! সান ইয়াৎ-সেনের উত্তরাধিকার বেঁচে থাক, শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠুক!

১৩ই মার্চ, ১৯২৫

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয়
কমিটির সম্পাদক
জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৬০
১৪ই মার্চ, ১৯২৫

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্তব্য

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন ব্যাপারগুলির মধ্য থেকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি লক্ষণীয় :

(১) নিঃসন্দেহে, যুদ্ধোত্তর সংকটের আবর্ত থেকে পুঁজিবাদ নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশে মুদ্রার স্থিতিশীলতা, বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রসার এবং বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের প্রসার, ইউরোপ ও এশিয়ায় পুঁজি বিশেষ করে ইঙ্গ-মাকিন পুঁজির রপ্তানী ও বিনিয়োগ—এই সমস্ত কিছুতে নিজস্ব 'গঠনাত্মক কার্যকলাপের' ক্ষেত্রে পুঁজির সফলতারই প্রমাণ মিলছে। এটা জানা কথা, এই 'কাজটা' সম্পাদিত হচ্ছে ইঙ্গ-আমেরিকান শিবিরের কর্তৃত্বাধীনে। এই 'কাজের' পরিণতিসমূহের মধ্যে জার্মানির তথাকথিত 'ডাওয়েসীকরণ' অর্থাৎ সামরিক হস্তক্ষেপের পদ্ধতিকে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা, জার্মানিকে অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ করার পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করাকে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি বলে গণ্য করা উচিত।

(২) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জার্মানিতে তথা ইউরোপের কেন্দ্র-ভূমিতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অধ্যায়টিতে যখন আন্দোলন উপচে উঠছিল, এগিয়ে চলছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল—পার্টির শ্লোগান কিন্তু তখন আন্দোলনের পিছনে পড়ে ছিল, জনসাধারণ যখন আইনানুগতার সীমাকে মাড়িয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছিল, প্রাচীন ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিয়ে, তাদের নিজেদের ব্যবস্থা, নিজেদের আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করেছিল—জার্মানিতে সেই অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। আঘাত হানার অধ্যায় থেকে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন শক্তি সঞ্চয়ের অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, সাম্যবাদের পতাকাতলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বাহিনীকে গড়ে তোলার, শিক্ষিত করে তোলার অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই পরিস্থিতিটা যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ—তা আদৌ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং অনেক বেশি নিশ্চয়তার সঙ্গে এটা বলা চলে যে নূতন পরিস্থিতিতে দ্রুত

আমাদের অবস্থান নিরূপণে সমর্থ হতে হবে এবং নূতন কার্যধারায় বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজ শুরু করতে হবে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর দিক থেকে এসব হল ইতিবাচক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, কারণ তা বর্তমান সময়ে পুঁজির শক্তি ও সাফল্যেরই প্রমাণ।

কিন্তু এই তথ্যগুলির পাশাপাশি পুঁজিবাদের পক্ষে নেতিবাচক তাৎপর্যসম্পন্ন কিছু তথ্যও রয়েছে।

(ক) নিঃসন্দেহে, পুঁজিবাদের জোরদার হয়ে ওঠার পাশাপাশি, বিভিন্ন পুঁজিবাদী চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিও বেড়ে উঠছে, যে শক্তিগুলির বৃদ্ধি পুঁজিবাদকেই দুর্বল ও ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে তৈলের জন্য, কানাডার জন্য, বাজার ইত্যাদির জন্য সংগ্রাম; ইঙ্গ-আমেরিকান শিবির এবং জাপানের মধ্যে প্রাচ্যের বাজারের জন্য সংগ্রাম; ইউরোপে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং সর্বশেষে দাসত্ব-শৃংখলাবদ্ধ জার্মানি এবং প্রভুত্ব বিস্তারকারী আঁতাতের দেশগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম—এইসব সাধারণের জানা তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে পুঁজিবাদের অর্জিত সাফল্যগুলি ক্ষণস্থায়ী, পুঁজিবাদের 'শক্তি পুনরুদ্ধারের' প্রক্রিয়াটির ভিতরেই তার দুর্বলতার ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ার বীজ নিহিত রয়েছে।

(খ) ভারত, চীন, মিশর ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশ ও সংহতি পুঁজিবাদের পশ্চাদ্‌ভূমিকে টলিয়ে দিচ্ছে। নিজের 'শক্তি পুনরুদ্ধারের' জন্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে উপনিবেশ ও পদানত দেশগুলিতে প্রভাবাধীন এলাকা প্রসার করা একান্তই প্রয়োজন অথচ ঐসব দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম নিঃসন্দেহে তীব্র হয়ে উঠছে—তাই এই ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সাফল্য যে স্থায়ী হবে না তা পরিষ্কার।

(গ) ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রাম এবং আমস্টারদাম ফেডারেশনে[20] সংকট। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রাম, এই সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সমর্থন, ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রামকে আমস্টারদাম ফেডারেশনের (ঔডিগীস্ট, সাসেনব্যাক, জোহাক্স এবং অন্যান্য) যেসব প্রতিবিপ্লবী নেতারা ট্রেড ইউনিয়নে ভাঙন সৃষ্টির নীতি অনুসরণ করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করা—এসব ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে আমস্টারদাম ফেডারেশন একটি গভীর

সংকটের অবস্থায় পড়েছে। আর আমস্তারদাম ফেডারেশনে সংকটের অর্থ কী? তার অর্থ হল বুর্জোয়া শাসনের স্থিতিশীলতারই অভাব, কারণ আমস্তারদামের ট্রেড ইউনিয়নের আমলারা ঐ শাসনেরই একটি অংশ ও ভিত্তিস্বরূপ।

(ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সোভিয়েতসমূহ শিল্প সংগঠনে অসমর্থ, বুর্জোয়া ভাড়াটে লেখকদের এইসব গালগল্প সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়েছে। গত দু'বছরে হস্তক্ষেপ ও অবরোধের অবসানের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ও শক্তি সঞ্চয় করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই—এবং এই উন্নতি নিঃসন্দেহে অব্যাহত থাকবে। এই সমস্ত পরিস্থিতিটাই এখন পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের বৈপ্লবিক চেতনার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করি পাশ্চাত্যের শ্রমিকেরা এখনকার মতো এর আগে কখনো রাশিয়ার ব্যাপারে এত আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কেন? কারণ শ্রমিকদের রাষ্ট্র বলে পরিচিত সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত শ্রমিকদের নূতন জীবনধারার কানাঘুষা খবর তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে এবং তারা এসব গুজবের সত্যতা যাচাই করে দেখতে চায়। শত শত হাজার হাজার নানা মতাবলম্বী শ্রমিকেরা ইউরোপ থেকে রাশিয়াতে আসছে, প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখছে—এই তথ্য থেকেই নিঃসন্দেহে অনুমিত হচ্ছে যে পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের মধ্যে মাসের পর মাস রাশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েই চলবে। সন্দেহ নেই, রাশিয়াতে তীর্থযাত্রীর মতো এই আগমন বেড়েই চলবে। আর যখন পাশ্চাত্যের শ্রমিকেরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করবে যে রাশিয়াতে শিল্পের প্রতিটি বিকাশের অর্থ হল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির পথেই এক-একটি পদক্ষেপ, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সচরাচর যা ঘটে থাকে সেরকমভাবে তাদের অবস্থার অবনতির ব্যাপার তা নয়—তখন তারা এটা উপলব্ধি করবে যে পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের পক্ষে তাদের নিজ নিজ দেশে শ্রমিকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই হল উপযুক্ত সময়। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিছক টিঁকে থাকাটাই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটি মারাত্মক বিপদস্বরূপ। তারই জন্য যতক্ষণ সোভিয়েত রাষ্ট্র টিঁকে থাকছে এবং উন্নতিলাভ করছে ততক্ষণ সাম্রাজ্যবাদের অর্জিত কোন সাফল্যই স্থায়ী হতে পারে না।

এইসব তথ্যসমূহ বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে নেতিবাচক তাৎপর্যের বিষয় কারণ ঐগুলি বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয়ের এবং সম্ভাব্য সাফল্যেরই প্রমাণ।

ইতি ও নেতিবাচক এই বিপরীতমুখী ধারাগুলির মধ্যেকার সংঘাতই হল বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভিত্তি ও বিষয়বস্তু।

বিপরীতমুখী এই সংঘাতের মাঝে দেখা দিয়েছিল তথাকথিত শান্তিবাদিতা, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে না করতেই তার যা হবার হয়ে গেল, একটা 'যুগ', একটা 'নবযুগ' বা একটা 'অধ্যায়' গড়ে তুলতেই তা ব্যর্থ হল। আপোষকামীদের প্রত্যাশা বা প্রতিবিপ্লবীদের আশংকা কোনটাকেই যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে তা ব্যর্থ হল।

এই সংঘাতের আবর্তে পনকেয়ারি এবং হিউজেস, ম্যাকডোনাল্ড এবং হেরিয়টদের 'বিখ্যাত' নামগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এই ধারাগুলির মধ্যেকার ইতিবাচকগুলি, না নেতিবাচকগুলি প্রাধান্য লাভ করবে?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সময়ের গতিপথে যথাকালে পুঁজিবাদের পক্ষে প্রতিকূল এবং বিপ্লবের অনুকূল ধারারই জয় হবে, কারণ যে দ্বন্দ্বসমূহ সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে সেগুলির সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর ব্যাপার হল সাময়িকভাবে সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা যার ফল দাঁড়ায় সেগুলি পরবর্তীকালে আবার ফেটে পড়ে, নূতন ধ্বংসাত্মক শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ বিষয়েও কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের পক্ষে অনুকূল ধারাগুলিই প্রাধান্য লাভ করছে।

এই হল বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় এক ধরনের শান্ত অবস্থা আমরা দেখছি—যা উপনিবেশসমূহের জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বারা 'বিঘ্নিত' হচ্ছে এবং যা সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থিতি, বিকাশলাভ এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা 'নষ্ট' হচ্ছে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে তা হচ্ছে একটা স্বস্তির সময়, পুঁজির রপ্তানী বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি, উপনিবেশগুলির অধিকতর নিপীড়ন ও শোষণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অধিকতর চাপ দেবার এবং ইঙ্গ-আমেরিকান পুঁজিকে কেন্দ্র করে তাবৎ প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহকে সংঘবদ্ধ করার সময়।

পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তা হল শক্তি সঞ্চয়ের অধ্যায়ের সূচনা, দফায় দফায় নিপীড়ন আর 'স্বাধীনতার' ধারাবাহিকতার, একটা পরিস্থিতিতে সাম্যবাদের পতাকাতলে শ্রমিক-জনগণের বাহিনীকে সংঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার অধ্যায়ই তা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

উপনিবেশসমূহের পক্ষে তা হল জাতীয় নিপীড়নের ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার সময়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে তার অর্থ হল শিল্পের অধিকতর বিকাশের জন্য, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিকে জোরদার করে তোলার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দেশের বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার সময়।

সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্তব্য হল :

(১) শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে জোরদার করার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিগুলিকে ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করে দেবার লক্ষ্য নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর শিবিরের সমস্ত দ্বন্দ্বগুলির চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা।

(২) সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ ও পদানত দেশসমূহের জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনে যথাসম্ভব সাহায্য প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে ঘনিষ্ঠতর করে তোলার জন্য বাস্তব কর্মধারা ও কার্যপদ্ধতি নিরূপণ করা।

(৩) ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং সাফল্যের সঙ্গে এ কথাটি মনে রেখে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা যে তাই হল বিপুল শ্রমিক-জনগণকে পক্ষে নিয়ে আসার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়; কারণ ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে পক্ষে নিয়ে না এলে বিপুল শ্রমিক-জনগণকে পক্ষে নিয়ে আসা অসম্ভব এবং ঐ ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে কাজ করে ঐসব ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করে তাদের পক্ষে না নিয়ে এলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পক্ষে নিয়ে আসা অসম্ভব। এ ব্যাপারে ব্যর্থ হলে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জনের কথা চিন্তা করারই প্রশ্ন ওঠে না।

(৪) ক্ষুদ্র চাষীদের শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতর করে তোলার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের হাতে তারা পিষ্ট হচ্ছে, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাস্টের জবরদস্তিমূলক মূল্যস্তরের দ্বারা নিঃশেষিত হচ্ছে—সেই সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পথে অগ্রসরমান একটি পার্টির আশু কাজ হল ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে এ কথা মনে রেখে বাস্তব কার্যক্রম ও কর্মধারা নিরূপণ করা।

(৫) সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সকল দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের দুর্গ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা ও বলশালী করার অর্থ হল বিশ্বের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে দ্রুততর করে তোলা—এ কথা মনে রেখে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমর্থন করে যাওয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্রসমূহকে বানচাল করে দেওয়া।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬৬
২২শে মার্চ, ১৯২৫
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদে
চেকোশ্লোভাক কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা,
২৭শে মার্চ, ১৯২৫)

কমরেডগণ, ছোটখাট কিছু কিছু বিষয় এবং কিছু কমরেড যেসব ব্যক্তিগত ব্যাপার এই আলোচনায় টেনে নিয়ে এসেছেন সে সবগুলি ছেড়ে দিলে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার মতভেদকে নিম্নলিখিত নয়টি প্রশ্নে এনে দাঁড় করানো যায় :

(১) চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে কোন সংকট আছে কি ?

(২) এই সংকটের মুখ্য কারণ কী ?

(৩) এই সংকটের চরিত্র কী অর্থাৎ বিপদটা আসছে কোন্ দিক থেকে—বাম থেকে, না দক্ষিণ থেকে ?

(৪) কোন্ বিপদটা বেশি গুরুতর, বামপন্থার, না দক্ষিণপন্থার ?

(৫) দক্ষিণপন্থার বিপদটা বেশি বাস্তব বিপদ কেন ?

(৬) দক্ষিণপন্থার বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিভাবে চালানো উচিত যাতে তার ফলে পার্টির প্রকৃত বলশেভিকীকরণ সাধিত হয় এবং সংকটের যথার্থ সমাধান হয় ?

(৭) চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বলশেভিকীকরণ প্রসঙ্গে আশু কর্তব্য কী কী ?

(৮) জাতীয় বিভাগগুলির ক্ষেত্রে কমিনটার্নের এক্তিয়ার।

(৯) কমরেড ক্রেইবীচ এবং ভাঙনের বিপদ।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা সংকট রয়েছে কি ? হাঁ রয়েছে। উভয় পক্ষই তা স্বীকার করছেন। এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কমরেড স্মেরাল আরও অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে বলছেন—কিছু কিছু কমরেড সংকটটাকে সাধারণতঃ যেভাবে দেখান তা আসলে অনেক গভীরতর।

এই সংকটের মুখ্য কারণ কী ? কমরেড স্মেরাল ঠিকই বলেছেন—বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অধ্যায় থেকে একটা শান্ত অধ্যায়ে উপনীত হবার সঙ্গে

বিজড়িত সমস্যাগুলির মধ্যেই সংকটের মুখ্য কারণ নিহিত রয়েছে। রূপান্তরের একটা অধ্যায়ে যখন নূতন গতিধারার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সাধারণতঃ পার্টিতে এরকম একটা সংকটের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে চেকোশ্লোভাকিয়াতেও এই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

এই সংকটের চরিত্র কী এবং বিপদটা আসছে কোন্ দিক থেকে—বাম থেকে, না দক্ষিণ থেকে? এখানেও কমরেড শ্মেরাল ঠিকই বলেছেন, বিপদটা আসছে দু'দিক—বাম ও দক্ষিণ—উভয় দিক থেকেই। মৌলিক দাবিগুলির পক্ষে হানিকর হলেও আংশিক দাবির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখার, পার্লামেন্টারী কার্যকলাপকে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে কাজ করার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখার বিপদ রয়েছে। এ হল দক্ষিণপন্থার দিক থেকে বিপদ, কারণ এটা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে খাপ খাইয়ে নেবার শিক্ষাই একজনকে দেয়। অন্যদিকে আংশিক দাবির গুরুত্বকে, পার্লামেন্টারী কার্যকলাপের, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কাজকর্ম এবং এই ধরনের কাজকর্মের গুরুত্বকে কম করে দেখানোর বিপদ রয়েছে। তা হল বামপন্থার দিক থেকে বিপদ, কারণ তা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ও সংকীর্ণতাবাদের দিকেই নিয়ে যায়। এই দুই বিপরীত বিচ্যুতির সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে কমরেড শ্মেরাল-এর মধ্যপন্থা গ্রহণের ইচ্ছাটি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র গোলমাল হল তিনি ঐ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং দক্ষিণপন্থীদের পথেই এগিয়ে গেছেন।

কোন্‌টা বেশি গুরুতর বিপদ—বামপন্থা, না দক্ষীণপন্থা? আমার মতে কমরেড শ্মেরাল নিজের কাছেই প্রশ্নটাকে পরিষ্কার করে তোলেননি। তিনি তাঁর সমালোচনা মুখ্যতঃ চালিয়েছেন বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই বিশ্বাস থেকে যে তাঁরাই হলেন মুখ্য বিপদ। কিন্তু বাস্তব সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে মুখ্য বিপদ আসছে দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে, বামপন্থীদের দিক থেকে নয়। কমরেড শ্মেরাল এটা বোঝেননি এবং এখানেই হল তাঁর প্রথম ভুল।

দক্ষিণপন্থা থেকে আগত বিপদ বর্তমান সময়ে অধিকতর বিপজ্জনক কেন? তার কারণ তিনটি।

প্রথমতঃ, অভ্যুত্থান থেকে শান্ত অবস্থায় রূপান্তরের প্রকৃতিটাই দক্ষিণপন্থী থেকে বিপদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। অভ্যুত্থান বৈপ্লবিক ভ্রান্তি জাগিয়ে তোলে এবং বামপন্থাকে প্রধান বিপদ হিসেবে সৃষ্টি করে, উল্টোদিকে —শান্ত অবস্থা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক, সংস্কারবাদী ভ্রান্তি জাগিয়ে তোলে এবং

দক্ষিণপন্থাকে প্রধান বিপদ হিসেবে সৃষ্টি করে। ১৯২০ সালে যখন শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন এগিয়ে চলছিল লেনিন তখন তাঁর পুস্তিকা—**'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** লেখেন। লেনিন এই বিশেষ পুস্তিকাখানি লিখেছিলেন কেন? কারণ ঐ সময়ে বামপন্থী বিপদ ছিল অধিকতর গুরুতর বিপদ। আমার মনে হয়, লেনিন বেঁচে থাকলে **দক্ষিণপন্থী কমিউনিজম্, বৃদ্ধসুলভ বিশৃংখলা** নাম দিয়ে অন্য একখানি পুস্তিকা লিখতেন, কারণ বর্তমান সময়ে, শান্ত অবস্থাতে যখন আপোষ সম্পর্কে মোহ বেড়ে উঠতে বাধ্য—দক্ষিণপন্থার বিপদ হল তাই সবচেয়ে গুরুতর বিপদ।

দ্বিতীয়তঃ, কমরেড স্মেরাল জানিয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কম করে শতকরা সত্তরভাগ হলেন প্রাক্তন সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাট। এরকম একটা পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রাদুর্ভাব শুধু সম্ভব নয় বরং অনিবার্য—এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। বলার কোন দরকার নেই, এই পরিস্থিতি দক্ষিণপন্থার বিপদকে বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য।

তৃতীয়তঃ, চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র হল চেকদের জাতীয় বিজয়ের একটি রাষ্ট্র। চেকরা এর মাঝেই একটি প্রভাব-সঞ্চারী জাতি হিসেবে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র অর্জন করেছে। ওখানে শ্রমিকেরা এখনকার মতো বেশ ভাল রকম স্বচ্ছলভাব রয়েছে: ওখানে বেকারী নেই এবং একটি জাতীয় রাষ্ট্র অর্জনের ধারণায় তারা স্পষ্টতঃই মশগুল রয়েছে। এই সবকিছু মিলিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় শান্তির ব্যাপারে মোহ জেগে উঠতে বাধ্য। বলার দরকার নেই, এই পরিস্থিতির পরিণামে দক্ষিণপন্থার দিক থেকে বিপদ সৃষ্টি করে এবং তাকে বাড়িয়ে তোলে। আর এখানেই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কেন দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যেকার বিভিন্নতা জাতীয় ধারার ভিত্তিতে দেখা দিয়েছে, কেন শ্লোভাকরা এবং জার্মানরা (অর্থাৎ নিপীড়িত জাতিরা) বাম মার্গে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চেকরা দাঁড়িয়েছে বিপরীত দিকে অন্য মার্গে। কমরেড স্মেরাল এরকম একটা বিভাগের বিপদ সম্পর্কে বলেছেন। এটা অবশ্যই সত্য। চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের উপরে উল্লিখিত বিশেষ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এবং চেকদের প্রভাবসঞ্চারী অবস্থানের কথা মনে রাখলে এটাও তো সত্য যে এ ধরনের একটা বিভাজন যথেষ্টই বোধগম্য।

এইসব প্রধান প্রধান কারণের জন্যই চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থার দিক থেকে বিপদটি বিশেষ গুরুতর বিপদ হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণপন্থার বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে কিভাবে পরিচালনা করা উচিত? এই প্রশ্নটি আমাদের সকল মতভেদের একেবারে মর্মে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কারো মনে হতে পারে —এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবচেয়ে দৃঢ় এবং নির্মমভাবে চালানো উচিত। কিন্তু চেক কমিউনিস্টদের ব্যাপারে ঘটেছে বিপরীতটি। কমরেড স্মেরাল কি দক্ষিণপন্থা থেকে আগত বিপদটির বিরুদ্ধে লড়ছেন? হাঁ, লড়ছেন। কিন্তু তিনি সেই লড়াইটা চালাচ্ছেন এমনভাবে যাতে চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে দক্ষিণপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরিবর্তে তাদেরই বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, তারা সমর্থন পাচ্ছে, বামপন্থীদের আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এটা অনেকটা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু কমরেডগণ, এটি হল বাস্তব সত্য। এই হল কমরেড স্মেরাল-এর দ্বিতীয় প্রধান ভুল।

নিজেরাই বিচার করে দেখুন।

(১) কমরেড ক্রেইবীচ ট্রট্স্কিবাদের সমর্থনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—এটা একটা ঘটনা। পার্টি-মহলগুলিতে এই দলিলটি পরিচিত এবং হাতে হাতে ঘুরছে এটাও ঘটনা। এই দলিলটিকে দিনের আলোয় নিয়ে আসা উচিত ছিল এবং তার লেখককে শ্রমিকদের প্রকাশ্য দৃষ্টির সামনে আচ্ছা করে দলাইমলাই, মতাদর্শগত দলাইমলাই করে দেওয়া উচিত ছিল যাতে করে পার্টি ট্রট্স্কিবাদের বিপদ সম্পর্কে উপলব্ধির সুযোগ পেত এবং কর্মীদের বলশেভিকবাদের মনোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারত; কারণ ট্রট্স্কিবাদ কমিউনিজ্মের দক্ষিণপন্থা এবং দক্ষিণপন্থার বিপদ ছাড়া আর কী? কমরেড স্মেরাল এক্ষেত্রে কী করেছিলেন? কমরেড ক্রেইবীচের ট্রট্স্কিবাদের প্রশ্নটিকে সমগ্র পার্টির সামনে তুলে ধরার পরিবর্তে তিনি তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন, চেপে গেলেন, তাকে পর্দার আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং লুকিয়ে-চুরিয়ে বিষয়টার 'নিষ্পত্তি' করে ফেললেন যেন তা একটি সাধারণ 'ভুল বোঝাবুঝির' ব্যাপার মাত্র। এতে লাভবান হল ট্রট্স্কিবাদ এবং হলেন কমরেড ক্রেইবীচ। ক্ষতিগ্রস্ত হল পার্টি। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে তাদের রক্ষাই করা হল।

(২) এটা জানা কথা যে তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের কিছু নেতা—পরিবহন শ্রমিকদের, কাঠের শ্রমিকদের এবং গৃহনির্মাণ শ্রমিকদের নেতারা—একটি দলিল প্রকাশ করে পার্টি থেকে ইউনিয়নসমূহের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার

দাবি জানিয়েছেন। এটা জানা কথা যে চেকোস্লোভাকিয়ার ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যেকার বেশ কিছু সংখ্যক দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিদের অস্তিত্বের প্রমাণ হল এই দলিলটি। সমগ্র পার্টির দৃষ্টির সামনে এই দলিলটির বিশ্লেষণ হওয়া দরকার ছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে পার্টিকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। কমরেড স্লেরাল এক্ষেত্রে কী করেছিলেন? তিনি এই প্রশ্নটিকেও চেপে গেলেন; তিনি দলিলটির প্রচার প্রত্যাহার করে নিলেন এবং এভাবে পার্টি-সদস্যদের নজর থেকে তাকে লুকিয়ে রাখলেন। দক্ষিণপন্থীদের গায়ে আঁচড়টি লাগল না এবং 'পার্টির মর্যাদা' রক্ষা পেল। আর একেই বলা হল দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম!

(৩) পার্লামেণ্টে কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিরা রয়েছেন এটা জানা কথা। মাঝে মাঝেই ঐ ব্যক্তিরা পার্টির নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করেন এবং নিজেদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধী হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করেন—এটাও জানা কথা। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, বর্তমানের এই শান্তির সময়ে ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। কমরেড স্মেরাল কিভাবে এই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন? পার্লামেণ্টের কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যেকার এই দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিদের মুখোস খুলে দেবার পরিবর্তে তিনি তাদের নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিলেন এবং একটি শিথিল প্রস্তাবের মাধ্যমে তাদের দিয়ে পার্টি-নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে তাদের রক্ষা করলেন, পর্দার আড়ালে চালিত আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পরিণতি হল এই প্রস্তাব—আর পার্টির প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বৎসরে তা গ্রহণ করা হল। আবার দক্ষিণপন্থীদের লাভ হল, আর পার্টি হল ক্ষতিগ্রস্ত।

(৪) সর্বশেষে, বুব্নিকের ঘটনাটি। কমরেডগণ, আমাকে বলতেই হচ্ছে শান্তির সময়টা সমস্ত কাজকর্মের শুরু হয়ে থাকার সময় নয়। শান্তির সময়টা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী গড়ে তোলার এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার সময়, তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলার সময়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীসমূহকে শিক্ষিত করে তোলা যায় একমাত্র কাজের মধ্য দিয়ে। চেকোস্লোভাকিয়ায় সম্প্রতি যে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে তা ঐ ধরনের কাজের অনুকূল একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এটা জানা কথা—চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং সাম্প্রতিককালে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ

সংগঠিত করেছিল। এটা জানা কথা, বর্তমানে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বুব্‌নিকও এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং শ্রমিকদের এই কার্যকলাপে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে পেছন থেকে পার্টিকে আঘাত হেনেছিল। দক্ষিণপন্থীগণ কর্তৃক পিছন থেকে পার্টিকে আঘাত হানার হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য কমরেড স্মেরাল কী করেছিলেন? বুব্‌নিকের 'ঘটনাটিকে' ব্যবহার করার পরিবর্তে এবং তার মাধ্যমে সমগ্র পার্টির দৃষ্টিতে গোটা দক্ষিণপন্থীদের নির্মমভাবে মুখোস খুলে দেবার পরিবর্তে দক্ষিণপন্থীদের প্রসঙ্গে নীতিগত প্রশ্নটিকে কমরেড স্মেরাল বুব্‌নিকের একক ঘটনায় দাঁড় করালেন যদিও সারা দুনিয়াই জানে যে বুব্‌নিক মোটেই একা নয়, ট্রেড ইউনিয়নসমূহে, পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট গ্রুপে এবং সংবাদপত্র জগতে তার সমর্থক রয়েছে। একটা ক্ষুদ্র মূল্য (বুব্‌নিকের বহিষ্কারের) দিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক স্বার্থের পক্ষে হানিকরভাবে দাক্ষিণপন্থী চক্রকে পরাজয়ের হাত থেকে স্মেরাল রক্ষা করলেন। আর কমরেড স্মেরাল তাকেই বলছেন দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল হিসেবে।

কমরেড স্মেরাল ঐসব কৌশলকে 'সূক্ষ্ম' ও 'মার্জিত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কৌশলগুলি সূক্ষ্ম হতে পারে কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের বলশেভিক কৌশলের সঙ্গে তার কিছুই মিল নেই; এতে সামান্যতম সন্দেহই নেই। কমরেড স্মেরাল রাশিয়ান প্রবাদটির কথা ভুলে গেছেন যে 'সূক্ষ্মতম সূত্রটি খুব সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে।' তিনি ভুলে গেছেন—ব্যর্থতার প্রতিরোধে সূক্ষ্মতা কোন গ্যারান্টিই নয়। সবাই জানেন, ঠিক সেইটিই ঘটেছে। কারণ দেখা গেছে দক্ষিণপন্থীদের প্রতি এই 'সূক্ষ্ম' কৌশলটি একেবারে প্রথম পরীক্ষাতেই ভেঙে গেল এবং ব্যর্থ হয়ে পড়ল যখন ঐ কৌশল থেকে উৎসাহ পেয়ে বুব্‌নিক চক্র চেক শ্রমিকশ্রেণীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপকে প্রায় সফলতার সঙ্গেই ছত্রখান করে দিয়েছিল। দক্ষিণপন্থীদের এবং বুব্‌নিকের বিশ্বাসঘাতকতাকে জোরদার করে তোলা—এই হল কমরেড স্মেরাল-এর 'সূক্ষ্ম' কৌশলের পরিণাম। তারই জন্য, আমি মনে করি কমরেড স্মেরাল-এর 'সূক্ষ্ম' কৌশল হল দাক্ষিণপন্থীদের রক্ষা করার কৌশল, সংকটকে তীব্র করে তোলার কৌশল, পার্টিকে সংহার করার ভয় দেখানোরই কৌশল।

পুরাতন সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি একটি বিপ্লবী পার্টি হিসেবে ধ্বংস হয়ে

গেল কেন? অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তার অন্যতম কারণ হল কাউট্স্কি এ্যাণ্ড কোম্পানির গৃহীত দক্ষিণপন্থীদের রক্ষা করার 'সূক্ষ্ম' কৌশলটি, এডওয়ার্ড বার্নস্টেইন এ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে 'ঐক্য ও শান্তির' উদ্দেশ্যে গৃহীত 'মার্জিত' কৌশলটি। কী ফল হয়েছিল তার? ফল হয়েছিল এই যে জটিল মুহূর্তে যুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে, দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা শ্রমিকদের বিশ্বাস-ঘাতকতা করল, 'গোঁড়া নিষ্ঠাবানেরা' দক্ষিণপন্থীদের বন্দী হয়ে পড়লেন এবং গোটা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই একটি 'জীবন্ত মৃতদেহে' পর্যবসিত হল। আমার মনে হয়, যদি আপনারা দ্রুততার সঙ্গে ও দৃঢ়তার সঙ্গে কমরেড স্মেরাল-এর 'সূক্ষ্ম' কৌশলের পরিবর্তে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী চক্রগুলির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সংগ্রামের বলশেভিক কৌশলটি গ্রহণ না করেন তবে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেও কালক্রমে তা-ই ঘটতে পারে। এ কথা বলে আমি কমরেড স্মেরালকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের একই পর্যায়ে ফেলছি না। মোটেই তা নয়। সন্দেহাতীতভাবেই তিনি একজন কমিউনিস্ট এবং মনে হয় একজন চমৎকার কমিউনিস্ট। আমি যা বলতে চাইছি তা হল যদি তিনি তাঁর 'সূক্ষ্ম' কৌশলটি বর্জন না করেন, অনিবার্যভাবেই তিনি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দিকে ঢলে পড়বেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আশু কর্তব্য কী?

আশু কর্তব্য হল 'অতি-বাম' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দক্ষিণপন্থার বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, যার লক্ষ্য হবে দক্ষিণপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। দক্ষিণপন্থী চক্রগুলিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে সমস্ত যথার্থ বৈপ্লবিক শক্তিকে পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা—এই হল পার্টির কাজ, এই হল সংকট থেকে অব্যাহতির পথ। এটা না করা হলে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে বলশেভিকীকরণের চিন্তা করাই অর্থহীন।

তা থেকে অবশ্য এটা বোঝায় না যে সমস্ত দক্ষিণপন্থীদের অবশ্যই বহিষ্কার করে দিতে হবে। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বহিষ্কার করে দেওয়াটা নির্ধারক হাতিয়ার নয়। আসল কাজ হল নীতিগত ভিত্তিতে পরিচালিত সংগ্রামের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী চক্রগুলিকে একটা উচিত শিক্ষা, মতাদর্শগত ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং পার্টি-সদস্যদের বিপুল অংশকে এই সংগ্রামে টেনে নিয়ে আসা। বলশেভিকবাদের প্রেরণায় পার্টিকে শিক্ষিত করে তোলার

ঐটিই হল অন্যতম মুখ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শত্রুকে মতাদর্শগত দিক থেকে উচ্ছেদ করার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যদি তা যথার্থই প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই বহিষ্কার করা হবে। এইক্ষেত্রে, চেকোশ্লোভাকিয়ার বামপন্থীরা বুব্‌নিককে বহিষ্কার করাকে ত্বরান্বিত করে একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। বুব্‌নিকের 'ব্যাপারটাকে' চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করা এবং জনগণের কার্যকলাপের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থীদের গৃহীত অবস্থানের ভিত্তিস্বরূপ মূলনীতিগুলির সঙ্গে যুক্ত করে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিবর্তে বামপন্থীরা বহিষ্কারটা ত্বরান্বিত করে তুললেন এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে অধিকতর আক্রমণের পথটিই রুদ্ধ করে দিলেন।

জাতীয় পার্টিগুলির ব্যাপারে কমিনটার্নের অধিকার এবং হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে সেইসব কমরেডদের সঙ্গে আমি জোরের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি যাঁরা ঐ অধিকারগুলি সংকোচনের পক্ষপাতী। তাঁরা চান কমিনটার্নকে বহু দূরবর্তী তারকারাজ্যের ওপারে অবস্থিত একটি সংগঠনে পরিণত করতে যা বিশেষ বিশেষ পার্টিসমূহের মধ্যে কী ঘটছে তা নির্বিকার ঔদাসীন্যে শুধু তাকিয়ে দেখবে এবং ধৈর্যসহকারে শুধু তা লিপিবদ্ধ করে যাবে। না, কমরেডগণ, কমিনটার্ন সুদূর তারকারাজ্যের ওপারের একটি সংগঠন হতে পারে না। কমিনটার্ণ হল শ্রমিকশ্রেণীর একটি জঙ্গী সংগঠন, তার অস্তিত্বের সব কয়টি শিকড়ের বন্ধনে তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা স্বতন্ত্র পার্টিসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না, বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সমর্থন এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে পারে না। পার্টিগুলির অবশ্যই আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, পার্টি কংগ্রেসসমূহ অবশ্যই বন্ধনমুক্ত থাকবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহ নিশ্চিতই কংগ্রেসসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হবে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে তাতে করে কমিনটার্নের নেতৃত্বের এবং স্বভাবতঃই তার হস্তক্ষেপের অধিকার অবশ্যই অস্বীকৃত হচ্ছে—তাহলে তার অর্থ হবে সাম্যবাদের শত্রুদের পক্ষেই কাজ করা।

সর্বশেষে, কমরেড ক্রেইবীচ সম্পর্কে। আমার মনে হয়েছে তাঁর পুরো বক্তৃতাটাই একে বা ওকে ভাঙনের ভয় দেখাবার জন্য তিনি করেছেন। তিনি বলছেন, ক্রনের দক্ষিণপন্থীদের স্পর্শ করো না; তা করলে গোলমাল হবে। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো না; যদি তা কর তবে ভাঙন দেখা দেবে।

আচ্ছা, তা দেখা যাবে। কিন্তু কমরেড ক্রেইবীচ যেন আমাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা না করেন, তাতে তিনি কৃতকার্য হবেন না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা ঝানু লোক এবং আমাদের মতো লোকেরা ভাঙনের ভয় দেখানোতে বিহ্বল হয়ে পড়বে না। আর যদি তিনি ভীতিপ্রদর্শন থেকে বাস্তব কাজে নেমে পড়েন তাহলে আমি তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি, এতে তিনি এবং শুধুমাত্র তিনিই বিপাকে পড়বেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পার্টিতে সংকট রয়েছে। তার কারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। মুখ্য বিপদটা আসছে দক্ষিণপন্থীর দিক থেকে। এই বিপদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ ও আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনাই হল কাজ। সংকট থেকে অব্যাহতির পথ হল দক্ষিণপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তিসমূহকে পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা।

পার্টিকে জোরদার করে তোলা, তাকে বলশেভিক করে তোলা এবং সর্ব-প্রকার সম্ভাব্য 'জটিলতার' মোকাবিলার জন্য তাকে 'নিয়ত প্রস্তুত' করে রাখার জন্য শান্ত অবস্থার সুযোগ অবশ্যই নিতে হবে: কারণ 'কোন্ দিন কোন্ শুভলগ্নে' যে নূতন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথটিকে উন্মুক্ত করে দিতে 'বরের শুভাগমন' ঘটবে তা তো 'আপনার জানা নেই'।

প্রাভদা, সংখ্যা ৭২
২৯শে মার্চ, ১৯২৫

যুগোশ্লাভিয়ার জাতিগত প্রশ্ন প্রসঙ্গে

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর কর্মপরিষদের
যুগোশ্লাভ কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা,
৩০শে মার্চ, ১৯২৫)

কমরেডগণ, আমার মনে হয়েছে সেমিচ জাতিগত প্রশ্নের বলশেভিক উপস্থাপনার মূল মর্মবস্তুটি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। অক্টোবরের আগে হোক বা পরেই হোক, বলশেভিকরা কখনো জাতিগত প্রশ্নকে বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। জাতিগত প্রশ্নের প্রতি বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল মর্মবস্তুই হল এই যে, বলশেভিকরা সব সময় বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখেই জাতিগত প্রশ্নের বিচার করেছেন।

সেমিচ এই বলে লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, লেনিন সংবিধানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেই জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কথার দ্বারা তিনি অর্থাৎ সেমিচ স্পষ্টতঃই বলতে চাইছেন যে লেনিন জাতিগত প্রশ্নকে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন হিসেবে মনে করতেন অর্থাৎ তাকে তিনি বিপ্লবের একটি প্রশ্ন হিসেবে মনে করেননি, করেছেন একটি সংস্কারের প্রশ্ন হিসেবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। লেনিনের কোনদিনই কোন সাংবিধানিক মোহ ছিল না এবং তাঁর তা থাকা সম্ভবও ছিল না। তাঁর রচনা পড়লেই এটা বোঝা যায়। লেনিন যদি সংবিধানের কথা বলেও থাকেন, তাহলে তাঁর মনে ছিল জাতিগত প্রশ্নের সাংবিধানিক নয়, বৈপ্লবিক পথে সমাধানের ভাবনাটি, অর্থাৎ তিনি সংবিধানকে দেখেছেন বিপ্লবের বিজয়ের পরিণতি হিসেবে অর্জিত একটি বস্তু হিসেবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে আমাদেরও একটি সংবিধান রয়েছে এবং তাতে জাতিগত সমস্যার একটি সুনির্দিষ্ট সমাধানেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য এই সংবিধানটি বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝওতার পরিণতি হিসেবে সৃষ্ট হয়নি, হয়েছে বিজয়ী একটা বিপ্লবের পরিণতি হিসেবে।

তদুপরি সেমিচ জাতিগত প্রশ্নের ওপর ১৯১২ সালে লেখা স্তালিনের

একখানি পুস্তিকার[২২] উল্লেখ করেছেন এবং তাতে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল রয়েছে বলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই উল্লেখটি অনর্থক, কারণ সেখানে তিনি জাতিগত প্রশ্নে তার 'সাংবিধানিক' দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে একটা উদ্ধৃতি দূরে থাক একটি দূরতম, সামান্যতম ইঙ্গিতও খুঁজে পাননি। এই উক্তির সমর্থনে আমি স্তালিনের পুস্তিকা থেকে একটি অংশ তুলে সেমিচকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যেখানে স্তালিন জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের পদ্ধতি হিসেবে অস্ট্রীয় (সাংবিধানিক) ও রুশীয় মার্কসবাদীদের (বৈপ্লবিক) পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করেছেন।

উদ্ধৃতিটা হল :

'অস্ট্রীয়রা আশা করেন তাঁরা "জাতিসত্তাসমূহের স্বাধীনতা" ছোটখাট সংস্কারের মধ্য দিয়ে, ধীর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে পারবেন। তাই একদিকে তাঁরা সংস্কৃতিগত-জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে উত্থাপন করছেন, কিন্তু কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা তাঁরা হিসেবের মধ্যেই রাখছেন না, ধরছেন না মুক্তির জন্য কোন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা—এমনকি তা নিয়ে তাঁরা চিন্তাও করছেন না। অন্যদিকে রুশীয় মার্কসবাদীরা "জাতিসত্তাসমূহের স্বাধীনতাকে" সম্ভাব্য মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে, মুক্তির জন্য একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখে থাকেন এবং সংস্কারের উপর ভরসা করার কোন ভিত্তিই তাঁরা দেখছেন না। এবং মূলতঃ এইটিই রাশিয়ার জাতিসমূহের সম্ভাব্য পরিণামকে এক্ষেত্রে অন্যরকম করে দিচ্ছে।'

যে-কোন লোকের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার বোধ হবে।

আর এটা স্তালিনের ব্যক্তিগত অভিমত নয়, এটা রুশীয় মার্কসবাদীদেরই সাধারণ বক্তব্য—তাঁরা জাতিগত সমস্যাকে বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট হিসেবেই বিচার করেছেন এবং করে চলেছেন।

বিষয়টি আর বেশি বিস্তারিত না করে এটা বলা চলে যে রাশিয়াতে মার্কসবাদের ইতিহাসে জাতিগত প্রশ্নের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দুটি স্তর রয়েছে : প্রথম স্তরটি হল অক্টোবর-পূর্ববর্তী স্তর ; আর দ্বিতীয়টি হল অক্টোবরের স্তর। প্রথম স্তরে, জাতিগত প্রশ্নটিকে মনে করা হতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নটির অংশ হিসেবে অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষকের একনায়কত্বের প্রশ্নের অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় স্তরে জাতিগত প্রশ্নটি যখন ব্যাপকতর আকার ধারণ

করেছে এবং উপনিবেশের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, যখন রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি বিশ্ব সমস্যা হয়ে উঠেছে, তখন তাকে দেখা হল সর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের অংশ হিসেবে, সর্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্নের অংশ হিসেবে। দেখতেই পাচ্ছেন, উভয় স্তরেই মনোভাবটি হচ্ছে কঠোরভাবেই বিপ্লবাত্মক।

আমার মনে হচ্ছে সেমিচ এখনো পুরোপুরি সমস্ত বিষয়টি উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি। তাই তিনি জাতিগত প্রশ্নটিকে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন করে তুলতে অর্থাৎ তাকে একটি সংস্কারের প্রশ্ন হিসেবে দেখতে চেষ্টা করছেন।

এই ভুল থেকে তাঁর অন্য একটি ভুল হচ্ছে—সেটি হল জাতিগত প্রশ্ন যে মর্মবস্তুর দিক থেকে কৃষকদেরই একটি প্রশ্ন তা মানতে তিনি অস্বীকার করেছেন। কৃষি-সমস্যাগত প্রশ্ন এবং কৃষকদের প্রশ্ন—এই দুটি হল ভিন্ন জিনিস। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে জাতিগত প্রশ্নকে কৃষকদের প্রশ্নের সঙ্গে অভিন্ন করে ফেলা চলে না, কারণ জাতিগত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা ইত্যাদির প্রশ্নগুলিও। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আসলে কৃষকদের প্রশ্নটি হল জাতিগত প্রশ্নের ভিত্তি ও সারবস্তু। জাতীয় আন্দোলনে কৃষক-জনগণই যে মূল বাহিনী হয়ে থাকে এবং কৃষকদের বাহিনীকে বাদ দিয়ে কোন শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনই যে হতে পারে না বা হওয়া সম্ভব নয়—এই বাস্তব সত্য থেকে তারই একটা ব্যাখ্যা মেলে। জাতিগত প্রশ্নটি মর্মবস্তুর দিক থেকে হল কৃষকদের প্রশ্ন—এ কথা বলার সময় ঠিক ঐটিই বোঝানো হয়। আমার মনে হয়েছে এই মূল কথাটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সেমিচের অস্বীকৃতির কারণটি হল জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে লঘু করে দেখা এবং জাতীয় আন্দোলনের সুগভীর জনপ্রিয় এবং সুগভীর বৈপ্লবিক চরিত্রটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়া। উপলব্ধির এই অভাব এবং এই লঘু করে দেখার মধ্যে একটা গুরুতর বিপদ নিহিত রয়েছে, কারণ বাস্তবে তাতে যে প্রচণ্ড শক্তি সুপ্ত হয়ে রয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ক্রোটদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের কথা, তাকেই লঘু করে দেখা হয়। এই লঘু করে দেখাটা সমগ্র যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেই গুরুতর জটিলতায় পরিপূর্ণ।

এই হল সেমিচের দ্বিতীয় ভুল।

নিঃসন্দেহে, যুগোশ্লাভিয়ার জাতিগত প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে এবং ইউরোপের ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য পরিণতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেবে দেখার

চেষ্টাটাকেও একটি ভুল বলা চলে। বর্তমান সময়ে ক্রোট এবং স্লোভেনীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার সপক্ষে গুরুতর কোন জনপ্রিয় আন্দোলন নেই, এই ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে সেমিচ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারটি, যাই বলা হোক না কেন, একটি পুঁথিগত পণ্ডিতী প্রশ্ন, কোন জরুরী প্রশ্ন নয়। এটা অবশ্যই ভুল। যদি আমরা মেনেও নেই যে এই মুহূর্তেই প্রশ্নটা জরুরী নয়, কিন্তু যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় অথবা যখন যুদ্ধ শুরু হবে, যদি ইউরোপে একটি বিপ্লব ফেটে পড়ে অথবা যখন তা ফেটে পড়বে—তখন নিশ্চিতভাবেই তা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠতে পারে। ঐ যুদ্ধটি অনিবার্যভাবেই শুরু হবে এবং ঐ যারা ওখানে রয়েছে তাদের ঘুষাঘুষি শুরু হবেই, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও বিকাশের কথা মনে রাখলে এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

১৯১২ সালে আমরা রাশিয়ার মার্কসবাদীরা যখন জাতীয় কর্মসূচীর প্রথম খসড়ার কাঠামো রচনা করছিলাম তখনো পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে স্বাধীনতার জন্য গুরুতর আকারের কোন আন্দোলন ছিল না। তা সত্ত্বেও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্থাৎ প্রতিটি জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে থাকার অধিকারকে একটি বিষয় হিসেবে আমরা আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। কেন? কারণ তখন যে পরিস্থিতি ছিল শুধুমাত্র তার ওপরই আমরা নির্ভর করিনি, যা বিকশিত হয়ে উঠছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ ব্যবস্থার আসন্ন পটভূমির ওপরও আমরা নির্ভর করেছিলাম; অর্থাৎ আমরা শুধু বর্তমানকেই হিসেবে ধরিনি, ভবিষ্যৎকেও হিসেবে ধরেছিলাম। আমরা জানতাম যে যদি কোন জাতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি জানাত তবে রাশিয়ার মার্কসবাদীরা ঐরকম প্রতিটি জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম করতেন। তাঁর বক্তৃতাকালে সেমিচ বারে বারে জাতি-সমস্যা সম্পর্কে স্তালিনের পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে স্তালিনের পুস্তিকায় এই কথাগুলিই বলা হয়েছে:

'ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব আকস্মিক কিছু নয়। ইউরোপে পুঁজি চাপে আড়ষ্ট বোধ করতে শুরু করছে—নূতন বাজারের সন্ধানে, শস্তা শ্রমিক এবং বিনিয়োগের নূতন ক্ষেত্রের সন্ধানে বাইরের দেশে দেশে নিজেকে প্রসারিত করছে। কিন্তু তা থেকে দেখা দেয় আন্তর্জাতিক জটিলতা এবং

যুদ্ধ।...এটা খুবই সম্ভব যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি মিলে এমনি একটি অবস্থা দেখা দিতে পারে যখন রাশিয়ার একটি বা অন্য একটি জাতি তার স্বাধীনতার প্রশ্নটি উত্থাপন করা এবং তার সমাধান করাটি প্রয়োজন মনে করতে পারে। আর এইসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অবশ্যই মার্কসবাদীদের কাজ নয়।'

অনেক আগে ১৯১২ সালেই ঐটি লিখিত হয়েছিল। আপনারা জানেন, পরবর্তীকালে এই অভিমতটি যুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধ পরবর্তী এই উভয় সময়ে এবং বিশেষ করে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের পর তা পুরোপুরিভাবে সুপ্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং যখন নিপীড়িত দেশসমূহে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন গভীরতর হয়ে উঠেছে এবং রাশিয়াতে বিপ্লবের বিজয়ের পর এখন কেন সাধারণভাবে ইউরোপে এবং বিশেষ করে যুগোশ্লাভিয়ায় এরকম সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে আমরা হিসেবের মধ্যে ধরব—এটা তার ততোধিক একটি কারণ। তাছাড়া এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে যুগোশ্লাভিয়া একটি পুরোপুরি স্বাধীন দেশ নয়, তা বাঁধা রয়েছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে এবং যার ফলে যুগোশ্লাভিয়ার বাইরে নানা শক্তিনিচয়ের যে বিরাট খেলা চলছে তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। আপনারা যদি যুগোশ্লাভ পার্টির জন্য একটি জাতীয় কর্মসূচী রচনায় ব্যাপৃত থাকেন—ঠিক এই প্রশ্নটি নিয়েই আমরা এখন ব্যস্ত রয়েছি—আপনাদের মনে রাখতে হবে যে কর্মসূচীটিকে বর্তমানের বাস্তব থেকে যাত্রা শুরু করলেই চলবে না, বরং যা বিকশিত হয়ে উঠছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে যা অনিবার্যভাবেই ঘটবে তাকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। তাই আমি মনে করি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিকে একটি আশু ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

এখন জাতীয় কর্মসূচী প্রসঙ্গে। জাতীয় কর্মসূচীর প্রস্থান-বিন্দুটি হওয়া চাই যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত বিপ্লবের তত্ত্বগত প্রস্তাবনা—যার বক্তব্য হল বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ এবং বিপ্লবের বিজয় সাধিত না হওয়া পর্যন্ত জাতিগত প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য, ব্যতিক্রমও থাকতে পারে ; উদাহরণ হিসেবে, এরকম একটি ব্যতিক্রম যুদ্ধের আগে দেখা গিয়ে যখন নরওয়ে সুইডেন থেকে পৃথক হয়ে যায়—এ ব্যাপারে লেনিন তাঁর

প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।[২৩] কিন্তু তা ঘটেছিল যুদ্ধের আগে এবং সহায়ক পরিস্থিতির একটা অদ্ভুত সমাবেশের পরিণামে। যুদ্ধের পর থেকে এবং বিশেষ করে রাশিয়াতে বিপ্লবের জয়ের পর এ ধরনের ঘটনা একেবারে অসম্ভব বললেই চলে। যাই হোক, ওগুলির বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এতই অল্প যে তাকে শূন্যের কোঠায় ফেলা যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এটা তো স্পষ্ট যে, যেসব উপাদানের তাৎপর্য শূন্যের কোঠায় পড়ে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের কর্মসূচী রচনা করা চলে না। তাই বিপ্লবের একটি তত্ত্বই হওয়া চাই জাতীয় কর্মসূচীর প্রস্থান-বিন্দু।

তাছাড়া, জাতীয় কর্মসূচীতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে একটি বিশেষ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। আমি এর মাঝেই বলেছি কেন এ ধরনের একটি বিষয় বর্তমান আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি না।

সবার শেষে, যুগোশ্লাভিয়ার যেসব জাতি ঐ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে বোধ করবে না তাদের জন্য জাতীয় আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করে একটি বিশেষ বক্তব্য কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। যারা মনে করেন যে ঐরকম একটি ব্যবস্থাকে বাদ দেওয়া উচিত, তাঁরা ভুল করছেন। ওটা ঠিক নয়। বিশেষ অবস্থাধীনে যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত বিপ্লবের জয়ের ফলে, ঠিক রাশিয়াতে যেমনটি হয়েছিল সেইরকমভাবে, কিছু কিছু জাতি হয়তো বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে না। এটা পরিষ্কার যে এইরকম একটা আকস্মিক অবস্থার মোকাবিলার জন্য কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি থাকা উচিত যা সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের মিলিত একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবেই যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রকে রূপান্তরিত করে দেবে।

তাই, যেসব জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের ব্যবস্থা থাকা চাই সেইসব জাতির জন্য যারা যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে যাওয়াকেই বাঞ্ছিত মনে করবে।

ভুল বোঝাবুঝি পরিহার করার জন্য, আমি বলতে চাই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করা উচিত নয়—যেন বিচ্ছিন্ন হওয়াটা একটা কর্তব্য। একটা জাতি এই অধিকারের সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে

পারে, আবার তা এই অধিকার খারিজ করে দিয়ে যদি এই অধিকারকে কাজে প্রয়োগ করতে না চায় তবে তা হবে তার নিজের ব্যাপার, কিন্তু আমরা এই বাস্তব সত্যকে হিসেবের মধ্যে না ধরে পারি না। কিছু কিছু কমরেড বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারটাকে বাধ্যতামূলক বলে ধরে নেন এবং, দৃষ্টান্ত হিসেবে, ক্রোটদের কাছে দাবি জানান যাই ঘটুক না কেন তারা যেন বিচ্ছিন্নই হয়ে যেতে চায়। এই অবস্থানটি ভ্রান্ত এবং তাকে প্রত্যাখ্যানই করতে হবে। একটি অধিকারকে একটি বাধ্যবাধকতার সঙ্গে আমরা অবশ্যই গুলিয়ে ফেলব না।

'বলশেভিক' পত্রিকা, সংখ্যা ৭
১৫ই এপ্রিল, ১৯২৫

গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনী

(রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ৬ই এপ্রিল, ১৯২৫)

কমরেডগণ, ইয়ুথ লীগ যাতে তার মূল প্রলেতারীয় কেন্দ্রটিকে বজায় রেখে সমগ্র লীগকে নেতৃত্ব দিতে পারে তা সুনিশ্চিত করাই হল তার প্রথম কাজ। রিপোর্টকারী এই প্রশ্নের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই কারণ আমরা আলোচনা করছি গ্রামাঞ্চলে যুব কমিউনিস্ট লীগের কার্যকলাপ নিয়ে; তার প্রলেতারীয় কেন্দ্রটি আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু একটি প্রলেতারীয় কেন্দ্রের সুপ্রতিষ্ঠাই যে লীগের প্রধান কাজ হিসেবে থেকে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি মনে করি লীগে এই লক্ষ্যে যে কাজের চেষ্টা করা হচ্ছে তা মোটামুটি সফলই হয়েছে। কোন অতিরঞ্জন না করেই বলা যায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে তরুণ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ সাফল্যজনকভাবেই এগিয়ে চলছে এবং সেই সময়টি আর দূরে নয় যখন লীগ শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত সমগ্র যুবকদের কমপক্ষে দশ ভাগের নয় ভাগকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবে।

দ্বিতীয় কাজ হল যথাযথভাবে প্রলেতারীয় কেন্দ্রের দায়িত্বশীল কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে এবং ইউনিয়নের মূল জেলাগুলিতে ভাগ করে দেওয়া যাতে এই কেন্দ্রটি যুবকদের মধ্যেকার কৃষক অংশটিকে প্রকৃত নেতৃত্বদানে সমর্থ হয়। আমি আমার বক্তব্যের প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে এই সত্যটিকেই ধরে নিচ্ছি যে যুবকদের মধ্যে কৃষক অংশটি শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত অংশটির চেয়ে সংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তর এবং এই সত্যটিও ধরে নিচ্ছি যে যুবকদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত অংশটির সংখ্যা এত বেশি নয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল উয়েজ্‌দ্‌ এবং ভোলস্তে তাদের সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া চলে। সুতরাং এই শক্তিগুলিকে বিভিন্ন মূল জায়গায় এমনভাবে স্থান করে দেওয়া দরকার যাতে কৃষক-যুবকদের নেতৃত্বদান সবচেয়ে সহজ হয়। আমার মনে হয় না এই দ্বিতীয় কাজটি প্রথমটির মতো সাফল্যজনকভাবে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ করে চলেছে।

তা সত্ত্বেও, এটা ধরে নেওয়ার কারণ আছে যে এই কাজটি সম্পাদনের জন্য লীগ সর্বশক্তি নিয়োগ করছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই এই প্রচেষ্টার ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে।

তৃতীয় কাজ হল গ্রামাঞ্চলে কৃষক-যুবকদের মধ্যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের বহুসংখ্যক সক্রিয় কর্মী সৃষ্টিকে সুনিশ্চিত করা এবং ঐ সক্রিয় কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, গ্রামাঞ্চলে তাদের শ্রমিকশ্রেণীর নীতির হাতিয়ারে পরিণত করা এবং তাদের এমনভাবে রূপান্তরিত করে সংযোগ-সাধনের উপাদান করে তোলা যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রমজীবী কৃষক-জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে তুলবে। এটা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল কর্তব্য এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা সম্পাদন করে ফেলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রলেতারীয় অংশকে এর জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস চালাতে হবে এবং এই কাজের মোকাবিলা করার জন্য তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু যে-কোন মূল্যে এই কর্তব্যটি সম্পন্ন করতেই হবে, কারণ তা না হলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগকে শক্তিশালী করা বা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বন্ধনটি বজায় রাখা হয়ে দাঁড়াবে অসম্ভব।

কিন্তু কিভাবে আমরা এটা সুনিশ্চিত করতে পারি যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের একটি কৃষক সক্রিয় বাহিনী আছে, কিভাবে আমরা এই সক্রিয় বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারি এবং কিভাবেই-বা আমরা এটা নিশ্চিত করে তুলতে পারি যে এই সক্রিয় বাহিনী গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর নীতির হাতিয়ার হয়ে উঠবে?

এটা বলা হয়েছে যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের গ্রামীণ শাখাসমূহের সম্পাদকদের সংখ্যাই ২০,০০০-এর কম নয়। বলা হয়েছে, ঐ শাখাসমূহের সম্পাদকগণ ছাড়াও কো-অপারেটিভ, সোভিয়েতসমূহ, কৃষক কমিটি, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদিতে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বহু কর্মী রয়েছেন। বলা হয়েছে, সব মিলিয়ে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের এই গ্রামাঞ্চলীয় সক্রিয় বাহিনীর মোট সংখ্যা হবে কম করে হলেও ১০০,০০০। এইসব কথা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব দক্ষভাবে কাজে লাগালে এই সক্রিয় বাহিনী একটি প্রচণ্ড শক্তি হতে পারে এবং অসাধ্য সাধন করতে পারে। এটা আরও বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে এই কারণে যে এই মুহূর্তে গ্রামাঞ্চলে পার্টির সক্রিয় বাহিনীর সংখ্যা একান্ত কম।

তাই সমস্যাটি হল : **কিভাবে এই বিপুল সংখ্যক সক্রিয় কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা যাবে, শুধু নামে নয় একেবারে বাস্তবে কিভাবে তাদের গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর নীতির হাতিয়ারে পরিণত করা যাবে ?**

সবিস্তারে তার জবাব দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতেও এই সমস্যাটির প্রতি সঠিক মনোভাবের জন্য প্রয়োজনীয় মূল কিছু পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। এই পরিস্থিতিগুলি কী কী ? কমপক্ষে অন্ততঃ আটটির কথা বলা যায়।

প্রথমতঃ, গ্রামাঞ্চলের যুব কর্মীবাহিনীকে জনপ্রিয় পুস্তিকাদি এবং প্রাথমিক বইপত্র সরবরাহ করতে হবে যাতে গরিব কৃষকদের হিতসাধনের জন্য সোভিয়েত সরকার যেসব নির্দেশাদি জারী করেছে তার ব্যাখ্যা থাকবে। এই সক্রিয় বাহিনীটিকে এই নির্দেশগুলির পুংখানুপুংখভাবে জেনে রাখতে হবে, গরিব কৃষকদের কাছে তা ব্যাখ্যা করতে জানতে হবে এবং এই নির্দেশগুলির ভিত্তিতে গরিব কৃষকদের কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করতে জানতে হবে। আমি মনে করি এই নির্দেশগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের দ্বারা' গ্রামাঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে সেগুলি লংঘিত হওয়া ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতির অন্যতম একটি প্রধান ক্ষতিকর দিক। গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে বৈপ্লবিক আইন-কানুনের অভিভাবক হতে হবে। অবিচলিতভাবে তাদের গ্রামাঞ্চলের গরিবদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। এই কাজটি নিঃসন্দেহে সরল এবং গদ্যময়। সন্দেহ নেই, বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে কথা বলা সোভিয়েত নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিজড়িত এই সরল ও প্রাত্যহিক কাজকর্মের চেয়ে অনেক সহজ। এতে অবশ্য কোন সন্দেহই নেই যে তা করা না হলে, এই মৈত্রীবন্ধনটি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলের সক্রিয় যুব বাহিনীকে কৃষিবিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মগুলির ওপর লেখা জনপ্রিয় পুস্তিকাদি সরবরাহ করতে হবে। এই সক্রিয় বাহিনীকে কৃষিকে গভীরভাবে জানতে হবে, কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সুপরিচিত হতে হবে এবং এই বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে সমর্থ হতে হবে। প্রায়ই কৃষকেরা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্য-দের খুব গুরুত্ব দেয় না, হাসিঠাট্টা করে ওদের নিয়ে। এটা ঘটে কারণ

কৃষকেরা মনে করে ওরা কৃষিকাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই তারা ওদের একেবারে আনাড়ি এবং অকারণ আলস্যে সময় কাটানোর একটি দল বলে মনে করে। সুতরাং, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের কৃষিকাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে, তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় সদস্যরা কৃষকদের শ্রদ্ধা ও আস্থা একমাত্র তখনই শুধু অর্জন করতে পারবে যখন তারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হবে, কৃষি অর্থনীতিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তার উন্নতিবিধান করতে হয়, তাকে জোরদার করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে শিখবে। এটা অবশ্যই একটা সোজা কাজ নয়; এটা একটা নীরস কাজ বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে করে কৃষক-জনগণের আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তা যে একটি অপরিহার্য উপায় তার কোন ইতরবিশেষ হচ্ছে না।

তৃতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে কৃষি-কর সংক্রান্ত, আঞ্চলিক বাজেট সম্পর্কিত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত সহজবোধ্য পুস্তিকাবলী সরবরাহ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কর এবং আঞ্চলিক বাজেটের প্রশ্ন এখন সবার সামনে রয়েছে। এসব নিয়ে অসংখ্য অসঙ্গত কাজ হচ্ছে। কর কিভাবে আরোপ করা হবে যাতে করে গরিব কৃষকদের প্রতি অবিচার না হয় এবং কুলাকরা করের বোঝা থেকে রেহাই পেয়ে না যায়? আঞ্চলিক বাজেটে বরাদ্দ টাকা কিভাবে ব্যয় করা উচিত এবং কী জন্য করা উচিত? কিভাবে এটা নিশ্চিত করা যায় যে এই ক্ষেত্রে অপব্যবহারগুলি উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া এবং সেগুলিকে দূর করে দেওয়া যাবে? এই প্রশ্নগুলি ইংং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মীরা অবজ্ঞা করতে পারেন না। এই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং মেহনতী কৃষক-সাধারণের সহায়তায় এগিয়ে আসাটাই হল কাজ। কোনমতেই কাজটা সহজ বা আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু তা না করা হলে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েতের কোন গঠনাত্মক কাজই হবে না।

চতুর্থতঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে সোভিয়েতের গঠনাত্মক কাজকর্ম সংক্রান্ত, সোভিয়েতগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলা সম্পর্কিত এবং গ্রাম, ভোলস্ত, জেলা, উয়েজ্‌দ্‌ ইত্যাদির প্রশাসনিক কাজকর্মে কিভাবে কৃষকদের যুক্ত করা যায় সেই সম্পর্কিত সহজবোধ্য প্রাথমিক বইপত্র সরবরাহ করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মীকে আঞ্চলিক সোভিয়েতসমূহের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করে যে 'নিয়মনীতি

রয়েছে, সোভিয়েতগুলি সম্পর্কে কৃষকদের যে অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে, নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচন-পরিচালন বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে একেবারে পুংখানুপুংখ জ্ঞান থাকা দরকার। তাদের কাজ হল, গ্রামাঞ্চলে পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের কৃষকদের সম্পর্কিত নীতি ব্যাখ্যা করা এবং এই নীতিটি যাতে সততার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবে অনুসৃত হয় তা দেখা। তা যদি না করা হয় তবে কৃষকদের আস্থা অর্জনের, কৃষকদের সক্রিয় বাহিনীর সম্প্রসারণের অথবা গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করাও অর্থহীন।

পঞ্চমতঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে কৃষি, ঋণদান ও ক্রেতা সমবায়সমূহ, কৃষিকার্যে যৌথ উদ্যোগ এবং সাধারণভাবে যৌথ খামার সম্পর্কে সহজবোধ্য পুস্তিকাদি সরবরাহ করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মীকে গ্রামাঞ্চলে সমবায় ও যৌথ জীবনধারা গড়ে তোলার জন্য কৃষকদের যুক্ত করার ব্যাপারে সমর্থ হওয়া চাই। এটা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল একটি কাজ কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে গ্রামীণ জনগণকে টেনে আনার জন্য তা কার্যকর করা একান্ত অপরিহার্য। কৃষি এবং কৃষি ঋণদানকারী সমবায়সমূহ এখন কৃষকদের কাছে প্রথম স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কাজ হল সমবায়কে কৃষক-জনগণের কাছে একান্ত আপন ও প্রিয় বস্তু করে তোলা। এক্ষেত্রে নজর দিতে হবে এই ঘটনাটির উপর যে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবজন্তুর এবং কৃষি সংক্রান্ত উপকরণের অভাব গ্রামাঞ্চলের কৃষক-জনগণের গরিব অংশসমূহের মধ্যে এমন একটা বিশেষ সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে করে রাষ্ট্রীয় ঋণদাতা সংস্থাসমূহ সুনিশ্চিত সহায়তা দিলে সমবেত চাষাবাদ এবং যৌথ খামার গড়ে তোলা যায়। কৃষক-জনগণের গরিব অংশসমূহ যাতে করে সুবিধাজনকভাবে ঋণ পেতে পারে তা সম্ভব করে তোলাই হল কাজ। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মীরা এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে—গ্রামীণ পাঠগৃহ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মীদের সোভিয়েতসমূহের এবং গ্রামীণ সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের দিক থেকে সোভিয়েত সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সহায়তাকারী করে তোলাই হল কাজ।

সপ্তমতঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ও পার্টির মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে, সোভিয়েতসমূহ ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় সদস্যকেই নিজেকে গ্রামাঞ্চলে পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের একজন সহায়তাকারী বলে মনে করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে জবরদস্তি-মূলক পদ্ধতি, সোভিয়েত নির্বাচনকালে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, পার্টির, সমবায়ের ও সোভিয়েত সংগঠনসমূহের কার্যকলাপ জোর করে নিজেদের উপর আরোপ করার চেষ্টা, তথাকথিত ধর্ম-বিরোধী প্রচারণার সময় গুণ্ডাবাজীর অভিযান— এই সবকিছু পরিহার করতেই হবে এবং অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে কারণ এগুলি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের পতাকাকেই কলংকিত করে এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সদস্যের সুনামকে মসীলিপ্ত করে। এইসব কেলেংকারীর বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং সোভিয়েত ও পার্টির সংস্থাসমূহের সজে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের উপযুক্ত সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই হল কাজ।

অষ্টমতঃ, গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রী সম্পর্কে, ঐ মৈত্রীর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে, সাম্যবাদের মূলনীতিগুলি সম্পর্কে এবং সর্বোপরি অক্টোবর বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে ও কৃষকেরা আগে জার এবং জমিদারদের অধীনে কিভাবে জীবনযাপন করত এবং এখন তারা কেমন জীবনযাপন করছে, আর যদি এই মৈত্রীবন্ধনকে জোরদার করা যায় ও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় তাহলে তারা কিভাবে জীবনযাপন করবে সেই সম্পর্কে সহজবোধ্য পুস্তিকাদি সরবরাহ করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সদস্য কোনমতেই কৃষকদের সংস্কারগুলিকে আস্কারা দেবে না। ঐ সংস্কারগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং সেগুলিকে আস্কারা দেওয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। কৃষকদের কাছে কমিউনিস্টদের ভাষায় কথা বলতে তাকে সমর্থ হতে হবে। বাস্তব তথ্য দিয়ে কৃষকদের তাকে বোঝাতে হবে যে সমাজতন্ত্রের আওতার বাইরে তাদের কোন পরিত্রাণ নেই।

গ্রামাঞ্চলের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হলে এবং তাদের গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর অনুসৃত নীতির হাতিয়ারে পরিণত করতে হলে এই শর্তগুলি পূরণ করতেই হবে।

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তব্য হল এই শর্তগুলি পূর্ণ করার কাজটিকে সহজ করে তোলা এবং সেগুলি তদারক করা।

গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের বিপুলায়তন বিকাশের বিপদ সম্পর্কে কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে কৃষক-যুবকদের ব্যাপকভাবে যোগদান সম্পর্কেও কথা হয়ে থাকে। কোন সন্দেহ নেই, এতে খানিকটা বিপদ রয়েছে। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে যদি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ উপরে যে কাজগুলির কথা বলা হয়েছে তা সসম্মানে সম্পন্ন করতে সফল হয় তবে ঐ বিপদ সম্পর্কে ভয়ের কোন কারণই নেই। গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের এক লক্ষ সদস্যের একটি সক্রিয় বাহিনী এমন একটি শক্তি যাদের পক্ষে কৃষক-যুবকদের ব্যাপক যোগদান কোন বিপদ হতে পারে না। আসল কথা হল এই সক্রিয় বাহিনীটিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য উদ্যমশীল প্রয়াস চালানো। আসল কথা হল শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীকে জোরদার করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই সক্রিয় বাহিনীর প্রচেষ্টাকে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করা। আসল কথাই হল সোভিয়েতের গঠনাত্মক কার্যকলাপে কৃষক-জনগণকে টেনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এই সক্রিয় বাহিনীকে কাজে লাগানো।

সুতরাং: (ক) ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে যে শ্রমিক কেন্দ্রটি মুখ্য পরিচালক শক্তি হয়ে থাকবে তা সুনিশ্চিত করা; (খ) এই কেন্দ্রের সক্রিয় শক্তিগুলিকে এই নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান প্রধান জেলাগুলিতে ভাগ করে দেওয়া; (গ) গ্রামাঞ্চলের এই সক্রিয় যুব বাহিনীকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে ওখানে শ্রমিকশ্রেণীর নীতির বাস্তব প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা যায়—এই হল সাধারণভাবে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের এবং বিশেষ করে তার কেন্দ্রীয় কমিটির আশু কর্তব্যসমূহ।

এই কর্তব্যগুলিকে সামনে রেখে এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এইগুলিকে বাস্তবে রূপদান করে চললে গ্রামাঞ্চলে তার সামনেকার বিপদ সম্পর্কে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ভয় পাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৬

১৫ই এপ্রিল, ১৯২৫

প্রলেতারীয় ছাত্রদের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক সম্মেলনের প্রতি[২৪]

(একটি বার্তা)

কমরেডগণ, আপনাদের প্রতিনিধিরা প্রলেতারীয় ছাত্রদের মধ্যে পার্টিগত কাজ এবং পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চেয়েছেন।

এই বিষয়ে আমাকে কটি কথা বলতে দিন।

বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে আমাদের দেশের শ্রমিক-শ্রেণী সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। পুঁজিপতিদের এবং জমিদারদের পরাজিত করেছে, বিতাড়িত করেছে এমন একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না—এ কথাটা সত্য নয়। যে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার বিপুল সম্পদরাশি আছে এবং যার পেছনে রয়েছে সমস্ত দেশের শ্রমিক জনগণের সমর্থন —এমন একটা দেশ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে এবং তাকে তা গড়ে তুলতেই হবে। 'একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার' জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই আমাদের দেশের রয়েছে—লেনিনের এই কথাটি সঠিক। বর্তমান অবস্থার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যই হল এই যে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতিলাভ করতে সফল হয়েছি, সমাজতন্ত্রকে সমুচ্চ একটি আদর্শ থেকে আমরা প্রাত্যহিক বাস্তব কাযকলাপের গঠনময় একটি লক্ষ্যে পরিণত করেছি।

এই গঠনাত্মক কাযকলাপের ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় ছাত্ররা কী ভূমিকা পালন করবে?

নিঃসন্দেহে তাদের এই ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে হয় প্রথম স্তরের গুরুত্বসম্পন্ন। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, শ্রমিকদের শিক্ষায়তন এবং কারিগরী বিদ্যালয়সমূহের মতো প্রতিষ্ঠানে অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসাধনের পরিচালক ব্যক্তিবর্গ শিক্ষালাভ করছেন। ডাক্তার ও অর্থনীতিবিদেরা, সমবায়ের কর্মীরা ও শিক্ষকেরা, খনি বিশারদেরা ও পরিসংখ্যান তত্ত্ববিদেরা, প্রযুক্তিবিদ্ ও রাসায়নিকেরা, কৃষিবিজ্ঞানী ও রেলের

ইঞ্জিনীয়াররা, পশু-চিকিৎসকেরা এবং বনবিদ্যা বিশারদেরা, বৈদ্যুতিক ও যন্ত্র-বিদ্যার ইঞ্জিনীয়াররা—এঁরা সবাই হলেন আমাদের নূতন সমাজ এবং সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজকর্মের ভাবী পরিচালক। নূতন পরিচালকগণ ছাড়া নূতন সমাজ গড়ে তোলা যায় না, ঠিক যেমন নূতন পরিচালক না থাকলে একটা সৈন্যবাহিনীই গড়ে তোলা যায় না। এই নূতন পরিচালকদের সুবিধা হল এই যে মেহনতী জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে মুষ্টিমেয় ধনবান ব্যক্তির স্বার্থে কোন কিছু গড়ে তোলা তাদের কাজ হবে না, বরং মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুষ্টিমেয় শোষকদের বিরুদ্ধেই তাঁরা কাজ করবেন। আসল কথা হল উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের ছাত্রদের—শ্রমিক ও কৃষক, পার্টিভুক্ত বা পার্টি-বহির্ভূত যাই তাঁরা হোন না কেন—তাঁদের এই সম্মানভাজন ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে, শুধু বাধ্যবাধকতায় পড়ে নয়, একেবারে গভীর উপলব্ধি নিয়েই এই কাজটি সুসম্পন্ন করা আরম্ভ করতে হবে।

সুতরাং : প্রলেতারীয় ছাত্রদেরকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সচেতন নির্মাতা করে তুলতে হবে—এই হল পার্টির প্রথম কাজ।

কিন্তু নূতন সমাজটি তো মেহনতী জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া শুধু পরিচালকরাই গড়ে তুলতে পারেন না। নূতন পরিচালকরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করছেন নিছক সেইটুকুই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই পরিচালকদের সপক্ষে থাকা চাই জনগণের আস্থা ও সমর্থন। পুরাতন যে পরিচালকেরা ধনতন্ত্রের অধীনে গঠনকর্ম করেছিলেন তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এইটুকুই যে তাঁরা ছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁরা মেহনতী জনগণের থেকে নিজেদের উচ্চতর মনে করতেন, তাঁরা জনগণের আস্থা বা সমর্থনকে কোন মূল্যই দিতেন না যার ফলে তাঁরা ঐ দুটির একটিও পেতেন না। এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশের পক্ষে নিতান্তই বেমানান। নূতন অর্থনীতি ও নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত এই নূতন পরিচালকদের নূতন বলা হচ্ছে ঠিক এই কারণেই যে তাঁদের পরিচালনার পুরাতন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে ঝট্ করে এবং অবিচলিতভাবে ছেদ টেনে দিতে হবে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, তাঁদের হতে হবে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে যোগযুক্ত ; জনগণ থেকে নিজেদের উচ্চতর বোধ করা নয়, তাঁদের দাঁড়াতে হবে জনগণের সামনে এবং জনগণকেই তাঁদের নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয় বরং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের আস্থা ও সমর্থনই তাঁদের অর্জন করতে হবে—এই হল পরিচালনার নূতন পদ্ধতি, নূতন পরিচালকদের সেইগুলিই অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলি ছাড়া কোন সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের কথা ধারণাই করা যায় না।

সুতরাং প্রলেতারীয় ছাত্রগণকে নিজেদের শ্রমজীবী জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করা এবং জনগণের প্রতি আন্তরিক অনুরাগে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত ও সক্রিয় করে তোলাই হল পার্টির দ্বিতীয় কাজ।

সর্বশেষে, বিশেষ করে বলতে চাই কমিউনিস্ট ছাত্রদের সম্পর্কে। এটা বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট ছাত্ররা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে অতি অল্পই এগিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পার্টি-বহির্ভূত ছাত্রদের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন বলেও বলা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে কমিউনিস্ট ছাত্ররা 'বড় বড় রাজনীতি' নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাকেই পছন্দ করেন বেশি এবং তাঁরা তাঁদের সময়ের দুই-তৃতীয়াংশই 'বিশ্ব সমস্যা' নিয়ে অন্তহীন তর্কাতর্কিতে অপচয় করে থাকেন। এই সবকিছুই কি সত্য? আমার মনে হয় তা সত্য। কিন্তু যদি তা সত্য হয় তবে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রথমতঃ, কমিউনিস্ট ছাত্ররা সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে একেবারে বাজে রকমের পরিচালক হবার বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছেন, কারণ সমাজ গঠনের কাজ পরিচালনা করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, নূতন পরিচালকদের শিক্ষাদানের কাজটি প্রাচীন অধ্যাপকদের একচেটিয়া হয়ে পড়ার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, কারণ প্রাচীন অধ্যাপকদের জায়গায় নূতন অধ্যাপকমণ্ডলী এবং নূতন বিজ্ঞান-কর্মী তো বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক লোকদের মধ্য থেকে পাওয়া যাবে না। এ কথা বলার তাই প্রয়োজনই নেই যে, এই সবকিছু প্রত্যক্ষভাবে সমাজতন্ত্র গঠনের সমগ্র কাজটাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমরা কি এইরকম একটা অবস্থার সামনে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারি? স্পষ্টতঃই তা পারি না। সুতরাং কমিউনিস্ট এবং সাধারণভাবে সোভিয়েত ছাত্রদের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করাকে এবং প্রাচীন অধ্যাপকমণ্ডলীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন নূতন সোভিয়েত জনগণের মধ্য থেকে এমন একটি নূতন অধ্যাপকমণ্ডলী গড়ে তোলাকে পরিষ্কারভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে আশু কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমি এটা বলতে চাইছি না যে ছাত্ররা রাজনীতিতে ব্যাপৃত হবেন না। মোটেই তা বলছি না। আমি শুধু এই কথাটিই বলতে চাই

যে কমিউনিস্ট ছাত্রদের রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে বিজ্ঞান আয়ত্ত করার কাজটিকেও যুক্ত করতে জানতে হবে। বলা হয়ে থাকে, ঐ দুটোকে যুক্ত করা দুরূহ। কথাটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু কমিউনিস্টরা কখন থেকে দুরূহকে ভয় পেতে লাগলেন? আমাদের গঠনাত্মক কাজের পথে যে বাধাবিপত্তি রয়েছে ঠিক সেইগুলিরই মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলিকেই জয় করতে হবে।

তদুপরি অন্য আরও একটি ঘটনাকে বিচার করে দেখতে হবে। আমি মনে করি আমাদের দেশ তার বৈপ্লবিক অভ্যাস ও ঐতিহ্যের জন্য, রক্ষণশীলতা ও চিন্তার জড়ত্বের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের জন্য বিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক পরিবেশেরই সৃষ্টি করেছে। এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, বাক্‌সর্বস্ব সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ধরাবাঁধা পথে চলার যে বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদী অধ্যাপক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় তা বিজ্ঞানের পক্ষে প্রতিবন্ধস্বরূপ। এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নূতন লোকেরাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং স্বাধীন সৃজনশীল কার্যকলাপ পরিচালনা করতে সমর্থ। এই ক্ষেত্রে, স্বাধীন ও বাধাবন্ধনহীন বিজ্ঞানের পীঠস্থান ও লালনাগার হিসেবে আমাদের দেশের একটি মহান বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমার মনে হয় আমরা এর মাঝেই এই পথ ধরে চলতে শুরু করেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের সমুন্নত বিকাশের এই পথ থেকে কমিউনিস্ট ছাত্ররা সরে থাকলে তা হবে দুঃখ ও লজ্জারই কথা। তারই জন্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার শ্লোগানটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করছে।

সুতরাং: প্রলেতারীয় ছাত্ররা এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট ছাত্ররা যাতে বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁরা তা আয়ত্ত করেন—তা-ই হচ্ছে পার্টির তৃতীয় কাজ।

আমার অভিনন্দন জানবেন,

১৫.৪.২৫ জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৭
১৬ই এপ্রিল, ১৯২৫

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ সম্মেলনের কার্যকলাপের ফলাফল

(রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের একটি সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট, ৯ই মে, ১৯২৫)

কমরেডগণ, আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে[২৫] গৃহীত প্রস্তাবসমূহের পুংখানুপুংখ আলোচনার কোন প্রয়োজন এখানে আছে বলে মনে করি না। তার জন্য অনেক সময় লাগবে এবং তাছাড়া তার কোন প্রয়োজনও নেই। এইসব প্রস্তাবসমূহে যে মূল ধারাগুলি রয়েছে তা লক্ষ্য করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তাহলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহে যে মূল সিদ্ধান্তগুলি জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে তা চোখে পড়বে এবং তার ফলে এই প্রস্তাবসমূহের গভীরতর অনুধাবন সহজসাধ্য হবে।

প্রস্তাবগুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে ঐসব প্রস্তাবে বিবেচিত বিভিন্ন প্রশ্নকে ছ'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের আশু কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি। তৃতীয় ভাগে রয়েছে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের কমিউনিস্ট ব্যক্তিবর্গের আশু কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি। চতুর্থ ভাগে রয়েছে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি। পঞ্চম ভাগে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির নীতি-বিষয়ক এবং নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি নেতৃত্বের কর্তব্য-বিষয়ক প্রশ্নগুলি। এবং সর্বশেষে ষষ্ঠভাগে রয়েছে আমাদের সকল শিল্পের প্রাণপ্রবাহের ভিত্তিস্বরূপ ধাতব শিল্প-বিষয়ক প্রশ্নগুলি।

১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কী নূতন ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মুখ্যতঃ বর্তমান অধ্যায়ের প্রকৃতিকে নির্ধারণ করছে ?

নূতন যে বৈশিষ্ট্যটি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এবং যা আন্তর্জাতিক পরি-

স্থিতিতে তার ছাপ রেখেছে তা হল এই যে ইউরোপে বিপ্লব এখন ভাটার মুখে, একটা শান্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমরা ধনতন্ত্রের সাময়িক একটা স্থিতিশীলতা বলে আখ্যা দিয়েছি, অন্যদিকে একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিপ্লবের ভাটা বা শান্ত অবস্থাটা কী? তা কি বিশ্ব-বিপ্লবের সমাপ্তির সূচনা, বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের লয়প্রাপ্তির সূচনা? লেনিন বলেছিলেন যে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় একটি নবযুগেরই সূচনা, বিশ্ব-বিপ্লবের যুগেরই সূচনা ঘটিয়েছে, এমন একটা যুগ দেখা দিয়েছে যা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, অগ্রগতি ও পিছু হটা, জয় ও পরাজয়ে সমাকীর্ণ এবং যে যুগ প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ে পরিসমাপ্ত হবে। ইউরোপে বিপ্লবের এই ভাটা শুরু হওয়ার বাস্তব ঘটনাটির অর্থ কি এই যে নবযুগ, বিশ্ব-বিপ্লবের যুগ সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বটি আর প্রযোজ্য নয়? তার অর্থ কি এই যে পাশ্চাত্যের শ্রমিক-বিপ্লব পরিত্যক্ত হয়েছে?

না, তা নয়।

বিশ্ব-বিপ্লবের যুগটি হল বিপ্লবের একটা নূতন অধ্যায়, একটা সমগ্র রণনীতিগত অধ্যায়—যা বেশ কয়েক বছর এমনকি, মনে হয়, বেশ কয়েক দশক ধরে বজায় থাকবে। এই অধ্যায় জুড়ে বিপ্লবের জোয়ার-ভাটা থাকা সম্ভব এবং থাকবেই।

আমাদের বিপ্লব দুটি স্তর, দুটি রণনীতিগত অধ্যায় তার বিকাশের পথে অতিক্রম করে এসেছে এবং অক্টোবরের পর তা তৃতীয় একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। প্রথম স্তরটি (১৯০০-১৭) পনের বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়। তখন লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অর্জন। ঐ অধ্যায়ে বিপ্লবের বেশ কটি জোয়ার-ভাটা আমরা দেখতে পাই। বিপ্লবের জোয়ার বয়ে চলল ১৯০৫ সালে। এই জোয়ার বিপ্লবের সাময়িক একটি পরাজয়ে পরিসমাপ্ত হল। তারপর একটা ভাটা দেখা দিল যা বেশ কটি বছর স্থায়ী হল (১৯০৭-১২)। তারপর আবার নূতন করে জোয়ার এল লেনার ঘটনাবলীর সূত্র ধরে (১৯১২) এবং তারপর আবার ভাটা এল যুদ্ধের সময়টাতে। ১৯১৭ সালে (ফেব্রুয়ারিতে) আবার জোয়ার দেখা দিল এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের জয়ে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রত্যেকটি ভাটার সময়েই বিলুপ্তিবাদীরা দাবি করছিল

যে বিপ্লবের দফারফা হয়ে গেছে। বেশ কয়েকবার ভাটা ও জোয়ারের মধ্য দিয়ে কিন্তু বিপ্লব ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুর্জয় বিজয়ী পরিণতিই লাভ করল।

দ্বিতীয় স্তরটি শুরু হল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তার লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে দেশকে অব্যাহতি দেওয়া, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয় সাধন করা। এই স্তর বা রণনীতিগত অধ্যায়টি মাত্র আট মাস স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু এই আটটি মাস ছিল সুগভীর বৈপ্লবিক সংকটে পরিকীর্ণ, যে সময়টাতে যুদ্ধ ও বিশৃংখলা বিপ্লবে নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল এবং তার গতিকে চূড়ান্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। ঠিক এই কারণেই, বৈপ্লবিক সংকটে পরিকীর্ণ এই আটটি মাসকে সাধারণ সাংবিধানিক বিকাশের অন্ততঃ আটটি বছরের সমান বলে গণ্য করা চলে এবং গণ্য করাই উচিত। ঐ রণনীতিগত অধ্যায়টি পূর্বতনটির মতোই বিপ্লব প্রসঙ্গে বাক্যবাগীশরা সাধারণতঃ যেভাবে চিত্রিত করে থাকে সেভাবে একটি সরল উচ্চাভিমুখী রেখায় অবিচল এগিয়ে চলার চিহ্ন বহন করছে না, বরং সেখানেও ভাটা ও জোয়ারের পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। জুলাই বিক্ষোভ-মিছিলের দিনগুলিতে ঐ অধ্যায়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিপুল উর্ধ্বগতি লক্ষিত হয়। তারপর জুলাইয়ে বলশেভিকদের পরাজয়ের পর বিপ্লবী জোয়ারে ভাটা এল। কর্নিলভের বিদ্রোহের ঠিক পর পরই আবার জোয়ার দেখা দিল এবং তা আমাদেরকে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ে পৌছিয়ে দিল। ঐ সময়কার বিলুপ্তিবাদীরা জুলাইয়ের পরাজয়ের পর বিপ্লবের পরিপূর্ণ অবলুপ্তির কথাই বলেছিল। বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাটার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এটা আজ সবারই জানা যে বিপ্লব কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়েই পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

অক্টোবরের বিজয়ের পর আমরা প্রবেশ করেছি তৃতীয় রণনীতিগত অধ্যায়ে, বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে, যখন আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করা। এই অধ্যায় কতখানি দীর্ঘ হবে তা বলা শক্ত। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই যে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে তাতে সন্দেহ নেই এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে তাতে অনেক জোয়ার-ভাটা থাকবে। বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন বর্তমানে একটা ভাটার অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে, যে কারণগুলির কথা আমি পরে বলছি, তাতে আবার জোয়ারের গতি

আনবে এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ে পরিসমাপ্ত হতে পারে। অন্যদিকে, তা বিজয়ে পরিসমাপ্ত নাও হতে পারে, তার জায়গায় দেখা দিতে পারে একটা নূতন ভাটার টান যা আবার বিপ্লবের অন্য একটি জোয়ারে অভিব্যক্ত হতে বাধ্য। আধুনিক বিলুপ্তিবাদীরা বলছেন যে, যে শান্ত অবস্থাটি দেখা দিয়েছে তা বিশ্ব-বিপ্লবের অবসানই সূচনা করছে। কিন্তু ঠিক আগের মতোই আবার তাঁরা ভুল করছেন—আমাদের বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে যখন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি ভাটাকেই তাঁরা বিপ্লবের চূড়ান্ত পরাজয় বলে মনে করেছিলেন।

এই হচ্ছে বিপ্লবের প্রতিটি স্তরে, রণনীতিগত প্রতিটি অধ্যায়ের ওঠা-নামাগুলি।

এই ওঠা-নামাগুলি থেকে কী দেখা যাচ্ছে? ওগুলি থেকে কি দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব-বিপ্লবের নূতন যুগ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বটি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে বা হারিয়ে ফেলতে পারে? নিশ্চয়ই না! তা থেকে শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে যে সাধারণভাবে বিপ্লব একটি উচ্চাভিমুখী সরলরেখায়, একটা নিরবচ্ছিন্ন বিকাশমান ঊর্ধ্বগতিতে এগিয়ে চলে না, চলে আঁকাবাঁকা, অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি, জোয়ার ও ভাটার পথ ধরে যা তার বিকাশের ধারার প্রক্রিয়াতে বিপ্লবের শক্তিগুলিকে শানিত করে তোলে, চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

এই হচ্ছে বিপ্লবের বর্তমান ভাটার, যে শান্ত অবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের এখন হচ্ছে—তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

কিন্তু এই ভাটাটি হল বিষয়টির শুধু একটি দিক মাত্র। অন্য দিকটি হল এই যে ইউরোপে বিপ্লবের এই ভাটার পাশাপাশি আমরা দেখছি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের দুর্দান্ত অগ্রগতি এবং তার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়। অর্থাৎ আমরা শুধু ধনতন্ত্রের স্থিতিশীলতা দেখছি না; আমরা দেখতে পাচ্ছি সোভিয়েত ব্যবস্থারও স্থিতিশীলতা। সুতরাং, আমরা দেখছি দুটি স্থিতিশীলতা: ধনতন্ত্রের সাময়িক স্থিতিশীলতা এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা। এই দুটি স্থিতিশীলতার মধ্যে একটা সাময়িক ভারসাম্যের অবস্থা স্থাপিত হয়েছে—এই হল বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যের দিক।

কিন্তু স্থিতিশীলতাটা কী? তা কি অচলাবস্থা নয়? এবং তার অর্থ যদি

অচলাবস্থা হয়, তাহলে কথাটা সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য কি? না, তা নয়। "স্থিতিশীলতা একটা অচলাবস্থা নয়। স্থিতিশীলতা হল একটা প্রদত্ত অবস্থার এবং অধিকতর বিকাশের সংহতিসাধন। বিশ্ব ধনতন্ত্র যে শুধু তার বর্তমান অবস্থার সংহতিসাধন করেছে তা-ই নয়, তা এগিয়ে চলেছে, নিজের অধিকতর বিকাশসাধন করছে, নিজের প্রভাবাধীন এলাকা প্রসারিত করে চলেছে এবং তার সম্পদকে বাড়িয়ে চলেছে। ধনতন্ত্রের বিকাশ হতে পারে না এ কথা বলা, তাঁর সাম্রাজ্যবাদ[২৩] নামক পুস্তকে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় সংক্রান্ত লেনিনের উপস্থাপিত তত্ত্ব অনুসারে ধনতন্ত্রের আর বিকাশ হতে পারে না—এ কথা বলা ভুল। লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নামক পুস্তকে এ কথা পুরোপুরি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশ ধনতন্ত্রের অবক্ষয়কে নস্যাৎ করে দেয় না বরং সেই অবক্ষয়েরই পূর্বশর্ত রচনা করে এবং ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়েরই সৃষ্টি করে।

সুতরাং, আমরা পাচ্ছি দুটি স্থিতিশীলতা। একপ্রান্তে ধনতন্ত্র স্থিতিশীল হয়ে উঠছে, তার অর্জিত অবস্থানকে সংহত করছে এবং অধিকতর বিকাশ-সাধন করছে। অন্যপ্রান্তে সোভিয়েত ব্যবস্থাটি স্থিতিশীল হয়ে উঠছে, তার জয় করা অবস্থানগুলিকে সংহত করছে এবং বিজয়ের পথ ধরে আরও এগিয়ে চলেছে।

কে জয়ী হবে? এই হল প্রশ্নটির সারকথা।

এই দুটি স্থিতিশীলতা—একটির পাশাপাশি আরেকটি কেন চলছে? কেন এই দুটি প্রান্ত? কারণটি হল বিশ্বে একক, সর্বব্যাপ্ত ধনতন্ত্র আর নেই। কারণ, বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছে দুটি শিবিরে—ইঙ্গ-আমেরিকান পুঁজির নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক শিবির, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবির। এই কারণেই এই দুটি শক্তির সম্পর্ক ক্রমেই বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক অবস্থাকে নির্ধারিত করবে।

সুতরাং, ধনতন্ত্র এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে শুধু এইটিই বর্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্যের দিক নয়, এই দুটি শিবিরের শক্তি একটা সাময়িক সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়েছে, যদিও পুঁজিবাদের পক্ষেই সুবিধাটা খানিকটা বেশি এবং স্বভাবতঃই বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে অসুবিধাটা খানিকটা বেশি—তাও অবস্থার একটি বৈশিষ্ট্যের দিক। কারণ, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনায় যে শান্ত অবস্থাটি এখন সৃষ্টি হয়েছে, একটি সাময়িক অসুবিধা হলেও তা নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের পক্ষে অসুবিধাজনক।

এই দুটি স্থিতিশীলতার মধ্যে পার্থক্য কী? একটি কোন্ দিকে এবং অন্যটিই-বা অন্য কোন্ দিকে নিয়ে চলেছে?

ধনতন্ত্রের অধীনে স্থিতিশীলতা একদিকে যখন সাময়িকভাবে পুঁজিকে জোরদার করছে, সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে তা ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বসমূহকে তীব্রতর করে তুলছে: (ক) বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যেকার; (খ) প্রতিটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার; (গ) সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে তীব্রতর করে তুলছে।

সোভিয়েত ব্যবস্থাধীনে কিন্তু স্থিতিশীলতা সমাজতন্ত্রকে জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে দ্বন্দ্বসমূহের সঙ্গতিসাধন ও সম্পর্কের উন্নতিসাধন করে: (ক) আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার; (খ) শ্রমিক-শ্রেণী ও নিপীড়িত দেশগুলির ঔপনিবেশিক জনগণের মধ্যেকার; (গ) শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের এবং সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতিসাধন করে।

আসল কথাটি হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ তীব্র না করে, মেহনতী জন-গণের অধিকাংশের অর্ধাশনের অবস্থা সৃষ্টি না করে, উপনিবেশ ও পদানত দেশগুলির নিপীড়নকে তীব্র না করে, বিশ্বের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন সাম্রাজ্য-বাদী গোষ্ঠীর মধ্যেকার সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে—পুঁজিবাদের বিকাশ-লাভ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যদি শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক স্তরের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সাধিত হয়, যদি সোভিয়েত দেশের সমস্ত মেহনতী জনগণের অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সাধিত হয়, সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা যদি পরস্পর ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর ও ঐক্যবদ্ধ হয়, যদি উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির নিপীড়িত জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের চারিপাশে সমবেত হয়—একমাত্র তাহলেই সোভিয়েত ব্যবস্থা ও শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের বিকাশ সাধিত হতে পারে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ হল মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দারিদ্র্য ও অর্ধাশনের অবস্থা সৃষ্টির অথচ মেহনতী জনগণের উঁচু স্তরের একটা ক্ষুদ্র অংশকে ঘুষ খাইয়ে ও প্রশ্রয় দিয়ে চলারই পথ।

বিপরীত পক্ষে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিকাশের পথ মেহনতী জন-গণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণসাধনেরই পথ।

ঠিক এই কারণেই ধনতন্ত্রের বিকাশ এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে বাধ্য যাতে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলি তীব্র হয়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই ধনতন্ত্র এই দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করতে পারে না।

অবশ্য যদি পুঁজিবাদের অসম বিকাশের কোন নিয়ম না থাকত যা উপনিবেশের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ না বাধাত, যদি পুঁজিবাদ পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে অর্থাৎ যেসব দেশে কাঁচামাল ও শ্রমিক সস্তা সেইসব দেশে পুঁজি রপ্তানি না করে বিকাশলাভ করতে পারত, যদি 'শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির' সঞ্চিত বাড়তি পুঁজি পুঁজি-রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত না হয়ে কৃষির অধিকতর বিকাশের ও কৃষক-জনগণের বাস্তব অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হতো এবং সর্বশেষে যদি এই বাড়তি সম্পদ সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো,—তাহলে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করাটা তীব্র হতো না, পুঁজিবাদের অধীনে কৃষক-জনগণ নিঃস্ব হতো না, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে নিপীড়ন তীব্র হতো না এবং পুঁজিবাদীদের মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহও ঘটত না।

কিন্তু তাহলে পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই থাকত না।

আসল কথাটিইহল পুঁজিবাদ এই দ্বন্দ্বগুলিকে তীব্র না করে এবং এভাবে এমন অবস্থা সৃষ্টি না করে বিকাশলাভই করতে পারে না, তাই শেষ বিচারে পুঁজিবাদের পতনই সহজতর হয়।

উল্টোদিকে, আসল কথাটিই হল এই যে সমস্ত দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত এবং শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের অবস্থা সৃষ্টি না করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধিকতর বিকাশও সম্ভব নয়।

এই হল দুটি স্থিতিশীলতার মধ্যেকার পার্থক্য।

তারই জন্য পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা স্থায়ী হতে পারে না অথবা মজবুত কিছুও হতে পারে না।

পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার প্রশ্নটা বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করে দেখা যাক।

পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতাটা কিভাবে বাস্তবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে?

প্রথমতঃ, বাস্তব ঘটনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে লুণ্ঠনের পদ্ধতির ব্যাপারে এবং তাকে কতখানি পরিমাণে লুণ্ঠন করা হবে সে ব্যাপারে তারা একটা রফায় আসতে সাময়িকভাবে সফলকাম হয়েছে। অর্থাৎ জার্মানির ব্যাপারে তারা যাকে ডাওয়েসীকরণ বলে সে

ব্যাপারে একটা রফায় এসেছে। কিন্তু এই রফাটাকে কি আদৌ একটা স্থায়ী কিছু বলা চলে? না, তা চলে না। কারণ, প্রথমতঃ, নিমন্ত্রণকর্তাকে অর্থাৎ খোদ জার্মান জনগণকে হিসেবে না ধরেই তারা এই রফাটিতে উপনীত হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই রফাটির অর্থই হল জার্মান জনগণের ঘাড়ে দ্বিবিধ জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জোয়াল ও বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া। জার্মান জাতির মতো একটা সংস্কৃতিবান জাতি এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটা সংস্কৃতিবান শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য বারে বারে গুরুতর প্রচেষ্টা ছাড়াই এই দ্বিবিধ জোয়াল কাঁধে বহন করতে সম্মতি দিয়ে দেবে—এ কথা ভাবার অর্থ ভোজবাজীতে বিশ্বাস করা। এমনকি হিণ্ডেনবুর্গকে[২৭] রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচনের মতো মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল একটা ঘটনা থেকেও কোন সন্দেহ থাকে না যে জার্মানির বিরুদ্ধে আঁতাতের সাময়িক রফাটি নড়বড়ে, একেবারে হাস্যকর রকমের নড়বড়ে

দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার অভিব্যক্তি ঘটেছে এই বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও জাপানী পুঁজি চীনে আন্তর্জাতিক পুঁজির সেই বিশাল বাজারে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা ভাগ করে নেবার এবং ঐ দেশটিকে লুণ্ঠনের পদ্ধতির ব্যাপারে একটি চুক্তি রচনা করতে সাময়িকভাবে সফল হয়েছে। ঐ চুক্তিটিকে কি আদৌ স্থায়ী কিছু মনে করা চলে? আবার বলতে হচ্ছে, না, চলে না। প্রথমতঃ, চলে না এই কারণে যে এই চুক্তির শরিকেরা নিজেরা লড়াই করছে এবং লুঠের বখরা নিয়ে তাদের মধ্যে মরণপণ লড়াই চলবে; দ্বিতীয়তঃ, চলে না এই কারণে যে এই চুক্তিটি রচিত হয়েছে চীনের জনগণের অজ্ঞাতসারে অথচ চীনের জনগণের ঐসব বিদেশী দস্যুদের বিধিবিধানকে মেনে নেবার কোন ইচ্ছাই নেই এবং তাঁরা তা মেনে নেবেন না। চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের মধ্য দিয়ে কি দেখা যাচ্ছে না যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য?

তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে অগ্রসর দেশের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি 'তাদের' নিজ নিজ উপনিবেশসমূহে লুণ্ঠন ও নিপীড়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার একটি চুক্তি রচনায় সাময়িকভাবে সফল হয়েছে। ঐ চুক্তিটি বা চুক্তি রচনার ঐ

প্রয়াসটিকে কি আদৌ স্থায়ী কিছু বলে মনে করা চলে? না, চলে না প্রথমতঃ, চলে না এই কারণে যে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীই চেষ্টা করছে এবং সে চেষ্টা তারা করেই যাবে যাতে অন্যদের উপনিবেশগুলির এক-আধটা টুকরো তারা কেড়ে নিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, চলে না এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি উপনিবেশসমূহে যে চাপ সৃষ্টি করে এবং যে নিপীড়নের নীতি অনুসরণ করে তার ফলে ঐসব উপনিবেশগুলি শুধু দৃঢ় ও বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্দীপ্তই হয়ে ওঠে এবং এভাবে বৈপ্লবিক সংকটকেই তীব্রতর করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে 'ঠাণ্ডা' করতে, মিশরকে দমাতে, মরক্কোকে বাগে আনতে, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াকে হাতে-পায়ে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করছে আর সর্ববিধ কূটকৌশলপূর্ণ প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু 'ফল' তারা পেতে পারে কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে এইসব ষড়যন্ত্র দীর্ঘকাল কাজে আসবে না এবং আসতে পারে না।

চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার অভিব্যক্তি ঘটতে পারে অগ্রসর দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে চুক্তি রচনার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। আমরা ধরে নিই চুক্তিটা হয়ে গেল। ধরে নিই তারা এ ধরনের যুক্তফ্রন্টজাতীয় একটা কিছু করে নিতে সফল হল সর্বপ্রকারের ছল-চাতুরী এমনকি সোফিয়ায় বিস্ফোরণ সংক্রান্ত[২৮] জালিয়াতী ইত্যাদির বদমায়েসীকে সম্বল করে। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অথবা এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে পরিচালিত এরকম একটা চুক্তি আদৌ স্থায়ী, আদৌ সফল হবে এটা ধরে নেবার কোন ভিত্তি আছে কি? আমি মনে করি, ঐরকম কোন ভিত্তিই নেই। কেন? কারণটি, প্রথমতঃ, হল এই যে পুঁজিবাদীদের যুক্তফ্রন্টের এবং যুক্ত আক্রমণের বিবাদ একটা বিরাট দৃঢ়বন্ধনের মতো কাজ করবে যা গোটা দেশকে সোভিয়েত সরকারের চারিপাশে অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি করে দৃঢ়ভাবে সমাবিষ্ট করবে এবং তাকে আগের চেয়ে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'চৌদ্দটি রাষ্ট্রের' আক্রমণের সময়ের চেয়েও, অনেক বেশি দুর্ভেদ্য একটি দুর্গে পরিণত করবে। স্মরণ করে দেখুন, কুখ্যাত চার্চিলের বিঘোষিত চৌদ্দটি রাষ্ট্রের আক্রমণের ভীতি প্রদর্শনের কথা। আপনারা জানেন, শুধু এই ভীতি প্রদর্শনের কথা উচ্চারণের ফলেই সাম্রাজ্যবাদী শকুনিদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ সোভিয়েত সরকারের

চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণটি, দ্বিতীয়তঃ, হল সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে জেহাদ আমাদের শত্রুদের পশ্চাদ্‌ভূমির এমন কিছু কিছু বিপ্লবাত্মক কেন্দ্রকে সুনিশ্চিতভাবে সচল করে তুলবে যে তাতে করে সাম্রাজ্যবাদের বাহিনীতে ভাঙন ও হতাশা দেখা দেবে। এতে সন্দেহমাত্র নেই যে এ ধরনের বহু মূল কেন্দ্র সম্প্রতি দেখা দিয়েছে এবং তা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কিছুমাত্র শুভ ফলপ্রদ নয়। তৃতীয়তঃ, কারণটি হচ্ছে—আমাদের দেশটি আর একলা দাঁড়িয়ে নেই, পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে তার বহু মিত্রের উদ্ভব ঘটেছে। এতে সন্দেহমাত্র নেই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধ চালাতে হবে নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধেও। এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না ; আমরা সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্ত দেশে দেশে বিপ্লবের সিংহকে জাগিয়ে তুলব। পুঁজিবাদী দেশসমূহের নেতাদের এটা অজানা নেই যে এক্ষেত্রে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এইসব তথ্য ও বিচার-বিবেচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা একটা স্থায়ী কিছু হতে পারে না, এই স্থিতিশীলতা পুঁজিবাদের পরাজয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টিরই ইঙ্গিত বহন করছে ; অন্যদিকে, সোভিয়েত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বলশালী হয়ে ওঠার অবস্থাকেই অবিরাম বাড়িয়ে চলেছে, দেশে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে উচ্চে তুলে ধরছে এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলার তাৎপর্যই বহন করে আনছে।

পুঁজিবাদী ও সোভিয়েত—এই দুটি স্থিতিশীলতার মধ্যেকার এই মৌল বৈপরীত্য দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারের মধ্যেকার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার বৈপরীত্যেরই প্রকাশ।

যিনি এই বৈপরীত্য অনুধাবন করতে অক্ষম তাঁর পক্ষে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মৌলিক চরিত্রটিই অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এই হল বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটি সাধারণ চিত্র।

২। পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আশু কর্তব্যসমূহ

আমি এখন দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছের আলোচনা করছি।

পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বর্তমান অবস্থার নূতন ও বৈশিষ্ট্যের দিক হল—বৈপ্লবিক অগ্রগতির জোয়ারের অধ্যায়ের পর দেখা দিয়েছে ভাটার পর্যায়, একটা শান্ত অধ্যায়। এই যে শান্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার সদ্ব্যবহার করে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে জোরদার করে তোলা, তাদের বলশেভিকীকরণ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের উপর নির্ভর করে শ্রমিক-শ্রেণী বহির্ভূত মেহনতী জনগণকে বিশেষ করে কৃষক-জনগণের মেহনতী অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমবেত করে তাদের যথার্থ গণ-পার্টিতে পরিণত করা এবং সর্বশেষে শ্রমিক-জনগণকে বিপ্লবের ও শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই হল কর্তব্য।

পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সামনে যেসব আশু কর্তব্য রয়েছে তার সবগুলি বিবৃত আমি করছি না। আপনারা যদি ঐ বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি বিশেষ করে কমিনটার্নের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে[২৯] বলশেভিকীকরণ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটি পড়েন তাহলে বাস্তবিকপক্ষে এই কর্তব্যগুলি কী কী তা বোঝা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

আমি আলোচনা করতে চাই সেই প্রধান কর্তব্যটি নিয়ে যা পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সামনে দেখা দিয়েছে এবং যে কর্তব্যটির বিশ্লেষণ অন্যান্য সকল আশু কর্তব্যসমূহ সম্পাদনেই সহায়তা করবে।

ঐ কাজটা কী?

ঐ কাজটি হল পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যুক্ত করা। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য পরিচালিত অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে একটা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া, সমস্ত কমিউনিস্টরাই যাতে অতি অবশ্য ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করেন এবং পুঁজির বিরুদ্ধে একটি যুক্ত মোর্চায় শ্রমিকদের সম্মিলিত করার জন্য যাতে তাঁরা সবাই ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেন এবং এভাবে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেন যাতে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থনলাভে সমর্থ হয় —তা-ই হচ্ছে কর্তব্যটি।

এই কর্তব্যটি সম্পাদিত না হলে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে যথার্থ গণ-পার্টিতে

পরিণত করা বা শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের জন্য অপরিহার্য পরিস্থিতিটি তৈরী করা অসম্ভব।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিসমূহ এখানে রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টির মতো নয়। পাশ্চাত্যের ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক এখানে রাশিয়াতে এই দুয়ের মধ্যেকার প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সৃষ্টি হয়েছে পার্টি গড়ে ওঠার পরে এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে ঘিরে। আমাদের দেশে পার্টি এবং তার সংগঠনসমূহ যখন শুধু শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে ছোট, এমনকি একেবারে ছোটখাট ধর্মঘট পর্যন্ত পরিচালনা করা শুরু করে দিয়েছিল—তখন ট্রেড ইউনিয়ন গড়েই ওঠেনি। মুখ্যতঃ তার জন্যই আমাদের পার্টি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেই এখানে-ওখানে তখন যে অত্যন্ত প্রাথমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল তার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে শ্রমিকদের মধ্যে যে অতুলনীয় মর্যাদালাভ করেছিল তার একটা ব্যাখ্যা মেলে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির পরই মাত্র আমাদের দেশে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন দেখা গেল। অক্টোবরের পূর্বেই আমরা নিশ্চিতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ গড়ে তুলে ফেলেছিলাম যা শ্রমিকদের মধ্যে সুবিপুল মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। ঐ সময়েই লেনিন বলে দিয়েছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা বা তা রক্ষা করা অসম্ভব। ক্ষমতা দখলের পর বিশেষ করে নেপ্-এর পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী বিকাশ সাধিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই, আমাদের শক্তিমান ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অন্যতম একটি মুখ্য নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিকাশের ইতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে পার্টি গড়ে ওঠার পর, পার্টিকে কেন্দ্র করে এবং পার্টির সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতেই সেগুলি বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে। প্রথমতঃ, সেগুলি গড়ে ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহ গড়ে ওঠার অনেক আগেভাগে। দ্বিতীয়তঃ, ঐসব স্থানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহকে কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠেনি বরং উল্টোদিক থেকে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলিই আবির্ভূত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ থেকে। তৃতীয়তঃ,

যেহেতু অর্থনৈতিক সংগ্রামের যে ক্ষেত্রটি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে বিজড়িত তা, বলা যায়, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এর মাঝেই অধিকার করে বসেছিল —পার্টিসমূহের কাজ হয়ে দাঁড়াল পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেদের ব্যাপৃত রাখা এবং তা তাদের কাজকর্মের প্রকৃতিকে এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ঐগুলির উপর আরোপিত গুরুত্বকে প্রভাবিত না করে পারেনি। আর যেহেতু পার্টিগুলির অনেক আগে থেকেই ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গড়ে উঠেছিল ঠিক সেই কারণেই এবং যেহেতু ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কার্যতঃ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর মুখ্য দুর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক সেই কারণেই পার্টি-সমূহ স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থনলাভে সক্ষম ছিল না বলে পিছনে পড়ে গেল।

তা থেকে অবশ্য এটাই বেরিয়ে আসছে যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যদি বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ প্রকৃত একটা গণশক্তিতে পরিণত হতে চায় তাহলে তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং তাদের সমর্থন অর্জন করতে হবে।

পাশ্চাত্যের বাস্তব পরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্যের দিকটি বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অর্থ হবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্যটিকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

তথাপি পাশ্চাত্যে এমন কিছু 'কমিউনিস্ট' ব্যক্তিবিশেষ রয়েছেন যাঁরা এই বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপলব্ধি করতে অস্বীকার করছেন এবং 'ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি পরিত্যাগ কর!' এই শ্রমিক-বিরোধী, বিপ্লব-বিরোধী শ্লোগানটি নিয়ে খেলা করে চলেছেন। এটা বলতেই হচ্ছে যে এই ধরনের লোক এবং এতদৃশ 'কমিউনিস্টদের' চেয়ে পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বেশি ক্ষতি আর কেউই করতে পারবে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একটি শত্রুদের শিবির বলে গণ্য করে এই লোকেরা বাইরে থেকে ওগুলিকে 'আক্রমণ করার' কথা ভাবছেন। তাঁরা এটা বুঝতেই পারছেন না যে যদি তাঁরা এ ধরনের একটি নীতি অনুসরণ করেন শ্রমিকেরা তাহলে তাঁদেরকেই প্রকৃত শত্রু বলে গণ্য করবে। তাঁরা এটা বুঝতেই পারছেন না যে, ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সাধারণ শ্রমিকেরা দেখে থাকে তাদের দুর্গ হিসেবে, যা তাদের মজুরী, কাজের ঘণ্টা এবং ইত্যাকার স্বার্থরক্ষায় সহায়তা করে। তাঁরা এটা বুঝতে পারেন না যে, এরকমের একটা নীতি শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের ভিতর

কমিউনিস্টদের প্রবেশ করাকে সহায়তা করা দূরে থাক, তার পথে বাধাই সৃষ্টি করে।

সাধারণ একজন শ্রমিক এ ধরনের 'কমিউনিস্টদের' বলতে পারে: 'আপনারা আমার দুর্গকে আক্রমণ করছেন। যে সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে আমার দশকের পর দশক লেগেছে সেগুলি আপনারা ধ্বংস করে দিতে চাইছেন এবং ট্রেড ইউনিয়নবাদের চেয়ে সাম্যবাদ যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। জানি না, হয় তো সাম্যবাদের সপক্ষে আপনার তাত্ত্বিক যুক্তিগুলিই সঠিক। আমার মতো একজন সাধারণ শ্রমিক কেমন করে আপনার তত্ত্বের অর্থ উপলব্ধি করবে? আমি কিন্তু একটা জিনিস জানি: আমার ট্রেড ইউনিয়নরূপী দুর্গগুলি রয়েছে; তারা আমাদের সংগ্রামে পরিচালিত করে এসেছে, ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন রক্ষা করেছে আমাকে পুঁজিবাদীদের আক্রমণ থেকে এবং যে-কেউই এই দুর্গটিকে ধ্বংস করতে চায় সে আমার আপন লক্ষ্যকে, শ্রমিকদের লক্ষ্যকেই ধ্বংস করতে চায়। আমার দুর্গের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করুন, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিন, বছর পাঁচেক তাতে কাজ করুন, সেগুলিকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করুন। ইত্যবসরে আমিও দেখে নেব আপনারা কেমন লোক, আর যদি বুঝি যে আপনারা যথার্থই সাচ্চা লোক আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সমর্থন জানাতে কসুর করব না'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হচ্ছে বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশের সাধারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন-বিরোধীদের প্রতি মনোভাব বা মোটামুটি মনোভাবটি।

যে-কেউই ইউরোপের সাধারণ শ্রমিকের মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপলব্ধি করতে অপারগ, তিনি বর্তমান সময়ে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না।

পাশ্চাত্ত্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির শক্তির উৎসটি কোথায়?

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বাস্তব সমর্থনই হল সেই উৎস।

পাশ্চাত্ত্যে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের দুর্বলতার উৎসটি কোথায়?

তা হল এই বাস্তব ঘটনাটিতে যে তারা এখনো ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠেনি এবং ঐসব কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এভাবে যুক্ত হয়ে উঠতেই চায় না।

সুতরাং বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রধান কাজই

হল ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সফল পরিণতির লক্ষ্যে উপনীত হওয়া, এটা দেখা যাতে কাউকে বাদ না দিয়ে সমস্ত কমিউনিস্টরাই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগদান করেন, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে ও ধৈর্য সহকারে কাজ করে চলেন এবং যেন এমনভাবে চলেন যাতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সমর্থনলাভে সমর্থ হয়।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের আশু কর্তব্য সম্পর্কে কমিনটার্নের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের এই হল অর্থ।

৩। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য

এখন তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছের আলোচনা করা যাক।

এই ক্ষেত্রে নূতন বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অগ্রসর দেশগুলি থেকে পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার জন্য উৎসাহ পেয়ে পুঁজির রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে এবং দ্রুতগতিতেই তা বিকশিত হয়ে চলতে থাকবে, পুরাতন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে তা ভেঙেচুরে ফেলছে এবং তার জায়গায় নূতন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে ;

(খ) এইসব দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী বেড়ে উঠছে এবং দ্রুতগতিতেই তা বেড়ে চলবে ;

(গ) উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বৈপ্লবিক সংকট বেড়ে উঠছে এবং তা বেড়েই চলবে ;

(ঘ) এই যে বিকাশটি চলতেই থাকবে তার ফলে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা স্তরের সৃষ্টি হবে যার সবচেয়ে ধনবান ও শক্তিমান স্তরটি তাদের দেশের বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বেশি ভয় করে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি রফাকে অধিকতর বাঞ্ছিত মনে করবে এবং নিজেদের দেশের (ভারত, মিশর প্রভৃতি) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে ;

(ঙ) এই পরিস্থিতিতে, ঐসব দেশ আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই শুধু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে ;

(চ) আবার তা থেকে শিল্পগত দিক থেকে বিকশিত ও বিকাশমান

ঔপনিবেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীর প্রশ্ন এবং শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটি ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে প্রথম বিপ্লবের আগে যেরকম জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল সেইরকমই জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠবে।

এযাবৎকাল অবস্থাটা এমন ছিল যে প্রাচ্যকে সাধারণভাবে একটা সমান চরিত্রবিশিষ্ট সামগ্রিক সত্তা বলে ধরা হতো। এখন এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে প্রাচ্য আর একক সমান চরিত্রবিশিষ্ট নয়, এখন সেখানে পুঁজিবাদের দিক থেকে বিকশিত ও বিকাশমান উপনিবেশগুলি রয়েছে, রয়েছে পশ্চাদ্‌পদ ও পিছিয়ে পড়া উপনিবেশসমূহ এবং তাদের সবগুলিকেই আর একই মানদণ্ডে বিচার করা চলে না।

এযাবৎকাল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে গণ্য করা হতো উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের সমস্ত জাতীয় শক্তিগুলির—একেবারে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়া-শীল বুর্জোয়া থেকে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী পর্যন্ত সকলের একটি নিরবচ্ছিন্ন মোর্চা হিসেবে। এখন, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী ও বিপ্লব-বিরোধী এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ার পর জাতীয় আন্দোলনের চিত্রটি অনেকটা নূতন ভিন্ন চেহারা গ্রহণ করছে। জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী শক্তিগুলির পাশাপাশি আপোষকামী ও প্রতিক্রিয়াশীল যে শক্তিগুলি তাদের দেশের মুক্তির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফাকেই অধিকতর বাঞ্ছিত মনে করবে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে এমন শক্তিগুলির আবির্ভাব ঘটছে।

সুতরাং ঔপনিবেশিক দেশগুলির কমিউনিস্ট অভিধেয় শক্তিগুলির কর্তব্য হল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তিসমূহের সঙ্গে এবং সর্বোপরি কৃষক-জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদ এবং 'তাদের আপন' আপোষকামী বুর্জোয়াদের সমাবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্য-বাদের কবল থেকে যথার্থ বৈপ্লবিক মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনা করা যায়।

একমাত্র একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়: বেশ কিছু ঔপনিবেশিক দেশ তাদের ১৯০৫ সালের সমীপবর্তী হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক দেশগুলির শ্রমিকদের অগ্রসর অংশগুলিকে একটিমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করাই হচ্ছে কর্তব্য যাতে তা বিকাশমান বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদানে সমর্থ হতে পারে।

বহু আগে সেই ১৯২২ সালেই লেনিন ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিকাশমান বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছিলেন:

'প্রথম সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের বর্তমান "বিজয়ীবৃন্দ" এমনকি আয়ার্ল্যাণ্ড-এর মতো একটি ছোট, একেবারে অত্যন্ত ছোটখাট দেশকে পরাভূত করতে পারেনি ; আর্থিক ও মুদ্রা-সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলির জটিলতার জালে তারা জড়িয়ে পড়েছে তা থেকে নিষ্কৃতিলাভের সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। আর ভারত ও চীন বিক্ষোভে আলোড়িত হচ্ছে। তাদের লোকসংখ্যা সত্তর কোটিরও বেশি। পার্শ্ববর্তী তাদের অনুরূপ এশীয় দেশগুলির কথা ধরলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে তাদের। ঐসব দেশে ১৯০৫ সাল এগিয়ে আসছে অপ্রতিরোধ্য এবং ক্রমবর্ধমান গতিবেগ নিয়ে, কিন্তু এই মৌলিক ও বিপুল পার্থক্যটুকু রয়েছে : রাশিয়াতে ১৯০৫ সালের বিপ্লব (অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে) বিচ্ছিন্ন হয়েই এগিয়ে যেতে পেরেছিল অর্থাৎ তখন তখনই অন্যান্য দেশগুলিকে বিপ্লবের মধ্যে টেনে না এনেও এগিয়ে যেতে পেরেছিল—কিন্তু ভারতে ও চীনে যে বিপ্লব এগিয়ে চলেছে তা বৈপ্লবিক সংগ্রামে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবর্তে এর মাঝেই জড়িয়ে যাচ্ছে বা জড়িয়ে গেছে।'

ঔপনিবেশিক দেশসমূহ তাদের ১৯০৫ সালের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছে—এই হল সিদ্ধান্তটি।

কমিনটার্নের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের গৃহীত ঔপনিবেশিক প্রশ্ন-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহের অর্থও হল এইটিই।

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

আমি চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছের আলোচনায় যাচ্ছি।

এতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি কমিনটার্নের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমাদের পার্টি-সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে বলেছি। এখন আমরা কমিনটার্ন ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এই উভয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির আলোচনা করছি—আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে এভাবে তা একটি যোগসূত্রের কাজ করবে।

পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতিশীলতা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে কিভাবে প্রভাবিত করবে ? এই স্থিতিশীলতা কি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমাপ্তি বা সমাপ্তির সূত্রপাতের সূচনা করছে ?

মোটামুটি দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য দেশে পুঁজিবাদ যদি বহাল থেকেই যেতে

থাকে তবে প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ আমাদের এই দেশে শুধুমাত্র আমাদের আপন প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভবপর?

বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের তথা স্থিতিশীল পুঁজিবাদের অবরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে হস্তক্ষেপের বিপদের বিরুদ্ধে এবং এভাবে পুরাতন ব্যবস্থার পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা কি সম্ভবপর?

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই নূতন পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত এই যেসব প্রশ্ন-গুলি অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা সেগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারি না। এই প্রশ্নগুলি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উত্তরের দাবি জানাচ্ছে।

আমাদের দেশে দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। একদিকে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে আছে সমাজতন্ত্রের দেশ হিসেবে আমাদের দেশ এবং পুঁজিবাদের দেশ হিসেবে অন্যান্য দেশের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব।

এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বগুলির বিচার আমরা আলাদা আলাদাভাবেই করছি।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যে যে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব বর্তমান রয়েছে তা অবশ্যই অস্বীকার করা চলে না। আমাদের দেশে যেসব ব্যাপার ঘটেছে এবং এখনো পর্যন্ত ঘটছে—কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি নিয়ে, মূল্যান্তর নির্ধারণ প্রসঙ্গে, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাসের আন্দোলন প্রসঙ্গে এবং এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে যা ঘটছে তা থেকে এই দ্বন্দ্বগুলি যে কত বাস্তব তা যথেষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমাদের সামনে রয়েছে দুটি মুখ্য শ্রেণী: শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়। সুতরাং, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। আসল প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার বর্তমান দ্বন্দ্বগুলিকে দূর করতে সমর্থ হব কিনা। যখন আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়: 'আমরা কি শুধু নিজেদের চেষ্টায় সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব? তখন যা বোঝানো হয় তা হল: শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যে আমাদের দেশে যে দ্বন্দ্বগুলি বর্তমান রয়েছে সেগুলি দূর করা যাবে কিনা?

লেনিনবাদ এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরই দিয়ে থাকে: হাঁ, আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা তা গড়ে তুলব।

এ ধরনের একটি উত্তরের কী কী ভিত্তি ও কারণ রয়েছে?

ভিত্তিগুলি হল এই যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহ ছাড়া মৌলিক সমস্যাগুলির বিকাশের দিক থেকে এমন সব সাধারণ স্বার্থ রয়েছে যে স্বার্থগুলি এই দ্বন্দ্বসমূহের চেয়ে অনেক ভারী বা যে-কোন অবস্থায় অনেক ভারী হয়ে উঠতে পারে এবং সেইগুলিই হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীর ভিত্তি ও উৎস।

ঐ সাধারণ স্বার্থগুলি কী কী?

আসল কথা হল কৃষির উন্নতি হতে পারে দুটি পথে: পুঁজিবাদী পথে ও সমাজবাদী পথে। পুঁজিবাদী পথের অর্থ হল গ্রামের ও শহরের বুর্জোয়াশ্রেণীর উঁচু স্তরটির সম্পদ বৃদ্ধির স্বার্থে কৃষক-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তোলার পথ। অন্যদিকে সমাজবাদী পথের অর্থ হল কৃষক-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণকে অবিরাম বাড়িয়ে নিয়ে চলার পথ। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের এই উভয়ের, বিশেষ করে শেষোক্তদের, স্বার্থ হল উন্নতিটি যাতে এই দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ সমাজবাদী পথ ধরেই অগ্রসর হতে পারে কারণ তা-ই হল দারিদ্র্য ও অর্ধাশনের জীবন থেকে কৃষক-জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ। এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যা অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান সূত্রগুলিকে নিজের হাতে ধরে রাখবে তা এই দ্বিতীয় পথের, সমাজবাদী পথের বিজয়ের জন্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। অন্যদিকে এ কথা না বললেও চলে যে এই দ্বিতীয় পথ ধরে উন্নতির পথে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে কৃষক-জনগণের স্বার্থ গভীরভাবে বিজড়িত রয়েছে।

সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের স্বার্থের এই মিল তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহের চেয়ে অনেক ভারী।

তারই জন্য লেনিনবাদ বলছে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মৈত্রীর ভিত্তিতে কৃষক-জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি এবং তা গড়ে তুলতেই হবে।

তারই জন্য লেনিনবাদ বলছে, শ্রমিক ও কৃষক-জনগণের সাধারণ স্বার্থের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার বর্তমান দ্বন্দ্বসমূহকে দূর করতে পারি এবং সেগুলি আমাদের দূর করতেই হবে।

লেনিনবাদ এভাবেই বিষয়টাকে দেখে থাকে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই সকল কমরেড লেনিনবাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না।

উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ট্রট্স্কি নিম্নোক্ত এই কথাগুলি বলছেন:

'সুবিপুল সংখ্যক কৃষক-জনগণ অধ্যুষিত একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর সরকারের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান হতে পারে **একমাত্র** (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অঙ্গনে' (ট্রট্স্কির পুস্তক **১৯০৫ সাল**-এর মুখবন্ধ দেখুন)।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ এবং আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের অবসান ঘটানো, সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নয়, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় তা করার অবস্থায় আমরা নেই, কারণ, দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব-বিপ্লবের পরিণতি হিসেবেই এবং একমাত্র বিশ্ব-বিপ্লবের ভিত্তিতেই আমরা ঐ দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটাতে পারি এবং অবশেষে সমাজতন্ত্রটা গড়তে পারি।

বলার দরকার নেই, এই বক্তব্যের সঙ্গে লেনিনবাদের কোনই মিল নেই।

একই ট্রট্স্কি বলে চলেছেন:

'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে ক্ষমতায় আসীন রাখতে এবং নিজেদের সাময়িক শাসনকে একটি স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হবে না। একটি মুহূর্তের জন্যও এ কথা আমরা সন্দেহ করতে পারি না' (দ্রষ্টব্য: ট্রট্স্কির **আমাদের বিপ্লব**, পৃ: ২৭৮)।

অন্য কথায় বললে, পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল না করলে এবং তারা আমাদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন না জোগালে বেশ খানিকটা সময় ক্ষমতায় আসীন থাকার স্বপ্ন দেখাও আমাদের চলে না।

আরও বলছেন:

'উদাহরণস্বরূপ…রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লবী রাশিয়া টিঁকে থাকতে পারে এটা চিন্তা করাটাই একটা বিড়ম্বনা' (দ্রষ্টব্য: ট্রট্স্কির **রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ: ৯০)।

অন্য কথায় বললে, মনে হচ্ছে আমরা যে শুধু সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতেই অক্ষম তা নয়, এমনকি 'রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি হয়ে' অতি অল্পকালের জন্য টিঁকে থাকাই অসম্ভব অথচ সারা দুনিয়া জানে যে আমরা যে শুধু টিঁকে আছি তা-ই নয় আমাদের দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত রক্ষণশীল ইউরোপের

বেশ কয়েকটি হিংস্র আক্রমণ আমরা প্রতিহত করে দিয়েছি।

এবং সর্বশেষে :

ট্রট্স্কি বলছেন, 'রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যথার্থ অগ্রগতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর **বিজয়লাভের পরই শুধু** সম্ভবপর হবে' (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) (ঐ, পৃঃ ৯৩)।

একজনের মনে হবে : ব্যাপারটা পরিষ্কার।

কমরেডগণ, আমি এই উদ্ধৃতিগুলি দিলাম যাতে আপনারা লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে তা যাচাই করে নিতে পারেন এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অবরুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন একটা দেশে পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাব্যতার সমস্যাটির মর্মবস্তুটি যাতে আপনারা অনুধাবন করতে পারেন।

এখন আমরা লেনিনের রচনাবলীর অংশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলাকালে সেই অতীতে ১৯১৫ সালে লেনিন লিখেছিলেন :

'অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি অপরিহার্য নিয়ম। সুতরাং, প্রথমদিকে কয়েকটি অথবা স্বতন্ত্রভাবে এমনকি একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভবপর। ঐ দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের উৎখাত করার পর এবং নিজেদের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার পর বাকী দুনিয়ার, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার, বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, নিজের লক্ষ্যের প্রতি অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে আকৃষ্ট করে তুলবে, ঐসব দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে এমনকি সশস্ত্র শক্তি নিয়ে শোষকশ্রেণীসমূহ এবং তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে।'··· কারণ 'পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের মোটের ওপর দীর্ঘকালব্যাপী এবং কঠোর কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা ব্যতীত সমাজতন্ত্রের পরিবেশে জাতিসমূহের স্বেচ্ছাধীন সম্মিলন অসম্ভব' (দ্রষ্টব্য : রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

অন্য কথায় বললে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন যে দেশটি পুঁজিবাদীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে, নিজের চেষ্টায় শুধু যে শ্রমিকশ্রেণী

ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তাই নয় বরং তদুপরি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে, আপন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করতে এবং একটা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে পারে এবং তা তাকে গড়ে তুলতে হবেই যাতে করে পুঁজিকে উচ্ছেদ করার জন্য তাদের সংগ্রামে তা পার্শ্ববর্তী দেশগুলির শ্রমিক-জনগণের সমর্থনেও এগিয়ে যেতে পারে।

একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে এই হল লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্ব।

সামান্য আলাদাভাবে হলেও লেনিন এই একই কথা বলেছেন ১৯২০ সালে সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেসে আমাদের দেশের বৈদ্যুতিকীকরণ প্রসঙ্গে :

> 'সাম্যবাদ হল সোভিয়েত শাসনের সঙ্গে সমগ্র দেশের বৈদ্যুতিকীকরণের যোগসাধন। অন্যথায়, দেশটি একটি ক্ষুদ্র কৃষক অধ্যুষিত দেশই থেকে যাবে—এ কথাটা পরিষ্কার করে বোঝার একান্ত দরকার আছে। শুধু বিশ্বব্যাপী বিচারে নয় এমনকি দেশের অভ্যন্তরেও আমরা পুঁজিবাদের চেয়ে তুলনায় হীনবল। সবাই তা জানে। আমরা সে বিষয়ে সচেতন এবং আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদটি যাতে একটা ক্ষুদ্র কৃষকভিত্তিক বনিয়াদ থেকে বৃহদায়তন শিল্পগত বনিয়াদে রূপান্তরিত হয় সেটাই আমরা দেখব। একমাত্র যখন দেশটির বৈদ্যুতিকীকরণ হয়ে যাবে, একমাত্র যখন আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি, আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাবে শুধু তখনই আমরা **চূড়ান্ত** বিজয় অর্জন করব' (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : **রচনাবলী**, ২৬তম খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭*)।

অন্য কথায় বলতে গেলে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জড়িত প্রযুক্তিবিদ্যাগত অসুবিধাগুলি সম্পর্কে লেনিন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু তা থেকে তিনি কোনমতেই এই বাজেরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হননি যে 'ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়লাভের পরই শুধু রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব হবে'; বরং উল্টোদিকে, তাঁর অভিমত ছিল এই যে আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই ঐসব অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে এবং 'চূড়ান্ত বিজয়' অর্জন করতে অর্থাৎ পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব।

এবং এই হল লেনিন এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯২১ সলে যা বলেছিলেন :

'কৃষক-জনগণের সঙ্গে দশ বা কুড়ি বছর ব্যাপী সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখলে (যেসব শ্রমিক-বিপ্লবগুলি এগিয়ে চলেছে সেগুলি যদি বিলম্বিতও হয়) তবু **বিশ্বব্যাপী ভিত্তিতে** (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) বিজয় অবধারিত' (**'পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক পুস্তিকার নকসা ও সারসংক্ষেপ', ১৯২১, **রচনাবলী**, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩ দ্রষ্টব্য)।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জড়িত রাজনৈতিক অসুবিধাগুলি সম্পর্কে লেনিন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু তা থেকে তিনি কোনমতেই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হননি যে 'ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে ক্ষমতায় আসীন রাখতে সমর্থ হবে না'; বরং উল্টোদিকে, তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে কৃষক-জনগণের প্রতি সঠিক নীতি অনুসৃত হলে 'বিশ্বব্যাপী ভিত্তিতে বিজয় অর্জনে' অর্থাৎ পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থ।

কিন্তু কৃষক-জনগণের প্রতি সঠিক নীতিটা কী? কৃষক-জনগণের প্রতি সঠিক নীতিটি সম্পূর্ণভাবে এবং সমগ্রভাবে আমাদের ওপর এবং শুধুমাত্র আমাদের ওপরই নির্ভর করে, নির্ভর করে পার্টি হিসেবে আমাদের ওপর যা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাকে পরিচালিত করছে।

অনেক বেশি সুনির্দিষ্টভাবে এই একই কথা লেনিন বলেছেন ১৯২২ সালে সমবায় সংক্রান্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে :

'প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের সমস্ত বৃহদায়তন উপায়গুলির উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, এই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কোটি কোটি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র কৃষকদের মৈত্রীবন্ধন, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক-জনগণের সুনিশ্চিত নেতৃত্ব ইত্যাদি যখন রয়েছে তখন যে সমবায়সমূহকে আগে আমরা ক্ষুদে ফেরিওয়ালা জ্ঞানে হেয় চক্ষে দেখতাম এবং একটা বিশেষ দিক থেকে নেপ্ আমলেও ঐরকম হেয় চক্ষে দেখার অধিকার আমাদের রয়েছে সেই সমবায়সমূহের এবং শুধু সেই সমবায়সমূহের থেকেই একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যাচ্ছে না কি? **এইটিই কি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু নয়?** তা এখনো

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা নয়, কিন্তু এই হচ্ছে ঐ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট' (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) (দ্রষ্টব্য : ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ৩২)।

অন্য কথায় বললে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে সমস্ত আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলি দূরীভূত করে পরিপূর্ণ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই, দেখা যাচ্ছে, আমাদের রয়েছে কারণ ঐ অসুবিধা-গুলি আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই দূর করতে পারি এবং সেগুলিকে দূর আমাদের করতেই হবে।

একজন ভাবতে পারেন, বিষয়টা পরিষ্কার হল।

আমাদের দেশ তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ হওয়ার জন্য সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাই নেই—এই আপত্তি সম্পর্কে লেনিন আক্রমণ করেন এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হিসেবে তাকে খণ্ডন করেন :

লেনিন বলেন, 'যুক্তিটা এমনই বস্তাপচা যে তাঁরা পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিকাশের সময় যে কথাগুলি মুখস্থ করে রেখে-ছিলেন, যেমন আমরা এখনো সমাজতন্ত্রের জন্য পরিপক্ক হয়ে উঠিনি, এবং তাঁদের মধ্যেকার কিছু কিছু "বিদ্যাদিগ্‌গজ" ভদ্রলোক এ কথাও বলতেন যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য বাস্তব অর্থনৈতিক দিক থেকে অপরিহার্য উপাদানসমূহের অস্তিত্বই নেই' (দ্রষ্টব্য : ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

তাই যদি হবে, তবে অক্টোবরের ক্ষমতা দখল করার এবং অক্টোবর বিপ্লব সাধন করার কোন অর্থই হয় না। কারণ একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা যে-কোন কারণেই হোক যদি না-ই থেকে থাকে তবে অক্টোবর বিপ্লব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যদি কেউ একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন—তাহলে তাঁকে অক্টোবর বিপ্লবের ন্যায্যতাকেই অনিবার্যভাবে অস্বীকার করতে হয়। এবং বিপরীত পক্ষে, যদি একজনের অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি আস্থা না থেকে থাকে তবে পুঁজিবাদী অবরোধের মধ্যেকার পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে তিনি স্বীকার করতে পারেন না। অক্টোবরের প্রতি আস্থার অভাব এবং আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্যতার অস্বীকৃতির মধ্যে যোগাযোগটা তাই পুরোপুরি ও প্রত্যক্ষ।

লেনিন বলেছেন, 'আমি জানি এমন কিছু মহাপুরুষ রয়েছেন যাঁদের ধারণা তাঁরা অত্যন্ত চতুর এবং নিজেদের তাঁরা সমাজতন্ত্রী বলেও মনে করেন—তাঁরা বেশ জোর দিয়েই বলে থাকেন সমস্ত দেশে বিপ্লব ফেটে পড়ার আগে ক্ষমতা দখল করা উচিত কাজ হয়নি। তাদের হুঁসই নেই যে এভাবে কথা বলে তাঁরা বিপ্লবকেই পরিত্যাগ করছেন এবং বুর্জোয়া-শ্রেণীর পক্ষে চলে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র জুড়ে শ্রমজীবী জনগণ বিপ্লব সম্পাদন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেককে প্রত্যাশায় জবুথবু করে রেখে দেওয়া। তা একেবারে বোকামি' (দ্রষ্টব্য: ২৩শ খণ্ড, পৃ: ৯)।

প্রথম ধরনের দ্বন্দ্বসমূহের, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদী অবরোধের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নে এই হল অবস্থা।

এখন আমরা দ্বিতীয় ধরনের দ্বন্দ্বসমূহের সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমাদের দেশের সঙ্গে পুঁজিবাদের দেশ হিসেবে অন্যান্য সব দেশের মধ্যেকার বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বসমূহের আলোচনায় যেতে চাই।

এই দ্বন্দ্বগুলি কী কী ?

সেগুলি হচ্ছে যতক্ষণ পুঁজিবাদী অবরোধ থাকছে ততক্ষণ পুঁজিবাদী দেশগুলি কর্তৃক হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে যেতে বাধ্য এবং যতক্ষণ এই বিপদ থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তনের বিপদ, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে যেতে বাধ্য।

একটি দেশের দ্বারা এই দ্বন্দ্বগুলি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব কি ? না, তা সম্ভব নয়; কারণ একটি দেশের প্রয়াস তা সে দেশ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশ হলেও তা হস্তক্ষেপের বিপদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিশ্চয়তা এবং স্বভাবতঃই সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব একমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, একমাত্র বেশ অনেকগুলি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত প্রয়াসের পরিণাম হিসেবে বা আরও ভাল হয়, বেশ অনেকগুলি দেশেই যদি শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী হতে পারে তাহলে।

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়টা কী ?

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় হল হস্তক্ষেপের সকল প্রয়াসের এবং পুনঃ-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান, কারণ পুনঃপ্রবর্তনের যে-কোন গুরুতর প্রয়াস দেখা দিতে পারে একমাত্র বাইরের জোরদার সহায়তার

মাধ্যমেই, দেখা দিতে পারে একমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজির সহায়তা পেলেই। সুতরাং, সকল দেশের শ্রমিকগণ কর্তৃক আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন জ্ঞাপন এবং তার চেয়েও বড় হল অন্ততঃ বেশ কয়েকটি দেশে শ্রমিকদের বিজয় অর্জন হস্তক্ষেপের ও পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়ী দেশের সফলতার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার একটি অপরিহার্য শর্ত, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত।

লেনিন বলেছেন, 'যতদিন আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সমগ্র পুঁজিবাদী জগতের সীমান্তস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হয়ে থেকে যাবে, ততদিন···সকল বিপদের অবসানের প্রত্যাশা করা হবে নিতান্ত হাস্যকর রকমের উদ্ভট ও কল্পনাবিলাসী ব্যাপার। স্বভাবতঃই যতদিন এ ধরনের মৌল বিরোধিতা বহাল থাকবে, ততদিন বিপদও থেকে যাবে এবং তার হাত থেকে অব্যাহতি আমরা পাব না' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

তিনি আরও বলেছেন :

'আমরা শুধুমাত্র নিছক একটা রাষ্ট্রে বসবাস করছি না, করছি রাষ্ট্র-সমূহের একটা ব্যবস্থাধীনে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান অচিন্তনীয় ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত একটি বা অন্যটির বিজয় ঘটবেই' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১২২ দ্রষ্টব্য)।

লেনিন তাই বলেছেন :

'চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে একমাত্র বিশ্বব্যাপী স্তরে এবং তা হতে পারে একমাত্র সকল দেশের শ্রমিকদের যুক্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে' (২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য)।

এই হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের দ্বন্দ্বসমূহের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা।

প্রথম স্তরের যে দ্বন্দ্বসমূহকে একটি দেশের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই পুরোপুরি দূর করা যায় তার সঙ্গে দ্বিতীয় দ্বন্দ্বসমষ্টিকে, যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন বেশ কয়েকটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত প্রয়াস, যদি কেউ গুলিয়ে ফেলেন তবে তিনি লেনিনবাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ভুল করে বসবেন। তিনি হয় একজন বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি আর নয়তো তিনি একজন নীরেট সুবিধাবাদী।

এ ধরনের বিভ্রান্তির উদাহরণ মেলে এই বছরের জানুয়ারি মাসে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের প্রশ্নে আমাকে লিখিত একজন কমরেডের চিঠি থেকে। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি লিখছেন :

'আপনি বলছেন যে লেনিনীয় তত্ত্ব হল···**একটি দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হতে পারে।** আমি দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলছি যে লেনিনের রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক ঐ অনুচ্ছেদে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে কোন.উল্লেখ আমি দেখতে পেলাম না।'

সমস্যাটা অবশ্য এই নয় যে, এই কমরেড যাঁকে আমি আমাদের তরুণ ছাত্র কমরেডদের মধ্যে সেরা একজন বলে মনে করি, তিনি 'লেনিনের রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক ঐ অনুচ্ছেদে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখতে পাননি।' তিনি পড়বেন এবং পড়তে পড়তে অবশেষে একদিন ঐ প্রাসঙ্গিক উল্লেখটি পেয়ে যাবেন। সমস্যা হল তিনি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বকে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এই বিভ্রান্তিতে পুরোপুরি তালগোল পাকিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে ঐ কমরেডকে আমি তাঁর চিঠির যে জবাব পাঠিয়েছি তা আপনাদের জানানো অনাবশ্যক মনে হবে না। তা হল :

'**পরিপূর্ণ** বিজয় নয়, সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্থাৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিতাড়ন, ক্ষমতা দখল, সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা শুরু করা—এই হল আলোচ্য বিষয়। এইসব ক্ষেত্রে একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী পুরোপুরি সফলকাম হতে পারে ; কিন্তু (পুরাতন ব্যবস্থার) পুনঃপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত হতে পারে একমাত্র "কয়েকটি দেশের শ্রমিক-শ্রেণীব সংযুক্ত প্রয়াসের" মধ্য দিয়ে।

'রাশিয়ার বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী স্পষ্টতঃ অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি পুষ্ট হয়ে জয়লাভে সমর্থ হলেও বেশ কয়েকটি দেশে তারা বিজয়ী হতে না পারলে "রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি হয়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে পারবে না"—এই বিশ্বাস থেকে রুশ দেশে অক্টোবর বিপ্লব শুরু করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হতো। তা মার্কসবাদ হতো না, হতো একান্ত নির্ভেজাল সুবিধাবাদ, ট্রট্স্কিবাদ বা আপনি যা খুশি বলতে চান তা-ই। ট্রট্স্কির তত্ত্ব যদি সঠিক হতো তবে যে ইলিচ নেপ্-এর রাশিয়াকে সমাজ-তন্ত্রী রাশিয়াতে পরিবর্তন করার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন "একটি **পরিপূর্ণ** সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার **জন্য যা কিছু** প্রয়োজন সবই আমাদের রয়েছে" (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('সমবায় প্রসঙ্গে' লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)—তিনি ভ্রান্ত হয়ে পড়তেন।···

'আমাদের রাজনৈতিক বাস্তব কার্যকলাপের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হল—বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর দেশটিকে যতক্ষণ না অন্যান্য দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী সহায়তা করতে এগিয়ে আসছে সেই মুহূর্তটি পর্যন্ত কালক্ষেপে সমর্থ একটি নিষ্ক্রিয় কিছু বলে গণ্য করা। আমরা ধরে নিলাম পাঁচ বা দশ বছরে পাশ্চাত্ত্যে কোন বিপ্লব হল না।অথচ রাশিয়াতে সোভিয়েত ব্যবস্থা টিঁকে থাকল; আমরা ধরে নিলাম তা সত্ত্বেও ঐ সময়টুকুতে আমাদের সাধারণতন্ত্র একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র হিসেবেই টিঁকে থাকল, গড়ে তুলতে লাগল নেপ্-এর আওতায় একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি—আপনি কি ভাবছেন ঐ পাঁচ বা দশ বছর আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে না তুলে—ছাকনি দিয়ে জল সংগ্রহের পণ্ডশ্রমেই কালাতিপাত করবে? শুধু এই প্রশ্নটি করলেই, যে তত্ত্ব একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে তা যে কতখানি বিপজ্জনক সে কথা যথেষ্ট বোঝা যায়।

'কিন্তু তার অর্থ কি এই যে বিজয়টা হবে পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত? না, তা নয়···কারণ যতদিন ধনতান্ত্রিক অবরোধ থেকে যাবে ততদিন সামরিক হস্তক্ষেপের বিপদ সবসময়ই থেকে যাবে' (জানুয়ারি, ১৯২৫)

আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনের সুপরিচিত প্রস্তাবের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্নে এই হল অবস্থাটা।

৫। গ্রামাঞ্চলে পার্টির নীতি

আমি পঞ্চম প্রশ্ন সমষ্টির আলোচনায় যেতে চাই।

চতুর্দশ সম্মেলনের যে প্রস্তাবসমূহে গ্রামাঞ্চলে পার্টির নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনার আগে গ্রামাঞ্চলে আমাদের নিজেদের ভুলভ্রান্তির যে সমালোচনা পার্টি করেছে সে সম্পর্কে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় যে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি কটি কথা বলতে চাই। বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহ নাচানাচি করে সবাই বলে বেড়াচ্ছে যে, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির এই প্রকাশ্য সমালোচনা সোভিয়েত শক্তির দুর্বলতার, তার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ার এবং তার অবক্ষয়েরই চিহ্ন। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই হৈ-চৈ সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ভ্রান্ত।

আত্মসমালোচনা আমাদের পার্টির দুর্বলতার নয়, তার সবলতারই চিহ্ন।

একমাত্র একটি শক্তিশালী পার্টি যার মূল জীবনে প্রসারিত রয়েছে, যা বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে—সে-ই শুধু নিজের ভুলভ্রান্তির নির্মম সমালোচনা করতে পারে, এবার যেমন তার অনুমতি দিয়েছে, তেমনি সব সময়ই সমগ্র জনগণের সামনে প্রকাশ্য সমালোচনার অনুমতি দেবে। যে পার্টি জনগণের কাছ থেকে সত্যকে আড়াল করে রাখে, যা আলোকে ভয় করে, ভয় করে সমালোচনাকে তা একটি পার্টিই নয়, তা হচ্ছে জোচ্চোরদের একটি চক্রমাত্র এবং তার ধ্বংস অবধারিত। বুর্জোয়া ভদ্রমহোদয়েরা তাদের নিজেদের মানদণ্ডেই আমাদের বিচার করে থাকেন। তাঁরা আলোকে ভয় করেন এবং জনগণের কাছ থেকে সত্যকে সযত্নে আড়াল করে রাখেন, তাঁদের ভুলভ্রান্তিকে জনকল্যাণের গালভরা বুলি দিয়ে আড়াল করে রাখেন। আর তাই তাঁরা মনে করেন আমরা কমিউনিস্টরাও নিশ্চয়ই জনগণের কাছ থেকে সত্যকে গোপন করে রাখব। তাঁরা আলোকে ভয় করেন কারণ গুরুতর রকমের কোন আত্মসমালোচনার বা নিজেদের ভুলভ্রান্তির খোলাখুলি সমালোচনার মতো কিছুর অনুমতি দিলে তা বুর্জোয়া ব্যবস্থাটির পতন ঘটানোর পক্ষেই যথেষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। আর তাই তাঁরা ভাবেন যে আমরা কমিউনিস্টরা যেহেতু আত্মসমালোচনার অনুমতি দিয়েছি তা আমাদের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার এবং আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ারই লক্ষণ। এইসব মাননীয় ভদ্রমহোদয়েরা, বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, তাঁদের নিজস্ব মানদণ্ড দিয়েই আমাদের বিচার করে থাকেন। একমাত্র যে পার্টিসমূহ অতীতের অভিমুখে চলেছে আর যাদের ধ্বংস অবধারিত তারাই শুধু আলোকে ভয় করে, আর ভয় করে সমালোচনাকে। আমরা এ দুটির কোনটাকেই ভয় করি না—কারণ আমরা হচ্ছি এমন একটি পার্টি যা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, এগিয়ে চলেছে বিজয়ের পথে। তাই আজ বেশ কয়েকমাস ধরে যে আত্মসমালোচনা চলে আসছে তা আমাদের পার্টির বিরাট শক্তিরই প্রমাণ, তার দুর্বলতার চিহ্ন নয়, তা পার্টিকে সংহত করারই পথ, তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবার পথ নয়।

এখন গ্রামাঞ্চলে পার্টির নীতির প্রশ্নে আলোচনা করা যাক।

নূতন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলে কী কী নূতন বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

আমার মনে হয়, চারটি বাস্তব বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে:

(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এবং বিপ্লবের গতিবেগ মন্দী-

ভূত হয়ে আসার ফলে কৃষক-জনগণকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে টেনে নিয়ে আসার এবং কৃষক-জনগণের সঙ্গে একত্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম যন্ত্রনাদায়ক যদিও অধিকতর এক ধীর পথ বেছে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি ;

(২) গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রগতি এবং কৃষক-জনগণের মধ্যে স্তরভেদের প্রক্রিয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থার রেশটুকু দূর করে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ;

(৩) কৃষক-জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্বের ও প্রশাসনের পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ;

(৪) সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক জেলাতে **মাঝারি কৃষকেরা গরিব কৃষকদের বিরুদ্ধে কুলাকদের পক্ষাবলম্বন করেছে।**

এই নূতন তথ্যগুলির আলোকে গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রধান কাজ কী ?

গ্রামাঞ্চলে স্তরভেদ দেখা দিয়েছে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিছু কমরেড এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে, এক্ষেত্রে পার্টির প্রধান কাজ হল ওখানে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা। তা ভুল হবে। তা হবে অলস বাক্যব্যয়। এটা আমাদের এখনকার প্রধান কাজ নয়। এটা পুরানো মেনশেভিকদের বিশ্বকোষ থেকে আহরিত পুরানো মেনশেভিক সঙ্গীতেরই রোমন্থন।

গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা কোনমতেই এখন প্রধান কাজ নয়। **এখনকার প্রধান কাজ হল মধ্য কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর চারি-পাশে সমবেত করা, তাদেরকে আবার আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা।** এখনকার প্রধান কাজ হল কৃষক-জনগণের মূল অংশের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা, তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করা এবং কৃষক-জনগণের এই প্রধান অংশকে সঙ্গে নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ ধরে এগিয়ে চলা। প্রধান কাজ হল কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, অতি অবশ্য কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, এবং অতি অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ; কারণ আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্ম যে সমাজতন্ত্রের পথ ধরেই চলবে তার মৌলিক নিশ্চয়তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব।

এটাই হল এখন পার্টির প্রধান কাজ।

এই বিষয়ে ইলিচ কী বলেছিলেন তা স্মরণ করা আমার মনে হয় অনাবশ্যক

বোধ হবে না, নেপ্-এর সময় যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তা এখনো প্রযোজ্য :

'এখন আসল প্রশ্নটাই হল অপরিমেয় অধিকতর ব্যাপক ও বিপুল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা, শুধু কথাটা হচ্ছে কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৭২ দ্রষ্টব্য)।

তিনি আরও বলেছেন :

'কৃষক-জনতার সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করুন, শ্রমজীবী কৃষকদের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করুন এবং অপরিমেয়ভাবে, সীমাহীনভাবে, আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে কিন্তু এমনভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করুন যাতে সমগ্র জনতাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন। তা যদি আমরা করি তবে একটা সময়ে আমরা অগ্রগতির পথে এমন একটা গতিবেগ অর্জন করব যার কথা এখন স্বপ্নেও ভাবা যাবে না' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৩২ দ্রষ্টব্য)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের সামনে দুটি প্রধান কাজ দেখা দিয়েছে।

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেখতে হবে যাতে কৃষি অর্থনীতি সোভিয়েত অর্থনৈতিক বিকাশের সাধারণ ব্যবস্থাটির অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে কাজকর্ম চলত এমনভাবে যাতে ছিল দুটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া : শহরগুলি চলত নিজেদের পথে, আর গ্রামাঞ্চল চলত তার পথে। পুঁজিবাদীরা চেষ্টা করত কৃষি অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বিকাশের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে, কিন্তু সেই অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল কৃষক-জনতার দারিদ্র্যের এবং কৃষক-জনগণের অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরের ধনবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। এ তো জানা কথা, এই পথ বিপ্লবাত্মক উপাদানে ভরা। শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের পর কৃষি অর্থনীতিকে সোভিয়েত অর্থনৈতিক বিকাশের সাধারণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রগতি সাধিত হবে কৃষক-জনগণের সংখ্যাগুরু অংশের ক্রমান্বয়ে কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণকর উন্নতির পথ ধরে অর্থাৎ তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এমন একটা পথ ধরে যে পথ হল, পুঁজিবাদীরা যে পথে কৃষক-জনগণকে নিয়ে যায় এবং বলে যে বিপ্লবের পথ পরিহার করেই সে পথে যাওয়া যায়,—এটা হল তার ঠিক বিপরীত পথ।

কিন্তু কৃষি অর্থনীতিকে কিভাবে অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ব্যবস্থাটির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? তা করা যাবে সমবায়ের মধ্য দিয়ে। ঋণদান-সমবায়, কৃষি-সমবায়, ক্রেতা-সমবায় এবং উৎপাদক-সমবায়ের মাধ্যমে তা করা যায়।

এই রাস্তা ও পথ ধরেই কৃষি অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে কিন্তু পুরোপুরিভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাধারণ ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসতে হবে।

(২) দ্বিতীয় কাজ হল—ক্রমান্বয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের পুরানো পদ্ধতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, সোভিয়েতসমূহকে জোরদার করার পথ, সোভিয়েতসমূহকে যথার্থ নির্বাচিত সংস্থায় রূপান্তরিত করার পথ, গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ অনুসরণ করে চলতে হবে। ইলিচ বলে গেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই অধিকাংশ শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে সর্বোচ্চ ধরনের গণতন্ত্র। ইলিচ বলে গেছেন, এই সর্বোচ্চ ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত হতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার পরেই এবং আমরা ক্ষমতা সংহত করার সুযোগ পাওয়ার পরেই। দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত শক্তিকে সংহত করার এবং সোভিয়েত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার অধ্যায় এর মাঝেই শুরু হয়ে গেছে। সতর্কতার সঙ্গে এবং ব্যস্তসমস্ত না হয়ে এই পথ ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে পার্টির চারিপাশে গড়ে তুলতে হবে পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের নিয়ে গঠিত অসংখ্য সক্রিয় বাহিনী।

একদিকে প্রথম কাজটি যখন কৃষক-জনগণকে অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কাজটি আমাদের পক্ষে কৃষক জনগণকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পথে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভবপর করে তুলবে; সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার কাজ, সোভিয়েত-সমূহকে জোরদার করার কাজের ফলে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করা, ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করে তোলা, তাকে ক্রটিমুক্ত এবং সৎ করে তোলা, সহজ-সরল এবং স্বল্প-ব্যয়বহুল করে তোলা, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন একটি সমাজকে ক্রমান্বয়ে সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত করার অবস্থা সৃষ্টি করার কাজকে সহজ করে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

এই হল আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির নীতির প্রশ্নে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মূল ধারা।

তাই গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির নেতৃত্বের পদ্ধতিতেও সেই অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

আমাদের পার্টিতে এমন লোক রয়েছেন যাঁরা জোরের সাথে বলেন, যেহেতু আমরা নেপ্ গ্রহণ করেছি এবং যেহেতু পুঁজিবাদ সাময়িকভাবে স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে, আমাদের কাজ হল পার্টিতে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে চূড়ান্ত চাপ দেবার নীতি অনুসরণ করা, এমন জোরদার চাপ সৃষ্টি করা যাতে সবাই পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে। আমাকে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, এ ধরনের নীতি হবে ভুল এবং মারাত্মক। যা আমাদের দরকার তা চূড়ান্ত চাপ নয়, দরকার নীতি এবং সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত নমনীয়তার; রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত নমনীয়তার দরকার। তা আমাদের না থাকলে বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আসীন থাকাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার এবং পার্টি যাতে পরিপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের চূড়ান্ত নমনীয়তা দরকার।

তদুপরি গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক পদ্ধতির অসঙ্গত ব্যবহার থেকে কমিউনিস্টদের বিরত থাকতে হবে। কৃষকদের শুধুমাত্র হুকুম জারী করে বসে থাকলেই আমাদের চলবে না। যেসব প্রশ্ন কৃষকেরা বোঝে না সেগুলি ধৈর্য সহকারে কৃষকদের কাছে ব্যাখ্যা করা আমাদের শিখতে হবে, কৃষকদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে আমাদের শিখতে হবে—এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময় ও প্রয়াসের ত্রুটি থাকলে চলবে না। একটা আদেশ জারী করে দায় সমাপ্ত হল মনে করা অবশ্য খুবই সহজ এবং সরল ব্যাপার—আমাদের কিছু কিছু জেলার কর্মপরিষদের সভাপতিগণ প্রায় সময় এইটিই করে থাকেন। কিন্তু সরল এবং সহজ হলেই সবকিছু কল্যাণকর হয়ে যায় না। বেশি আগের কথা নয়, দেখা গেল, একজন গুবেনিয়া কমিটির প্রতিনিধি যখন জেলা পার্টি ইউনিটের সম্পাদকের কাছে জানতে চাইলেন যে তার জেলায় কোন সংবাদপত্র নেই কেন, তার জবাবে উনি বললেন: 'সংবাদপত্রে আমাদের কী দরকার বলুন তো? সংবাদপত্র না থাকলেই বরং আমরা অনেক নিরিবিলি এবং ভাল থাকি। কৃষকেরা যদি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করে তবে তারা নানা রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করবে এবং ওসব নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের গোলমালের আর অন্ত থাকবে না।' অথচ এই সম্পাদকটি নিজেকে একজন

কমিউনিস্ট আখ্যা দেন! এর জন্য কোন প্রমাণেরই আবশ্যক নেই যে উনি একজন কমিউনিস্ট নন, বরং একটি দুর্দৈব। আসল কথাটা হল, শুধু সংবাদপত্র ছাড়া কেন, আজকালকার দিনে 'ঝামেলা' ছাড়া নেতৃত্ব প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। যদি আমরা চাই যে পার্টি ও সোভিয়েত শক্তি গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব বজায় রাখুক তাহলে এই সরল সত্যটি উপলব্ধি এবং আত্মস্থ করতেই হবে।

তদুপরি আজকালকার দিনে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে একজনকে হতে হবে ভাল একজন কার্যনির্বাহক, আর্থিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা চাই এবং ঐ সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা চাই। শুধু 'বিশ্ব রাজনীতি' নিয়ে, চেম্বারলেন আর ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে কথা বলতে জানলেই তিনি খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না। আমরা এখন অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের যুগে প্রবেশ করেছি। সুতরাং এখন তাঁর পক্ষেই নেতৃত্বদান করা সম্ভব যিনি অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি বোঝেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষকদের হিতকর পরামর্শ দিতে পারেন, পারেন অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তা করতে। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো অনুধাবন করতে পারা, অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা, অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত বুঝতে পারা—এই হচ্ছে এখন গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের কাজ। এটুকু যদি তাঁরা না করেন তাহলে নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখে তাঁদের কোন লাভ নেই।

এখন আর পুরানো কায়দায় নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয় কারণ কৃষকেরা অনেক বেশি রাজনৈতিক সক্রিয়তা দেখাচ্ছে এবং এটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই সক্রিয়তাকে সোভিয়েতীয় রূপ দিতে হবে, সোভিয়েতগুলিকে ছাড়িয়ে গেলে চলবে না—তাকে বইয়ে দিতে হবে সোভিয়েতগুলির মধ্য দিয়ে। নেতা হলেন তিনিই যিনি সোভিয়েতগুলিতে নূতন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পারবেন, পারবেন গ্রামাঞ্চলে পার্টির চারিপাশে একটি সক্রিয় কৃষকবাহিনী গড়ে তুলতে।

এখন আর পুরানো কায়দায় নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব কেননা গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বেড়েছে, এবং এটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যে এই কার্যকলাপকে সমবায়ের রূপ দিতে হবে, এই কার্যকলাপ যাতে সমবায়কে অতিক্রম করে এড়িয়ে না যায় তা দেখতে হবে এবং সমবায়গুলির মধ্য দিয়েই তাকে বইয়ে দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যিনি সমবায়িক সাধারণ জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন তিনিই নেতা।

সাধারণভাবে এই হল গ্রামাঞ্চলে পার্টি-নেতৃত্বের বাস্তব কর্তব্যসমূহ।

৬। ধাতু শিল্প

পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে আলোচিত সর্বশেষে প্রশ্নগুচ্ছ নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি।

আমাদের অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নূতন এবং বিশিষ্ট কোন্‌টি ?

তা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ আমাদের অর্থনীতির প্রকৃত বিকাশের পেছনে পড়ে থাকতে শুরু করেছে, তা অপ্রতুল হয়ে পড়ছে এবং প্রায়ই আমাদের অর্থনীতির প্রকৃত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট হচ্ছে এই বাস্তব সত্যের একটি লক্ষণীয় অভিব্যক্তি। আপনারা জানেন যে, বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণের সময় আগে থেকে লক্ষ্য করা হয়নি বলে রাজস্ব খাতে দ্রুত এরকম আয় বৃদ্ধির জন্য ছ'মাসের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটকে তিনবার পরিবর্তন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। অন্য ভাষায় বললে, আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ও বাজেট পরিকল্পনাসমূহ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দেখা গেল উদ্বৃত্ত জমে রয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনের গতিপ্রবাহ দুর্বার বেগে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে উলোট-পালট করে দিচ্ছে। তার অর্থ হচ্ছে আমরা আর্থিক এবং শ্রমবিষয়ক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এমন একটা অগ্রাভিযান লক্ষ্য করছি যা উদাহরণস্বরূপ কম করে হলেও গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালের আমেরিকায় পরিলক্ষিত অগ্রাভিযানের মতোই জোরদার।

আমাদের ধাতব শিল্পের বিকাশকে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের এই নূতন দিকটির সবচেয়ে লক্ষণীয় অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। গত বছর ধাতব শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ববর্তী রুবলের হিসেবে দাঁড়িয়েছে ১৯১,০০০,০০০ রুবল। গত বছরের নভেম্বরে ১৯২৪-২৫ সালের বার্ষিক উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল ২৭৩,০০০,০০০ যুদ্ধ-পূর্ববর্তী রুবল। বর্তমান বছরের জানুয়ারিতে ঐ অংক এবং ধাতব শিল্পের প্রকৃত বিকাশের মধ্যেকার এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করে পরিকল্পনাকে পরিবর্তিত করা হল এবং তাকে ৩১৭,০০০,০০০ রুবল করা হল। বর্তমান বছরের এপ্রিলে এই বর্ধিত পরিকল্পনাও দেখা গেল বেঠিক হয়ে পড়েছে, ফলে আবার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হল এবং তাকে এবার দাঁড় করানো হল ৩৫০,০০০,০০০ রুবলে। এখন

আবার আমাদের বলা হচ্ছে যে, এই পরিকল্পনাও অপ্রতুল হয়ে পড়েছে এবং তাকে আবার বাড়িয়ে দিতে হবে। এবং লক্ষ্যমাত্রাকে ৩৬-৩৭ কোটি রুবলে ওঠাতে হবে।

অন্য ভাষায় বললে, বর্তমান বছরে ধাতব শিল্পের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আমাদের হাল্‌কা শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশের, আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা, জ্বালানি শিল্প ইত্যাদির বিকাশের পরও এই উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এসব কিছু থেকে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, যে-শিল্প সংগঠন হচ্ছে সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিভূমি, সেদিক থেকেও আমরা এর মাঝেই বিকাশের প্রশস্ত রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। যে ধাতব-শিল্প হচ্ছে অন্য সকল শিল্পের উৎস তার দিক থেকে অচলাবস্থার অধ্যায়টি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ধাতব শিল্পের সামনে এগিয়ে চলার ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সমস্ত সুযোগগুলিই অবারিত হয়ে উঠেছে। কমরেড জারঝিন্‌স্কি ঠিকই বলেছেন, আমাদের দেশ ধাতব শিল্প সমৃদ্ধ একটা দেশ হতে পারে এবং তাকে তা হতেই হবে।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বিকাশের দিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে এই উভয় দিক থেকে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যের পক্ষে কোনই প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের আভ্যন্তরীণ বিকাশের দিক থেকে আমাদের ধাতব শিল্পের বিকাশ এবং অগ্রগতির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এই বিকাশের অর্থ হল আমাদের সমগ্র শিল্পের এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্থনীতিরই বিকাশ, কেননা ধাতব শিল্পই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে শিল্পের প্রধান ভিত্তিভূমি এবং হাল্‌কা শিল্প, পরিবহন, জ্বালানি শিল্প, বৈদ্যুতিকীকরণ কিংবা কৃষি কোন কিছুকেই ধাতব শিল্পে শক্তিশালী ও জোরদার অগ্রগতি সাধিত না হলে স্বনির্ভর করে দাঁড় করানো যাবে না। ধাতব শিল্পের বিকাশ হচ্ছে সামগ্রিক শিল্প বিকাশের এবং সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশেরই ভিত্তিভূমি।

'ভারী শিল্প' বলতে মূলতঃ ধাতব শিল্পকে বুঝিয়ে লেনিন এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল :

'রাশিয়ার মুক্তি কৃষি ক্ষেত্রে ভাল ফসলের ওপরই শুধু নির্ভর করে না—

তাই যথেষ্ট নয়; হাল্কা শিল্পের ভাল অবস্থার ওপরও তা নির্ভর করে না —যে হাল্কা শিল্প কৃষক-জনগণের ভোগ্যবস্তুর জোগান দেয়—তাও কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; আমাদের ভারী শিল্পেরও দরকার। আর তাকে ভাল করে দাঁড় করাতে বহু বছরের শ্রম লাগবে।'

তিনি আরও বলেছেন:

'আমরা যদি ভারী শিল্পকে রক্ষা না করি, তাকে যদি সুপ্রতিষ্ঠ না করি তাহলে আমরা কোন শিল্পই গড়ে তুলতে পারব না; এবং তা না থাকলে একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাব' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টব্য)।

ধাতব শিল্পের বিকাশের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা শুধু বলতে পারি—তা হচ্ছে অপরিসীম। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে ধাতব শিল্পের বিপুল বিকাশ শ্রমিকশ্রেণী যে শুধু অতীতকে ধ্বংস করতে সমর্থ তাই নয়, নূতনকে গড়ে তুলতেও সমর্থ, নিজের চেষ্টাতেই একটা নূতন শিল্প গড়ে তুলতে সমর্থ এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত একটা নূতন সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ—তার প্রমাণ ছাড়া আর কী? এই সত্যকে শুধু পুস্তকের পাতায় না রেখে তাকে বাস্তবে প্রমাণ করার অর্থ হল আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আদর্শকে সুনিশ্চিতভাবে আর চূড়ান্তভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের আমাদের দেশের উদ্দেশে যে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছে তা কিছুমাত্র আকস্মিক নয়। সমগ্র বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের দিক থেকে তার অনুপ্রেরণাদায়ক ও বাস্তব তাৎপর্য সুবিপুল। শ্রমিকরা যে এখানে আসছেন এবং আমাদের কলকারখানার প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখছেন এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা বইকে বিশ্বাস করছেন না বরং নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা বুঝে নিতে চান যে শ্রমিকশ্রেণী একটা নূতন শিল্প গড়ে তুলতে, একটা নূতন সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ। যখন তাঁরা নিজেরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবেন, আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লক্ষ্য বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে।

লেনিন বলেছেন, 'বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে মূলতঃ প্রভাবিত করে চলেছি। সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণতন্ত্রের প্রতি আজ সবার দৃষ্টি, কোন ব্যতিক্রম এবং কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায়, দুনিয়ার সকল দেশের সকল শ্রমজীবী

মানুষের দৃষ্টিই এখানে নিবদ্ধ।…এই ক্ষেত্রটিতেই বিশ্বব্যাপী স্তরে সংগ্রাম প্রসারিত হয়েছে। আমরা যদি এই সমস্যার সমাধান করি, আমরা তাহলে **নিশ্চিত এবং চূড়ান্তভাবেই** আন্তর্জাতিক স্তরে বিজয় অর্জন করে ফেলব। তারই জন্য আমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিরতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে জয় আমাদের অর্জন করতে হবে ধীর-স্থির ধারাবাহিক—দ্রুত হবে না—অথচ অবিচল প্রগতির ঊর্ধ্বমুখী ও এগিয়ে চলার পথ ধরে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪১০-১১ দ্রষ্টব্য)।

এই হল সাধারণভাবে আমাদের শিল্পের এবং বিশেষ করে আমাদের ধাতব শিল্পের বিকাশের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য।

বর্তমান সময়ে আমাদের শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা হল প্রায় ৪,০০০,০০০। অবশ্যই সংখ্যাটা ছোট, কিন্তু একে নিয়েই সমাজতন্ত্র গড়তে হবে আমাদের, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের মনে আতংক জাগিয়ে গড়ে তুলতে হবে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষাকে। কিন্তু আমরা এখানেই থেমে যাব না, যেতে পারি না। প্রয়োজন আমাদের দেড় কোটি থেকে দু'কোটি শিল্প-শ্রমিকের, প্রয়োজন আমাদের দেশের প্রধান অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিকীকরণ, কৃষিকে গড়ে তুলতে সমবায়ের পথ ধরে এবং গড়ে তুলতে হবে উচ্চস্তরে বিকশিত একটা ধাতব শিল্প। আর তখন কোন বিপদেরই ভয় করার প্রয়োজন থাকবে না আমাদের। তখনই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা বিজয়ী হব।

চতুর্দশ সম্মেলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হচ্ছে ঠিক এই বাস্তব সত্যের মধ্যে যে তা এই মহান লক্ষ্যের পথ পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

এই পথই হল সঠিক পথ, কারণ তা হচ্ছে লেনিনের পথ এবং তা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের পথেই নিয়ে যাবে।

সাধারণভাবে আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনের কাজকর্মের এই হল ফলাফল।

প্রাভদা, সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭
১২ ও ১৩ই মে, ১৯২৫

প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ

(প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮ই মে, ১৯২৫)

কমরেডগণ, সর্বপ্রথম প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের অভিনন্দিত করার অনুমতি দিন আমাকে। এ কথা বলার কোনই প্রয়োজন নেই যে, প্রাচ্যের জন্য কমিউনিস্ট কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার দুরূহ প্রয়াসের পথে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি সর্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

এখন গ্রহণ করা যাক আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে।

প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাবেশ বিশ্লেষণ করলে তাতে একটা দ্বৈতভাব লক্ষ্য না করে পারা যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছেন প্রাচ্যের কমপক্ষে পঞ্চাশটি জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধিরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই প্রাচ্যের সন্তান। কিন্তু এই সংজ্ঞা থেকে কোন পরিষ্কার বা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। ঘটনা হচ্ছে, দুই ধরনের সম্পূর্ণতঃ বিভিন্ন বিকাশের পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবিস্বরূপ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছেন **সোভিয়েত** প্রাচ্য থেকে আগত লোকেরা যাঁরা এসেছেন সেইসব দেশ থেকে যেখানে বুর্জোয়াদের শাসন আর নেই, সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন যেখান থেকে উৎপাটিত হয়ে গেছে এবং যেখানে শ্রমিকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগের ছাত্ররা এসেছেন **উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের** লোক হিসেবে, এসেছেন সেইসব দেশ থেকে যেখানে ধনতন্ত্রের শাসন অব্যাহত রয়েছে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন এখন পুরোদমে চলছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা এখনো সেখানে অর্জন করতে হবে।

তাই আমাদের রয়েছে দুটি প্রাচ্য, যাদের জীবনধারায় বিভিন্নতা রয়েছে এবং যাদের বিকাশ ঘটছে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ছাত্রদের সমাবেশের এই দ্বৈতভাব প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের ওপর তার ছাপ না ফেলেই পারে না।

তা থেকে এই বাস্তব সত্যের একটা ব্যাখ্যা মেলে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পা রয়েছে সোভিয়েত ভূমিতে এবং অন্যটি রয়েছে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের মাটিতে।

সুতরাং, সেখান থেকেই আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপের দুটি ধারা: একটা ধারার লক্ষ্য হল প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে সমর্থ কর্মীদের গড়ে তোলা, আর অন্য ধারাটির লক্ষ্য হল এমন কর্মীদের তৈরী করা যারা প্রাচ্যের উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশসমূহের শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সমর্থ।

সুতরাং, এখান থেকেই আসছে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেকার দুই ধরনের কাজ।

প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজগুলিকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১। প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ

এই দেশগুলির, সাধারণতন্ত্রগুলির জীবনের এবং বিকাশধারার কী কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলি থেকে পৃথক করে রেখেছে?

প্রথমতঃ, এই সাধারণতন্ত্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অধীনে নয় সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির অধীনে জাতি হিসেবে তারা অগ্রসর এবং সুসংহত হয়ে উঠছে। ইতিহাসে তা একটি অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা এবং একটি অনস্বীকার্য ঘটনা।

তৃতীয়তঃ, শিল্পগত দিক থেকে তারা অনগ্রসর হলেও তারা তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ও পুরোপুরিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারে।

চতুর্থতঃ, ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে এই সাধারণতন্ত্রগুলিকে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের নির্মাণকার্যে টেনে আনা যায় এবং টেনে তাদের আনতেই হবে।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজকর্মে এই সাধারণতন্ত্রসমূহের শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে টেনে আনা, এইসব সাধারণতন্ত্রের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যে প্রারম্ভিক কর্তব্যগুলি এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে ও দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তুলতে পারবে—তাকে সহজতর করাই প্রধান কাজ।

তাই সোভিয়েত প্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সামনে আশু কর্তব্যসমূহ হল :

(১) প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহে এমন সব শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে কৃষকদের সমবেত করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। আপনারা জানেন, এই কাজ এর মাঝেই শুরু হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা এগিয়ে যাবে। এই সাধারণতন্ত্রসমূহের যেহেতু সর্বপ্রকার কাঁচামাল রয়েছে এই বাস্তব সত্যটি এই কাজ যে যথাসময়ে সম্পূর্ণ হবে তার একটি গ্যারান্টি।

(২) কৃষির স্তরের উন্নতি এবং সবার ওপরে জলসেচের প্রসার ঘটাতে হবে। আপনারা জানেন যে, এই কাজটি ট্রান্সককেশিয়া এবং তুর্কিস্তানেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহকে টেনে আনার সবচেয়ে নিশ্চিত পথ হিসেবে ব্যাপক কৃষক-জনগণ ও হস্তশিল্পীদের সমবায়সমূহ সংগঠনের সূত্রপাত করা এবং সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(৪) সোভিয়েতসমূহকে জনগণের নিকটতর করে তোলা এবং গঠনের দিক থেকে তাকে জাতীয় রূপ দান করা এবং এভাবে জাতীয় সোভিয়েত রাষ্ট্র-সত্তার উদ্বোধন করে শ্রমজীবী জনগণের কাছে তাকে একান্ত আপন এবং বোধগম্য করে তোলা।

(৫) জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশসাধন, সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা—এই উভয় শিক্ষাক্রমের ও বিদ্যালয়সমূহের ব্যাপক বিপুল আয়োজন, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকে সোভিয়েত, পার্টি, কারিগরী ও ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে এই শিক্ষাক্রমগুলির প্রচলন করা।

যথাযথভাবে এই কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের ফলে প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রগুলিতে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ সহজ হবে।

সোভিয়েত প্রাচ্যে আদর্শ সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আদর্শ সাধারণতন্ত্রটা কী ? যে সাধারণতন্ত্র এই সমস্ত কাজগুলি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করবে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির শ্রমিক ও কৃষক-জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে—তাকেই বলা চলে একটা আদর্শ সাধারণতন্ত্র।

সোভিয়েতসমূহকে বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমজীবী জনগণের নিকটতর করার —সোভিয়েতসমূহকে জাতীয় চরিত্র দান করার কথা এর আগে বলেছি। কিন্তু তার অর্থ কী এবং বাস্তবে তা কী বোঝায় ? তুর্কিস্তানে সম্প্রতি জাতিগত সীমা নিরূপণের যে কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে[৩০] তাকে সোভিয়েতসমূহকে জনগণের নিকটতর করে তোলার একটা আদর্শ পথ বলে গণ্য করা চলে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা এই সীমানা নিরূপণকে 'বলশেভিকদের ধূর্তামো' বলে প্রচার করেছে। এটা কিন্তু 'ধূর্তমোর' কোন প্রকাশ নয়, আসলে তা তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানের ব্যাপক জনসাধারণের নিজস্ব এবং নিজেদের বোধগম্য রাষ্ট্র-ক্ষমতার সংস্থাসমূহ গড়ে তোলার সুগভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। বিপ্লব-পূর্ববর্তী যুগে এই দুটি দেশকেই খণ্ডছিন্ন করে খানদের বিভিন্ন তালুক এবং রাজ্যের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এভাবে ঐ সময়ের 'ক্ষমতার অধিকারীদের' শোষণের চক্রান্তের চমৎকার একটি ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছিল। এখন সময় এসেছে যখন এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে **আবার ঐক্যবদ্ধ করে** স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে যাতে তুর্কমেনিস্তানের এবং উজবেকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণকে রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থাসমূহের নিকটতর করা গেছে, তাদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল তুর্কিস্তানের সীমানা-নিরূপণ হচ্ছে এই দেশগুলির বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে **পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে** স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই রাষ্ট্রগুলি যে পরে সমমর্যাদা-সম্পন্ন সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাতে করে এইটুকুই দেখা যাচ্ছে যে, বলশেভিকগণ প্রাচ্যের ব্যাপক জনগণের সুগভীর আকাঙ্ক্ষার চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমজীবী জনগণের একমাত্র একটি স্বেচ্ছাভিত্তিক সংঘে পরিণত হতে পেরেছে। পোল্যাণ্ডকে পুনরায় ঐকবদ্ধ করার জন্য বুর্জোয়া-শ্রেণীকে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তুর্ক-মেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কমিউনিস্টদের

প্রয়োজন হয়েছে শুধু কটি মাসের ব্যাখ্যামূলক প্রচার-অভিযান।

তাই প্রশাসনিক, এক্ষেত্রে সোভিয়েত, সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমজীবীদের ব্যাপক জনগণের নিকটতর করার এই হল পথ।

বলশেভিকদের জাতি-সংক্রান্ত নীতিই যে একমাত্র সঠিক নীতি এই হচ্ছে তার প্রমাণ।

প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের জাতীয় সংস্কৃতির মানকে উন্নত করার ব্যাপারেও আমি বলেছি। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি কী? প্রলেতারীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার কী করে সামঞ্জস্য হতে পারে? যুদ্ধের আগেই কি লেনিন এ কথা বলেননি যে, সংস্কৃতি হল দুটি—বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি; জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান—যারা জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়ে শ্রমজীবী জনগণের মনকে বিষাক্ত করে তুলতে চায়?[৩১] সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সঙ্গে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার সঙ্গে—জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা, আঞ্চলিক জাতীয় ভাষায় শিক্ষাক্রমের বিদ্যালয়ের প্রসার এবং স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা কীভাবে যাবে? এখানে কি একটা অনতিক্রমনীয় বিরোধ নেই? নিশ্চয়ই এমন কোন বিরোধ নেই! আমরা শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়ে তুলছি—তা খুবই সত্য কথা। কিন্তু এ কথাও সত্য যে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি বিষয়বস্তুর দিক থেকে হল সমাজতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সমবেত নানা জাতির ভাষাগত ও জীবনধারা ইত্যাদির বিভিন্নতার জন্য তা বিভিন্ন আকার ও প্রকাশের নানা রূপ ধারণ করে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রলেতারীয়, আকারের দিক থেকে জাতীয়—এই সর্বব্যাপ্ত সংস্কৃতির অভিমুখেই সমাজতন্ত্র এগিয়ে চলেছে। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দেয় না—তাকে বিষয়বস্তু দান করে। অন্যদিকে জাতীয় সংস্কৃতি প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দেয় না—তাকে নূতন আকার দান করে। বুর্জোয়াশ্রেণী যতক্ষণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং জাতিসমূহের সংহতিসাধন যখন বুর্জোয়া ব্যবস্থাধীনে চলতে থাকে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান ততক্ষণই একটা বুর্জোয়া শ্লোগান হয়ে থাকে। জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর এবং জাতিসমূহের সংহতিসাধন যখন সোভিয়েত শাসনের অধীনে এগিয়ে চলতে থাকে তখন একটি প্রলেতারীয় শ্লোগান হয়ে ওঠে। যদি কেউ এই দুটি অবস্থার মধ্যেকার মৌলিক

পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারেন—তবে তিনি কোনকালেই লেনিনবাদ বা জাতীয় প্রশ্নের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

কিছু লোক (যেমন, কাউট্‌স্কি) সমাজতন্ত্রের যুগে একক একটি সার্বজনীন ভাষা সৃষ্টির এবং অন্য সমস্ত ভাষার ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলে থাকেন। একটি একক, সর্বব্যাপ্ত ভাষার তত্ত্বে আমার কোনই আস্থা নেই। অভিজ্ঞতা কিন্তু এ ধরনের একটি তত্ত্বের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা ঘটেছে তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভাষার সংখ্যা কমায়নি বরং বাড়িয়েই দিয়েছে ; কারণ মানব সমাজের নিম্নতম স্তরের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করে, তাদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এনে হাজির করে তা এযাবৎ অজ্ঞাত বা অল্প-জ্ঞাত জাতিসত্তাসমূহকে নূতন জীবনে জাগিয়ে তুলেছে। কে ভাবতে পেরেছিলেন যে প্রাচীন, জারের রাশিয়াতে কমপক্ষে পঞ্চাশটি জাতি ও জাতিসত্তা বর্তমান ছিল? কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব পুরাতন শৃংখল ছিন্ন করে দিয়ে বহু বিস্মৃত জাতি ও জাতিসত্তাকে মঞ্চে এনে হাজির করে তাদের নূতন জীবন এবং নূতন বিকাশের পথে এগিয়ে দিয়েছে। আজ ভারতকে একটি সামগ্রিক একক হিসেবে বলা হয়—কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহমাত্র নেই যে, ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটার পর এযাবৎ নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবিশিষ্ট বহু সংখ্যক অজ্ঞাত জাতিসত্তা দৃশ্যপটে এসে হাজির হবে। বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা বিভিন্ন আকার ধারণ করবে।

বেশিদিন হয়নি, আমি বুরীয়াৎ-এর কিছু কমরেডের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি, তাতে তাঁরা সর্বব্যাপ্ত সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে গুরুতর ও কঠিন কিছু প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য আমাকে বলেছেন। চিঠিখানি হচ্ছে :

'আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ও কঠিন এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি। কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল একটি একক সার্বজনীন সংস্কৃতি অর্জন করা। বিভিন্ন স্বশাসিত সাধারণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে যে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ গড়ে উঠছে তার মধ্য দিয়ে একটি একক সর্বব্যাপ্ত সংস্কৃতিতে রূপান্তরের ব্যাপারটা কেমন করে সাধিত হবে? বিশেষ বিশেষ জাতীয় সংস্কৃতির

বৈশিষ্ট্যসমূহকে (ভাষা ইত্যাদিকে) অঙ্গীভূত করা যাবে কিভাবে ?'

আমার মনে হয় এইমাত্র যা বলেছি তা বুরীয়াৎ-এর এইসব কমরেডদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের একটা জবাব হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বুরীয়াৎ-এর কমরেডরা সর্বব্যাপ্ত একটি প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে বিশিষ্ট জাতিসত্তাসমূহের অঙ্গীভূত করার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। নিঃসন্দেহে, কিছু কিছু জাতিসত্তা অঙ্গীভূত হবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং মনে হয় নিশ্চয়ই যাবে। এরকম প্রক্রিয়া অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কিছু কিছু জাতিসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে যাবার প্রক্রিয়া বেশ কিছু-সংখক বর্তমান ও বিকাশমান জাতির শক্তিশালী হয়ে ওঠার ও অধিকতর বিকাশলাভের বিপরীত প্রক্রিয়াটিকে বাতিল করে দিচ্ছে না বরং তাকে মেনেই নিচ্ছে ; কারণ বিশেষ জাতিসত্তার আংশিক অঙ্গীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটি হল জাতিসমূহের বিকাশের সাধারণ প্রক্রিয়ারই পরিণাম। ঠিক এই কারণেই কিছু কিছু নির্দিষ্ট জাতিসত্তার সম্ভাব্য অঙ্গীভূত হয়ে পড়ার ঘটনা প্রলেতারীয় সর্বব্যাপ্ত সংস্কৃতি জাতিসমূহের জাতীয় সংস্কৃতিকে বাতিল করছে না বরং তাকে মেনে নিচ্ছে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছে—দুর্বল করছে না, ঠিক যেমন জাতিসমূহের জাতীয় সংস্কৃতি সর্বব্যাপ্ত প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে বরবাদ করে দেয় না বরং তাকে জোরদার ও সমৃদ্ধতরই করে তোলে—এই সম্পূর্ণ সঠিক তত্ত্বগত ধারণাকেই সপ্রমাণ করছে।

সাধারণভাবে প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এই হচ্ছে আশু কর্তব্য।

এই হচ্ছে তাঁদের কাজের প্রকৃতি ও মর্মবস্তু।

বর্তমানে অর্থনৈতিক গঠনাত্মক কার্যকলাপের এবং এই কাজগুলিকে সুসম্পূর্ণ করার জন্য কৃষক-জনগণকে নূতন নূতন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার যে অধ্যায় শুরু হয়েছে তার সুযোগ নিতেই হবে এবং এভাবে প্রাচ্যের যে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ মূলতঃ হচ্ছে কৃষক-জনগণের অধ্যুষিত দেশ তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে টেনে নিয়ে আসা সহজতর হবে।

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, কৃষক-জনগণের প্রতি নূতন নীতিতে যে কয়েকটি নূতন সুবিধা (স্বল্পমেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে কৃষকদের জমি দেওয়া, ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি) দেওয়া হয়েছে—তাতে পশ্চাদপসরণের

কিছু উপাদান রয়েছে। তা সত্য কি? হাঁ, তা সত্য। কিন্তু এগুলি হচ্ছে পশ্চাদপসরণের এমন উপাদান যা আমরা অনুমোদন করার পাশাপাশি পার্টি এবং সোভিয়েত শক্তির স্বপক্ষের শক্তিগুলির সুবিপুল শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবস্থাও আমরা রেখেছি। সুস্থির মুদ্রা ব্যবস্থা, বিকাশমান শিল্প, বিকাশমান পরিবহন ব্যবস্থা, এমন একটা ঋণদান ব্যবস্থা যা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং যার মাধ্যমে পছন্দমতো ঋণদানের দ্বারা জনসাধারণের কোন একটি স্তরকে বিন্দুমাত্র আলোড়নের সৃষ্টি না করেও ধ্বংস করে দেওয়া বা সমুন্নত করে তোলা সম্ভবপর হবে—এসব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এক্তিয়ারের অধীন রক্ষা-কবচ যার সাহায্যে কোন একটা ক্ষেত্রের কোন দিকের পশ্চাদপসরণ সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে আক্রমণের প্রস্তুতিকেই শুধু সহজ করে তুলতে পারে। ঠিক এই কারণেই কৃষক-জনগণের জন্য পার্টি যে কিছু নূতন সুবিধা মঞ্জুর করেছে তাতে করে বর্তমান সময়ে কৃষক-জনগণকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে টেনে নিয়ে আসা কঠিনতর নয় বরং সহজতরই হয়েছে।

প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের ক্ষেত্রে এই ঘটনার তাৎপর্য কী হতে পারে? তা শুধু এই হতে পারে যে এর ফলে এইসব সাধারণ-তন্ত্রসমূহের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের হাতে এমন একটা নূতন অস্ত্র মিলেছে যাতে করে এই দেশগুলি অনেক সহজভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে সোভিয়েত অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারবে।

গ্রামাঞ্চলে পার্টির নীতি এবং সোভিয়েত প্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সামনেকার আশু জাতীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে এই হচ্ছে যোগাযোগ।

এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের জাতি-সমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এই সাধারণতন্ত্রসমূহের জন্য এমন ধারায় কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা যাতে আমি উপরে যেসব আশু কর্তব্যের কথা বলেছি তা সম্পাদন করার কাজটি সুনিশ্চিত করা যাবে।

প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা চলবে না। জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি শিক্ষায়তন তা নয় বা তা হতেও পারে না। জীবনের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে তাকে যথার্থ জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। কাজেকাজেই প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের সামনেকার আশু কর্তব্যগুলিকে তা অবহেলা করতে পারে না। তাই প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এই সাধারণতন্ত্রসমূহের সামনে যে

আশু কর্তব্যগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলি খেয়ালে রেখেই তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েত প্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বাস্তব কর্মপ্রয়াসে দুটি বিচ্যুতি রয়েছে। যদি সোভিয়েত প্রাচ্যের জন্য প্রকৃত কর্মী ও প্রকৃত বিপ্লবীদের শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই এই বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।

প্রথম বিচ্যুতি নিহিত রয়েছে সরলীকরণের মধ্যে, এর আগে কর্তব্যসমূহের যে সরলীকরণের কথা আমি বলেছি তা হচ্ছে অর্থনৈতিক গঠনকার্যের যে নমুনা সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ভূভাগে যথেষ্ট বোধগম্য এবং কার্যকর অথচ যেগুলি তথাকথিত সীমান্ত অঞ্চলসমূহের বিকাশের পরিস্থিতিতে একেবারেই অপ্রযোজ্য সেগুলিকে যান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেসব কমরেড এই বিচ্যুতির দোষে দোষী তাঁরা দুটি জিনিস বুঝতে অক্ষম। তাঁরা এটা বুঝতে পারেন না যে, কেন্দ্রীয় ভূভাগের এবং 'সীমান্ত অঞ্চলসমূহের' পরিস্থিতি একরকমের নয় এবং অভিন্ন ধরনের তো নয়ই। তাছাড়া, তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে, প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ নিজেরাই একরকমের নয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি, যেমন জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া জাতীয় বিকাশের দিক থেকে একটা উচ্চতর স্তরে রয়েছে, অন্যদিকে চেচনিয়া ও কাবার্দা প্রভৃতি জাতীয় বিকাশের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ স্তরে রয়েছে এবং অন্য কয়েকটি, যেমন কিরঘিজিয়া এই দুটি প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে। এইসব কমরেডরা বুঝতে পারেন না যে, স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ না হলে, প্রতিটি দেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সতর্কভাবে বিচার না করা হলে—গুরুত্বপূর্ণ কিছু গড়ে তোলা যাবে না। এই বিচ্যুতির পরিণাম হল এই যে, তাঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং বামপন্থী বাক্যবাগীশে অধঃপতিত হন। প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এই সরলীকরণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের লক্ষ্য নিয়ে কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি স্থানীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বড় করে দেখার এবং প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প অঞ্চলসমূহের সংযোগের সাধারণ এবং প্রধান বিষয়টিকেই ভুলে যাওয়া, সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যগুলিকে চেপে যাওয়া, সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ জাতীয়তাবাদী

কাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই বিচ্যুতির দোষে দোষী কমরেডরা তাঁদের দেশের আভ্যন্তরীণ বিকাশ নিয়ে অল্পই ভাবেন এবং স্বাভাবিক বিকাশের গতির উপর নির্ভর করাকেই তাঁরা বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে আভ্যন্তরীণ বিকাশটা প্রধান বিষয় নয়, 'বহির্দেশীয়' নীতি, তাঁদের সাধারণতন্ত্রসমূহের সীমানা প্রসারিত করা, চারিপাশের প্রতিবেশী সাধারণতন্ত্রগুলির সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এক-টুকরো ভূখণ্ড ছিনিয়ে আনার বাসনা এবং এভাবে তাঁদের নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সপ্রশংস অনুগ্রহ অর্জনটাই হল তাঁদের কাছে প্রধান বিষয়। এই বিচ্যুতির পরিণাম হল তাঁরা সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং সাধারণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীতে অধঃপতিত হন। এই প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের লক্ষ্যে কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলাই হল প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

২। প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ

এখন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি।

এইসব দেশের জীবন ও বিকাশের মধ্যে কী কী প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রাচ্যের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ থেকে তাদের পৃথক করে রেখেছে?

প্রথমতঃ, এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের অধীনেই টিঁকে রয়েছে এবং বিকাশলাভ করছে।

দ্বিতীয়তঃ, (নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর) আভ্যন্তরীণ নিপীড়ন এবং (বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর) বৈদেশিক নিপীড়ন—এই দ্বিবিধ নিপীড়নের অবস্থিতি এই দেশগুলিতে বৈপ্লবিক সংকটকে তীব্র ও গভীর করে তুলছে।

তৃতীয়তঃ, এই দেশগুলির কোন-কোনটিতে, যেমন ভারতে, দ্রুতগতিতে ধনতন্ত্র গড়ে উঠছে এবং তার ফলে বেশ বড় রকমের সংখ্যায় নিজদেশীয় শ্রমিক-জনগণের একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে ও তাদের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চতুর্থতঃ, বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব দেশের জাতীয়

বুর্জোয়াশ্রেণী (পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী) বিপ্লবী ও (বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) আপোষকামী এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ছে যার প্রথম অংশ বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হচ্ছে।

পঞ্চমতঃ, এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের জোটের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্য একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোট সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠছে।

ষষ্ঠতঃ, এইসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার প্রশ্ন বেশি বেশি করে গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

সপ্তমতঃ, এই পরিস্থিতি এইসব দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করাকে অনেক সহজ করে তুলেছে।

এ থেকে অন্ততঃ তিনটি সিদ্ধান্ত টানা যায় :

(১) সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি বিজয়ী বিপ্লব ব্যতীত অর্জন করা যাবে না : আপনারা স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাবেন না।

(২) আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে, বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া জনগণকে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে কার্যকর করে তুলতে না পারলে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর অংশগুলিকে একটি স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিতে সংগঠিত করতে না পারলে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে অগ্রসর উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না।

(৩) ঐসব দেশের মুক্তি-আন্দোলন এবং পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে একটি প্রকৃত যোগসূত্র সৃষ্টি করতে না পারলে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে স্থায়ী বিজয় অর্জন করা যাবে না।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য হল এই সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে তাদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ গড়ে তোলা।

এই পরিস্থিতিতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের আশু কর্তব্য কী কী ?

বর্তমান সময়ে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

হল ঔপনিবেশিক প্রাচ্যের একটি একক ও সর্বব্যাপ্ত চেহারা আর নেই।
আগে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যকে একটি অভিন্ন সামগ্রিক সত্তা হিসেবে চিত্রিত করা হতো। আজ আর সে চিত্র সত্যের সঙ্গে খাপ খায় না। এখন দেখা যাচ্ছে অন্ততঃ তিনটি পর্যায়ের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ রয়েছে। প্রথমতঃ, রয়েছে মরক্কোর মতো দেশ যার শ্রমিকশ্রেণী বলতে কিছু নেই বা যা আছে তা অতি নগণ্য এবং শিল্পগত দিক থেকে যে দেশগুলি একেবারে অনুন্নত। দ্বিতীয়তঃ, রয়েছে চীন ও মিশরের মতো দেশগুলি যারা শিল্পগত দিক থেকে স্বল্পোন্নত এবং তুলনামূলকভাবে যাদের শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় ক্ষুদ্র। তৃতীয়তঃ, রয়েছে ভারতের মতো দেশ যারা পুঁজিবাদী দিক থেকে কমবেশি অগ্রসর এবং যাদের শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় বেশ বড়।

স্পষ্টতঃ, এই সবগুলি দেশকে একটিকে অন্যটির সঙ্গে সমান পর্যায়ে স্থাপন করা অবশ্যই চলে না।

মরক্কোর মতো দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এখনো বৈপ্লবিক ও আপোষমুখী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ার কোন ভিত্তি না থাকায় কমিউনিস্ট ভাবধারাসম্পন্ন শক্তিগুলির কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঐ দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ভাবধারাসম্পন্ন শক্তিগুলিকে একটি একক পার্টি হিসেবে সংহত করা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারায়, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরই শুধুমাত্র সম্ভবপর।

মিশর ও চীনের মতো দেশগুলিতে যেখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এর মাঝেই বৈপ্লবিক ও আপোষমুখী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু যেখানে আপোষমুখী বুর্জোয়া অংশটি এখনো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেনি—কমিউনিস্টরা সেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের লক্ষ্য নিয়ে বসে থাকতে পারে না। এইসব দেশে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রণ্টের নীতি থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক জোট গঠনের নীতিতে এগিয়ে যেতে হবে। এইসব দেশে অনুরূপ জোটটি একক একটি পার্টির, শ্রমিকদের ও কৃষকদের একক একটি পার্টির রূপ গ্রহণ করতে পারে যদি অবশ্য ঐ পার্টি প্রকৃতপক্ষে দুটি শক্তির—কমিউনিস্ট পার্টির ও বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়াদের পার্টির—প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই। এই জোটের কর্তব্য হবে জাতীয়

বুর্জোয়াশ্রেণীর দায়-সারা মনোভাব এবং দোদুল্যচিত্ততার মুখোস খুলে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করা। দ্বিবিধ শক্তির এরকম একটা পার্টি যদি কমিউনিস্ট পার্টির হাত-পা বেঁধে না রাখে, যদি তা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-অভিযান পরিচালনার স্বাধীনতাকে খর্ব না করে, যদি কমিউনিস্ট পার্টির চারিপাশে শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত হতে বাধা সৃষ্টি না করে এবং যদি তা বৈপ্লবিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত নেতৃত্বকে সহজ করে তোলে—তবে তা প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনকই হবে। এইসব শর্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে দ্বিবিধ শক্তির অনুরূপ একটি পার্টি অপ্রয়োজনীয় ও অসুবিধাজনক হয়েই দাঁড়াবে কারণ তাতে করে কমিউনিস্ট শক্তিগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুসারীদের মধ্যেই শুধু গুলিয়ে যাবে, কমিউনিস্ট পার্টি হারিয়ে ফেলবে তার প্রলেতারীয় সেনাবাহিনীকে।

ভারতের মতো দেশগুলিতে অবস্থাটা খানিকটা ভিন্ন রকমের। ভারতের মতো উপনিবেশগুলিতে মৌলিক ও নূতন বৈশিষ্ট্য শুধু এই নয় যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বৈপ্লবিক এবং আপোষকামী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, বরং প্রধানতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐ আপোষকামী অংশ, মোটামুটিভাবে, এর মাঝেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বিপ্লব সম্পর্কে এদের বেশি ভয়ের জন্য এবং নিজ দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের টাকার থলির জন্য বেশি বেশি চিন্তিত হওয়ার জন্য—বুর্জোয়াশ্রেণীর এই অংশ, সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে প্রভাবশালী এই অংশ, বিপ্লবের অনমনীয় শত্রুদের শিবিরে পুরোপুরি চলে যাচ্ছে, নিজ দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি জোট পাকিয়ে তুলছে। এই জোটকে চুরমার করে দিতে না পারলে বিপ্লবের জয় অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জোটকে চুরমার করে দিতে হলে আপোষকামী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করতে হবে, এদের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোস খুলে দিতে হবে, এদের প্রভাব থেকে শ্রমজীবী-জনগণকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। অন্য ভাষায় বললে, ভারতের মতো উপনিবেশগুলিতে প্রশ্নটা হল শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা, ধাপে ধাপে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের মুখপাত্রদের বর্তমান এই সম্মানের আসন থেকে অপসারিত করা। কর্তব্য হল একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোট গড়ে তোলা এবং এই

জোটে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করা। যদিও সবসময় ঐরকম হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই তবু এই জোটটি শ্রমিক ও কৃষকদের একক একটি পার্টির, আনুষ্ঠানিকভাবে আবদ্ধ একটি মঞ্চের রূপ গ্রহণ করতে পারে। এইসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্র্য হওয়া চাই অগ্রসর কমিউনিস্ট শক্তিগুলির মুখ্য শ্লোগান কারণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রস্তুতি ও বাস্তবে রূপদান একটি কমিউনিস্ট পার্টিই শুধু করতে পারে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমুখী অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পর শহরের ও গ্রামের বিপুলসংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্বদানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক অংশের সঙ্গে খোলাখুলি একটি জোটে মিলিত হতে পারে এবং তাকে মিলিত হতেই হবে।

সুতরাং পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে অগ্রসর উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলনের আশু কর্তব্য হল :

(১) শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অংশকে সাম্যবাদের সপক্ষে টেনে নিয়ে আসা এবং স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা।

(২) আপোষমুখী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের জোটের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একটি জাতীয় বৈপ্লবিক জোট গড়ে তোলা।

(৩) এই জোটে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা।

(৪) আপোষমুখী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে শহর ও গ্রামের পেটি-বুর্জোয়াদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করা।

(৫) অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে মুক্তি-আন্দোলনের যোগসূত্রকে সুনিশ্চিত করা।

এই হচ্ছে প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সামনেকার তিন ধরনের আশু কর্তব্য।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে বিচার করলে এই কর্তব্য-গুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি এবং বিশেষ রকমের বিরাট তাৎপর্য ধরা পড়ে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন সাময়িক একটি স্থিরতার অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু স্থিরতা বলতে কী বোঝায়, বর্তমান সময়ে তার অর্থই-বা কী? এর একমাত্র অর্থ হতে পারে পশ্চিমের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া, প্রাচ্যের

উপনিবেশগুলির এবং প্রধানতঃ সকল দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের পতাকাবাহী হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সাম্রাজ্যবাদীদের মহলে মহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই চাপের প্রস্তুতি এর মাঝেই শুরু হয়ে গেছে। এস্তোনিয়ায় অভ্যুত্থান[৩২] প্রসঙ্গে যে কুৎসার অভিযান শুরু হয়েছে, সোফিয়ায় বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে কুখ্যাত উস্কানি শুরু হয়েছে এবং আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় সাধারণভাবে যে মরণপণ প্রচারাভিযান শুরু করেছে—এই সবকিছু একটি আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির অধ্যায় সূচিত করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সাধারণ মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা এবং হস্তক্ষেপের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য এ হচ্ছে জনমত সৃষ্টির গোলন্দাজদের পায়তারা। মিথ্যা ও কুৎসার এই অভিযানের পরিণাম কী দাঁড়াবে, সাম্রাজ্যবাদীরা একটা গুরুতর আক্রমণের ঝুঁকি নেবে কিনা—তা এখনো দেখতে হবে। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ঐ আক্রমণগুলি উপনিবেশগুলির পক্ষে শুভ সূচনা নয়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আয়োজিত সম্ভাব্য আঘাতের জবাবে বিপ্লবের সপক্ষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিসমূহের একটা পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতির প্রশ্ন—বর্তমান সময়ের একটি অপরিহার্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই বর্তমান সময়ে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে বৈপ্লবিক আন্দোলনের আশু কর্তব্যগুলি অবিচলিতভাবে সুসম্পন্ন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এইসব পরিস্থিতির পটভূমিতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যটি কী? তার লক্ষ্য হল ঐসব দেশের বৈপ্লবিক বিকাশের বিশেষ দিকগুলিকে বিচার করা এবং ঐসব দেশ থেকে আগত কর্মীদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে করে আমি যেসব বিভিন্ন আশু কর্তব্যের উল্লেখ করেছি সেগুলি সুসম্পাদন করা সুনিশ্চিত হয়।

প্রাচ্যের জাতিসমূহের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশটি বিভিন্ন ছাত্রদল উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি থেকে এসেছেন। আমরা সবাই জানি, এই কমরেডগণ আলো ও জ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল লেনিনবাদের তত্ত্বের হাতিয়ারে সজ্জিত, লেনিনবাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা যাতে তাঁদের সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি-আন্দোলনের আশু কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে সমর্থ হতে পারেন তাঁদের এমন যথার্থ বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তোলা।

এই প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বাস্তব কার্যক্ষেত্রের দুটি বিচ্যুতির কথা মনে রাখা দরকার —যথার্থ বিপ্লবী কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে এই দুটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই হবে।

প্রথম বিচ্যুতিটি মুক্তি-আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখার এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ, সর্বব্যাপ্ত জাতীয় ফ্রন্টের ধারণাকে ঐসব দেশের বিকাশের অবস্থা ও মাত্রাকে হিসেবের মধ্যে না নিয়ে বড় করে দেখার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থার বিচ্যুতি এবং এতে রয়েছে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অধঃপতিত হয়ে পড়ার এবং কমিউনিস্ট শক্তিগুলির কণ্ঠস্বর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ ঐকতানে হারিয়ে যাওয়ার বিপদ। প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ একটি সংগ্রাম পরিচালনা করা।

দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি মুক্তি-আন্দোলনের সম্ভাবনাকে বড় করে দেখার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও বৈদেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রীর ভূমিকাকে ছোট করে দেখার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, জাভার যে কমিউনিস্টরা এই কিছুদিন আগে তাঁদের দেশের জন্য সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার ভুল শ্লোগান তুলেছিলেন—তাঁরা এই বিচ্যুতিতেই ভুগছেন। এটা হচ্ছে বামপন্থার বিচ্যুতি—এতে করে কমিউনিস্ট পার্টির জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে। প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম একটি অপরিহার্য শর্ত।

সাধারণভাবে বললে সোভিয়েত প্রাচ্য ও ঔপনিবেশিক প্রাচ্যের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হল রাজনৈতিক কর্তব্য।

আমরা আশা করছি, প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্তব্যগুলি সসম্মানেই সম্পাদন করতে সফল হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১১২
২২শে মে, ১৯২৫

'কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র[৩৩] সম্পাদক-মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের প্রতি

কমরেডগণ, **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র** বিশেষ গুরুত্বের কথা মনে রেখে ঐ সংবাদপত্রের কয়েকটি প্রবন্ধের ব্যাপারে আমার প্রাথমিক ধারণাগুলি আপনাদের সঙ্গে বিনিময় করতে চাই।

(১) আমাদের অভিমত হল 'নেপ্-এর ক্ষেত্রে একটি নূতন পর্যায়' নামক স্তেৎস্কির প্রবন্ধগুলি সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে, এ কথা সত্য, অনেকটা মৃদু ভঙ্গীতে, 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটির ইঙ্গিত রয়েছে। এটা আমাদের শ্লোগান নয়,—এটা ভুল; এ থেকে একটানা অনেকগুলি ধারাবাহিক সন্দেহ ও ভুল ধারণা গড়ে ওঠে এবং তার স্থান **কমসোমোলস্কোয়া প্রাভদা'র** প্রধান প্রবন্ধে থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ই হল আমাদের শ্লোগান। গ্রামাঞ্চলে জনকল্যাণের প্রসার সাধনের পথ থেকে প্রশাসনিক বাধাগুলি আমরা অপসারিত করছি। এই ব্যবস্থার ফলে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এই উভয় সঞ্চয়ের পথই সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পার্টি কোন সময়ই এ কথা বলেনি যে তা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কেই তার শ্লোগান করে তুলেছে। আমরা নেপ্-কে পুরো সুযোগ দিয়েছি, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুমতি দিয়েছি যাতে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের আমাদের শ্লোগানটি কার্যকর করা সহজ হয়। মনে হচ্ছে, আমাদের কিছু কমরেড এটাকে একটা বিতর্কাধীন প্রশ্ন বলে গণ্য করেন। তাই যদি হয়, তবে 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটি যে একটা বিতর্কিত শ্লোগান তা বলা উচিত এবং এ ধরনের শ্লোগানের পক্ষে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি যে আলোচনার জন্য প্রকাশিত হয়েছে তা বলা উচিত। অন্যদিকে এটা তো স্পষ্ট যে **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** আলোচনার একটি মুখপত্র নয়, বরং প্রধানতঃ তা হল এক স্পষ্ট ইতিবাচক বক্তব্য প্রকাশের মুখপত্র যেখানে সাধারণভাবে পার্টির দ্বারা গৃহীত শ্লোগান ও বক্তব্যগুলিই পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই প্রশ্নটিকে যেদিক থেকেই দেখুন না কেন,—আনুষ্ঠানিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন বা বিষয়বস্তুর দিক থেকেই দেখুন,—এক্ষেত্রে স্তেৎস্কির প্রবন্ধকে অনুপযুক্ত বলে গণ্য করতেই হয়। ভবিষ্যতে আপনাদের অধিকতর সতর্ক হওয়া দরকার।

(২) গ্রামাঞ্চলে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কে স্তেৎস্কির প্রবন্ধসমূহে যে বক্তব্য বিষয়টি তাও একটা গ্রহণযোগ্য কিছু নয়। অতীতে অ-ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের কথা বলা সম্ভব ছিল। আজ যখন সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ও ধনতান্ত্রিক বিকাশের শক্তিগুলির মধ্যে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং তা পূর্ণমাত্রায় বিস্তারলাভ করছে তখন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশের কথা বলাই অধিকতর সঠিক হবে। অন্যথায় একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে বিকাশের এই দুটি—ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক, পথ ছাড়াও তৃতীয় একটি পথ রয়েছে—যে ধারণাটি ভ্রান্ত এবং যে-কোন বিচারেই যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩) আমার মনে হয় 'লেনিনের উত্তরাধিকার' নামক স্লেপকভ-এর প্রবন্ধের যে অংশে কমিউনিস্ট ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের সক্রিয় বাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে— তাও ভ্রান্ত। এযাবৎকাল পার্টিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ার কথা এবং তাকে শিক্ষিত করে তোলার কথাই আমরা উত্থাপন করেছি—এবং তাকে সঠিক বলেই মনে করেছি। এখন স্লেপকভ কমিউনিস্ট এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যগণ কর্তৃক পার্টি-বহির্ভূত যে বাহিনী এখনো গড়ে তোলাই বাকী সেই সক্রিয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে একটা নূতন প্রশ্ন তুলছেন। এটা ভুল এবং তা সোভিয়েতসমূহের নবজীবন সঞ্চারের শ্লোগান সম্পর্কিত আমাদের সমগ্র অভিযানের সঙ্গেই সঙ্গতিহীন। এই সক্রিয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল এই বাহিনী গড়ে তোলা ও তাকে শিক্ষিত করে তোলা।

(৪) মার্কসীয় তত্ত্বে বিশিষ্ট পারদর্শী ব্যক্তিদের দিয়ে—সাম্যবাদ, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব, অক্টোবর বিপ্লব, অর্থনীতি ও প্রশাসনের যে বিভিন্ন শাখাগুলি গ্রামের ও শহরের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীর বাস্তব কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেসব বিষয়ে নিয়মিতভাবে কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র ক্রোড়পত্র হিসেবে জনপ্রিয় পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা খুবই

ভাল কাজ হবে। ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত এই ক্রোড়পত্রগুলি পরে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় সদস্যদের জন্য একটি ছোটখাট লাইব্রেরী হয়ে উঠতে পারে এবং তা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীগুলির শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হয়েই পারে না।

(৫) **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র** প্রবন্ধগুলির রচনারীতিকে সহজ করে তোলা, লেখকদের দিয়ে সহজভাবে লেখানো, ছোট ছোট বাক্যে যতখানি সম্ভব বিদেশী ভাষা ব্যবহার না করে—**ইলিচ** যেভাবে লিখতে জানতেন সেভাবে লেখা খুবই ভাল কাজ হবে। **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র** ক্রোড়পত্র হিসেবেই বিদেশী শব্দের অন্ততঃ একটি সংক্ষিপ্ত পরিভাষা রচনা করা, অথবা বাস্তবে একান্তই যদি বৈদেশিক শব্দের ব্যবহার পরিহার করা না যায়—তবে অন্ততঃ প্রবন্ধের বয়ানের মধ্যে ঐ বৈদেশিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া অবশ্যই দরকার।

জে. স্তালিন
ভি. মলোটভ
এ. আঁদ্রেয়েভ

মস্কো
২রা জুন, ১৯২৫
প্রথম প্রকাশিত

প্রশ্ন ও উত্তর

(স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৯ই জুন, ১৯২৫)

কমরেডগণ, আপনারা লিখিতভাবে যেসব প্রশ্ন পেশ করেছেন, তার আমি জবাব দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের লেখায় যেভাবে সেগুলো পরপর রেখেছেন, আমিও সেভাবেই তার জবাব দিচ্ছি। আপনারা জানেন, প্রশ্ন রয়েছে দশটি।

প্রথম প্রশ্ন নিয়েই শুরু করা যাক।

১। আগামী দশ বা পনের বছরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিক-শ্রেণী যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে না আসে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার যোগ-সূত্র কী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে ও কী অবস্থায় জোরদার হয়ে উঠবে ?

আমি মনে করি এই প্রশ্ন আপনাদের অন্য সকল লিখিত প্রশ্নের বিষয়বস্তুকে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং আমার উত্তরটা হবে সাধারণ আকারের এবং তা মোটেই আনুপূর্বিক হবে না। অন্যথায় অন্যান্য প্রশ্নগুলির জবাবে বলার কিছু আর বাকী থাকবে না।

আমার মনে হয় চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ এই প্রশ্নের আনু-পূর্বিক জবাব দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তসমূহে বলা হয়েছে যে, এই যোগসূত্র শক্তি-শালী হওয়ার গ্যারান্টি হচ্ছে কৃষক-জনগণের প্রতি গৃহীত সঠিক একটি নীতি।

কিন্তু কৃষক-জনগণের প্রতি সঠিক নীতি কোন্‌টি ?

তা অভিব্যক্ত হতে পারে শুধু বেশ কিছু ব্যবস্থার—অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক—ব্যবস্থাদির মধ্য দিয়ে, আর সেই ব্যবস্থাগুলিই এই যোগাযোগকে জোরদার হয়ে উঠার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নিয়েই শুরু করা যাক।

সর্বপ্রথমেই, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থার শেষ চিহ্নকে গ্রামাঞ্চল থেকে

নিঃশেষে দূর করে দিতে হবে। তাছাড়া, তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ও কৃষিজাত জিনিসের দাম সম্পর্কে একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করতে হবে যাতে করে সেই নীতিটি শিল্প ও কৃষির দ্রুত বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং 'মাঝপথের ভাগ-বসানেওয়ালাদের' (scissors) নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তদুপরি, ক্রমান্বয়ে কৃষি-করকে রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে আঞ্চলিক বাজেটে সরিয়ে নিতে হবে এবং কৃষি-করের মোট পরিমাণকে কমাতে হবে। ব্যাপক কৃষক-জনসাধারণকে সমবায়সমূহে, প্রধানতঃ কৃষি ও ঋণদান সংক্রান্ত সমবায়সমূহে, সংগঠিত করতে হবে যাতে এভাবে কৃষকদের অর্থনীতিকে সাধারণ সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যবস্থাটির মধ্যে টেনে নিয়ে আসা যায়। গ্রামাঞ্চলে ট্রাক্টর সরবরাহের পরিমাণকে আমাদের সাধ্যমতো করতে হবে যাতে করে কৃষিক্ষেত্রে কারিগরী প্রযুক্তির দিক থেকে একটা বিপ্লব নিয়ে আসা যায় এবং গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও কারিগরী প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলার দিকে পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়। সর্বশেষে, বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলকে শহরগুলির অধিকতর কাছে টেনে নিয়ে আসার জন্য এবং এই দুয়ের মধ্যেকার পরস্পর বিরোধিতাকে দূর করে দেওয়ার জন্য।

যদি পার্টি শহর ও গ্রামের মধ্যেকার যোগসূত্রকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করতে চায় তাহলে এই পথ ধরেই পার্টিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কৃষি-করকে রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে আঞ্চলিক বাজেটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনাদের কাছে অভিনব মনে হলেও এটা কিন্তু একটা বাস্তব সত্য যে, কৃষি-কর এখনই এবং ধীরে ধীরে আরও বেশি করে একটি আঞ্চলিক করের প্রকৃতি ধারণ করবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আপনাদের জানা আছে এক-দু'বছর আগে কৃষি-করই ছিল আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটের রাজস্বের প্রধান বা প্রায় প্রধান উৎস। কিন্তু এখন? এখন তা রাষ্ট্রীয় বাজেটের একটা ক্ষুদ্র বিষয়। আজ আমাদের মোট রাষ্ট্রীয় বাজেট হল ২৫০ কোটি রুবল, কিন্তু কৃষি-কর থেকে রাজস্ব দাঁড়াবে বা দাঁড়াতে পারে বড়জোর ২৫ থেকে ২৬ কোটি রুবল অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ১০ কোটি রুবল কম। দেখতেই পাচ্ছেন—এটা খুব বড় কিছু নয়। আর রাষ্ট্রীয় বাজেট বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই করের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে আসবে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-কর থেকে প্রাপ্ত ২৬ কোটি থেকে ১০ কোটি রুবল চলে যাবে আঞ্চলিক বাজেটে। তা হচ্ছে এই কর থেকে সংগৃহীত

রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশি। এর ব্যাখ্যা কী? ঘটনা হচ্ছে, বর্তমানে সকল করের চেয়ে কৃষি-কর হল আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং সবচেয়ে সহজভাবে আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্ত তাকে ব্যবহার করা চলে। এতে কোন সন্দেহই নেই যে, সাধারণভাবে আঞ্চলিক বাজেট বাড়বেই কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, তা বাড়বে প্রধানতঃ কৃষি-কর বাবদে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এটা বেশি করে সম্ভব এই জন্ত যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটের রাজস্বের বিরাট অংশ এর মাঝেই আসছে এবং ভবিষ্যতে সাধারণভাবে বর্ধিত হারে আসতে থাকবে অন্যান্য সূত্র থেকে, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে, পরোক্ষ কর ইত্যাদি সূত্র থেকে।

তাই রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে কৃষি-করকে আঞ্চলিক বাজেটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি একটা সময়ে যোগসূত্রকে জোরদার করার দিক থেকে খুবই সম্ভাব্য ও সুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে।

এখন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যোগসূত্রকে সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থাদির আলোচনা করা যাক।

শহরে ও গ্রামে সোভিয়েত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে সহজ-সরল, স্বল্প ব্যয়সাধ্য এবং নৈতিক দিক থেকে উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত-গুলিকে উজ্জীবিত করে এই কাঠামো থেকে আমলাতান্ত্রিকতা ও বুর্জোয়া দুর্নীতির উপাদানগুলিকে বিতাড়ন করা, রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপক জন-সাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া—যদি পার্টি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই যোগসূত্রকে জোরদার করতে চায় তাহলে এই পথ ধরেই পার্টিকে এগিয়ে যেতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি নিছক লক্ষ্যমাত্র নয়। একনায়কত্ব হল সমাজতন্ত্র অর্জনের একটা পথ ও একটা উপায়। কিন্তু সমাজতন্ত্র কী? সমাজ-তন্ত্র হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীন একটা সমাজ থেকে রাষ্ট্রহীন সমাজে রূপান্তর। এই রূপান্তরকে কার্যকর করতে গেলে অবশ্যই রাষ্ট্রকাঠামোর পরি-বর্তনের জন্ত প্রস্তুতি এমনভাবে করতে হবে যাতে একনায়কত্বের অধীন সমাজটি সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়। সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার শ্লোগানটি, শহরে ও গ্রামে সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগানটি, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের শ্রেষ্ঠ অংশকে দেশ শাসনের প্রত্যক্ষ কাজকর্মে

টেনে নিয়ে আসার শ্লোগানটি এই উদ্দেশ্যই সাধন করবে। জনসাধারণ নিজেরাই যদি রাষ্ট্রকাঠামোকে নিয়ত ও সক্রিয় সহায়তা না করেন তবে রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার সাধন, তার আনুপূর্বিক পরিবর্তন সাধন, আমলা-তান্ত্রিকতা ও দুর্নীতির উপাদানসমূহের দূরীকরণ এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে ব্যাপক জনসাধারণের কাছে আপন ও প্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে না। কিন্তু অন্যদিকে যদি শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেষ্ঠ অংশকে সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহে টেনে নিয়ে আসা না যায়; যদি রাষ্ট্রকাঠামো ও শ্রমজীবী 'সাধারণ' জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে জনগণের সক্রিয় ও একটানা সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব নয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের পার্থক্যটা কী ?

সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকে জনসাধারণের মাথার **উপরে** এবং তার ফলে একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান থাকে জনসাধারণের সঙ্গে, আর সাধারণ মানুষের প্রতি তার বৈর প্রকৃতির থেকেই এই ব্যবধান রচিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের সঙ্গে **মিশে যায়,** কারণ যদি সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র হিসেবে তা থাকতে চায় তবে তা জনসাধারণের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এবং থাকবে না, যদি প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনগণকে জড়িয়ে নিয়ে তা চলতে চায় তবে তা এই জনগণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হতে পারে না। সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে এই হচ্ছে অন্যতম একটি মৌলিক পার্থক্য।

তাঁর লিখিত **বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখতে পারবে?** নামক পুস্তিকায় লেনিন একবার বলেছিলেন যে বলশেভিক পার্টির ২৪০,০০০ সদস্য নিঃসন্দেহে দেশকে ধনিকদের বিরুদ্ধে এবং দরিদ্র জনগণের স্বার্থে শাসন করতে পারবে কারণ তাঁরা কোনদিক দিয়েই যে ১৩০,০০০ জমিদার দেশটাকে ধনিকদের স্বার্থে এবং দরিদ্র জনগণের বিরুদ্ধে শাসন করছিল তাদের চেয়ে হীনতর নয়। এই কথার ওপর দাঁড়িয়ে কিছু কিছু কমিউনিস্ট মনে করেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্র শুধু কয়েক লক্ষ পার্টি-সদস্যদের নিয়েই চমৎকার চলে যেতে পারে এবং একটি বিশাল দেশকে শাসন করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাঝে মাঝে পার্টিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মেনে নিতে তাঁদের তেমন বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু কমরেডগণ, এটা ভুল। এটা লেনিনের

বক্তব্যকেই বিকৃত করে ফেলা। বলশেভিক পার্টির ২৪০,০০০ সদস্যের কথা বলার সময় ঐ সংখ্যার দ্বারা সূচিত হয়েছে বা হতে পারে এমন লোকেরাই সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের সাধারণ পরিধি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল ব্যক্তিবর্গকে বোঝাচ্ছে—এ কথা লেনিন আদৌ বলতে চাননি। বিপরীতপক্ষে, পার্টির সদস্যদের ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঐ সময়ে অক্টোবরের আগে যে দশ লক্ষ ভোটদাতারা বলশেভিকদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদেরকেও এবং বলেছিলেন আমাদের এমন উপায় রয়েছে যাতে করে এক ধাক্কায় আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরা **দশগুণ বড় করে তুলতে** পারি অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসনের প্রাত্যহিক কাজে শ্রমজীবী জনগণকে টেনে নিয়ে এসে আমরা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাকে এক কোটি করে তুলতে পারি।

লেনিন বলেছেন, 'এই ২৪০,০০০-এর পেছনে এর মাঝেই রয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের দশ লক্ষাধিক ভোটের সমর্থন—কারণ ঠিক এই অনুপাতই হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের এবং পার্টির পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যার মধ্যেকার অনুপাত—ইউরোপের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে এবং রাশিয়াতেও, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, আগস্ট মাসের পেত্রোগ্রাদ ডুমার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে তাই দেখা গেছে। তাই এর মাঝেই আমাদের **দশ লক্ষ লোকের** একটি "রাষ্ট্রযন্ত্র" এবং এই লোকেরা প্রতিমাসের কুড়ি তারিখে একটা মোটা অংকের মাইনের প্রত্যাশায় নয়, তাদের নিজেদের আদর্শের তাগিদেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকবে।

'শুধু তাই নয়। আমাদের এমন একটি "জাদুকরী পন্থা" আছে যার সাহায্যে অবিলম্বে এক ঝটকায় আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে **দশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়,** কিন্তু এই পন্থাটা কোন পুঁজিবাদী দেশ কোনদিন আয়ত্ত করতে পারেনি এবং পারবেও না। এই জাদুকরী পন্থাটি হল শ্রমজীবী জনগণকে, দরিদ্র জনগণকে রাষ্ট্র শাসনের দৈনন্দিন কাজে টেনে নিয়ে আসা' (২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪-৬৫ দেখুন)।

'শ্রমজীবী জনগণকে, দরিদ্র জনগণকে রাষ্ট্র শাসনের দৈনন্দিন কাজে' কিভাবে টেনে আনা যাবে?

সোভিয়েতসমূহ, অর্থনৈতিক সংস্থা, কারখানা কমিটি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পার্টি সংগঠন, যুব লীগের সংগঠনগুলি, বিভিন্ন ধরনের সমবায় সংস্থা ইত্যাদি

গণ-উদ্যোগের ভিত্তিতে গঠিত সংগঠনগুলির চারিপাশে নানাধরনের যে কমিশন ও কমিটি, সম্মেলন ও প্রতিনিধি সভা গড়ে ওঠে—তাদের মাধ্যমেই এই কাজটি করা যাবে। আমাদের কমরেডরা মাঝে মাঝে ভুলে যান যে, আমাদের পার্টি, সোভিয়েত, সাংস্কৃতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষা সংক্রান্ত, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ, সেনাবাহিনীর সংগঠন, নারীদের মধ্যে কাজের জন্য দায়িত্বশীল বিভাগগুলি এবং এ ধরনের সকল সংগঠনগুলির নিম্নস্তরের ইউনিটগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পুঞ্জ পুঞ্জ ধারাবাহিক অনেকগুলি সংগঠন, কমিশন ও সম্মেলন যার মধ্যে এসে জড়ো হন লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিক ও কৃষকেরা যাঁরা তাঁদের এই পুঞ্জ পুঞ্জ সংগঠনের প্রতিদিনের লোকচক্ষুর বাইরে সাদামাটা, শ্রমসাধ্য, নীরব কাজের মধ্য দিয়ে সোভিয়েতসমূহের জীবনপ্রবাহের ভিত্তিকে গড়ে তোলেন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের শক্তির উৎস সৃষ্টি করেন। লক্ষ লক্ষ লোককে জড়িয়ে এই যে সংগঠনগুলি, তার সাহায্য যদি আমাদের সোভিয়েত ও পার্টির প্রতিষ্ঠানগুলি না পেত তবে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব ও বিকাশ, একটা বিশাল দেশের প্রশাসন একান্ত অচিন্তনীয় হয়ে দাঁড়াত। সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র শুধু সোভিয়েত-গুলিকে নিয়ে গঠিত নয়। সোভিয়েতসমূহের সঙ্গে এই সকল বিভিন্ন পার্টি-বহির্ভূত এবং পার্টির যে সংগঠনগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষকে জড়িয়ে রয়েছে এবং যেগুলি সোভিয়েতসমূহকে 'সাধারণ' মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে মিশিয়ে দিয়েছে বিশাল জনসমষ্টির সঙ্গে ও এভাবে ধাপে ধাপে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে সেই প্রতিটি বস্তুকে যা রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের মধ্যে প্রতিবন্ধ রচনা করে—সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র, এই কথাটি গভীর অর্থের দিক থেকে, এই সমস্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগেরই প্রকাশ।

এভাবেই আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'দশগুণ বড় করে তোলার' প্রচেষ্টা আমাদের চালাতে হবে, তাকে করে তুলতে হবে শ্রমজীবী জনগণের একান্ত আপন ও প্রিয়বস্তু, তা থেকে আমলাতান্ত্রিকতার অবশেষকে দূর করে দিতে হবে, তাকে মিশিয়ে দিতে হবে জনসাধারণের সঙ্গে, আর এভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বাধীন সমাজকে সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরের প্রস্তুতি চালাতে হবে।

সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবনের এবং সোভিয়েত গণতন্ত্র কায়েম করার শ্লোগানের এই হচ্ছে অর্থ ও তাৎপর্য।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টির কাজকর্মের দিক থেকে যোগ-সূত্রকে জোরদার করার জন্য এই প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত কাজের ক্ষেত্রে যোগসূত্রকে সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থাদির ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার দরকার পড়ে না, কারণ সেগুলি খুবই স্পষ্ট আর সাধারণভাবে সকলেরই সেগুলি জানা, তাই এ নিয়ে ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না। অদূর ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে কাজের মূল ধারাটির আমি শুধু গতি নির্দেশ করতেই চাই। মূল ধারাটি হচ্ছে সমগ্র দেশে তথা সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। কমরেডগণ, তা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। এই লক্ষ্য অর্জন করা শুধু সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেরই একটা বিরাট বিজয় হবে না, তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফ্রন্টেরও বিজয় সূচিত করবে। ঐ সংস্কারকে পরিণত করতে হবে দেশের বিপুল অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে। কিন্তু এরজন্য ব্যয় হয়ে কোটি কোটি রুবল। বলার কিছু প্রয়োজন নেই, তা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় পাঁচ লক্ষ স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুরো একটি বাহিনীর। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও যদি আমরা দেশের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নততর করে তুলতে চাই তবে অত্যন্ত নিকট ভবিষ্যতেই এ সংস্কার আমাদের সাধন করতেই হবে। আর কমরেডগণ, আমরা তা করবই করব। এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই হল আপনাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব।

এখন যাওয়া যাক দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে।

২। ধনতন্ত্রের স্থিতিশীলতার ফলে, আর যদি সেই স্থিতিশীলতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তবে তার ফলে আমাদের পার্টির অধঃপতনের কী কী বিপদ রয়েছে?

আমরা কি আদৌ এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন ?

এ ধরনের সম্ভাব্য এমনকি যথার্থ বিপদই নিঃসন্দেহে রয়েছে। এমনকি ঐ স্থিতিশীলতা ছাড়াই ঐ বিপদগুলির সম্ভাব্যতা রয়েছে। স্থিতিশীলতা ঐ বিপদগুলিকে শুধু আরও অনেকখানি প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। ঐ বিপদগুলির মধ্যে, শুধু সবচেয়ে প্রধানগুলির কথা ধরলেও আমার মতে সেগুলি হচ্ছে তিনটি :

(ক) আমাদের দেশকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের কাজের সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতটি হারিয়ে ফেলার বিপদ এবং তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিলুপ্তিবাদের বিপদ ;

(খ) আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিতটি হারিয়ে ফেলার বিপদ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয়তাবাদের বিপদ :

(গ) পার্টি-নেতৃত্বের হীনবল হয়ে পড়ার বিপদ এবং তারই সূত্র ধরে পার্টির দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের লেজুড় হয়ে পড়ার বিপদ।

প্রথম বিপদ নিয়েই শুরু করা যাক।

এই বিপদের বৈশিষ্ট্য হল আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির উপর আস্থার অভাব; শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মৈত্রীবন্ধনের উপর আস্থার অভাব; ঐ মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার উপর আস্থার অভাব; 'নেপ্ পরিচালনাধীন রাশিয়াকে' 'সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায়' রূপান্তর সম্পর্কে আস্থার অভাব; আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ের উপর আস্থার অভাব।

এটা হল আত্মবিলুপ্তিবাদ ও অধঃপতনের পথ, কারণ তা অক্টোবর বিপ্লবের মূলনীতি ও লক্ষ্যগুলির বিলুপ্তির পথেই নিয়ে যাবে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রকে নিয়ে যাবে একটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধঃপতনের পথে।

এই 'মানসিকতার' উৎস, পার্টির মধ্যে যে মাটিতে তার উদ্ভব হয়েছে,—তা হচ্ছে নয়া অর্থনৈতিক নীতির অবস্থাধীনে এবং আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির চরম সংগ্রামের পরিস্থিতিতে পার্টির ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের প্রসার। পুঁজিবাদী শক্তিগুলি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সংগ্রাম করছে না, তারা শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের ক্ষেত্রেও সে সংগ্রাম চালাতে প্রয়াসী হয়েছে, তারা চেষ্টা করছে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থা যাদের কম পার্টির সেই সর্বাপেক্ষা নড়বড়ে অংশগুলির মধ্যে আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মের সমাজতান্ত্রিক পরিণতি সম্পর্কে সংশয়ের বিষ ছড়িয়ে দিতে এবং এ কথা বলা চলে না যে তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবেই নিষ্ফল হয়েছে।

রোগগ্রস্ত ঐ 'কমিউনিস্টরা' কেউ কেউ বলেন: 'আমাদের মতো পশ্চাদ্‌পদ একটা দেশ কেমন করে পরিপূর্ণ একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারবে? আমাদের দেশের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তর আমাদের পক্ষে ঐ ধরনের কল্পনার স্বর্গরাজ্য রচনার লক্ষ্যকে অসম্ভাব্য করে রেখেছে। ভগবানের দয়ায় যদি কোনমতে টিঁকে থাকতে পারি তবে তাই যথেষ্ট। সমাজ-তন্ত্র গঠনের স্বপ্ন আমরা কেমন করে দেখতে পারি? যা হোক করে একটা কিছু গড়া যাক আর দেখা যাক ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।...'

অন্যরা বলেন: 'আমরা অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদন করে এর মাঝেই আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করেছি। এখন সবটুকু নির্ভর করছে আন্ত-

র্জাতিক বিপ্লবের ওপর, কারণ পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকশ্রেণী প্রথমে বিজয় অর্জন না করলে তো আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি না। ঠিক ঠিকভাবে বললে—রাশিয়াতে একজন বিপ্লবীর এখন আর করার কিছু নেই।'...আপনারা জানেন ১৯২৩ সালে জার্মানিতে বিপ্লবের প্রাক্কালে আমাদের কিছু কিছু তরুণ ছাত্র তাঁদের বইপত্র ফেলে রেখে জার্মানিতে চলে যেতে রাজী ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন: 'রাশিয়াতে একজন বিপ্লবীর আর কিছু করার নেই। আমাদের উচিত বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে বিপ্লব করার জন্য জার্মানিতে চলে যাওয়া।'

দেখতেই পাচ্ছেন এই দুই গোষ্ঠীর 'কমিউনিস্টরাই', প্রথম এবং দ্বিতীয় এই গোষ্ঠীই, আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মের সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং আত্মবিলুপ্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, প্রথম গোষ্ঠী তাঁদের আত্মবিলুপ্তিবাদকে 'বৈজ্ঞানিক' 'উৎপাদিকা শক্তিসমূহের তত্ত্ব' দিয়ে আড়াল করে রাখেন (বিস্ময়ের কিছুই নেই, মিলিউকভ **পোস্‌লেদ্‌নিয়ে নোভস্তি**[৩৪]-তে এই তো সেদিন ওদের 'দায়িত্বশীল মার্কসবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন), অন্যদিকে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি বামপন্থী এবং বিশ্ব-বিপ্লব সংক্রান্ত 'সাংঘাতিক বৈপ্লবিক' বুকনি দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখছেন।

আচ্ছা, আমরা ধরেই নিচ্ছি যে রাশিয়াতে একজন বিপ্লবীর কিছুই করার নেই; আমরা ধরে নিলাম যে অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অভাবনীয় ও অসম্ভব; ধরে নিলাম যে অগ্রসর দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিজয় আরও দশ বা কুড়ি বছর বিলম্বিত হল—আমরা কি তাহলে মনে করতে পারি যে ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি আমাদের দেশ যখন চারিদিক থেকে পুঁজিবাদী অবরোধের মধ্যে রয়েছে সেই অবস্থায় এই অর্থনীতির সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাদের মরণপণ সংগ্রাম বন্ধ করে রাখতে রাজী হয়ে যাবে এবং হাত গুটিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে? শুধু এই প্রশ্নটি করলেই যথেষ্ট বোঝা যায় যে ঐ বক্তব্যটি কত উদ্ভট। কিন্তু এই বক্তব্যটির কথা ছেড়ে দিলে আমাদের 'দায়িত্বশীল মার্কসবাদীদের' ও 'সাংঘাতিক বিপ্লবীদের' আর কী করার থাকে? স্পষ্টতঃ তাদের একটিমাত্র কাজই বাকী থাকে: আড্ডা দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো, প্রবৃত্তির শক্তিগুলির কাছে গা ঢেলে দিয়ে কালে কালে আটপৌরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীতে অধঃপতিত হয়ে পড়া।

হয় একটি, না হয় অন্যটি : হয় আমাদের দেশকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের পীঠভূমি বলে আমরা গণ্য করব, হয় লেনিন যেমন বলে গেছেন—একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমাদের রয়েছে—এবং তাহলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয়ের প্রত্যাশা নিয়ে অনুরূপ একটি সমাজ আমরা গড়তে পারি এবং আমরা তা গড়বই আর নয়তো আমাদের দেশকে বিপ্লবের পীঠভূমি বলে গণ্য করব না, ধরে নেব সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আমাদের নেই এবং একটি সমাজতন্ত্রী সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারি না—তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় যদি বিলম্বিত হয় তবে এই ভবিতব্যকেই আমাদের মাথা পেতে নিতে হয় যে আমাদের পুঁজিবাদী শক্তিগুলি প্রাধান্য লাভ করবেই, সোভিয়েত শাসন হীনবল হয়ে পড়বে এবং পার্টি অধঃপতিত হয়ে যাবে।

হয় একটি, না হয় অন্যটি।

তারই জন্য আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মের সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনার ওপর আস্থার অভাব বিলুপ্তিবাদ ও অধঃপতনের পথেই নিয়ে যায়।

তারই জন্য বিলুপ্তিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতাবস্থার সময়ে আমাদের পার্টির আশু একটি কর্তব্য হয়ে রয়েছে।

এখন যাওয়া যাক দ্বিতীয় বিপদের কথায়।

এই বিপদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের ওপর আস্থার অভাব, তার বিজয় সম্পর্কে আস্থার অভাব ; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে সংশয়াত্মক ধারণা ; অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থন ছাড়া আমাদের দেশ যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না এ কথা বুঝতে না পারা ; একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় যে চূড়ান্ত হতে পারে না কেননা অন্ততঃ বেশ কয়েকটি দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত না হলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে তার কোন গ্যারান্টি থাকে না এ কথা বুঝতে না পারা ; আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাথমিক যে দাবির জোরে একটি দেশের সমাজতন্ত্রের জয় একটা চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় না বরং তা হয়ে ওঠে অন্যান্য দেশে বিপ্লবকে বিকশিত করে তোলার ও তাকে সমর্থন জ্ঞাপনের একটি উপায়—এ কথাটিই বুঝতে না পারা।

এটা হল জাতীয়তাবাদ ও অধঃপতনেরই পথ, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক নীতিকে একেবারে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ারই পথ, কারণ এই রোগে আক্রান্ত লোকেরা আমাদের দেশটিকে সমগ্র বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের একটি অংশ বলে মনে করে না—মনে করে ঐ আন্দোলনেরই শুরু এবং শেষ হিসেবে এবং এ কথাই বিশ্বাস করে যে অন্যান্য সকল দেশের স্বার্থকে আমাদের দেশের স্বার্থে বলি দিয়ে দেওয়াই বিধেয়।

চীনের মুক্তি-আন্দোলনকে সমর্থন করছেন? কিন্তু কেন? তা কি বিপজ্জনক হবে না? তা কি আমাদের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে জড়িয়ে দেবে না? তার চেয়ে অন্যান্য 'অগ্রসর' শক্তিসমূহের সঙ্গে মিলিতভাবে চীনে আমাদের 'প্রভাবাধীন এলাকাসমূহ' সৃষ্টি করে আমাদের নিজেদের স্বার্থে চীনের থেকে কেড়েকুড়ে কিছু নিয়ে আসাটাই অনেক ভাল কাজ হবে না কি? তা বেশ লাভজনক এবং নিরাপদ দুই-ই হবে।...জার্মানির মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করছেন? এই ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ হয়? তারচেয়ে বরং ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে আঁতাতের সঙ্গে সহমত হয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাদের জন্য কিছু আদায় করে নেওয়া অনেক ভাল হবে না কি?...পারস্য, তুরস্ক আর আফগানিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখছেন? এতে কি খরচ পোষাবে? তারচেয়ে বরং বৃহৎ শক্তিদের যে-কোন একটির সঙ্গে মিলে 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' পুনরুদ্ধারে ব্রতী হওয়া অনেক ভাল হবে না কি? ইত্যাকারের সব কথাবার্তা।

এই নয়া ধরনের জাতীয়তাবাদী 'মনোভঙ্গি' অক্টোবর বিপ্লবের পররাষ্ট্র নীতিকেই ধ্বংস করে দিতে চাইছে এবং অধঃপতনের এই শক্তিগুলিকে মদৎ জোগাচ্ছে।

আত্মবিলুপ্তিবাদের প্রথম বিপদটি দেখা দিচ্ছে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির মধ্যেকার সংগ্রামে পার্টির নীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রভাবের সৃষ্টি থেকে, আর জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় বিপদটি দেখা দিচ্ছে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যে সংগ্রাম চালাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পার্টির নীতির ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের উদ্ভব থেকে। এত কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রচণ্ড পরিমাণ চাপ দিচ্ছে এবং যেসব লোকেরা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন তাঁরা সব সময় এই চাপকে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হন না এবং জটিলতাগুলির এই বিপদ প্রায়ই

সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট পথটি, জাতীয়তাবাদের পথটি গ্রহণের লোভ জাগিয়ে তোলে।

অপরপক্ষে, এটা সুস্পষ্ট যে প্রথম বিজয়ী দেশটি বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পতাকাবাহীর ভূমিকা বজায় রাখতে পারে শুধুমাত্র অবিচল আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে, শুধুমাত্র অক্টোবর বিপ্লবের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তিতে এবং সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট স্বল্পতম প্রতিরোধের পথ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের পথ হচ্ছে প্রথম বিজয়ী দেশটির বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংস হওয়ারই পথ।

তাই আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিতটি হারিয়ে ফেললে জাতীয়তাবাদের ও অধঃপতনের বিপদই দেখা দেয়।

তাই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পার্টির একটি আশু কর্তব্য।

সর্বশেষে, তৃতীয় বিপদ সম্পর্কে।

এই বিপদের বৈশিষ্ট্য হল—পার্টির আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির ওপর আস্থার অভাব; পার্টি নেতৃত্বের ওপর আস্থার অভাব; রাষ্ট্রযন্ত্রের তরফ থেকে পার্টির নেতৃত্বকে দুর্বল করার প্রয়াস এবং পার্টির নেতৃত্ব থেকে নিজেকে পৃথক রাখার প্রয়াস; পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই যে হতে পারে না তা বুঝতে অক্ষমতা।

তিনটি দিক থেকে এই বিপদ দেখা দেয়।

প্রথমতঃ, যে শ্রেণীগুলিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সেগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমিক এবং কৃষকেরা এখন আর যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের অধ্যায়ের সময় যেমন ছিল তা আর নেই। আগে, শ্রমিকশ্রেণী ছিল শ্রেণীচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত আর গৃহযুদ্ধের পরাজয় ঘটলে জমিদারদের ক্ষমতায় ফিরে আসার ভয়ে কৃষকেরা ছিল শংকিত—আর ঐ সময়ে পার্টিই ছিল একমাত্র কেন্দ্রীভূত শক্তি এবং সামরিক কায়দায় পার্টি কাজকর্ম পরিচালনা করত। এখন অবস্থা স্বতন্ত্র। এখন যুদ্ধ নেই। ফলে যে যুদ্ধের ভয় তখন পার্টির চারিপাশে শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করত তা এখন নেই। শ্রমিকশ্রেণী সবল হয়ে উঠেছে আর সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক উভয় দিক থেকেই উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। কৃষক-জনগণও বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। উভয় শ্রেণীরই রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এখন আর সামরিক কায়দায় নেতৃত্বদান সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, নেতৃত্বের দিক থেকে চূড়ান্ত

নমনীয়তা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক ও কৃষকদের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে চূড়ান্ত আন্তরিক অনুভূতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ও কৃষকদের সেইসব শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা যাঁরা ঐসব শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশের মধ্য দিয়ে সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের পার্টিতে টেনে নিয়ে আসার ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু আমরা জানি এই অবস্থাগুলি এবং গুণাবলী এক লহমায় সৃষ্টি হয় না। তারই জন্য পার্টির কাছে যা প্রত্যাশা এবং বর্তমান সময়ে পার্টির সামনে যে সম্ভাবনাগুলি রয়েছে তার মধ্যেকার অসঙ্গতিটি দেখা দেয়। তার জন্যই পার্টির নেতৃত্বকে দুর্বল করার বিপদ, পার্টির পক্ষে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলার বিপদ দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান অধ্যায়ে, বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশের অধ্যায়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ও লোকায়ত নানা সংগঠনের বিপুল বিকাশ ঘটেছে এবং শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীভূত নানা সংস্থা, ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেট, বাণিজ্যিক ও অর্থবিনিয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ সংগঠন এবং সর্বশেষে, সর্বপ্রকারের সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, তাদের বিপুল প্রসার ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ নূতন লোক, বিশেষ করে দল-বহির্ভূত লোক, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু শুধু লোকবলের দিক থেকেই যে এই প্রতিষ্ঠান-সমূহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তা নয়, তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও বাড়ছে। আর তাদের গুরুত্ব যত বেশি করে বাড়ছে, পার্টির ওপর তাদের চাপও লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে, তত বেশি করে তারা পার্টির নেতৃত্বকে দুর্বল করার নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে এবং পার্টির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ হয়ে উঠছে আরও বেশি জোরদার। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে নূতন অবস্থাতে পার্টির নেতৃত্ব সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু আমরা জানি এক লহমায় তা হয়ে যাবার নয়। তারই জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদ দেখা দিচ্ছে।

তৃতীয়তঃ, আসলে কাজটাই হয়ে উঠেছে অনেক বেশি জটিল এবং বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। আমি বর্তমান নির্মাণকার্যের কথাই বলছি। কাজের পুরো শাখা-প্রশাখা শহরে ও গ্রামে গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠছে। তদনুযায়ী নেতৃত্ব এখন আরও অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। আগে 'সাধারণভাবে' নেতৃত্বের কথা বলাই ছিল রেওয়াজ। এখন 'সাধারণভাবে' নেতৃত্ব প্রসঙ্গে কথা

বলা শুধু কথার কথা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এর মধ্যে নেতৃত্বের লেশমাত্র কিছু নেই। এখন আমাদের চাই বাস্তব, সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব। বিগত অধ্যায়ে সবকিছু-জানা এক ধরনের পার্টি-কর্মীদের সৃষ্টি হয়েছিল—যারা তত্ত্ব ও প্রয়োগের সকল প্রশ্নেরই জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আজ এই পুরানো, সবকিছু-জানা ধরনের পার্টি-কর্মীর জায়গায় চাই নূতন এক ধরনের কর্মী যাঁরা কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে সচেষ্ট। প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে হলে, একজন ব্যক্তিকে কাজ জানতে হবে, সর্বান্তকরণে, ধৈর্যসহকারে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজকর্মকে ভালভাবে বিচার করতে হবে। কৃষি সম্পর্কে জ্ঞান, সমবায়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, মূল্যনীতির সঙ্গে সুপরিচিত না হলে, গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আইনকানুনগুলিকে খুঁটিয়ে না দেখতে জানলে—গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব নয়। শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, শ্রমিকদের জীবন খুঁটিয়ে না দেখলে, শ্রমিকদের চাহিদা ও দাবি সম্পর্কে মনোযোগ নিয়োজিত না করলে, সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ক্লাব ইত্যাদির কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে শহরে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সবকিছু কি এক লহমায় আয়ত্ত করে ফেলা যায়? দুর্ভাগ্যবশতঃ, তা সম্ভব নয়। পার্টির নেতৃত্বকে প্রয়োজনীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে, সবার আগে প্রয়োজন হল পার্টির কর্মীদের গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করা। বর্তমানে গুণই হবে পার্টির কর্মীর ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু এক লহমায় পার্টি-কর্মীর গুণকে উন্নত করে ফেলা সহজ কর্ম নয়। তড়িঘড়ি হুকুম জারী করার যে পুরানো অভ্যাস দুর্ভাগ্যজনক হলেও জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়েছিল তা এখনো পার্টি-সংগঠনে রয়ে গেছে। তথাকথিত পার্টি-নেতৃত্ব কেন মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হুকুমনামার হাস্যকর এমন একটি স্তূপে পরিণত হয়, এমন একটি শূন্যগর্ভ বচনসর্বস্ব 'নেতৃত্বে' পরিণত হয় যা কাউকে এবং কোন কিছুকেই প্রভাবিত করতে পারে না। পার্টির নেতৃত্বের হীনবল ও অধোগামী হয়ে পড়ার অন্যতম একটি গুরুতর বিপদ এখানেই নিহিত রয়েছে।

সাধারণভাবে বললে—কেন পার্টির পক্ষে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলার পরিণতিতে পার্টির অবক্ষয় ও অধঃপতনের সৃষ্টি হয়—এই হল তার কারণ।

তারই জন্য, ঐ বিপদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম আমাদের পার্টির একটি আশু কর্তব্য।

আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের এই হল জবাব।

এখন তৃতীয় প্রশ্নে যাওয়া যাক।

৩। শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে না তুলে কুলাকদের বিরুদ্ধে কেমন করে সংগ্রাম চালানো যাবে?

আমার মনে হচ্ছে প্রশ্নটি বিভ্রান্তি-প্রসূত এবং তাই ভুলভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। কোন্ শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে? যদি তা গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে তবে শ্রমিক-শ্রেণী তো এ ধরনের সংগ্রাম শুধু কুলাকদের বিরুদ্ধেই চালাচ্ছে তা নয়। শ্রমিক-শ্রেণী ও সামগ্রিকভাবে কৃষক-জনগণের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব—অনেকটা অসাধারণ একটা রূপগ্রহণ করে থাকে, তবুও তা কি শ্রেণী-সংগ্রাম নয়? এ কথা কি সত্য নয় যে বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণই হচ্ছে আমাদের সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী, ঐ শ্রেণীগুলির মধ্যে এমন সব দ্বন্দ্ব রয়েছে—যার সমাধান সম্ভব এবং এ কথাও সত্য যে শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বগুলি অতিক্রম করা সম্ভবপর হবে তবু ওগুলি দ্বন্দ্বই বটে এবং তা থেকে এই শ্রেণী দুটির মধ্যে সংগ্রাম দেখা দিয়ে থাকে?

আমার মনে হয় শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা মনে রাখলে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হচ্ছে:

(ক) (রাষ্ট্ররূপের মধ্যে অভিব্যক্ত) সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে উৎপন্ন জিনিসের কৃষিজাত পণ্যের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণের ও করকে স্বাভাবিক করে তোলার এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সংগ্রামের ক্ষেত্রে;

(খ) (রাষ্ট্ররূপের মধ্যে অভিব্যক্ত) শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের মুনাফাবাজীর উপযুক্ত দর-দাম বাতিল করে দেওয়ার ব্যাপারে, কুলাকদের ঘাড়ে করের প্রধান বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে, কুলাকদের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে;

(গ) গ্রামের গরিব বিশেষ করে কৃষি-শ্রমিকদের এবং কুলাকদের মধ্যেকার সংগ্রামের ক্ষেত্রে।

দেখতেই পাচ্ছেন, এই ক্ষেত্রগুলি গুরুত্বের দিক থেকে বা যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেই সংগ্রামের প্রকৃতির দিক থেকে সমান নয়। সুতরাং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেই শ্রেণী-সংগ্রামের

রূপের বিভিন্নতার জন্য তার প্রতি আমাদের মনোভাব সবক্ষেত্রে সমান হতে পারে না।

ব্যাপারটাকে আরেকটু গভীরভাবে বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম ক্ষেত্রটির কথাই ধরা যাক। (রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে) শ্রমিকশ্রেণী আমাদের শিল্পের দুর্বলতার কথা ভেবে এবং এ ব্যাপারে ঋণলাভের অসম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করে বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য এবং কৃষিসহ আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির হিতের কথা ভেবে তার বিকাশের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক অনেকগুলি মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঐ ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে: বৈদেশিক বাণিজ্যের, কৃষি-কর, কৃষি-পণ্য সংগ্রহের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদির ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মূলনীতিগুলির প্রবর্তন। শিল্পের প্রধান শাখাগুলি, যানবাহন ও অর্থ-বিনিয়োগের উৎসগুলির জাতীয়করণের ভিত্তিতেই এসব করা হয়েছে। আপনারা জানেন, যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে তা সাধিত হয়েছে; অর্থাৎ—উৎপন্ন পণ্যের দাম মারাত্মকভাবে নেমে যাওয়া এবং কৃষিজাত পণ্যের দাম নিদারুণভাবে বেড়ে যাওয়া এই উভয়কেই তা ঠেকিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতা এবং কৃষিজাত পণ্যের বিক্রেতা হিসেবে সামগ্রিকভাবে কৃষক-জনগণ ঐ পণ্যগুলি যথাসম্ভব নিম্নতম দামে কিনতে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলি যথাসম্ভব চড়া দামে বিক্রয় করতে পছন্দ করবেন তা তো স্পষ্ট। একইভাবে কৃষক-জনগণ কৃষি-কর একেবারে বাতিল করে দেওয়ার বা অন্ততঃ তা কমিয়ে যথাসম্ভব অল্প করতেই চাইবেন।

এখানেই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সংগ্রামের ভিত্তি।

উপরে যে মৌলিক ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে রাষ্ট্র কি সেগুলি পরিহার করে চলতে পারে? না, তা পারে না; কেননা বর্তমান সময়ে এই ব্যবস্থাগুলি পরিত্যাগ করলে আমাদের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে, আমাদের দেশ শিল্প-প্রধান উন্নত দেশগুলির একটি কৃষি-প্রধান উপনিবেশে পর্যবসিত হবে, আমাদের গোটা বিপ্লবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমাদের রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ঐ মৌলিক ব্যবস্থাগুলি খারিজ করে দেওয়া সামগ্রিকভাবে কৃষক-জনগণের স্বার্থের অনুকূল হবে কি? না, তা হবে না—কেননা ঐগুলি খারিজ করে দিলে বর্তমান সময়ে তার অর্থ দাঁড়াবে পুঁজিবাদী বিকাশের পথেরই বিজয় এবং এই পথ হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীলোকের, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ধনবৃদ্ধির স্বার্থে কৃষক-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বিকাশেরই পথ। এ কথা বলার সাহস কার আছে যিনি বলবেন কৃষক-জনগণ তাদের নিজেদের দরিদ্রতায় আগ্রহী, আমাদের দেশকে একটি উপনিবেশে পরিণত করতে আগ্রহী এবং তারা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথের বিজয়ে একান্তভাবে আগ্রহী নয়?

তাহলে এখানেই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের মৈত্রীবন্ধনের ভিত্তি।

তার অর্থ কি তবে এই যে আমাদের শিল্প সংস্থাগুলির একচেটিয়া অধিকারের দৌলতে তারা উৎপাদিত পণ্যের জন্য ব্যাপক কৃষক-জনগণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এবং খোদ শিল্পের পক্ষেই ক্ষতিকর একটা দাম হেঁকে বসতে পারে? না, তা পারে না। এ ধরনের একটা নীতি সবচেয়ে বেশি করে শিল্পকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে—কারণ তার ফলে শিল্পের পক্ষে তার হীনবল অবস্থা এবং তাপের সাহায্যে চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার যে স্তরে তা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল তা থেকে আগামীকালের যে শক্তিমান ও প্রবল শিল্পে পরিণত তাকে হতেই হবে সেই অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং তারই জন্য উৎপাদিত পণ্যের দাম কমাবার এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির আমাদের এই অভিযান। আপনারা জানেন এই অভিযান যথেষ্ট ব্যাপক সাফল্যই লাভ করছে।

তদুপরি, তার অর্থ কি এই যে আমাদের সংগ্রহকারী সংস্থাগুলি তাদের একচেটিয়া অধিকারের দৌলতে কৃষি-পণ্যের দামকে জবরদস্তি করে কমিয়ে দিয়ে তাকে কৃষক-জনগণের পক্ষে সর্বনাশা এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর পথে নিয়ে যেতে পারে? না, তা পারে না। এরকম একটা নীতি সবচেয়ে বেশি করে শিল্পকেই ধ্বংস করবে, কারণ প্রথমতঃ তা শ্রমিকদের জন্য কৃষিজাত পণ্য সরবরাহকে সুকঠিন করে তুলবে এবং দ্বিতীয়তঃ তা আমাদের শিল্পের পক্ষে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারকে একেবারে ছিন্নভিন্ন ও অসংগঠিত করে তুলবে। সুতরাং তারই জন্য 'মাঝপথের' তথাকথিত 'ভাগবাটোয়ারার

অভিলাষীদের' বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান। আপনারা জানেন আমাদের এই অভিযান এর মাঝেই সহায়ক পরিণতি সৃষ্টি করেছে।

সবশেষে, তার অর্থ কি এই যে আমাদের আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কৃষি-কর সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং কর সংগ্রহে তাদের অধিকার প্রয়োগ করে ঐ আইনকে সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাতে পারে এবং আসলে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যেখানে তামবভ প্রদেশের কিছু কিছু জেলায় যেমনটি ঘটেছে হৃতসর্বস্ব করদাতাদের তাদের গোলা ভেঙে ফেলে, ছাদের টিন বেঁচে দিতে হয়েছে? না, তা পারে না। এরকম একটা নীতি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর, রাষ্ট্রের ওপর কৃষক-জনগণের আস্থাকে একেবারে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং তারই জন্য কৃষি-কর হ্রাস করার, ঐ করকে অনেকটা আঞ্চলিক একটা চরিত্র দান করার, সাধারণভাবে আমাদের কর-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকেই স্বাভাবিক করে তোলার, কিছু কিছু স্থানে কর সংগ্রহের বাস্তব ব্যবস্থাগুলি যে কেলেংকারীর পর্যায়ে গেছে তা বন্ধ করার জন্য পার্টি সর্বশেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে। আপনারা জানেন, গৃহীত ঐ ব্যবস্থাদি থেকে এর মাঝেই বাঞ্ছিত ফল মিলেছে।

তাহলে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে মৌলিক প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের স্বার্থের সমতা, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পথের বিজয়ের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। তারই জন্য উঠছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মৈত্রীবন্ধনের কথা। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলির ওপর শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সুতরাং এই মৈত্রীবন্ধনের মধ্যেই সংগ্রাম দেখা দিচ্ছে, অবশ্য এই সংগ্রামের গুরুত্ব তাদের স্বার্থের সমতার বিচারে অনেক কম হয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা একেবারেই দূর হয়ে যাবে যখন শ্রমিক ও কৃষকের' আর শ্রেণী হিসেবেই থাকবে না, তারা হয়ে দাঁড়াবে, শ্রেণীহীন সমাজের শ্রমজীবী জনগণ। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে এই মৈত্রীর কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাধান করার এবং উভয় মিত্রদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীকে রক্ষা করার ও তাকে জোরদার করে তোলার প্রথা ও পদ্ধতির কথা উঠেছে। শুধু যে এই প্রথা ও পদ্ধতি আমাদের আয়ত্তে রয়েছে তা-ই নয়, আমরা এর মাঝেই নয়া অর্থনৈতিক নীতির পরিস্থিতিতে সেগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে চলেছি।

এর থেকে কি এটাই বেরিয়ে আসছে যে ঐ ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম আমরা জাগিয়ে তুলব? না, তা আসছে না। বরং উল্টোটি! এর থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে শুধু এই ক্ষেত্রে সংগ্রামটাকে মন্দীভূত করে নিয়ে আসা, পারস্পরিক সহমত ও সুবিধার মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন অবস্থাতেই তাকে তীব্র আকার গ্রহণ করতে না দেওয়া, সংঘর্ষের পর্যায়ে তাকে উপনীত হতে না দেওয়া। আর আমরা তাই করছি—কারণ তা করার সকল সুযোগই আমাদের রয়েছে এবং এক্ষেত্রে স্বার্থের সমতা তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তুলনায় অনেক জোরদার ও অনেক গভীর।

দেখতেই পাচ্ছেন, শ্রেণী-সংগ্রাম খুঁচিয়ে তোলার শ্লোগানটি এই ক্ষেত্রের সংগ্রামের পরিস্থিতিতে পুরোপুরি সঙ্গতিহীন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে দেখছি (সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে অভিব্যক্ত) শ্রমিকশ্রেণী ও কুলাকদের মধ্যেকার ক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে। এই ক্ষেত্রেও শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ প্রথম ক্ষেত্রটির সংগ্রামের মতোই অসাধারণ একটা অবস্থায় অভিব্যক্ত হচ্ছে।

কৃষি-করকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে একটি আয়করের চরিত্র দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্র এই করের প্রধান বোঝা কুলাকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিশোধ হিসেবে কুলাকরা 'যেন তেন প্রকারেণ' কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং গ্রামাঞ্চলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে এই করের বোঝাকে মধ্য ও গরিব কৃষকদের ঘাড়ে অপসারিত করে দিতে চাইছে।

জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ও বেতনের স্থিরত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র কৃষিজাত পণ্যের সর্বোচ্চ এমন একটা সঠিক মূল্য নির্ধারণ করার অর্থনৈতিক ধরনের ব্যবস্থাদি গ্রহণের চেষ্টা করছে যাতে কৃষি অর্থ-নীতির স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়। তার বদলা হিসেবে কুলাকরা গরিব ও মধ্য কৃষকদের পণ্যসামগ্রী কিনে নিয়ে বিরাট মজুত সৃষ্টি করে তাদের গোলায় সেগুলি জমিয়ে রেখে বাজারে তা না আসতে দিয়ে কৃত্রিমভাবে পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে তাকে মুনাফাবাজীর একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে; এই মজুত পণ্যসামগ্রী তারা একমাত্র তখনই বাজারে ছাড়ছে যখন তারা অভাবনীয় ফাটকাবাজীর মুনাফা কামাতে পারছে। নিঃসন্দেহে আপনারা এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল রয়েছেন যে, বর্তমান বছরে আমাদের দেশের কিছু

কিছু প্রদেশে কুলাকরা দানাশস্যের মূল্য চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

সুতরাং তারই জন্য এই ক্ষেত্রে এই শ্রেণী-সংগ্রাম এবং তার এমন অদ্ভুত ও অনেকটা চোরাগুপ্তা আকার-প্রকার।

এটা মনে হতে পারে যে শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার শ্লোগানটি এক্ষেত্রের সংগ্রামের পরিস্থিতিতে একান্ত সঙ্গত। কিন্তু তা সত্য নয়, কারণ এখানেও শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলা আমাদের স্বার্থের সহায়ক নয়; কারণ এখানেও শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার এবং তা থেকে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয় তা পরিহার করতে আমরা সমর্থ এবং তা পরিহার আমাদের করতেই হবে।

সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত আমরা করে তুলতে পারি এবং তা করতেই হবে, মধ্য কৃষকদের আমাদের পক্ষে জয় করে আনতে ও গরিব কৃষকদের সংগঠিত করে ব্যাপক কৃষক-জনতার জন্য করের থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই করের প্রধান বোঝা কুলাকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। আপনারা জানেন যে, এই লক্ষ্য নিয়ে যেসব ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছে তাতে করে এর মাঝেই সন্তোষজনক ফললাভ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রের আয়ত্তে যথেষ্ট বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমরা রাখতে পারি এবং আমাদের তা রাখতেই হবে যাতে আমরা খাদ্যদ্রব্যের বাজারে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারি, যখন প্রয়োজন হবে হস্তক্ষেপ করতে পারি, শ্রমজীবী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা স্তরে দরদামকে বজায় রাখতে পারি এবং এভাবে কুলাকদের মুনাফাবাজীর চক্রান্তকে বানচাল করে দিতে পারি। আপনারা জানেন বর্তমান বছরে কয়েক কোটি পুড খাদ্যশস্য আমরা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পেরেছি। আপনারা নিঃসন্দেহে এ কথা জানেন যে, এক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট সন্তোষজনক ফললাভ করতে পেরেছি, কারণ আমরা লেনিনগ্রাদ, মস্কো, দনেৎস অববাহিকা, আইভানোভো-ভজনেসেন্স্ক এবং অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের জেলাগুলিতেই যে খাদ্যশস্যের দামকে নামিয়ে রাখতে সফল হয়েছি তা নয়, বেশ কয়েকটি জেলাতে কুলাকদের নতিস্বীকার করতেও বাধ্য করেছি, সস্তা দরে তাদের শস্যের পুরানো মজুত বাজারে ছাড়তে তাদের বাধ্য করতে পেরেছি।

অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুধু আমাদের উপর নির্ভর করছে না। এটা খুবই সম্ভব যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুলাকরা নিজেরাই শ্রেণী-সংগ্রাম উস্কিয়ে দিতে আরম্ভ করবে, সংগ্রামকে ফেটে পড়ার পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, তাকে দস্যুবৃত্তি অথবা অভ্যুত্থানের আকার দিতেও চেষ্টা করবে। অবশ্য তাই যদি ঘটে যায় তবু শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলা আমাদের শ্লোগান হবে না, হবে কুলাকদেরই শ্লোগান এবং কাজেকাজেই তা হবে একটি প্রতিবিপ্লবী শ্লোগান। তাছাড়া এতেও কোন সন্দেহ নেই যে কুলাকরা নিজেরাই তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই শ্লোগানের সমস্ত অসুবিধাগুলিই হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

দেখতেই পাচ্ছেন, এই ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার শ্লোগানটি আমাদের শ্লোগান নয়।

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে দুটি শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে: গ্রামের গরিবেরা, প্রধানতঃ কৃষি-শ্রমিকেরা রয়েছে একদিকে আর অন্যদিকে রয়েছে কুলাকরা। আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র থাকছে পার্শ্ববর্তীর ভূমিকায়। দেখতেই পাচ্ছেন, এই ক্ষেত্রটি পূর্ববর্তী ক্ষেত্রগুলির মতো ততো প্রশস্ত নয়। অন্যদিকে, এক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম যথেষ্ট স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য কিন্তু প্রথম দুটি ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন এবং অনেকটা আবরণের আড়ালে ঢাকা।

এখানে বিষয়টা হচ্ছে মজুরী-শ্রমিক ও আধা-মজুরী শ্রমিকদের কুলাক-মালিকদের প্রত্যক্ষ শোষণ। তাই পার্টি এখানে সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার বা নরম করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে পারে না। **এখানে আমাদের কর্তব্য হল গ্রামের গরিবদের পরিচালিত এই সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং ধনী কুলাকদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করা।**

কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, আমরা এভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলারই পথ নিচ্ছি? না, তা নয়। একটা সংগ্রাম জাগিয়ে তোলা মানে ঐ সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও কিছু বেশি বোঝায়। তা কৃত্রিমভাবে খুঁচিয়ে তোলা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বাড়িয়ে তোলাও বোঝায়। যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব রয়েছে আর যখন আমাদের দেশে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ অবাধে কাজ করে যাচ্ছে তখন এরকম কৃত্রিম ব্যবস্থাদির কোন প্রয়োজন রয়েছে কি? না, অবশ্যই তা নেই।

সুতরাং, এই তৃতীয় ক্ষেত্রেও শ্রেণী-সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার শ্লোগানটি অসঙ্গত।

এই হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে অবস্থাটা।

দেখতেই পাচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্নটি প্রথম দৃষ্টিতে যত সহজ-সরল বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়।

এবার চতুর্থ প্রশ্নে যাওয়া যাক।

৪। শ্রমিকদের ও কৃষকদের একটি সরকার—তা কি যথার্থ, না প্রচারমূলক একটি শ্লোগান?

আমার মনে হচ্ছে প্রশ্নটা যেভাবে রাখা হয়েছে তা একেবারে উদ্ভট রকমের।

শ্রমিকদের ও কৃষকদের সরকার—তা কি যথার্থ, না প্রচারমূলক একটি শ্লোগান—এই বক্তব্যের অর্থ টা কী? তা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে—পার্টি এমন সব শ্লোগান দিতে পারে যার সঙ্গে সত্যের কোন মিল নেই, তা দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র একটা চতুর অভিসন্ধির ছলাকলা হিসেবে—কোন একটা কারণে যাকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'প্রচারমূলক' হিসেবে। তা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে পার্টি এমন সব শ্লোগান দিতে পারে যার কোন বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বা থাকতে পারে না। তা সত্য কি? নিশ্চয়ই না। এরকম একটা পার্টির অল্প কিছুকাল টিঁকে থাকার পরই সাবানের বুদ্বুদের মতো বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। ওরকম হলে আমাদের পার্টি বৈজ্ঞানিক নীতির অনুসারী শ্রমিকশ্রেণীর একটি পার্টি হতো না, হতো রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতের গায়ে অসার একখণ্ড গাঁজলার মতো।

আমাদের সরকার তার প্রকৃতি, তার কর্মসূচী ও কৌশলের দিক থেকে হচ্ছে শ্রমিকদের প্রলেতারীয় কমিউনিস্ট সরকার। এ বিষয়ে কোন ভুল ধারণা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। একই সঙ্গে আমাদের সরকারের প্রলেতারীয় ও অন্য কোন ধরনের একটি—এরকম দুটি কর্মসূচী থাকতে পারে না। তার কর্মসূচী এবং বাস্তব কার্যকলাপ হচ্ছে প্রলেতারীয়, কমিউনিস্ট-সুলভ এবং এই অর্থেই আমাদের সরকার নিঃসন্দেহে প্রলেতারীয় ও কমিউনিস্ট।

তার অর্থ কি তাহলে এই যে আমাদের সরকার একই সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার নয়? না, তা বোঝায় না। কর্মসূচী ও কার্যকলাপের দিক

থেকে আমাদের সরকার প্রলেতারীয়, কিন্তু একই সঙ্গে তা শ্রমিকদের এবং কৃষকদেরও সরকার।

কেন?

কারণ, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষক-জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থ পুরোপুরি ও সম্পূর্ণভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে মিলে গেছে।

কারণ এই দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর কর্মসূচীতে, সোভিয়েত সরকারের কর্মসূচীতে—কৃষকদের স্বার্থ পুরোপুরি অভিব্যক্ত হয়েছে।

কারণ সোভিয়েত সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মৈত্রীর ওপর এবং এই মৈত্রী গড়ে উঠেছে এই শ্রেণীগুলির অভিন্ন মৌলিক স্বার্থসমূহের উপর ভিত্তি করে।

এবং পরিশেষে, সরকারের ও সোভিয়েতের নানা সংস্থায় শুধু শ্রমিকরা আছে তা-ই নয়, কৃষকেরাও রয়েছে এবং সেই কৃষক-জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্তভাবে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নূতন জীবন গড়ে তুলছে।

তাই 'শ্রমিকদের ও কৃষকদের সরকার' এই শ্লোগানটি একটি শূন্যগর্ভ 'প্রচারমূলক' শ্লোগান নয়, তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর, সাম্যবাদের কর্মসূচীতে বৈজ্ঞানিকভাবে রূপায়িত বস্তুনিষ্ঠ একটি বৈপ্লবিক শ্লোগান।

চতুর্থ প্রশ্নের এই হল অবস্থা।

এবার পঞ্চম প্রশ্নে যাওয়া যাক।

৫। কিছু কমরেড কৃষক-জনগণের প্রতি আমাদের নীতিকে কৃষক-জনগণের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার এবং আমাদের দেশের সরকারী ক্ষমতার প্রকৃতির দিক থেকে একটা পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই ব্যাখ্যা সঠিক কি?

আমরা কি গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্রের যথার্থ প্রসার ঘটাচ্ছি?

হাঁ, আমরা তা ঘটাচ্ছি।

তা কি কৃষকদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা?

নিশ্চয়ই, তা-ই।

তা কি একটা বড় রকমের বিশেষ সুবিধা এবং তা কি আমাদের দেশের সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই করা যাচ্ছে?

আমি মনে করি এই বিশেষ সুবিধাটা তেমন কিছু বড় রকমের নয় এবং আমাদের সংবিধানের তাতে একবিন্দুও নড়চড় হচ্ছে না।

তাহলে আমরা কী বদল করছি এবং এই বিশেষ সুবিধার প্রকৃতিটা কী?

গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম যেভাবে হয় আমরা তা বদলে দিচ্ছি, কারণ বিকাশের নূতন পরিস্থিতিতে পুরানো পথটা পুরোপুরি অসন্তোষজনক হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত অবস্থাটির আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি, কারণ তা মৈত্রী-বন্ধনকে বাধা দিচ্ছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে কৃষক-জনগণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে পার্টির কাজকে অসংগঠিত করে তুলছে।

এখন পর্যন্ত অবস্থাটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু জেলাতে গ্রামের মানুষের চেয়ে উয়েজ্‌দ্‌ ও প্রাদেশিক প্রশাসনের সঙ্গে অধিকতর যুক্ত ক্ষুদ্র একদল লোকেরাই শাসনকার্য চালাচ্ছেন। তার ফল হয়েছে এই যে, গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে যাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁদের চোখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে উপরের দিকে উয়েজ্‌দের দিকে এবং আদৌ তাঁদের নজর নীচের দিকে, গ্রামের জনসাধারণের দিকে, পড়ে না; গ্রামগুলির কাছে, তাঁদের নির্বাচকদের কাছে তাঁরা দায়িত্বশীল বলে মনে করেন না, উয়েজ্‌দ্‌ ও প্রাদেশিক প্রশাসনের কাছেই তাঁরা নিজেদের দায়ী বলে মনে করেন: স্পষ্টতঃ তাঁরা বুঝতে পারেন না যে 'উপর' এবং 'নীচ' মিলে একটি ধারাই রচিত হয়েছে এবং যদি নীচের দিকে ধারাটি ছিন্ন হয়ে যায় তবে সমগ্রটাই ভেঙে পড়বে। তার ফল হয়েছে একদিকে প্রশাসকদের দিক থেকে অবাধ স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার এবং অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের গুঞ্জরণ। গ্রামাঞ্চলে এই অবস্থাটির আমরা এখন দৃঢ়হস্তে এবং চিরকালের মতো সমাপ্তি ঘটিয়ে দিচ্ছি।

এতদিন পর্যন্ত অবস্থাটা ছিল এই যে, বেশ কিছু জেলাতে গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের নির্বাচন যথার্থ নির্বাচনই ছিল না, তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার ভয়ে ভীত শাসকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলি সর্বপ্রকার ছলচাতুরী ও চাপ কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে 'প্রতিনিধিদের' পাচার করে দেওয়ার তা একটি আমলাতান্ত্রিক রেওয়াজ মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ফল হয়ে দাঁড়াল এই যে, সোভিয়েতসমূহ জনসাধারণের আপন ও প্রিয় সংস্থা হওয়ার পরিবর্তে জনসাধারণের থেকে অনেক দূরের একটি সংস্থায় পরিণত হওয়ার বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল; এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক-জনগণের উপর যে নেতৃত্ব

হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিভূমি ও দুর্গ সদৃশ—তা একটি কথার কথা হয়ে দাঁড়ানোর বিপদ দেখা দিয়েছিল। আপনারা জানেন, এসবের জন্য পার্টি সোভিয়েতসমূহে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয় এবং এই নির্বাচনগুলি থেকে দেখা গেছে যে, বেশ কিছু জেলাতে পুরাতন নির্বাচনী রীতিনীতি ছিল যুদ্ধকালীন সাম্যবাদেরই জের এবং সেগুলিকে ক্ষতিকর এবং সম্পূর্ণ পচে যাওয়া রীতিনীতি হিসেবে ধ্বংস করে দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের নির্বাচনী রীতিনীতির আমরা এখন অবসান ঘটিয়ে দিচ্ছি।

গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সুবিধাদানের এবং গণতন্ত্রের প্রসারের এই হচ্ছে ভিত্তি।

শুধু যে কৃষক-জনগণেরই এই বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন আছে তা নয়। শ্রমিকশ্রেণীরও ঠিক ততখানিই প্রয়োজন রয়েছে কারণ তা শ্রমিক-শ্রেণীকেই শক্তিশালী করে তোলে, গ্রামাঞ্চলে তার মর্যাদাকে তা বাড়িয়ে দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে কৃষক-জনগণের আস্থাকে তা দৃঢ় করে তোলে। এ তো জানা কথা যে, বিশেষ সুবিধাসমূহ এবং সাধারণভাবে আপোষরফাগুলির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তা যেন শ্রমিকশ্রেণাকেই নববলে বলীয়ান ও জোরদার করে তুলতে পারে।

বর্তমান সময়ে প্রদত্ত এই বিশেষ সুবিধাগুলির সীমাবদ্ধতা কী কী?

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ সম্মেলনে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় কংগ্রেসে[৩৫] এই বিশেষ সুবিধাগুলির সীমাবদ্ধতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, তা খুব ব্যাপক নয়—আমি এইমাত্র যে সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি তার চৌহদ্দির মধ্যেই তা আবদ্ধ। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে তা চিরকালই অপরিবর্তিত থেকে যাবে। বরং উল্টোদিক থেকে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের অনুপাতে, শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে, পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের অনুপাতে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থানসমূহের শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে নিঃসন্দেহে সেগুলি সম্প্রসারিত হবে। 'শোষকদের প্রতিরোধের অবসান হওয়ার **অনুপাতে** সোভিয়েত সংবিধানকে **সমগ্র** জনসাধারণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের' প্রয়োজনীয়তার কথা লেনিন ১৯১৮ সালেই বলেছিলেন (২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২)। দেখতেই পাচ্ছেন, প্রশ্নটা হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীসহ **সমগ্র** জনসাধারণের ক্ষেত্রে সংবিধানকে সম্প্রসারিত করার। ঐ কথাটি বলা হয়েছিল ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে। ঐ সময়

থেকে লেনিনের জীবনাবসান পর্যন্ত পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ঐ সময়ে লেনিন একটিবারের জন্যও এই ইঙ্গিতটি দেননি যে, ঐ প্রস্তাবটি বাস্তবে রূপায়ণের সময় হয়ে গেছে। কেন? কারণ ঐ সম্প্রসারণ ঘটানোর মতো সময় তখনো আসেনি। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থান যখন চূড়ান্তভাবে সংহত হবে ঐ সময়টি তখনই আসবে।

তাই ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের আরও সম্প্রসারণের কথা ভেবে থাকলেও, আমরা বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদানকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্দশ সম্মেলন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-সমূহের তৃতীয় কংগ্রেসের নিরূপিত সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেছি।

এই বিশেষ সুবিধাগুলি দেশের সরকারী ক্ষমতার প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসছে কি?

না, তা আসছে না।

তা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থার এমন কোন পরিবর্তন সূচনা করছে কি যা তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে?

কিছুমাত্র না, সামান্যতম পরিমাণেও নয়।

দুর্বল হওয়া দূরে থাক, সোভিয়েতসমূহের পুনরুজ্জীবন ও প্রশাসনিক কাজ-কর্মে কৃষক-জনতার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের টেনে নিয়ে আসার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠছে। গণতন্ত্রের এই সম্প্রসারণের দ্বারা কৃষক-জনগণের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বই যে শুধু বহাল থাকছে তা নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে আস্থার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে তা নূতন শক্তিই সঞ্চার করছে। একনায়কত্বের অধীনে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এইটিই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মূল কথা।

যেসব কমরেডরা জোরের সঙ্গে এই কথা মনে করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাটি বলপ্রয়োগের ধারণাতেই সীমাবদ্ধ তাঁরা ভুল করেন। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শুধুমাত্র বলপ্রয়োগই নয়, তা শ্রমিকশ্রেণী ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বও বটে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় উন্নততর ধরনের, পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় উন্নততর শ্রমের

উৎপাদনশীলতার অর্থনীতি সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলাও বটে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে—(১) পুঁজিপতি ও জমিদারদের ক্ষেত্রে আইনের দিক থেকে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ মুক্ত অবাধ বলপ্রয়োগ, (২) কৃষক-জনগণের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, এবং (৩) সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা। এই তিনটি দিকের যে-কোন একটিকে একনায়কত্ব থেকে বাদ দিলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাটি বিকৃত করার বিপদ দেখা দেয়। একমাত্র এই তিনটি দিককে একত্রে গ্রহণ করলেই আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাবয়ব একটা ধারণা পাই।

সোভিয়েত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পার্টির নূতন প্রক্রিয়াটি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় কোন বিকৃতি নিয়ে আসছে কি?

না, তা আসছে না। ঘটছে উল্টোটি! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থাটিকে জোরদার করে দিয়ে এই নূতন প্রক্রিয়া অবস্থাকে উন্নতই করে তুলছে। একনায়কত্বের ব্যবস্থায় যে বলপ্রয়োগের উপাদানটি রয়েছে এবং লালফৌজ হচ্ছে এই বলপ্রয়োগেরই হাতিয়ার—এবং তাতে প্রমাণের কোন প্রয়োজনই নেই যে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সোভিয়েত শক্তিকে ঘিরে তাকে নিবিড়তর করে দিয়ে লালফৌজের দিক থেকেও অবস্থাকে উন্নতই করে তুলবে, কারণ আমাদের সেনাবাহিনী তো প্রধানতঃ কৃষকদের নিয়েই গঠিত। একনায়কত্বের ব্যবস্থায় যে নেতৃত্বের উপাদান রয়েছে তার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহই নেই যে সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার এই শ্লোগান শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কৃষকদের আস্থাকে জোরদার করে দিয়ে তা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকেই সহজ করে তুলবে। এবং একনায়কত্বের ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উপাদানের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণের অবকাশই নেই যে, পার্টির নূতন প্রক্রিয়াটি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাকেই সহজ করে তুলবে, কারণ মৈত্রীবন্ধনকে জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তা কার্যকর করা হয়েছে এবং এই মৈত্রীবন্ধন না থাকলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব।

একটি সিদ্ধান্তই শুধু টানা যায়: বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষক-জনগণকে দেওয়া বিশেষ সুবিধাগুলি শ্রমিকশ্রেণীকেই জোরদার করছে এবং দেশের সরকারী ক্ষমতার প্রকৃতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকেই তা সুসংহত করে তুলছে।

পঞ্চম প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে অবস্থাটা।

এবার ষষ্ঠ প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়া যাক।

৬। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি কোন নমনীয়তা দেখাচ্ছে কি এবং তাহলে এ ধরনের রণকৌশলগত কায়দার কোন প্রয়োজন রয়েছে কি?

স্পষ্টতঃ এখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং ঐ পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে কমরেড স্মেরাল এবং জাপোটকির নেতৃত্বাধীন অংশের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার কথা বলা হচ্ছে।

কমিনটার্নের মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি আমাদের পার্টি কোন নমনীয়তা দেখিয়েছে বলে আমি মনে করি না। বরং উল্টো, কমিণ্টার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের[৩৬] মূল কথাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্নতা সাধন। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে কমিনটার্নের প্রস্তাবটি পড়ে দেখুন, বলশেভিকীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি পড়ে দেখুন, তাহলে সহজেই দেখতে পাবেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশই ছিল কমিনটার্নের আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

তাই আমাদের পার্টি কমিনটার্নের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি নমনীয়তা দেখিয়েছে এ কথা বলা অসম্ভব।

যথাযথভাবে বলতে গেলে, কমরেড স্মেরাল ও জাপোটকি দক্ষিণপন্থী নন। তাঁরা দক্ষিণপন্থীদের, ব্রুনাইটদের অবস্থানকে স্বীকার করেন না। দক্ষিণপন্থীদের প্রতি খানিকটা ঝোঁক রয়েছে, দক্ষিণপন্থী ও লেনিনবাদীদের মধ্যেকার দোলাচলচিত্ত এমন ব্যক্তি হিসেবে এঁদের বর্ণনা করলেই তা সত্যের সবচেয়ে যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে। কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এঁদের আচরণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একদিকে আমাদের সমালোচনার চাপে পড়ে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীদের স্পষ্ট ভাঙনের বিপজ্জনক পরিণতির কথা ভেবে তাঁরা এক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষে, লেনিনবাদীদের পক্ষে চলে আসেন এবং দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদীদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে নিজেরা থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এটা তাঁদের গৌরবেরই কথা। কিন্তু কমরেডরা কি মনে করেন—যখন ঐ দোলাচলচিত্ত ব্যক্তিরা লেনিনবাদীদের দিকে চলে এলেন, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করলেন

—তখন তাঁদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি? বলশেভিকদের কৌশলের প্রাথমিক এই সত্যকে উপলব্ধির ক্ষমতাও যাঁদের নেই আমাদের মধ্যে এমন লোকও যদি থেকে থাকেন তবে তা বিস্ময়কর ও দুঃখজনকই হবে। অভিজ্ঞতা কি এর মাঝেই দেখিয়ে দেয়নি যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্নে কমিনটার্নের নীতিই একমাত্র সঠিক নীতি? কমরেড স্মেরাল ও জাপোটকি কি লেনিনবাদীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন না? চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্টিতে ক্রনাইটরা কি এর মাঝেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি?

প্রশ্ন করতে পারেন: এ কি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে কি হবে না, তা অবশ্য আমি জানি না, আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন এটা স্পষ্ট যে স্মেরালপন্থীরা যতক্ষণ দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়বেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি বলবৎ থাকবে, কিন্তু স্মেরালপন্থীরা যখনই তাঁদের বর্তমান অবস্থান পরিত্যাগ করবেন, তখনই এই চুক্তি আর বহাল থাকবে না। কিন্তু এখন তা আদৌ একটা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। এখন বিবেচ্য প্রশ্ন হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমান চুক্তি লেনিনবাদীদের **শক্তিশালী** করছে, দোলাচলচিত্তদের তাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার **নূতন সম্ভাবনা** সৃষ্টি করছে। এটাই হচ্ছে এখন প্রধান কথা, কমরেড স্মেরাল ও জাপোটকি ভবিষ্যতে আবার কখন দোদুল্যমানতা দেখাবেন তা এখন প্রধান কথা নয়।

কিছু লোক মনে করেন যে লেনিনবাদীদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি বামপন্থী হাঁকডাকওয়ালা ও বাতিকগ্রস্তকেই সমর্থন করতে হবে এবং সর্বত্রই ও সবকিছুতেই লেনিনবাদীরা কমিউনিস্টদের মধ্যেকার পুরোদস্তুর বিপ্লবীদের মধ্যেই থাকবেন। তা সত্য নয়, কমরেড। শ্রমিকশ্রেণীর অকমিউনিস্ট পার্টিগুলির তুলনায় আমরা বামপন্থী, কিন্তু পারভাস একসময়ে যেমন দাবি করেছিলেন যে আমাদের কথা দিতে হবে 'আমরা যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে বেশি বামপন্থী'—এবং এই দাবি করে লেনিনের কাছ থেকে আচ্ছা করে জবাবটাও পেয়েছিলেন, তেমন কোন কথা আমরা কাউকে দিইনি। কমিউনিস্টদের মধ্যে আমরা বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী নই, আমরা শুধু লেনিনবাদীই। লেনিন যখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাম ও দক্ষিণপন্থী এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দুই ফ্রন্টে লড়াই করছিলেন, তখন তিনি জানতেন তিনি কী করছেন। এ তো

কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে লেনিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বিষয় হচ্ছে : **"বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা।**

এই পরবর্তী পরিস্থিতির প্রতি যথাসময়ে মনোযোগ দিয়ে থাকলে আমার মনে হয় কমরেডরা আমাকে ষষ্ঠ প্রশ্নটি করতেনই না।

এই হচ্ছে ষষ্ঠ প্রশ্নের ক্ষেত্রে অবস্থাটা।

এখন সপ্তম প্রশ্নে যাওয়া যাক।

৭। গ্রামাঞ্চলে পার্টি-সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য এই বিপদ কি দেখা দিচ্ছে না যে এই নূতন পথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারণা একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত আকার ধারণ করবে ?

হাঁ, এরকম একটা বিপদ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার শ্লোগান নিয়ে সোভিয়েতসমূহে নির্বাচন পরিচালনা করার অর্থ হবে আঞ্চলিক নির্বাচনে প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া। বলার দরকার পড়ে না যে, সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলি এই ফাঁক দিয়ে সুবিধা আদায়ের এমন সহজ সুযোগটিকে হাতছাড়া করবে না এবং তারা আরেকবার সোভিয়েত শাসনের দিক থেকে গোলমাল পাকিয়ে তুলবে না। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান বৃদ্ধি পাওয়ার এবং একটা সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করার বিপদ রয়েছে। সাইবেরিয়ার কুবানের এবং ইউক্রেনের নির্বাচনে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিঃসন্দেহে, বেশ কিছু জেলাতে আমাদের গ্রামাঞ্চলীয় সংগঠনের দুর্বলতা এই বিপদকে বাড়িয়ে তুলছে। এ কথাও সন্দেহাতীত যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপ করার মনোবৃত্তি এই বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

কী পরিস্থিতি এই বিপদকে বাড়িয়ে তুলছে এবং তার উৎস কী কী ?

অন্ততঃ তার এরকম দুটি উৎস রয়েছে।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলি অনুভব করছে যে, সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের সহায়ক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং কিছুসংখ্যক জেলাতে মাঝারি চাষী কুলাকদের পক্ষে ঝুঁকেছে। নির্বাচনের আগেই তারা এটা আন্দাজ করে থাকতে পারে, নির্বাচনের পর সেই আন্দাজটা একটা নিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়াল। গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান যে একটা সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত আকার ধারণ করবে এই হচ্ছে সেই বিপদের প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, বেশ কিছু জেলাতে কৃষকদের জন্য আয়োজিত আমাদের বিশেষ সুবিধাগুলিকে আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে তা নিয়ে কিছু সন্দেহ থেকে থাকতে পারত কিন্তু নির্বাচনের পরে, সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। তাই গ্রামাঞ্চলে শ্বেতরক্ষীবাহিনীর লোকেরা যে চিৎকার জুড়েছে: 'জোরসে চাপ লাগাও!' এই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান যে বৃদ্ধি পাবে সেই বিপদের দ্বিতীয়, যদিও অধিকতর অল্প গুরুত্বপূর্ণ, ভিত্তিটি।

প্রথমতঃ, কমিউনিস্টদের এ কথা বোঝা চাই যে, **গ্রামাঞ্চলে বর্তমান অধ্যায়টি হচ্ছে মাঝারি কৃষকদের সপক্ষে নিয়ে আসার সংগ্রামের অধ্যায় এবং মাঝারি কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে নিয়ে আসাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে পার্টির সবচেয়ে বড় কাজ**, এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে না পারলে সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান নির্দিষ্ট আকার ধারণ করার বিপদটি বেড়েই যাবে এবং পার্টির নূতন পথটি শুধু শ্বেতরক্ষীবাহিনীর লোকদেরই সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়তঃ, কমিউনিস্টদের এ কথা বোঝা চাই যে, বর্তমানে সোভিয়েত, সমবায়, ঋণদান, কৃষি-কর, আঞ্চলিক বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে পার্টির নীতির ভিত্তিতেই শুধু মধ্য চাষীদের সপক্ষে নিয়ে আসা যাবে; প্রশাসনিক চাপ দেবার ব্যবস্থাগুলি শুধু ক্ষতিসাধনই করবে এবং কাজকে পণ্ড করে দেবে; মাঝারি কৃষকদের আমাদের নীতির সঠিকতা সম্বন্ধে বোঝাতে হবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধরনের ব্যবস্থাদির মাধ্যমে; শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উদাহরণের মধ্য দিয়ে, বাস্তব প্রমাণের মধ্য দিয়েই মাঝারি কৃষকদের 'দলে টেনে নিয়ে আসা' সম্ভব হবে।

তদুপরি কমিউনিস্টদের এ কথাও বুঝতে হবে যে, এই নূতন ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলিকে চাঙা করে তোলার জন্য নয়, তা নেওয়া হয়েছে সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং সোভিয়েত কৃষকদের বিপুল অংশকে সপক্ষে টেনে নিয়ে আসার জন্য এবং এই নূতন পথ সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামকে পরিহার করা নয় তা পরিচালনা করার জন্যই নেওয়া হয়েছে, যদি সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলি কৃষকদের দেওয়া বিশেষ সুবিধাগুলিকে আমাদের দুর্বলতা বলে মনে করে তাকে প্রতিবিপ্লবের সহায়তার কাজে লাগাতে চায় এবং 'জোরসে চাপ লাগাও'

এই রব তোলে—তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই তাদের দেখিয়ে দেব যে, সোভিয়েত শক্তি যথার্থই শক্তিমান এবং যে কয়েদখানাগুলি দীর্ঘকাল তাদের অপেক্ষায় রয়েছে সেই কয়েদখানাগুলির কথাই আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি।

আমার মনে হচ্ছে যদি আমাদের এই কাজগুলিকে উপলব্ধি করা হয় ও কার্যকর করা হয় তবে সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান গ্রামাঞ্চলে একটা সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত আকার ধারণ করার এবং বৃদ্ধি পাওয়ার বিপদটি সুনিশ্চিতভাবেই পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে।

এই হচ্ছে সপ্তম প্রশ্নের অবস্থাটা।

অষ্টম প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়া যাক।

৮। পার্টি-বহির্ভূত লোকদের বর্ধিত প্রভাবের জন্য এই বিপদ কি থাকছে না যে সোভিয়েতসমূহে পার্টি-বহির্ভূত গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠবে?

এক্ষেত্রে বিপদের কথা বলা চলে কিছু শর্তাধীনে। যে সমস্ত জায়গায় কমিউনিস্টদের প্রভাব এখনো পৌঁছায়নি সেখানে যদি অল্পাধিক সংগঠিত পার্টি-বহির্ভূত লোকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাতে বিপদের তেমন কিছু নেই; দৃষ্টান্ত হিসেবে শহরের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলে কমবেশি করে পার্টি-বহির্ভূত সোভিয়েত সংগঠনসমূহের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে অবস্থা। যখন পার্টি-বহির্ভূত সংগঠনগুলি পার্টির স্থানটি জবরদখল করে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে তখনই বিপদ দেখা দেয়।

এই বিপদের উৎসটি কী?

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই বিপদের কোন চিহ্ন নেই বা অতি সামান্য কিছু চিহ্নই চোখে পড়ে। এটাকে কী করে ব্যাখ্যা করা চলে? এর ব্যাখ্যা করা চলে এই বাস্তব সত্যকে দিয়ে যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টির চারিপাশে রয়েছে পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের একটি বিরাট সক্রিয় বাহিনী যাঁরা পার্টিকে পরম আস্থার একটি পরিবেশ দিয়ে ঘিরে রাখেন এবং ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর জনগণের সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করে রাখেন।

এটাও কম লক্ষণীয় নয় যে, কৃষক-জনগণের মধ্যেই এই বিপদ বিশেষ করে তীব্র। কেন? কারণ কৃষকদের মধ্যে পার্টি দুর্বল, পার্টি এখনো পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের মধ্যে একটি ব্যাপক সক্রিয় বাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি যা তা'ক

কোটি কোটি কৃষক-জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতে পারে। এবং মনে হচ্ছে, দল-বহির্ভূত সক্রিয় বাহিনীর প্রয়োজন কৃষকদের মধ্যে যেরকম তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে সেরকম তীব্রভাবে অন্য কোন জায়গাতেই অনুভূত হচ্ছে না।

একমাত্র একটি সিদ্ধান্তই হতে পারে: পার্টি-বহির্ভূত কৃষক-জনসাধারণ যাতে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে না পড়ে সেই বিপদকে দূর করার জন্য পার্টির চারিপাশে গড়ে তুলতে হবে পার্টি-বহির্ভূত কৃষক-জনগণের বিরাট একটি সক্রিয় বাহিনী।

কিন্তু এক ঝটকায় বা কয় মাসের মধ্যেই এরকম একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলা যাবে না। তা গড়ে তোলা যাবে এবং কৃষক-জনসাধারণ থেকে তাকে সুচিহ্নিত করা যাবে একমাত্র সময়ের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, কাজকর্মের মধ্য দিয়ে, সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার, সমবেত গোষ্ঠীজীবন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্যে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের প্রতি একজন কমিউনিস্টের মনোভাবকেই বদলে দিতে হবে। তার জন্য পার্টি-বহির্ভূত একজন ব্যক্তিকে সমান হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টি-বহির্ভূত একজন ব্যক্তিকে আস্থা নিয়ে দেখতে শিখতে হবে, তাঁর প্রতি ভাইয়ের মতো আচরণ করতে হবে। পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতি যখন অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে ব্যবহার করা হবে তখন তার প্রতিদানে তিনি আস্থার ভাব দেখাবেন এটা প্রত্যাশা করা চলে না। লেনিন বলেছেন—পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া চাই 'পারস্পরিক আস্থার' সম্পর্ক। লেনিনের ঐ কথাগুলি ভুলে গেলে চলবে না। পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করা—পার্টির চারিপাশে পার্টি-বহির্ভূত কৃষক-জনগণের বিরাট একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন।

কিন্তু কিভাবে এই পারস্পরিক আস্থার ভাব সৃষ্টি করা যাবে? অবশ্যই এক ঝটকায় বা হুকুমনামা জারী করে তা করা যাবে না। লেনিন যেমন বলেছেন, তা সৃষ্টি করা যাবে শুধু পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত লোকদের 'পারস্পরিক পরীক্ষার' মধ্য দিয়ে, প্রতিদিনের বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়েই এই পারস্পরিক পরীক্ষাটি হবে। পার্টির প্রথম বিশুদ্ধীকরণের সময় পার্টি-সদস্যদের যাচাই করা হয়েছিল পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের মাধ্যমে এবং তা পার্টির পক্ষে হিতকরই হয়েছিল কারণ তা বিশেষ রকমের একটি আস্থার পরিমণ্ডলই

পার্টির চারিপাশে গড়ে তুলেছিল। ঐ সময়েই লেনিন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের পারস্পরিক আস্থার ক্ষেত্রে প্রথম বিশুদ্ধীকরণের এই শিক্ষাগুলি কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। আমার মনে হয় লেনিনের এই উপদেশ স্মরণ করার এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণের এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

তাই পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের প্রতিদিনের বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সমালোচনা ও পারস্পরিক পরীক্ষার পথে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা—এই পথ ধরেই পার্টিকে এগিয়ে যেতে হবে যদি তা পার্টি-বহির্ভূত লক্ষ লক্ষ লোক থেকে বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ দূর করতে চায়, যদি তা গ্রামাঞ্চলে তার সংগঠনের চারিপাশে পার্টি-বহির্ভূত কৃষক-জনগণের বিরাট একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তুলতে চায়।

অষ্টম প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে অবস্থা।

এবার নবম প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়া যাক।

৯। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া বৃহদায়তন শিল্পের জন্য স্থায়ী পুঁজির উল্লেখযোগ্য প্রসারসাধন এবং সেগুলির আবার জোগান দেওয়ার কাজটি কার্যকর করতে আমরা যথার্থতঃই সমর্থ হব কি?

এই প্রশ্নটাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

হয়, প্রশ্নকারীরা সোভিয়েত শিল্পের বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া আশু সাহায্যের কথা মনে রেখে প্রশ্নটি করেছেন,—তাহলে প্রশ্নটি এভাবে উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটিমাত্র জবাবই দেওয়া চলে।

অথবা, প্রশ্নকারীদের মনে রয়েছে ভবিষ্যতে বিজয় অর্জন করার পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে একটি সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পাওয়া সাহায্যের কথা —তাহলে একটা ভিন্ন ধরনের জবাবই দিতে হয়।

কাউকে অহেতুক আঘাত না দিয়ে আমি এই প্রশ্নের সম্ভাব্য দুটি ব্যাখ্যারই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথম ব্যাখ্যাটি নিয়েই শুরু করা যাক।

বিদেশ থেকে সাহায্য না পেয়ে পুঁজিবাদী অবরোধের পরিস্থিতিতে

বৃহদায়তন সোভিয়েত শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব কি?

হাঁ, তা সম্ভব। তার সঙ্গে অবশ্য থাকবে বিরাট বিরাট অসুবিধা, আমাদের কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তা সত্বেও, ঐ সমস্ত অসুবিধা সত্বেও বিদেশ থেকে পাওয়া সাহায্য ছাড়াই আমাদের দেশকে আমরা শিল্পায়িত করে তুলতে পারি।

আজ পর্যন্ত ইতিহাসে শক্তিশালী শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র তিনভাবে গড়ে ও বিকশিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

প্রথম পথটি হচ্ছে উপনিবেশ দখল ও লুণ্ঠনের পথ। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেন এই পথেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ দখল করে দুই শতাব্দী ধরে নিজের শিল্পকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ঐসব দেশ থেকে 'বাড়তি পুঁজি' নিঙড়ে আদায় করেছে এবং কালক্রমে তা 'বিশ্বের কর্মশালায়' পরিণত হয়েছিল। আপনারা জানেন যে, আমাদের কাছে ঐ পথ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ উপনিবেশ দখল ও লুণ্ঠন সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে একটি দেশ কর্তৃক আরেকটি দেশের সামরিক পরাজয় এবং পরাজিত দেশটির উপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। উদাহরণ-স্বরূপ, জার্মানির কথা বলা যায়। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করার পর জার্মানি ফ্রান্সের কাছ থেকে ৫০০ কোটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিঙড়ে আদায় করে এবং এই অর্থকে তার শিল্প বিকাশের পথে চালানকরে। আপনারা জানেন, এই পথে বিকাশসাধন সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে বেমানান, কারণ মর্মবস্তুর দিক থেকে প্রথমটির সঙ্গে এইটির কোনই পার্থক্য নেই।

তৃতীয় পথটি হল পুঁজিবাদের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ দেশের পক্ষ থেকে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে পুঁজিবাদের দিক থেকে অগ্রসর দেশগুলির কাছ থেকে দাসত্ব-শৃংখলের শর্তে ঋণ গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ, এই ছিল জারতন্ত্রী রাশিয়ার অবস্থা। ঐ রকম শর্তে তা পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছিল অর্ধ-ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের জোয়ালটিকে; অবশ্য তাতে করে কালক্রমে তার পক্ষে স্বাধীন শিল্প বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়নি যেহেতু প্রতিবেশী দেশগুলিকে লুণ্ঠনের মোটামুটি 'সফল' যুদ্ধ পরিচালনার সহায়ক সুযোগ তার ছিল। কোন প্রমাণের দরকার

পড়ে না যে, ঐ পথও সোভিয়েত দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তিন বছরের যুদ্ধে আমরা নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছি গৃহযুদ্ধের বিজয়ী পরিসমাপ্তির ঠিক পরের দিনই স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য-বাদের দাসত্ব-শৃংখল মেনে নেবার জন্য নয়।

এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, বাস্তব জীবনে বিকাশের এই পথ তিনটির প্রতিটি বিশুদ্ধ আকারে অনুসৃত হয়েছে বা ঐগুলির একটি অন্যটির থেকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ দেশের ক্ষেত্রে ঐ পথগুলি প্রায়ই মিলেমিশে গেছে, একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে, এভাবে দেখা দিয়েছে এক ধরনের মিশ্রিত ছাঁচ। এই ধরনের নানা পথের মিলেমিশে যাওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশের ইতিহাস থেকে। এই বাস্তব ঘটনা থেকেই তার ব্যাখ্যা মেলে যে, যত পার্থক্যই থাক না কেন বিকাশের এই বিভিন্ন পথের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে এবং তাদের মিলেমিশে যাওয়াটাকে সম্ভব করে তুলছে: প্রথমতঃ, সব কটি পথই পুঁজিবাদী শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে নিয়ে গেছে; দ্বিতীয়তঃ, সবকটি পথই একভাবে বা অন্যভাবে ঐ রকম রাষ্ট্র গড়ে তোলার **একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে** বাইরে থেকে 'বাড়তি পুঁজির' অনুপ্রবেশকে অবধারিত বলে ধরে নিয়েছে। অবশ্য এই কারণ-গুলির জন্য ঐ পথগুলিকে গুলিয়ে ফেলা, ওগুলিকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা, এ কথা বুঝতে না পারা যে শেষ পর্যন্ত বিকাশের এই তিনটি পথ শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের পুঁজি সঞ্চয়ের তিনটি পৃথক ধরনের প্রকাশ এবং ঐ পথগুলির প্রতিটিই ঐ রাষ্ট্রগুলির চেহারায় একটি বিশেষ ছাপ ফেলছে—এ কথা বুঝতে না পারা আরও বড় ভুল হবে।

যদি এই পুরানো পথগুলি তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হয়, দাসত্ব-শৃংখলের শর্ত ছাড়া অন্য শর্তে নূতন পুঁজি পাওয়ার পথ যদি অসম্ভব হয়ে থাকে—তবে সোভিয়েত রাষ্ট্র কী করবে?

তা বিকাশের একটা নূতন পথ গ্রহণ করতে পারে—যে পথ অন্যান্য দেশ এখনো পুরোপুরি খুঁজে দেখেনি—যে পথ হল বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার পথ, বৈদেশিক পুঁজির আবশ্যিক অনুপ্রবেশ ছাড়াই দেশকে শিল্পায়নের পথ—'কম হোক কিন্তু আরও ভাল হওয়া চাই' নামক তাঁর প্রবন্ধে লেনিন সেই পথেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

লেনিন বলেছেন, 'আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যেখানে শ্রমিকেরা কৃষকদের নেতৃত্ব বহাল রাখছে, যেখানে তারা কৃষকদের আস্থা অর্জন করেছে এবং চূড়ান্ত রকমের ব্যয় সংকোচ করে তাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে ব্যয় বাহুল্যের ও আড়ম্বরের প্রতিটি চিহ্নকে দূর করে দিয়েছে।

'আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিমাণে মিতব্যয়িতার প্রচলন করতে হবে।...শ্রমিকশ্রেণী যাতে কৃষক-জনগণের নেতৃত্বের অধিকারী থাকে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখে চললে আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে, চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্ভাব্য মিতব্যয়িতার মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি পয়সা বাঁচিয়ে তাকে আমরা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প বিকাশের জন্য, বিদ্যুতায়নের প্রসারের জন্য ব্যবহার করতে সমর্থ হব।...' লেনিন আরও বলেছেন, 'যখন আমরা তা করতে পারব তখনই, উপমার ভাষায় আমরা বলতে পারব, আমরা এখন ঘোড়া বদলে নিতে পারি, কৃষকের, মুঝিকের, দারিদ্র্য-সদৃশ ঘোড়াকে বদল করে—ধ্বংস হয়ে যাওয়া কৃষকদের একটা দেশের অর্থনীতির উপযুক্ত ঘোড়াটাকে বদল করে দিয়ে যে ঘোড়াটাকে শ্রমিকশ্রেণী খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং যাকে না খুঁজে শ্রমিকশ্রেণী পারে না—বৃহদায়তন যন্ত্র-শিল্পের, বিদ্যুতায়নের এবং ভলখভস্ত্রই প্রভৃতির সেই ঘোড়াটিকে তারা গ্রহণ করতে পারে' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৭)।

এর মাঝেই আমাদের দেশ ঐ পথটি গ্রহণ করেছে এবং নিজের বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার জন্য এবং নিজেই যাতে একটি শক্তিমান, শিল্পায়িত, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে তার জন্য আমাদের এই পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে।

ইতিপূর্বেই আমি বলেছি যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি এই পথ ধরে যায়নি, কিন্তু তা থেকে এ কথা বোঝায় না যে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রও এই পথে যাবে না। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে যা অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব, তা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই সম্ভবপর। এক্ষেত্রে মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের এমন কিছু সুবিধা রয়েছে যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নেই এবং সম্ভবতঃ থাকতেও পারে না। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত জমি, জাতীয়কৃত শিল্প, জাতীয়কৃত পরিবহন ও অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমগুলি, একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—এই সবই হচ্ছে 'বাড়তি পুঁজির' নূতন

উৎস যা আমাদের দেশের শিল্প বিকাশের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এযাবৎ যা কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই আয়ত্তাধীন ছিল না। আপনারা জানেন, শ্রমিকশ্রেণীর সরকার এর মাঝেই ঐসব এবং ঐ ধরনের নূতন নূতন উৎসকে আমাদের শিল্প বিকাশের কাজে ব্যবহার করছে। আপনারা জানেন, এই পথ ধরেই এর মাঝে আমরা একেবারে নেহাৎ অল্প গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কিছু সাফল্যও অর্জন করেছি।

তারই জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে বিকাশের যে পথ গ্রহণ করা অসম্ভব, সমস্ত অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সে পথ গ্রহণ করা খুবই সম্ভবপর।

অধিকন্তু, এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান সময়ে দাসত্ব-শৃংখলের শর্ত ব্যতিরেকে বিদেশ থেকে পুঁজির অনুপ্রবেশের অনুপস্থিতিটা চিরন্তন ও চূড়ান্ত কিছু হতে পারে না। আপনারা জানেন যে, এর মাঝেই বিদেশ থেকে আমাদের দেশে কিছু পুঁজির প্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, এই অনুপ্রবেশ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ বৃদ্ধি পাওয়ার এবং তা সুসংহত হয়ে ওঠার অনুপাতে বৃদ্ধিই পাবে।

এই প্রশ্নের প্রথম বিশ্লেষণটির ব্যাপারে অবস্থাটি হচ্ছে এই রকমের।

এখন যাওয়া যাক প্রশ্নটির দ্বিতীয় বিশ্লেষণের আলোচনায়।

প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হওয়ার আগে, বিজয়ী ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির প্রত্যক্ষ সহায়তা না পেলে—আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কি?

আমার বক্তৃতার শুরুতে কথা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির জবাব এর মাঝে দিয়ে থাকলেও প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার আগে আমি এই প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত একটি ভুল ধারণাকে দূর করে দিতে চাই। ভুল ধারণাটি হল কিছু কিছু কমরেড 'বৃহদায়তন শিল্পের স্থায়ী পুঁজির প্রসারসাধন এবং আবার জোগান দেওয়ার' প্রশ্নটিকে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখতে চান। এ ধরনের অভিন্নতাকে কি আমরা মেনে নিতে পারি? না, আমরা তা পারি না। কেন? কারণ প্রথম প্রশ্নের পরিধিটি দ্বিতীয় প্রশ্নের চেয়ে সংকীর্ণতর। কারণ স্থায়ী পুঁজির প্রসারসাধন সংক্রান্ত প্রশ্নটি জাতীয় অর্থনীতির শুধুমাত্র একটি অংশ তথা শিল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কিন্তু সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র

জাতীয় অর্থনীতি তথা শিল্প ও কৃষি এই উভয়ের সঙ্গে। যেহেতু সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমস্যা সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিকেই সংগঠিত করে তোলার সমস্যা, শিল্প ও কৃষিকে সঠিকভাবে সংযুক্ত করার সমস্যা, কিন্তু সঠিকভাবে বললে স্থায়ী পুঁজির বিস্তৃতিসাধনের প্রশ্নটি সমস্যাকে স্পর্শই করে না। আমরা নিজেরা এমন একটা ছবি এঁকে নিতে পারি যেখানে শিল্পের স্থায়ী পুঁজির এর মাঝেই আবার জোগান দেওয়া ও প্রসারসাধন সম্ভব হয়েছে কিন্তু তা থেকে মোটেই এ কথা বোঝাবে না যে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ার সমস্যা এর মাঝেই সমাধান করা হয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে শিল্প ও কৃষিতে কর্মরত উৎপাদক ও ভোক্তাদের একটি সংঘ। যদি এই সংঘে শিল্পকে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত করা না হয় তবে যে কৃষি কাঁচামাল ও খাদ্যের জোগান দেয় এবং শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করে—এই শিল্প ও কৃষি যদি একটি একক সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতি হয়ে না দাঁড়ায় তবে ওটা কোন সমাজতন্ত্রই হবে না।

তারই জন্য শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলার সমস্যার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন।

তারই জন্য বৃহদায়তন শিল্পের স্থায়ী পুঁজির পুনরায় জোগান দেওয়া এবং বিস্তৃতি সাধনের প্রশ্নকে সমাজতান্ত্রিক একটি অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নের সঙ্গে অভিন্ন করে দেওয়া চলে না।

আর তাই অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হওয়ার আগে, পাশ্চাত্ত্যের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে যন্ত্র ও উপকরণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহায়তা না পেলে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব কি?

হাঁ, তা সম্ভব। তা যে শুধু সম্ভব তাই নয়, বরং তা অপরিহার্য ও অনিবার্যই বটে। আমরা এর মাঝেই জাতীয়কৃত শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে এবং তাকে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে, গ্রামাঞ্চলে সমবায় গড়ে তুলে এবং কৃষি-অর্থনীতিকে সোভিয়েতের বিকাশের সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে এসে সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমরা একটি নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলছি এবং প্রতিষ্ঠা করছি একটি নূতন সমাজজীবন। নিঃসন্দেহে এই পথে আমাদের সামনে রয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার ভীড় এবং আমাদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কোন সন্দেহ নেই—যদি পশ্চিমের দেশ-

গুলিতে বিজয়ী সমাজতন্ত্র আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসত তবে অবস্থা অনেক অনেকখানি সহজতর হয়ে যেত। কিন্তু প্রথমতঃ, পাশ্চাত্ত্যে সমাজতন্ত্রের বিজয় আমরা যত দ্রুত ঘটুক বলে প্রত্যাশা করছি তত দ্রুত 'ঘটছে' না এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করা যায় এবং আপনারা জানেন, আমরা সেগুলিকে অতিক্রম করেই চলেছি :

আমার বক্তৃতার শুরুতেই এই সমস্ত ব্যাপারে আমি বলেছি। এমনকি তার আগেও মস্কোর সক্রিয় বাহিনীর কাছে আমার রিপোর্টেও আমি এ সম্পর্কে বলেছি। তারও আগে **অক্টোবরের পথে** নামক পুস্তকের 'মুখবন্ধে' আমি এ সম্পর্কে বলেছি। আমি বলেছিলাম, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে আত্মবিলুপ্তিবাদ এবং তা পার্টির অতঃপতনকেই ডেকে আনবে। এর আগে বহুবার যা বলা হয়েছে এখানে তার পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমি আপনাদের লেনিনের রচনাবলীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তাতে আপনারা এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য ও বক্তব্য খুঁজে পাবেন।

কিন্তু আমি এই প্রশ্নটির ইতিহাস সম্পর্কে, বর্তমান সময়ে পার্টির কাছে তার তাৎপর্য সম্পর্কে কটি কথা বলতে চাই।

১৯০৫-০৬ সালে যে আলোচনা হয়েছিল তার কথা বাদ দিলে, আমরা বলতে পারি যে একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নটি পার্টিতে প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯১৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে। আমরা জানি, এই সময়েই লেনিন সর্বপ্রথম 'স্বতন্ত্রভাবে একটি পুঁজিবাদী দেশে' সবার আগে 'সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা' সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যটি প্রথম উপস্থাপিত করেন (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২ দেখুন)। এই অধ্যায়টি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মোড় ফেরানোর অধ্যায়। আমরা জানি, ট্রট্স্কি ঐ সময়েই লেনিনের ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন যে—'এ কথা ভাবা একান্ত পণ্ডশ্রম হবে···যদি উদাহরণ হিসেবে এ কথা ভাবা হয় যে বিপ্লবী রাশিয়া রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টিঁকে থাকতে পারবে' (ট্রট্স্কির **রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯০ দেখুন)।

অক্টোবর বিপ্লবের ও গৃহযুদ্ধের পরে ১৯২১ সালে পুনর্গঠনের প্রশ্নটি সামনে এসে হাজির হল, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্ন আবার পার্টিতে দেখা দিল।

এটা ছিল সেই অধ্যায় যখন 'নয়া অর্থনৈতির নীতির' দিকে মোড় ফেরানোকে কিছু কমরেড সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বিসর্জন দেওয়া, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাকেই বিসর্জন দিয়ে দেওয়া বলে মনে করছিলেন। আমরা জানি, লেনিন **পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক তাঁর পুস্তিকায় তখন 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির' দিকে এই মোড় ফেরানোকে,—শিল্পকে কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সফল পথ হিসেবে বর্ণনা করেন। এটা হচ্ছে ১৯২১ সালের এপ্রিলের কথা। যেন তারই প্রত্যুত্তর হিসেবে ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে ট্রট্স্কি **১৯০৫ সাল** নামক তাঁর বইয়ের ভূমিকায় আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য উপস্থিত করে ঘোষণা করলেন যে, 'ব্যাপক কৃষক-জনসাধারণ অধ্যুষিত পশ্চাদ্‌পদ একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের অবস্থানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সমাধান হতে পারে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অঙ্গনে।'

এক বছর পরে (১৯২২ সালে) আমরা আবার দুটি পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি পেলাম: একটা হচ্ছে মস্কো সোভিয়েতের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে লেনিনের বিবৃতি যাতে তিনি বললেন, 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া হবে' এবং অন্য বিবৃতি হচ্ছে তাঁর **শান্তির কর্মসূচীর** পরিশিষ্টে লিখিত ট্রট্স্কির বক্তব্য, 'প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের পরই শুধু রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে।'

সর্বশেষে, আরও একটি বছর পরে দেহাবসানের কিছুকাল পূর্বে 'সমবায় প্রসঙ্গে' (মে, ১৯২৩) লিখিত তাঁর প্রবন্ধে লেনিন আবার প্রশ্নটি উত্থাপন করে বললেন—সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পরিপূর্ণ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই' আমাদের রয়েছে।

এই হচ্ছে প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইতিহাসের এই উল্লেখটুকু থেকেই যথেষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমস্যা আমাদের পার্টির বাস্তব কাজকর্মের অন্যতম একটি গুরুতর প্রশ্ন। এ কথার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, এই সমস্যাটিকে আমাদের বাস্তব কাজকর্মের একটি গুরুতর সমস্যা বলে মনে না করলে লেনিন বারে বারে তার উল্লেখ করতেন না।

আমাদের অর্থনীতির পরবর্তী বিকাশ, আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতিশীলতা,—আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নকে শুধু আরও তীব্র করে তুলেছে ও তার গুরুত্বকেই বাড়িয়ে তুলেছে।

পার্টির বাস্তব কার্যকলাপের দিক থেকে প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কারণ তা আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মের পরিণতির প্রশ্নকে, আমাদের লক্ষ্য ও কার্যকলাপের উদ্দেশ্যের প্রশ্নটিকে প্রভাবিত করে। যদি আপনি না জানেন কেন আপনি গড়ে তুলছেন তাহলে আপনার পক্ষে কার্যকরভাবে কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কোন্‌দিকে যাচ্ছেন তা জানা না থাকলে আপনি এক পা-ও এগোতে পারবেন না। পরিণতির প্রশ্নটি আমাদের পার্টির পক্ষে একটি সর্বপ্রধান প্রশ্ন, কেননা তা পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। আমরা কি সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করছি, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জয়ের প্রত্যাশা নিয়েই কি আমরা কাজ করছি? না 'বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাটিকে উর্বর করে দেবে এমন একটা 'প্রত্যাশা নিয়ে' আমরা খাপছাড়াভাবে, অন্ধভাবে কাজ করে চলেছি? এটা আজকের একটি মৌলিক প্রশ্ন। এই পরিষ্কার প্রশ্নের একটি পরিষ্কার উত্তর না পেলে আমরা কাজকর্ম করতে এবং কার্যকরভাবে কিছু গড়ে তুলতেই পারব না। লক্ষ লক্ষ পার্টি-কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়-কর্মী, ব্যবসা-পরিচালক ও সংস্কৃতি-কর্মী, সেনাবাহিনীর লোক ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সদস্যগণ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমাদের কাছে, আমাদের পার্টির কাছে জানতে চাইছেন: আমাদের কাজকর্মের লক্ষ্য কী? কী আমরা গড়ে তুলতে চাইছি? যেসব নেতারা এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, যাঁরা উল্টোপাল্টা বকতে থাকেন, একবার একে ধরছেন আবার ওকে ছাড়ছেন, মানুষকে অকারণে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন, মানুষকে একবার পন্টিয়াসের কাছে আবার পাইলেটের কাছে পাঠাচ্ছেন, বুদ্ধিজীবীসুলভ সংশয় সৃষ্টি করে আমাদের গঠনাত্মক কাজকর্মের সমাজতান্ত্রিক পরিণামকে গুলিয়ে দিচ্ছেন—তাঁদের কপালে দুঃখ আছে।

অন্য সব কিছুর মধ্যে লেনিনবাদের বিরাট তাৎপর্য হচ্ছে এখানেই যে তা খাপছাড়াভাবে, অন্ধভাবে কিছু গড়ে তোলা যায় তাতে বিশ্বাসী নয়, লক্ষ্যহীন

গঠনকার্যের কথা তা ভাবতেই পারে না, আমাদের কাজকর্মের পরিণতির প্রশ্নের জবাবে তা তুলে ধরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উত্তর, ঘোষণা করে বলে দেয় আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমাদের রয়েছে এবং পরিপূর্ণ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারি এবং তা গড়ে আমরা তুলবই।

একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নে এই হচ্ছে অবস্থা।

একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে নিশ্চিতভাবে আমরা সফল হব কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। তা শুধু আমাদের উপর নির্ভর করছে না। তা নির্ভর করছে আমাদের শত্রুদের, আমাদের দেশের বাইরের বন্ধুদের শক্তি ও দুর্বলতার উপরও। যদি আমাদের তা গড়ে তুলতে দেওয়া হয় তবে আমরা তা গড়ে তুলব, যদি আমরা 'স্বস্তির' অবকাশকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারি, যদি গুরুতর কোন হস্তক্ষেপ না ঘটে, হস্তক্ষেপ যদি জয়যুক্ত না হয়, একদিকে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং অন্যদিকে আমাদের নিজেদের দেশ যদি যথেষ্ট ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হয়ে গুরুতর হস্তক্ষেপকে অসম্ভব করে তোলে —তবে তা আমরা গড়ে তুলবই। বিপরীত দিক থেকে, যদি সফল হস্তক্ষেপের ফলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাই, তবে আমরা তা গড়ে তুলতে পারব না।

নবম প্রশ্ন সম্পর্কে এই হচ্ছে অবস্থাটা।

এখন দশম প্রশ্নে যাওয়া যাক।

১০। স্থিতিশীলতা ও বিশ্ববিপ্লবের বিলম্বের থেকে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সংক্রান্ত ব্যাপারে আসন্ন সবচেয়ে বড় যে অসুবিধাগুলি, বিশেষ করে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি দেখা দেবে—তা নির্দেশ করুন।

আমি এইরকম পাঁচটি অসুবিধার কথা ভেবে দেখেছি, শুধু প্রধান অসুবিধাগুলির কথাই ভেবেছি। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার ভূমিকা হল—তা এই অসুবিধাগুলিকে খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রথম অসুবিধা। বৈদেশিক সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে এই অসুবিধাটি দেখা দিচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে আমরা হস্তক্ষেপের আসন্ন বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছি, সাম্রাজ্যবাদীরা এর মাঝেই প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং

অবিলম্বে আমাদের দেশে পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করার অবস্থায় এসে গেছে। তা করতে হলে সাম্রাজ্যবাদকে অন্ততঃ যুদ্ধের আগে তারা যতখানি শক্তিমান ছিল ততখানি শক্তি সঞ্চয় তাদের করতে হবে, এ তো জানা কথা ঘটনাটা তা নয়। মরক্কোতে বর্তমান যুদ্ধ[৩৮] এবং চীনে যে হস্তক্ষেপ[৩৯]—এসব হচ্ছে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপেরই মহড়া—ঐগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদের হাঁড়ের জোর কমে এসেছে। সুতরাং প্রশ্নটা আশু হস্তক্ষেপ নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে যতক্ষণ পুঁজিবাদী অবরোধ থাকবে, ততক্ষণ সাধারণভাবে হস্তক্ষেপের বিপদ সব সময়ই থাকবে এবং যতক্ষণ হস্তক্ষেপের বিপদ থাকবে প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের একটি সেনা ও নৌবাহিনী বজায় রাখতেই হবে যার জন্য প্রতিবছর আমাদের কোটি কোটি রুবল ব্যয় করতে হবে। সেনা ও নৌবাহিনীর খাতে বছরে কোটি কোটি রুবল ব্যয় করার অর্থটা কী? এর অর্থ হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ অর্থব্যয় কমিয়ে দেওয়া। বলার কোন দরকারই নেই যে, যদি হস্তক্ষেপের বিপদ না থাকত আমরা ঐ অর্থ বা অন্ততঃ তার বিরাট একটা অংশ শিল্পকে শক্তিশালী করার কাজে, কৃষির উন্নতিতে, উদাহরণ হিসেবে, সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মতো সংস্কার ইত্যাদি প্রবর্তনের জন্য ব্যয় করতে পারতাম। সুতরাং হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে গঠনাত্মক কাজকর্মের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি দেখা দিচ্ছে।

অন্য সব অসুবিধার থেকে যা এই অসুবিধাকে পৃথক করে রেখেছে তা হচ্ছে এই যে, এই অসুবিধাকে দূর করা শুধু আমাদের উপর নির্ভর করে না, তা দূর করা যেতে পারে শুধু আমাদের দেশ ও অন্যান্য সকল দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের যুক্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় অসুবিধা। এই অসুবিধা দেখা দিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকে। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্ন আলোচনা-কালে আমি ঐ দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে বলেছি। যা বলা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। কৃষিজাত পণ্যের ও উৎপাদিত জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে নীতির ক্ষেত্রে, কৃষি-করের ক্ষেত্রে, গ্রাম্য প্রশাসন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বগুলি অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিপদ হচ্ছে এই যে মৈত্রী বন্ধনটিই ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক-জনগণকে নেতৃত্ব দানের ধারণাটি অপদস্থ হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং এই বিপদ থেকেই অসুবিধাটি দেখা দিচ্ছে।

পূর্বে উল্লিখিত অসুবিধাটি থেকে এই অসুবিধাটিকে যা পৃথক করে রেখেছে সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তা আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির আপন প্রয়াসের দ্বারাই দূর করা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে নূতন কর্মধারার পথটি ধরেই বর্তমান অসুবিধাকে দূর করা যাবে।

তৃতীয় অসুবিধা। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার নানা জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল' ও 'সীমান্ত অঞ্চলের' মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকেই এই অসুবিধা-গুলি দেখা দিচ্ছে। এই দ্বন্দ্বগুলি দেখা দেয় 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল' ও 'সীমান্ত অঞ্চলের' অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিস্থিতির মধ্যেকার বৈষম্যের ফল হিসেবে, সীমান্ত অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে থাকার ফল হিসেবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি যদিও এর মাঝেই দূর করা সম্ভব হয়েছে, সাংস্কৃতিক এবং আরও বিশেষ করে বললে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি শুধু-মাত্র এখন দেখা দিচ্ছে এবং স্পষ্ট আকার ধারণ করছে; কাজেকাজেই ঐগুলি এখনো দূর করার দরকার রয়েছে। এক্ষেত্রে বিপদটা হচ্ছে দ্বিমুখী: একদিকে রয়েছে প্রভাবশালী জাতির ঔদ্ধত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা-গুলির পক্ষ থেকে আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তির বিপদ যা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির জাতীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের চাহিদার প্রতি প্রয়োজনীয় অনুভূতি প্রদর্শন করতে অসামর্থ্য বা অনিচ্ছা থেকে দেখা দিচ্ছে, আর অন্যদিকে রয়েছে সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির জাতীয় অবিশ্বাস ও 'কেন্দ্রের' প্রতি জাতিগত কূপমণ্ডুকতার আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার বিপদ। জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এই বিপদগুলির, বিশেষ করে প্রথমটির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথই গ্রহণ করতে হবে।

এই অসুবিধার, দ্বিতীয় অসুবিধাটির মতোই, বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির মাধ্যমেই তাকে দূর করা সম্ভব।

চতুর্থ অসুবিধা। রাষ্ট্রযন্ত্র পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপর পার্টির নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়তে পারে—এই বিপদ থেকে এই অসুবিধাগুলি দেখা দেয়। পার্টির অধঃপতনের বিপদ সম্পর্কে আলোচনাকালে আমি এই বিপদ সম্পর্কে বলেছি। যা এর মাঝেই বলা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্রযন্ত্রে বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপস্থিতি থেকেই এই বিপদের উদ্ভব। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রসার এবং তার ক্রমবর্ধিত গুরুত্ব এই বিপদকে তীব্র ও প্রকট করে তুলছে। তাই কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে যথাসম্ভব

হ্রাস করে নিয়ে আসা, তা থেকে আমলাতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া অবক্ষয়ের শক্তিগুলিকে ধারাবাহিকভাবে বিতাড়িত করা, পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এভাবে পার্টির নেতৃত্বকে এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

তৃতীয়টির মতো এই অসুবিধারও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আমাদের আপন শক্তির জোরেই তাকে দূর করা সম্ভব।

পঞ্চম বিপদ। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের থেকে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার, তাদের চাহিদা ও দাবি-দাওয়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিপদ থেকে এই অসুবিধাগুলির উদ্ভব। পার্টি ইউনিট ও ফ্যাক্টরী কমিটি সহ বেশ কিছুসংখ্যক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থায় আমলাতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রাধান্যের ফলে এই বিপদ দেখা দেয় ও বেড়ে ওঠে। 'গ্রামের দিকে মুখ ফেরানোর' সাম্প্রতিক যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে যাতে করে আমাদের সংগঠনগুলির দৃষ্টি শহর থেকে গ্রামে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে কৃষক-জনগণের ওপর বেশি করে পড়েছে তার ফলে এই বিপদটি বেড়ে গেছে। অনেক কমরেড এ কথা বুঝতে পারেননি যে, তাঁরা গ্রামের দিকে যখন মুখ ফেরাবেন তার মানে এই নয় যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াবেন, কেননা, 'গ্রামের দিকে মুখ ফেরানোর' শ্লোগানটি শ্রমিকশ্রেণীর মাধ্যমেই এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলির দ্বারাই শুধু বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগের অভাব পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির শ্রমিক-জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদকেই শুধু বাড়িয়ে তুলবে।

এই বিপদের অভিব্যক্তিগুলি কী কী?

প্রথমতঃ, ব্যাপক শ্রমিক-জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির অনুভূতি হ্রাস পাওয়া এবং মনোযোগের অভাব; দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের এখন উন্নততর মর্যাদাবোধ এবং শাসকশ্রেণী হওয়ার বোধ রয়েছে, তাই তারা পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব তারা বুঝতে চাইবে না বা বরদাস্তই করবে না এ কথা উপলব্ধি করতে না পারা; তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের উপর অবিবেচনা-প্রসূত আদেশ চাপিয়ে দিলে চলবে না, ঐ ধরনের 'ব্যবস্থাদির' উপর নয়, পার্টির প্রতি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা অর্জন করে নিয়ে আসার উপরই এখন মনোযোগ দিতে হবে এ

কথা বুঝতে না পারা; চতুর্থতঃ, শ্রমিকদের মধ্যে প্রথমে প্রচারাভিযান পরিচালনা না করে ব্যাপক শ্রমিক-জনগণকে প্রভাবিত করে এমন কোন ব্যবস্থাই (যেমন, বস্ত্রশিল্পের অঞ্চলগুলিতে তিন-তাঁতের ব্যবস্থার প্রবর্তন) ব্যাপক উৎপাদনভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠান ব্যতীত চালু করা চলবে না—এ কথা উপলব্ধি করতে না পারা।

এই সবকিছুর ফল দাঁড়ায় বেশ কিছু পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ব্যাপক শ্রমিক-জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কারখানাগুলিতে সংঘাত দেখা দেয়। আমরা জানি সম্প্রতি বস্ত্রশিল্পের এলাকায় যে সংঘর্ষ ফেটে পড়েছিল তা আমাদের কিছু কিছু পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে এইসব দোষের অস্তিত্বকেই উদঘাটিত করে দিয়েছিল।

আমাদের বিকাশের পথে পঞ্চম অসুবিধার এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।

এই অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করতে হলে সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে স্পষ্টতঃ আমলাতান্ত্রিক এই শক্তিগুলির কবল থেকে মুক্ত করা, ফ্যাক্টরী কমিটিগুলিকে নূতন করে গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করা, উৎপাদন বিষয়ক সম্মেলনকে অবশ্যই আবার প্রবর্তিত করা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় পার্টি ইউনিটগুলিতে পার্টির কাজকে কেন্দ্রীভূত করা এবং সেরা পার্টি-কর্মীদের ঐসব কাজে নিয়োগ করা।

শ্রমিকশ্রেণীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ ও ভাবনা দেওয়া, আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির বাস্তব কাজকর্মে আমলাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতাকে হ্রাস করে আনা, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত মর্যাদাবোধের প্রতি অধিকতর অনুভূতিশীল ও সজাগ হওয়া—এই হচ্ছে এখনকার কাজ।

দশম প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে অবস্থাটা।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৫
২১শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৮শে জুন, ১৯২৫

স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি

(মৌল এবং ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষাক্রমের ছাত্রদের
দ্বিতীয় স্নাতক শিক্ষাক্রম পূর্তি উপলক্ষে)

জনসাধারণকে নেতৃত্বদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের সুশিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অন্যতম একটি হাতিয়ার।

যে কয়টি বছর স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে তার মধ্যেই সক্রিয় কর্মীদের পুরো বাহিনী পার্টি এখান থেকে পেয়েছে যারা এখন সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের সকল ক্ষেত্রেই কাজ করে চলেছে।

আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় ২১৪ জন ছাত্রের একটি বাহিনী পার্টিকে দিচ্ছে যে বাহিনীর মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে শ্রমিক।

পার্টির সামনে জটিল গঠনাত্মক যে কর্তব্যগুলি সমুপস্থিত তা সফলভাবে এই বাহিনা যাতে সম্পাদন করতে পারে তার জন্য বর্তমানে আমাদের অবস্থার মধ্যে নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ যে নূতন কিছু পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তা এই বাহিনীকে মনে রাখতে হবে।

এই পরিস্থিতিগুলি কী কী ?

প্রথমতঃ, ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের দেশের মূল শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বিরাট রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় ক্ষেত্রেই তারা অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে পার্টির পক্ষে এখন তাদের প্রতি নূতন মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন আর আমাদের সেই শ্রেণীচ্যুত শ্রমিকশ্রেণী নেই, সেই শ্রেণীটি এখন পরিপূর্ণ আকারপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমুন্নত পূর্ণাঙ্গ একটি শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে এখন পার্টি নেতৃত্বকে হতে হবে অনেক বেশি নমনীয় এবং চিন্তাকুশল। কৃষক-জনগণের ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যায়। তারা আর সেই আগেকার কৃষক নেই—দাঁড়ি বিচ্ছুদের ভয়ে ত্রস্ত, জমিদারদের মালিকানাধীন যে জমি পেয়েছে তা কখন হারাবে এই ভয়ে ভীত, বাড়তি ফসল কেড়ে নেবার ব্যবস্থার চাপে ক্লান্তদেহ কৃষক এখন আর তারা নয়। তারা এখন একটি নূতন কৃষক সম্প্রদায়, সংস্কৃতির

দিক থেকে উন্নত, জমিদারদের কথা আর বাড়তি ফসল কেড়ে নেবার ব্যবস্থার কথা এখন তারা ভুলেই গেছে, তারা এখন শস্তা দরে জিনিসপত্রের দাবি করছে ও শস্যের জন্য ভাল দাম চাইছে, আর সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার পার্টির শ্লোগানকে এখন তারা পুরোপুরিই কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানের কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি চূড়ান্ত নমনীয়তাই এখন পার্টির কাছে প্রত্যাশিত। নূতন করে কৃষক-জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে নিয়ে আসা—এই হচ্ছে এখন পার্টির কাজ।

দ্বিতীয়তঃ, পরিস্থিতিটা হচ্ছে এই যে, কিছু কিছু জেলাতে মাঝারি কৃষকদের কুলাকদের সঙ্গে দলভুক্ত হয়ে পড়তে দেখা গেছে। এই মৌলিক সত্যটিকে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া চলবে না। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কৃষক-জনগণের নেতৃত্ব। কিন্তু কৃষক-জনগণকে নেতৃত্বদান বলতে কী বোঝায়? তা কৃষক-জনগণের বিপুল অংশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এবং শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির প্রতি আস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনাকেই বোঝায়। এরকম আস্থা যদি না থাকে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থাকে না এবং এরকম নেতৃত্ব না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই থাকে না। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি কৃষক-জনগণের বিপুল অংশের আস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করাই হচ্ছে পার্টি এবং পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, পরিস্থিতিটা হচ্ছে 'গ্রামের দিকে মুখ ফেরাও' এই শ্লোগানের জন্য সম্প্রতি আমাদের পার্টি-কর্মীরা ক্রমশঃ শ্রমিকদের ভুলে যেতে আরম্ভ করেছেন, তাঁরা এ কথা ভুলে গেছেন যে, গ্রামের দিকে মুখ ফেরানোর অর্থ শহরের দিকে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে, পেছন ফিরে দাঁড়ানো নয়। এটাও এমন একটি নূতন বাস্তব সত্য যা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া চলবে না। এটা মনে রাখতে হবে যে, সম্প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিজের শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি অনুভূতি বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে এবং জোরদার হয়ে উঠেছে। তারাই যে সবকিছুর অধিকারী এবং আমাদের দেশের তারাই যে শাসকশ্রেণী এই অনুভূতিই শ্রেণীটির মধ্যে জেগে উঠেছে। কমরেডগণ, সকল কাজের মধ্যে এটা আমাদের একটা বিরাট সাফল্য, কারণ যে শ্রমিকশ্রেণী মনে করে তারা শুধু গতরখাটানো শ্রমিকই নয়, তারা শাসকশ্রেণীও বটে—এরকম একটা শ্রেণী অত্যাশ্চর্য অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারে। কিন্তু এ থেকে

এ কথাও বেরিয়ে আসছে, কোন কমিউনিস্ট যদি তার কাছে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে যে এভাবে সবকিছুর অধিকারী বলে অনুভব করছে সে কথা হিসেবে না রাখেন, এই নূতন অবস্থাটির ব্যাপারে কিছুই বুঝতে না পারেন—তবে সঠিকভাবে বললে বলতে হয় তিনি একজন কমিউনিস্টই নন এবং তিনি সুনিশ্চিতভাবেই পতনের পথে চলেছেন। সুতরাং আমরা যখন 'গ্রামের দিকে মুখ ফেরানোর' শ্লোগানের ব্যাপারে ভাবছি, তখন আমাদের একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রধান যে শ্রেণীটির ওপর এই শ্লোগানটি কার্যকর করার ডাক পড়েছে তা হচ্ছে সেই শ্রমিকশ্রেণী, যে পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণী দেশের যথার্থ নেতৃস্থানীয় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র সেই পরিমাণেই শ্লোগানটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে। তারই জন্য পার্টির আশু কর্তব্য হল—অন্ততঃ এখনো আমাদের আঞ্চলিক পার্টি-কর্মীদের শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন এমন সকল প্রকার প্রয়োজনের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ প্রদানের এবং একান্তভাবে সুচিন্তিত মনোভাব গ্রহণ করার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথাটি বুঝিয়ে দেওয়া।

আপনাদের স্নাতকদের বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজের সময় এই পরিস্থিতিগুলিকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে।

আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারবেন।

আপনাদের আগামী কাজকর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনার অনুমতি দিন আমাকে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৩২
১৩ই জুন, ১৯২৫

আবার জাতিগত প্রশ্ন

(সেমিচের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে)

অবশেষে যুগোশ্লাভ কমিশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রতিনিধিদল কমিনটার্নে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সেমিচ তাঁর প্রবন্ধে পুরোপুরি ও সম্পূর্ণভাবে তার সঙ্গে একমত হয়েছেন এই বাস্তব সত্যটিকে অভিনন্দনই জানাতে হয়। এর উপর ভিত্তি করে এ কথা মনে করা কিন্তু ভুল হবে যে রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রতিনিধিদল এবং সেমিচের মধ্যে যুগোশ্লাভ কমিশনে আলোচনার আগে বা আলোচনাকালে জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে মতপার্থক্য ছিল না। স্পষ্টতঃ জাতিগত প্রশ্নে মতপার্থক্য সম্পর্কে ঠিক এই কথাটিই সেমিচ ভাবতে চাইছেন, তাকে নিছক কিছু ভুল বুঝাবুঝিতে পর্যবসিত করতে চেষ্টা করছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তিনি গুরুতর ভুল করে বসেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলছেন যে, তাঁর সঙ্গে বিরোধের মূলে রয়েছে যুগোশ্লাভ কমিশনে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতার 'পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না হওয়ার' ফলে সৃষ্ট 'বেশ কিছু ভুল বুঝাবুঝি।' অর্থাৎ বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে, এর জন্য আমাদের দায়ী করতে হচ্ছে সেই ভদ্রলোককে যিনি যে কারণেই হোক সেমিচের বক্তৃতাটিকে পরিপূর্ণভাবে অনুবাদ করেননি। সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, সেমিচের এই দাবি বাস্তব তথ্যের একেবারে বিপরীত। অবশ্য সেমিচ যদি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুগোশ্লাভ কমিশনে প্রদত্ত তাঁর যে বক্তৃতার বিবরণ কমিনটার্নের ফাইলে রয়েছে সেই বক্তৃতা থেকে অংশ বিশেষ উপস্থিত করতেন তবে খুবই ভাল হতো। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তিনি তা করেননি। কাজেকাজেই খুব প্রীতিপ্রদ না হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই পদ্ধতিটি তাঁর হয়ে অনুসরণ আমি বাধ্য হয়েই করছি।

রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রতিনিধিদলের অবস্থানের সঙ্গে সেমিচ পুরোপুরি একমত হওয়ার পরও তাঁর বর্তমান বক্তব্যে অনেক কিছু অস্পষ্ট রয়ে গেছে, আর তাই তার প্রয়োজন এখনো অনেকখানি।

যুগোশ্লাভ কমিশনে আমার বক্তৃতায় (দ্রষ্টব্য : বলশেভিক[৪০], সপ্তম

সংখ্যা) আমি তিনটি প্রশ্নে মতপার্থক্যের কথা বলেছিলাম : (১) জাতীয় সমস্যার সমাধানের পথের প্রশ্নে ; (২) বর্তমান ঐতিহাসিক যুগে জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সামাজিক বিষয়বস্তুর প্রশ্নে ; এবং (৩) জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের ভূমিকার প্রশ্নে।

প্রথম প্রশ্নে আমি বলেছিলাম, সেমিচ 'জাতিগত প্রশ্নের ব্যাপারে বলশেভিকদের বক্তব্যের প্রধান মর্মবস্তুকেই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি,' তিনি জাতিগত প্রশ্নকে বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং তার ফলে তিনি জাতিগত প্রশ্নকে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন করে তুলতে চেয়েছেন।

এই বক্তব্য সঠিক কি ?

যুগোশ্লাভ কমিশনে (৩০শে মার্চ, ১৯২৫) সেমিচের বক্তৃতা থেকে নীচের অংশটুকু পড়ে দেখুন এবং আপনারা নিজেরাই বিচার করুন :

'জাতিগত প্রশ্নকে একটি সাংবিধানক প্রশ্নে পর্যবসিত করা যায় কি ? সর্বপ্রথম একটা তত্ত্বগত অনুমান করা যাক। মনে করা যাক ক নামক একটি রাষ্ট্রে চ, ছ, জ—এই তিনটি জাতি রয়েছে। এই তিনটি জাতি একই রাষ্ট্রে বসবাসের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। এখানে প্রশ্নটা তাহলে কী ? অবশ্যই প্রশ্নটা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন। সুতরাং তা হচ্ছে একটি সাংবিধানিক বিষয়। এই তত্ত্বগত ক্ষেত্রে জাতিগত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সাংবিধানিক বিষয়।…যদি এই তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আমরা জাতিগত প্রশ্নকে একটা সাংবিধানিক বিষয়ে পর্যবসিত করি তবে বলতেই হয়—এবং আমি সব সময় জোর দিয়ে তা বলে আসছি—যে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ সাংবিধানিক বিষয়ের সমাধানের একটি পূর্বশর্ত। আর পুরোপুরি এই মানদণ্ডেই আমি সাংবিধানিক বিষয়টিকে যাচাই করে দেখতে চাই।'

আমার মনে হয় সেমিচের বক্তৃতার এই উদ্ধৃতি ব্যাপারে আর কোন মন্তব্যের দরকার নেই। স্পষ্টতঃ যিনি জাতিগত প্রশ্নকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নটির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেখেন তিনি তাকে একটি সাংবিধানিক প্রশ্নে পর্যবসিত করতে পারেন না। আর ঠিক বিপরীত দিকে, যিনি জাতিগত প্রশ্নকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন তিনিই শুধু তাকে একটি সাংবিধানিক প্রশ্নে পর্যবসিত করতে পারেন।

লেমিচের বক্তৃতায় এরকম একটি বিবৃতিও রয়েছে যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি বৈপ্লবিক সংগ্রাম ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। লেমিচ বলছেন: 'অবশ্য এই অধিকার শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। পার্লামেন্টারী পন্থায় তা অর্জন করা যায় না; শুধুমাত্র জনসাধারণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই তা লাভ করা যায়।' কিন্তু 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপ' ও 'বৈপ্লবিক সংগ্রামের' অর্থ কী? 'বৈপ্লবিক সংগ্রাম' ও 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে' কি শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, ক্ষমতা দখল, জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের পূর্বশর্ত হিসেবে বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে অভিন্ন করে ফেলা যায়? অবশ্যই না। জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের মৌলিক শর্ত হিসেবে বিপ্লবের বিজয়ের কথা বলা এক জিনিস; কিন্তু 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপ' ও 'বৈপ্লবিক সংগ্রামকে' জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের শর্ত হিসেবে হাজির করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সংস্কারের পথ, সাংবিধানিক পথ কোনমতেই 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে' এবং 'বৈপ্লবিক সংগ্রামকে' বাতিল করে দেয় না। একটা বিশেষ পার্টি বিপ্লবী না সংস্কারবাদী তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে নিছক 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপই' মূল কথা নয়, চূড়ান্ত নির্ধারক ব্যাপার হচ্ছে পার্টিটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পার্টি এই কার্যকলাপগুলি গ্রহণ ও অনুসরণ করছে কিনা। আমরা জানি ১৯০৬ সালে, প্রথম ডুমা ভেঙে দেওয়ার পর, রাশিয়ান মেনশেভিকগণ একটি 'সাধারণ ধর্মঘট' এবং এমনকি একটি 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' সংগঠিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা তাদের মেনশেভিক হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি কারণ ঐ সময়টিতেই তাঁরা এরকম প্রস্তাব করেছিলেন কেন? অবশ্যই জারতন্ত্রকে চুরমার করে দেওয়ার এবং বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় সাধনের জন্য তাঁরা ঐ প্রস্তাব দেননি, দিয়েছিলেন জারের সরকারের ওপর 'চাপ দিয়ে' সংস্কারের লক্ষ্যগুলি চরিতার্থ করার জন্য, 'সংবিধানকে' প্রসারিত করার জন্য, 'উন্নত' একটা ডুমা আহ্বানের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য। শাসকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা অব্যাহত রইল অথচ প্রাচীন ব্যবস্থাটির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপ' চালানো হচ্ছে একটা জিনিস—এটা হচ্ছে সংবিধানসম্মত পথ। আবার প্রাচীন ব্যবস্থাটিকে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে, শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপ' পরিচালনা করা হল অন্য জিনিস—তা হচ্ছে বৈপ্লবিক পথ, বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়ের পথ।

এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

তাই আমি মনে করি 'বৈপ্লবিক কার্যকলাপের' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেমিচ জাতিগত প্রশ্নকে যেভাবে একটি সাংবিধানিক সমস্যা করে তুলেছেন তাতে করে সেমিচ 'জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে বলশেভিকদের বক্তব্যের প্রধান মর্মবস্তুকেই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি' আমার এই বিবৃতি খণ্ডিত হচ্ছে না বরং যথার্থ বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বুঝতেই পারেননি যে, জাতিগত প্রশ্নকে বিপ্লবের বিজয়ের প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে নয়, দেখতে হবে তার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিক থেকে, বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের একটি অংশ হিসেবে।

জোরের সঙ্গে এ কথা বললেও আমি বিন্দুমাত্র বোঝাতে চাইছি না যে এই প্রশ্নে সেমিচের ভুল সম্পর্কে আমি নূতন কিছু বলেছি। আদৌ তা নয়। এর আগে কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসেই[৪১] কমরেড ম্যানুইলস্কি সেমিচের ভুলের ব্যাপারে বলেছিলেন :

> 'মার্কসবাদের দৃষ্টিতে জাতিগত সমস্যা নামক তাঁর পুস্তিকায় এবং যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র **র‍্যাদনিকে** প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সেমিচ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটি বাস্তব শ্লোগান হিসেবে হাজির করেছেন অর্থাৎ তিনি জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের সমগ্র প্রশ্নকে পুরোপুরি একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন করে তুলেছেন' ('পঞ্চম কংগ্রেসের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট', পৃঃ ৫৯৬-৯৭ দেখুন)।

ঐ একই ভুল সম্পর্কে জিনোভিয়েভও যুগোশ্লাভ কমিশনে বলেছিলেন :

> 'সেমিচ যে সম্ভাবনার ছবিটি হাজির করেছেন তা থেকে দেখা যায় বিপ্লব নামক একটি ছোট জিনিসই শুধু তিনি বাদ রেখেছেন' অথচ জাতিগত সমস্যাটি 'একটি বৈপ্লবিক সমস্যা এবং মোটেই একটি সাংবিধানিক সমস্যা নয়' (**প্রাভদা**, সংখ্যা ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রতিনিধিদের সেমিচের ভুল সম্পর্কে কমিনটার্নে উত্থাপিত এই মন্তব্যগুলি আকস্মিক বা ভিত্তিহীন নয়। আগুন না থাকলে ধোঁয়া থাকতে পারে না।

সেমিচের প্রথম এবং মৌলিক ভুল সম্পর্কে এই হচ্ছে অবস্থাটা।

এই মৌলিক ভুল থেকেই তাঁর অন্যান্য ভুলগুলি সরাসরি দেখা দিয়েছে।

আমার বক্তৃতায় (**বলশেভিক**, সপ্তম সংখ্যা) সেমিচের দ্বিতীয় ভুল সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, সেমিচ 'জাতিগত প্রশ্ন যে মর্মবস্তুর দিক থেকে কৃষকদেরই প্রশ্ন তা মেনে নিতে অস্বীকার করছেন।'

এই কথাটি কি সত্য?

যুগোস্লাভ কমিশনে সেমিচের বক্তৃতার নিম্নে উল্লিখিত অংশটুকু পড়ে নিজেরাই বিচার করে দেখুন:

> 'যুগোস্লাভিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য কী?'—সেমিচ এই প্রশ্ন করে তার জবাবে বলেন: 'তার সামাজিক বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামের একদিকে রয়েছে সার্ব পুঁজি আর অপরপক্ষে আছে ক্রোট ও স্লোভানীয় পুঁজি' (যুগোস্লাভ কমিশনে সেমিচের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্লোভানীয় ও ক্রোটীয় এবং সার্বীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যেকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই অবশ্যই একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এটাও সমভাবে সন্দেহাতীত যে, যে ব্যক্তি জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য বিভিন্ন জাতির বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন তিনি জাতিগত প্রশ্নকে মর্মবস্তুর দিক থেকে কৃষকদের প্রশ্ন বলে মনে করতেই পারেন না। আজ যখন প্রশ্নটি একটি আঞ্চলিক প্রশ্ন থেকে, একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রশ্ন থেকে রূপান্তরিত হয়ে একটি বিশ্বব্যাপী প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে প্রশ্ন নিয়ে উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তখন জাতিগত প্রশ্নের মর্মবস্তুটি কী? আজকের দিনে জাতীয় প্রশ্নের মর্মবস্তু উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিসমূহের জনসাধারণ আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং শাসক জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াগণ কর্তৃক ঐ উপনিবেশ ও জাতিগুলির সংস্কৃতিকে মুছে দেবার বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে জাতিগত প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করলে বিভিন্ন জাতির বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ের কী তাৎপর্য থাকতে পারে? নিশ্চয়ই নির্ধারক কোন তাৎপর্য তার নেই, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার কোন গুরুতর তাৎপর্যও নেই। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, একটা জাতির বুর্জোয়া-শ্রেণী অন্য একটা জাতির বুর্জোয়াশ্রেণীকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ে মার দিচ্ছে বা দিতে পারে—তা-ই আসল কথা নয়, বরং আসল কথাটি হচ্ছে এই

যে শাসক জাতিটির সাম্রাজ্যবাদী চক্র উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিসমূহের ব্যাপক জনসাধারণকে, সবচেয়ে বেশি করে কৃষক-জনসাধারণকে নিপীড়ন করছে, শোষণ করছে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এনে সমবেত করছে, তাদের প্রলেতারীয় বিপ্লবের মিত্রবাহিনীতে পরিণত করছে। যদি জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্যকে বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের বুর্জোয়াদের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ে পর্যবসিত করা হয় তাহলে জাতিগত প্রশ্নকে মর্মবস্তুর দিক থেকে কৃষকদের একটি প্রশ্ন হিসেবে দেখা চলে না। আবার উল্টোদিক থেকে, যদি জাতিগত প্রশ্নকে তার মর্মবস্তুর দিক থেকে কৃষকদের প্রশ্ন হিসেবে দেখা হয় তবে বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইকে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্যবাহী বলে গণ্য করা চলে না। এ দুটি বক্তব্যকে সম্ভবতঃ সমান বলে গ্রহণ করা যায় না।

সেমিচ ১৯১২ সালের শেষাশেষি লেখা স্তালিনের পুস্তক **মার্কসবাদ ও জাতিগত সমস্যা** থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে '**বিকাশমান** পুঁজিবাদের অবস্থাধীনে জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজেদের মধ্যেকার একটি সংগ্রাম।' স্পষ্টতঃ এর দ্বারা সেমিচ বোঝাতে চাইছেন যে বর্তমান ঐতিহাসিক অবস্থাধীনে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য নির্ধারণ করে তিনি যে সূত্রটি হাজির করেছেন তা সঠিক। কিন্তু স্তালিনের পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে যখন পর্যন্ত মার্কসবাদীরা জাতিগত প্রশ্নকে বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন হিসেবে দেখতেন না, যখন পর্যন্ত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত মার্কস-বাদীদের মৌলিক দাবিটিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অংশ হিসেবে দেখা হতো না, দেখা হতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসেবে। এটা না দেখা একান্ত হাস্যকর ব্যাপার হবে যে, তারপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, একদিকে বিশ্বযুদ্ধ অন্যদিকে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত প্রশ্নকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ থেকে রূপান্তরিত করে তাকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ করে তুলেছে। অনেক আগে ১৯১৬ সালের অক্টোবরে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনার সার-সংক্ষেপ'[৪২] নামক তাঁর প্রবন্ধে লেনিন বলেন, জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে মূল কথা হল এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এখন আর সাধারণ গণতান্ত্রিক

আন্দোলনের অংশ হয়ে নেই, তা এর মাঝেই শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেনিন এবং রাশিয়ান কমিউনিজমের অন্যান্য প্রতিনিধিদের জাতিগত প্রশ্নের ওপর লিখিত পরবর্তী রচনাগুলি আমি উল্লেখই করছি না। এই সবকিছুর পর আজ যখন নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে আমরা নূতন একটি যুগে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি তখন রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অধ্যায়ে লিখিত স্তালিনের পুস্তিকার অংশবিশেষের যে উল্লেখ সেমিচ করেছেন তার বর্তমানে কী তাৎপর্য থাকতে পারে? তার শুধু এই তাৎপর্যটুকুই থাকতে পারে যে, সেমিচ জীবন্ত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রসঙ্গহীনভাবে স্থানকালের বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্ধৃতি দিয়েই চলেছেন এবং তাই দ্বান্দ্বিক বিচারধারার অত্যন্ত প্রাথমিক প্রয়োজনকেই তিনি অমান্য করছেন এবং এই বাস্তব সত্যকেই ভুলে যাচ্ছেন যে একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যা সঠিক অন্যতর একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে। যুগোশ্লাভ কমিশনে আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে রাশিয়ান বলশেভিকদের জাতিগত প্রশ্নের ব্যাপারে উপস্থাপিত বক্তব্যকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করে দেখতে হবে: একটি হচ্ছে প্রাক্-অক্টোবর স্তর, যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ছিল মূল প্রশ্ন এবং জাতিগত প্রশ্নকে গণ্য করা হতো সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে; অন্য স্তরটি অক্টোবর স্তর, যখন প্রলেতারীয় বিপ্লবই মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে এবং জাতিগত প্রশ্ন প্রলেতারীয় বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এ কথা প্রমাণ করার কোন দরকারই হয় না যে, এই পার্থক্যটা হচ্ছে যে নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন। আমার ভয় হচ্ছে যে জাতিগত প্রশ্নের উপস্থাপনার এই দুটি স্তরের মধ্যেকার পার্থক্যের অর্থ ও তাৎপর্যের উপলব্ধির ব্যাপারে সেমিচ এখনো সক্ষম নন।

তারই জন্য জাতীয় আন্দোলন মূলতঃ কৃষকদের একটি প্রশ্ন নয়, তা হচ্ছে বিভিন্ন জাতির বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি প্রশ্ন—আমি মনে করি সেমিচের এ কথা বোঝাবার প্রচেষ্টার 'কারণ হল জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে খাটো করে দেখা এবং জাতীয় আন্দোলনের বিপুল জনপ্রিয় ও সুগভীর বৈপ্লবিক তাৎপর্যকেই উপলব্ধি করতে না পারা' (বলশেভিক, সপ্তম সংখ্যা দেখুন)।

সেমিচের দ্বিতীয় ভুলের ব্যাপারে এই হচ্ছে অবস্থাটি।

এটা' লক্ষণীয় যে সেমিচের ভুল সম্পর্কে ঐ একই কথা যুগোস্লাভ কমিশনে তাঁর বক্তৃতায় জিনোভিয়েভ বলেছিলেন :

'সেমিচ যখন বলেন যে যুগোস্লাভিয়ার কৃষক-আন্দোলন যেহেতু বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত তাই তা বৈপ্লবিক নয়—তখন তিনি ভুল করেন' (প্রাভদা, সংখ্যা ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

এই সম্মিলনটা কি আকস্মিক ? অবশ্যই না !

আবার বলতে হয় : আগুন না থাকলে ধোঁয়া হয় না।

পরিশেষে, তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে সেমিচ 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ইউরোপের সম্ভাব্য পরিণাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় সমস্যাকে বিচার করতে চেষ্টা করছেন।'

কথাটা কি সত্য ?

হাঁ, তা সত্য ; কারণ সেমিচ তাঁর বক্তৃতায় বর্তমান অবস্থাধীনে, বিশেষ করে যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বাস্তব সত্যের প্রতি এমনকি দূরগতভাবেও কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত করেননি। রাষ্ট্র হিসেবে যুগোস্লাভিয়া যে গড়েই উঠেছে দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যেকার সংঘর্ষের পরিণাম হিসেবে এই বাস্তব সত্যটি এবং যুগোস্লাভিয়া যে চারিপাশের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে যে শক্তির খেলা চলছে তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না—এই সবকিছুই সেমিচের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। সেমিচ যে কথাটি বলেছেন যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তিনি এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার কথা ধারণা করতে পারছেন যাতে করে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি একটি প্রধান এবং জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে—বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ঐ কথাটিকে এখন অপ্রতুল বলেই গণ্য করতে হয়। সম্ভাব্য সুদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হলে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি জরুরী হয়ে উঠতে পারে এ কথা স্বীকার করাটা এখন কোনমতেই আসল বিষয় নয় ; প্রয়োজন হলে এই পরিণতির কথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও স্বীকার করবেন। আসল কথাটা এখন তা নয়। এখন কথাটা হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার বর্তমান যে রাষ্ট্রীয় সীমান্ত যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাকে জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের সূচনা-বিন্দু এবং আইনগত ভিত্তি করে তোলাকে পরিহার করা। হয় এটি, না হয় অন্যটি হবে : হয় জাতীয় আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়ার সীমান্তকে আমূল পরিতিত করে দেওয়ার প্রশ্নটি জাতীয় কর্মসূচীর একটি পরিশিষ্ট হয়ে সেই সুদূর কোন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় টিম্ টিম্ করে জলতে থাকবে, আর নয় তো তা জাতীয় কর্মসূচীরই ভিত্তি। যাই হোক, এ কথা সুস্পষ্ট যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মসূচীর একই সঙ্গে পরিশিষ্ট এবং ভিত্তি এই দুই-ই হয়ে থাকতে পারে না। আমার ভয় হচ্ছে, সেমিচ এখনো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে জাতীয় কর্মসূচীর পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত হয়ে থাকার ভবিতব্য বলেই মনে করছেন। আমি তাই মনে করি সেমিচ জাতিগত প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাধারণ প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন এবং তারই ফলে তাঁর কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্ত পরিবর্তনের প্রশ্নটি মূলতঃ একটি জরুরী প্রশ্ন না হয়ে, হয়ে উঠেছে পণ্ডিতী অধ্যয়নের বিষয়।

সেমিচের তৃতীয় ভুল সম্বন্ধে এই হচ্ছে অবস্থা।

এটা লক্ষণীয় যে সেমিচের এই ভুল সম্পর্কে ঐ একই কথা কমরেড ম্যানুইলস্কি কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন :

'জাতিগত প্রশ্নের ব্যাপারে সেমিচের সমগ্র বক্তব্যের মূল ভিত্তিই হচ্ছে এই ধারণাটির উপর যে **ধারাবাহিক বহু যুদ্ধ এবং বলপ্রয়োগের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সীমান্তের মধ্যে** যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর উচিত তাকে গ্রহণ করে নেওয়া' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট', পৃঃ ৫৯৭ দ্রষ্টব্য)।

এই সম্মিলনটাকে কি আকস্মিক মনে করা চলে? অবশ্যই না!

আবার বলতে হয়: আগুন না থাকলে ধোঁয়া হয় না।

'বলশেভিক' সাময়িক পত্রিকা

সংখ্যা ১১ ও ১২

৩০শে জুন, ১৯২৫

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

প্রাচ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন

(জাপানী নিচি-নিচি পত্রিকার সংবাদদাতা
মিঃ ফিউসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

মিঃ ফিউসের প্রশ্ন এবং জে. ভি. স্তালিনের উত্তর

প্রথম প্রশ্ন : প্রাচ্যের সবচেয়ে অগ্রসর জাতি জাপানী জনগণ প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। এই মহান লক্ষ্যে, পাশ্চাত্ত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ প্রাচ্যের জাতিগুলির মুক্তির লক্ষ্যে তারা সাগ্রহে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হতে সম্মত। কিন্তু একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে একই সঙ্গে জাপান মাঝে মাঝে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেতে এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়। (দৃষ্টান্ত হিসেবে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর কথা বলা যায়—যার ফলে জাপান ভারতের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রিটেনকে সাহায্য করে; বলা যায় ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্তভাবে সাংহাই-এর সাম্প্রতিক ঘটনাকালে চীনের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের কথা।)

একদিকে জাপানী জনগণের জাতীয় প্রয়াস ও অন্যদিকে জাপানী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ থেকে এই যে হতবুদ্ধিকর অবস্থা সৃষ্ট হয়েছে, আপনার মতে তা থেকে বের হয়ে আসার পথ কী হতে পারে ?

উত্তর : এ কথা ঠিক যে জাপানী জনগণ প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর এবং তারা নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্যের ব্যাপারে আগ্রহী। জাপানী জনগণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মধ্যেকার মৈত্রী হবে প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তির দিকে একটি নির্ধারক পদক্ষেপ। অনুরূপ একটি মৈত্রী বৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির অবসানের সূচনা করবে, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদেরই অবসানের সূচনা করবে। ঐ মৈত্রীটি হবে অপরাজেয়।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস

জাপানী জনগকে সাম্রাজ্যবাদের পথে ঠেলে দেয় এবং তাদের প্রাচ্যের জাতি-সমূহের মুক্তির নয়, দাসত্বেরই হাতিয়ার করে তোলে।

আপনি জিজ্ঞেস করেছেন: জাপানী জনগণের স্বার্থ এবং জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহের হাত থেকে বেরিয়ে আসার পথ কী?

বেরিয়ে আসার একটিমাত্র পথই রয়েছে: জাপানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিন্যাসটাকেই বদল করে দিন, তাকে জাপানী জনগণের মৌল স্বার্থের উপযোগী করে তুলুন।

একদিন রাশিয়া ছিল প্রাচ্যের জনগণের আতংকস্বরূপ, প্রতিটি মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর মতো। আগে যে রাশিয়া ছিল মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী তা যে আজ সেই আন্দোলনের মিত্র ও পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যাটা কী? একমাত্র ব্যাখ্যা হল এই যে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যভাগে যে জাতিসত্তাগুলি বসবাস করেন স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের শাসনের ফলে তাঁরা বহু শতাব্দী পেছনে পড়ে রয়েছেন, শুধুমাত্র বিপ্লবের পরই তাঁরা শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাধীন বিকাশের অধিকার অর্জন করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যভাগের জাতিসত্তাগুলিকে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের অন্যান্য জাতিসত্তাগুলির সাংস্কৃতিক স্তরে পৌছাতে হলে আপনার মতে আনুমানিক কত বছর লাগবে?

উত্তর: আপনি জিজ্ঞেস করেছেন—সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যভাগের জাতিসত্তাগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিসত্তাগুলির সাংস্কৃতিক পর্যায়ে পৌছাতে হলে আনুমানিক কত বছর লাগবে?

তা বলা শক্ত। ঐ জাতিসত্তাগুলির সাংস্কৃতিক বিকাশের গতিবেগ বহুবিধ আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সাধারণভাবে আমি বলতে চাই যে, বিকাশের গতিবেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কোন সময়ই খুব যথার্থ হয় না, বিশেষ করে বছরের হিসেবে তো বটেই। ঐ দেশগুলির সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান যে জিনিসটি সহায়তা করছে তা হল বিকাশের পথের প্রধান প্রধান বাধাগুলি, যেমন জারতন্ত্র, রুশ সাম্রাজ্যবাদ,

কেন্দ্র কর্তৃক সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে শোষণের রাজত্ব ইত্যাদি এর মাঝেই অপসারিত হয়েছে। ইউনিয়নের প্রাচ্যভাগের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি দারুণ প্রেরণা সঞ্চার করেছে। কিন্তু এই প্রধান সহায়ক পরিস্থিতিটির সুযোগ পুরোপুরিভাবে কতখানি নেওয়া হবে তা প্রাচ্যের জাতিগুলির উপর নির্ভর করছে এবং মুখ্যতঃ সোভিয়েত বিপ্লবের সময় তাঁরা সাংস্কৃতিক বিকাশের যে স্তরে ছিলেন তার উপর নির্ভর করছে।

তা যাই হোক, নির্দ্বিধায় একটি কথা বলা চলে: বিকাশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যভাগের জাতিগুলির তাঁদের নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির দ্রুত ও সর্বাত্মক বিকাশের ব্যাপারে 'স্বাধীন' ও 'সংস্কৃতিবান' পুঁজিবাদী শাসনের অধীনে তাঁদের যা বিকাশের সুযোগ হতো তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন: আপনি বলছেন প্রাচ্যের দাসত্ব-শৃংখলাবদ্ধ জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যুক্ত হলে বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত হবে। আমরা জাপানী জনগণ শ্লোগান তুলেছি: 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের হবে'। আপনি কি মনে করেন না যে আমাদের এই প্রয়াসের এবং প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যাপারে আপনাদের বৈপ্লবিক রণকৌশলের মধ্যে কিছু একটা সাধারণ মিল রয়েছে?

উত্তর: আপনি জিজ্ঞেস করেছেন—'এশিয়া এশিয়াবাসীদের হবে' এই শ্লোগান এবং প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যাপারে বলশেভিকদের বৈপ্লবিক রণকৌশলের মধ্যে কিছু একটা সাধারণ মিল নেই কি?

'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই শ্লোগান যে পরিমাণে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক যুদ্ধের আহ্বান—শুধু সেই পরিমাণেই—নিঃসন্দেহে এই দুটোর মধ্যে সাধারণ মিল রয়েছে।

কিন্তু 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই শ্লোগান বিষয়টির শুধু ঐ দিকটাই বোঝায় না। তার মধ্যে অন্য এমন দুটি আনুষঙ্গিক উপাদান রয়েছে বলশেভিক-দের রণকৌশলের সঙ্গে যা পুরোপুরি বেমানান। প্রথমতঃ, তা প্রাচ্যের সাম্রাজ্য-বাদের প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে—বোঝাতে চাইছে যেন প্রাচ্যের সাম্রাজ্য-বাদ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্লোগান এশিয়ার

শ্রমিকদের মধ্যে ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব জাগিয়ে তুলছে, পূর্বোক্তদের শেষোক্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক বন্ধনকে ভেঙে ফেলছে এবং এভাবে মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তিমূলকেই ছিন্ন করে দিচ্ছে।

বলশেভিকদের বৈপ্লবিক রণকৌশল শুধু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত নয়, প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদসহ সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই তা পরিচালিত। এশীয় এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশগুলির শ্রমিকদের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক মৈত্রীকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য নয় বরং তাকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যেই তা পরিচালিত।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন—কিছু একটা সাধারণ মিল সত্ত্বেও 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই শ্লোগান এবং প্রাচ্যে বলশেভিকদের রণকৌশলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের বিষয়ও রয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্ন : 'কমিউনিজ্‌মের অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়—প্রাচ্যে, না পাশ্চাত্ত্যে?' ১৯২০ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ভ্লাদিমির ইলিচ আমার এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : 'এখনকার মতো সত্যিকারের কমিউনিজ্‌ম্ শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্যেই সাফল্যলাভ করতে পারে। পাশ্চাত্ত্য কিন্তু বেঁচে রয়েছে প্রাচ্যের বিনিময়ে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের সম্পদ স্তূপীকৃত করে চলেছে প্রধানতঃ প্রাচ্যের উপনিবেশগুলিকে শোষণ করে; কিন্তু একই সঙ্গে তারা উপনিবেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করে তুলছে, কী করে লড়তে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছে এবং এভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যে তার নিজের কবরই খনন করছে।' চীনে, ভারতে, পারস্যে, মিশরে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতে যে ঘটনাগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রায়ই ঘটছে আপনি কি মনে করেন না যে তা পাশ্চাত্ত্যের শক্তিগুলি প্রাচ্যে নিজেরাই যে কবরগুলি খনন করেছে সেইসব কবরে তাদের চাপা পড়ার সময়টাকেই যে ঘনিয়ে আনছে তারই ইঙ্গিত বহন করছে?

উত্তর : আপনি জিজ্ঞেস করেছেন—চীনে, ভারতে, পারস্যে, মিশরে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠছে তা পাশ্চাত্ত্যের শক্তিগুলি নিজেরাই প্রাচ্যে যে কবরগুলি খনন করেছে সেইসব কবরে নিজেদের চাপা পড়ার সময়টাকেই যে ঘনিয়ে আনছে তারই ইঙ্গিত বহন করছে—এ কথা আমি মনে করি কিনা?

হাঁ, আমি তা মনে করি। উপনিবেশগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্ভূমি। এই পশ্চাদ্ভূমি বিপ্লবায়িত হয়ে উঠলে তা যে শুধু এই পশ্চাদ্ভূমি থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহানি করতে বাধ্য তা নয়, প্রাচ্যের বিপ্লবায়িত হয়ে ওঠার অর্থ হবে যে তাতে করে পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক সংকটের তীব্রতর হয়ে ওঠার ব্যাপারটাও নিদারুণভাবে জোরদার হয়ে উঠতে বাধ্য। আর এভাবে সামনে ও পেছনে এই দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য হয়ে কবুল করতে হবে যে দিন তার এবার ঘনিয়ে এসেছে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৫০
৪ঠা জুলাই, ১৯২৫

কমরেড ইয়েরমাকোভস্কির কাছে পত্র

কমরেড ইয়েরমাকোভস্কি,

দেরীতে জবাব দেওয়ার জন্ত অনেক মার্জনা চাইছি। গত দুমাস ছুটিতে ছিলাম, গতকাল মস্কো ফিরেছি আর আজই কেবল আপনার চিঠিখানি পড়তে পারলাম। যাই হোক, একেবারে জবাব না দেওয়ার চেয়ে দেরীতে দেওয়া তবু ভাল।

'শুধুমাত্র একটি দেশে এই বিপ্লব হতে পারে কি?'—এই প্রশ্নের না-বোধক যে জবাব এঙ্গেলস দিয়েছিলেন তাতে করে প্রাক্-একচেটিয়া যুগের পুঁজিবাদের, সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ব যুগের পুঁজিবাদের পুরোপুরি প্রকাশ দেখা যায় কারণ তখনো পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম, আকস্মিক দমকা বিক্ষেপে বিকাশের অবস্থাটা ছিল না এবং স্বভাবতঃই একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের পূর্ব-শর্তটি তখনো দেখা দেয়নি (এটা তো জানা কথা, একটি দেশে এরকম একটি বিপ্লবের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়ম থেকে)। পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়ম এবং তারই আনুষঙ্গিক তত্ত্ব যে একটিমাত্র দেশেই শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব সম্ভবপর এই বক্তব্যগুলি একমাত্র সাম্রাজ্যবাদের যুগেই লেনিন কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল এবং উপস্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল। প্রসঙ্গতঃ এ থেকেই লেনিনবাদ কেন সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ, কেন তা প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী যুগে রূপায়িত মার্কসবাদের আরও বিকশিত রূপ—তার একটি ব্যাখ্যা মেলে। প্রতিভাধর হলেও এঙ্গেলসের পক্ষে পুঁজিবাদের প্রাক্-একচেটিয়া যুগে যার অস্তিত্ব ছিল না **সাম্যবাদের মূল নীতি**[৪৩] নামক তাঁর বইখানি বিগত শতকের চল্লিশের দশকে যখন তিনি লেখেন তখন তা দেখা সম্ভব হয়নি কারণ তার উদ্ভবই ঘটেছিল পরবর্তীকালে, পুঁজিবাদের একচেটিয়া রূপের যুগে। অন্তদিকে প্রতিভাধর মার্কসবাদী হিসেবে লেনিন এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যবাদের যুগে যা এর মাঝেই আবির্ভূত হয়ে গেছে তা দেখতে ভুল করেননি। লেনিন এবং এঙ্গেলসের মধ্যেকার পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের মধ্যেকার ব্যবধান রচনা করে রেখেছে যে দুটি ঐতিহাসিক যুগ সেই দুটি যুগের পার্থক্য।

'ট্রট্স্কির তত্ত্বটি এঙ্গেলসের মতবাদের সঙ্গে অভিন্ন'—এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ১৯ নম্বর প্রশ্নের না-বোধক জবাব দেওয়ার (এঙ্গেলস-এর সাম্য-বাদের মুল নীতি দ্রষ্টব্য) ভিত্তি পুঁজিবাদের প্রাক্-একচেটিয়া যুগে, বিগত শতকের চল্লিশের দশকে যখন পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়মের কোন প্রশ্নই ছিল না—তখন এঙ্গেলসের দিক থেকে ছিল। উল্টোদিকে বিংশ শতাব্দীতে এঙ্গেলসের সেই পুরানো উত্তরটির পুনরাবৃত্তি করার ট্রট্স্কির কোনই ভিত্তি নেই, কেননা, তা নেওয়া হয়েছে এমন একটা যুগ থেকে যা এর মাঝেই গত হয়ে গেছে এবং যান্ত্রিকভাবে তাকে নূতন যুগটিতে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে যখন অসম বিকাশের নিয়মটি ব্যাপকভাবে পরিচিত একটি বাস্তব সত্য সেই যুগে তাকে প্রয়োগ করেছেন। এঙ্গেলস তাঁর উত্তরটি দিয়েছিলেন তাঁর সমকালের একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। ট্রট্স্কি কিন্তু বর্তমান যুগকে অবহেলা করেছেন, ভুলে বসে আছেন যে তিনি বিগত শতকের চল্লিশের দশকে বাস করছেন না, বাস করছেন বিংশ শতাব্দীতে এবং চতুরালী করে উনবিংশ শতকের আইভান আইভানোভিচের নাকটাকে বিংশ শতকের প্রথমভাগের আইভান নিকিফোরোভিচের চিবুকে জুড়ে দিয়ে স্পষ্টতঃ এই বিশ্বাস নিয়ে বুঁদ হয়ে রয়েছেন যে এভাবে বুঝি ইতিহাসকে বোকা বানিয়ে দিতে পারবেন। আমি মনে করি না যে এই দুটি পরস্পব বিপরীত পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে এ কথা বলা চলে যে 'ট্রট্স্কির তত্ত্বটি এঙ্গেলসের মতবাদের সঙ্গে অভিন্ন'।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

১৫. ৯. '২৫

জে স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

প্রচার-অভিযান দপ্তরসমূহের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৪ই অক্টোবর, ১৯২৫

প্রশ্ন: কমিনটার্নের বিগত কংগ্রেসের পর থেকে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কি?

উত্তর: আমাদের পার্টি মহলগুলিতে আমরা সাধারণতঃ দুটি স্থিতিশীলতার কথা বলে থাকি: পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা হচ্ছে পুঁজিবাদের সংকটের সাময়িক একটা হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে অনপনেয় দ্বন্দ্বের উদ্ভবের ও বিকাশের ফলে পরবর্তী নূতন পুঁজিবাদী সংকটের প্রাদুর্ভাব। এক্ষেত্রে যা কিছু পরিবর্তনই হোক না কেন নূতন সংকটকে পরিহার করা অসম্ভব। সোভিয়েত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ব্যাপারে বলা যায়, তা ক্রমবর্ধিত গতিতে বিকাশলাভ করে চলেছে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলিকে সুসংহত করে এবং পুঁজিবাদের শক্তিগুলিকে উৎপাটিত করে এগিয়ে চলেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির পরিপূর্ণ বিজয় আগামী কটি বছরের ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন: পাশ্চাত্যের ট্রেড ইউনিয়নসমূহে ক্রমবর্ধিত যে বামপন্থী আন্দোলন দেখা দিচ্ছে তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু একটা অংশ কি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না?

উত্তর: না, তা হবে না। বরং উল্টোটাই ঘটবে, ট্রেড ইউনিয়নে বামপন্থী ঝোঁকটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রভাবকেই জোরদার করে তুলবে। সমাজ-সংস্কারবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে শক্তিশালী শুধু এইজন্য এবং এই কারণের জন্যই নয় যে সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি তাদের আয়ত্তে রয়েছে, বরং প্রধানতঃ এইজন্য যে তাদের পেছনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন রয়েছে। যদি এই সমর্থন থেকে ওদের বঞ্চিত করা যায় তবে ওরা শূন্যে হাওয়ায় ঝুলতে

থাকবে। বামপন্থার দিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঝোঁকের অর্থ হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিকদের বিপুল অংশ পুরাতন, সংস্কারবাদী নেতাদের পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে এবং নূতন, বামপন্থী নেতাদের খোঁজ করছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে ভুল করে তা হচ্ছে তারা এই হিতকর প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় এবং যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকরা বামপন্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারণ করার পরিবর্তে এবং তারা যাতে সংস্কারবাদের পংককুণ্ড থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তার পরিবর্তে তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করতে আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের দূরে ঠেলে দেয়।

এটা মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্ত্যের ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থা আমাদের দেশে যা তার চেয়ে ভিন্ন। এখানে, আমাদের দেশে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে উঠেছে পার্টি প্রতিষ্ঠার পরে, পার্টি যখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট মর্যাদা অর্জন করে ফেলেছে তার পরে। এখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত হয়েছে পার্টির প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, পার্টির সহায়তার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ এ থেকেই এই ঘটনাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন এখানে শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির মর্যাদা ট্রেড ইউনিয়নগুলির মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি পাশ্চাত্ত্যে দেখতে পাই। ওখানে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিগুলির অনেক আগে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গড়ে উঠেছিল। ওখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন শ্রমিকদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের সংগঠিত করছিল এবং পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাহায্য করছিল তখনো পর্যন্ত কোন পার্টিই ছিল না। শুধু তাই নয়, ওখানে পার্টিগুলিরই সৃষ্টি হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে। প্রসঙ্গতঃ এই থেকে এই বাস্তব সত্যের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন পাশ্চাত্ত্যে জনসাধারণের মধ্যে পার্টির চেয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মর্যাদা এত বেশি। ওখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং তাদের নেতারা ভাল কি মন্দ প্রশ্নটা তা নয়, একটা বিষয় পরিষ্কার যে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে তাদের দুর্গ-প্রাকার বলেই মনে করে। সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেবার সময় ঐসব বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি মনে রাখা দরকার। সংস্কারবাদী নেতাদের গালমন্দ এবং প্রচণ্ড বদনাম দিলেই কোন কাজ হবে না। বরং উল্টোদিকে এই গালমন্দ ও প্রচণ্ড বদনামগুলি শ্রমিকদের মধ্যে

শুধু এই ধারণারই সৃষ্টি করবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ঐ খারাপ নেতাদের অপসারণ নয় বরং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেই ভেঙে ফেলা।

প্রশ্ন: 'অতি-বামদের' অপসারণের পর জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থাটা কী?

উত্তর: নিঃসন্দেহে 'অতি-বামদের' অপসারণের ফলে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থার উন্নতিই হয়েছে। 'অতি-বামপন্থীরা' শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধবাদী লোক। রুথ ফিশার এবং মাসলোর[৪৪] জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ কী মিল আছে? 'অতি-বামপন্থীদের' অপসারণের ফল হয়েছে এই যে শ্রমিকদের মধ্য থেকে নূতন নূতন নেতারা সামনে এগিয়ে এসেছেন। এটা জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একটা বিরাট লাভ।

প্রশ্ন: জার্মানির সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন লক্ষ্যের কথা ভাবা হচ্ছে কি?

উত্তর: না। সব সময় আমাদের একটিই লক্ষ্য ছিল, আছে এবং থাকবে: সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরই আমাদের লক্ষ্য এবং দেশে ও বহির্দেশে তার সাফল্যই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। যে চুক্তিই সম্পাদিত হোক না কেন তা এক্ষেত্রে কোন কিছুই বদলে দিতে পারবে না।

প্রশ্ন: ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পার্টির কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের মুখ্য পদ্ধতিটি কী হবে?

উত্তর: পার্টির কাজকর্মের ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন কমিউনিজ্‌মের অবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং বুঝিয়ে সম্মত করার পদ্ধতিতে ফিরে আসা। আমাদের দেশের শোষক শক্তিগুলির ক্ষেত্রে আমাদের সেই পুরাতন পরীক্ষিত পদ্ধতিটিই রয়েছে—সেই জবরদস্তির পদ্ধতি। আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুঝিয়ে সম্মত করানোর পদ্ধতিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। পার্টির উপদেশ ও নির্দেশগুলি সঠিক এটাই আসল কথা নয়। তা নিশ্চয়ই একটা ভাল জিনিস, কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। মূল কথা হচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণের শ্রমজীবী মানুষকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে ঐ নির্দেশ ও উপদেশগুলি সঠিক। মূল কথাটিই হচ্ছে এই যে জনসাধারণকে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে পার্টির নির্দেশ ও উপদেশগুলি সঠিক। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক, জটিল,

নমনীয় এবং ধৈর্যশীল পার্টিগত কাজকর্ম এবং বর্তমান অবস্থাতে যখন ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের কার্যকলাপ বেড়ে চলছে তখন এটাই হচ্ছে পার্টির কাজকর্মের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

প্রশ্ন: আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের কথা দৃষ্টিতে রেখে প্রচার-অভিযান দপ্তরের কোন্ কোন্ প্রশ্নে মনোযোগ দেওয়া উচিত?

উত্তর: প্রথমতঃ, মনোযোগ দিতে হবে আমাদের শিল্পায়নের প্রশ্নটির উপর এবং দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদের প্রশ্নের উপর। প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে যে বিষয়টা জোর দিতে হবে তা হচ্ছে এই যে শিল্পায়নই প্রধান উপায় যার সাহায্যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করতে পারি এবং যদি আমরা আমাদের দেশকে শিল্পায়িত না করি তবে তা বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা লেজুড়ে পরিণত হওয়ার দুর্দৈবের সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার মৈত্রীবন্ধনকে, শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যেকার বন্ধনকে জোরদার করে তোলার সমস্যার উপর আমাদের অধিকতর প্রয়াসকে নিয়োজিত করতে হবে, কারণ ঐ মৈত্রীবন্ধন ছাড়া আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাই অসম্ভব হবে।

প্রশ্ন: পার্টির বিস্তারের ফলে এবং পার্টির সদস্যপদকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার প্রয়োজনীতা থেকে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে?

উত্তর: ইদানীং পার্টির সদস্যপদ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্যই এটা একটা ভাল কথা কারণ পার্টির দ্রুত অগ্রগতি আমাদের পার্টির প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধিত আস্থারই প্রমাণ। কিন্তু তার গুরুতর ত্রুটিও রয়েছে। ত্রুটিগুলি হচ্ছে এই যে পার্টির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে পার্টি-সদস্যদের রাজনৈতিক উপলব্ধির স্তরটা খানিকটা নেমেও যায়, পার্টির গুণগত উৎকর্ষ কিছুটা হ্রাস পায়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও গুণগত মানটা কিন্তু পরিমাণের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য আমাদের কিছু কিছু কমরেডদের পার্টির পরিমাণগত বৃদ্ধির প্রতি যে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি রয়েছে তার সমাপ্তি ঘটাতেই হবে; পার্টিতে পাইকারীভাবে লোক ঢোকানো আমাদের বন্ধ করতেই হবে এবং ভবিষ্যতে প্রচুর বাছবিচার করে নূতন সদস্য গ্রহণ করাকে একটি নিয়ম করে তুলতে হবে। এই হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ, নূতন পার্টি-সদস্যদের গভীর রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে বাঞ্ছিত পর্যায়ে উন্নীত করা যায়।

প্রশ্ন : কী করলে পার্টি-বহির্ভূত কৃষক-জনতার সঙ্গে যোগাযোগকে সবচেয়ে ভালভাবে সুনিশ্চিত করা যাবে—কৃষকদের পার্টিতে নিয়ে আসা যাবে অথবা পার্টির চারিপাশে পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলা যাবে ?

উত্তর : আমাদের দুটিরই দরকার। যদি গ্রামাঞ্চলে আমরা অন্ততঃ একটা সামান্য সংখ্যক কৃষকদের পার্টিতে সংগঠিত করতে না পারি তবে আমাদের পার্টিকে ঘিরে ব্যাপক, পার্টি-বহির্ভূত, কৃষকদের সক্রিয় একটি বাহিনী গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হবে। আবার যদি আমাদের ব্যাপক, পার্টি-বহির্ভূত, কৃষকদের সক্রিয় একটি বাহিনী না থাকে তবে গ্রামাঞ্চলে কার্যকর পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা আরও অনেক কঠিন হবে কেননা সাধারণতঃ পার্টি-সংগঠন ঐরকম একটা সক্রিয় বাহিনী থেকেই গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপক, পার্টি-বহির্ভূত, কৃষকদের সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ জিনিসটি পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলে ? পার্টির চারিপাশে যে ব্যাপক, পার্টি-বহির্ভূত দরদীদের সক্রিয় বাহিনীটি থাকে তা-ই পার্টিকে শক্তিশালী করে। যদি তার নিজের চারিপাশে দরদীদের ব্যাপক একটি সক্রিয় বাহিনী না থাকত তবে পার্টি বিশাল শ্রমিক-জনগণকে সংগ্রামে নেতৃত্বদান করতে পারত না। ঐরকম সক্রিয় একটি বাহিনীর সহায়তা ছাড়া পার্টি বিপুল জনসাধারণের ওপর নিজের নেতৃত্ব কার্যকর করতে পারে না। এই হচ্ছে নেতৃত্বের অন্যতম মৌল নিয়ম।

আপনাদের কি লেনিনের স্মরণে আয়োজিত পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির অভিযানের কথাটি মনে আছে যখন মাত্র কটি দিনের মধ্যে দু'লক্ষ নূতন সদস্য, শ্রমিকশ্রেণীর সেরা সন্তানেরা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ? এই দু'লক্ষ সদস্য কোথা থেকে এসেছিলেন ? আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যাপক পার্টি-বহির্ভূত কর্মীদের সক্রিয় বাহিনীর থেকেই তাঁরা এসেছিলেন।

সুতরাং, পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় বাহিনীটিই হচ্ছে সেই উৎস যার প্রাণরস পান করেই পার্টি বেঁচে থাকে, বেড়ে ওঠে। এটা শুধু শ্রমিকশ্রেণীর বেলাতেই সত্য নয়—শ্রমজীবী কৃষক-জনগণের বেলাতেও তা সত্য।

প্রশ্ন: যে শিল্পগুলি বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে তা থেকে শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে কী বাস্তব ফলাফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে?

উত্তর: তাঁর জীবিতকালেই লেনিন বলে গেছেন যে আমাদের দেশে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। আমাদের হাতে যেসব নূতন তথ্য এসেছে তা লেনিনের কথাগুলির যথার্থতাই প্রমাণ করছে। আমরা এখন প্রচুর আস্থা নিয়েই বলতে পারি যে আমাদের দেশে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পের কোন ভবিষ্যৎ নেই। এটা একটা বাস্তব সত্য যে আমাদের মোট শিল্পগত উৎপাদনের তুলনায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পগুলির উৎপাদনের অনুপাত একেবারেই নগণ্য এবং এই অনুপাতও কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য

('কম্‌সোমোলস্কায়া প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর প্রত্যুত্তর)

(১)

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রধান কর্তব্য কী কী ?

প্রশ্নটি সাজানো হয়েছে অত্যন্ত সাধারণ আকারে। সুতরাং উত্তরটাও তার দেওয়া যায় সাধারণ ভাষাতেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানতঃ সকল দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এবং শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য পরিচালিত সংগ্রামকে কথায় ও কাজের মধ্য দিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করা। স্বভাবতঃই বোঝা যায় তার সকল কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশাবলীর দ্বারা পরিচালিত হলেই শুধু তা এই সাধারণ কর্তব্যটি সম্পাদন করতে পারবে।

(২)

আত্মবিলুপ্তিবাদের (সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লক্ষ্যটি হারিয়ে ফেলার), জাতীয়তা-বাদের (আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যটি হারিয়ে ফেলার) বিপদের ব্যাপারে এবং 'প্রশ্ন ও উত্তর' নামক পুস্তিকায় উল্লিখিত পার্টির নেতৃত্বকে ছোট করে দেখার বিপদের ব্যাপারে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সামনে কী কী কর্তব্য রয়েছে ?

সংক্ষেপে বলা যায়, এই ক্ষেত্রে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য হল আমাদের তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের লেনিনবাদের আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু লেনিনবাদের আদর্শে যুবকদের শিক্ষিত করে তোলা বলতে কী বোঝায় ? প্রথমতঃ, তা বোঝায় আমাদের দেশে গঠনাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং প্রয়োজন এই চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। দ্বিতীয়তঃ, তা বোঝায় আমাদের শ্রমিক-রাষ্ট্রটি যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-

শ্রেণীরই সন্তান, সকল দেশে বিপ্লবকে বিকশিত করে তোলার ভিত্তিভূমি, আমাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীরই লক্ষ্যবস্তু—তাদের এই প্রত্যয়কে জোরদার করে তোলা। তৃতীয়তঃ, তা বোঝায় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি আস্থার মনোভাবে তরুণদের শিক্ষিত করে তোলা। ঠিক এইসব লাইনে যুবক-যুবতীদের শিক্ষিত করে তুলতে সমর্থ এমন কর্মীদল এবং সক্রিয় একটি বাহিনী গড়ে তোলা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের পক্ষে প্রয়োজন।

গঠনাত্মক কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রগুলিতে—শিল্প, কৃষি, সমবায়, সোভিয়েত-সমূহ, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যরা সক্রিয় রয়েছেন। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকেই গঠনাত্মক কাজকর্মের এই সকল ক্ষেত্রে পরিচালিত তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। তার প্রতিদিনের কাজকে এই লক্ষ্য অর্জনের অভিমুখে পরিচালিত করার মনোভাব নিয়েই তাকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিচিত্র রকমের বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের কাজ করতে হয়। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ নিজেই একটা আন্তর্জাতিকের আদলে গড়া। নানা জাতি নিয়ে গড়া সংগঠনের জন্যই শুধু নয়, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ আবার সরাসরি আন্ত-র্জাতিক শ্রমিকবাহিনার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহিনী রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সঙ্গেও যুক্ত। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কাজকর্মের সঙ্গে মিশে রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌলিক ধারণাটি। তা-ই তাকে শক্তিমান করে রেখেছে। তা-ই তাকে অশেষ বলবান করে রেখেছে। আন্তর্জাতিকতার মনোভাবটি সব সময়ই ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সামনে থাকা চাই। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত সংগ্রামের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যগণকে তাদের মনে আন্ত-র্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যগণকে আমাদের বিপ্লবকে শুধুমাত্র আমাদের একটি চরম লক্ষ্য বলে দেখলে চলবে না, তাকে সকল দেশে শ্রমিক-বিপ্লবের বিজয়ের একটি মাধ্যম এবং সহায়ক শক্তি হিসেবেই দেখতে শিখতে হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ একটি পার্টি-বহির্ভূত সংগঠন। আবার একই সঙ্গে তা একটি কমিউনিস্ট সংগঠনও বটে। তার অর্থ হচ্ছে, আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন হলেও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগকে তা সত্ত্বেও আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীনে কাজ করতেই হবে। তাই কর্তব্য হচ্ছে আমাদের পার্টির প্রতি, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে পার্টির নেতৃত্বের প্রতি যুবকদের আস্থা সুনিশ্চিত করা। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে পার্টির নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করাই ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সমগ্র কাজকর্মের মধ্যে মুখ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যকে মনে রাখতে হবে যে এই নেতৃত্ব ব্যতীত ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ তার প্রধান কর্তব্য, তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ও সাম্যবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবে না।

(৩)

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রসারের প্রশ্নটিকে বর্তমান সময়ে কিভাবে উপস্থিত করা উচিত : তা কি প্রধানতঃ তরুণ শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের এবং মাঝারি কৃষকদের শ্রেষ্ঠ যুবকদের নিজের বাহিনীতে টেনে আনার নীতিই চালিয়ে যাবে, না এর মাঝেই লীগে যে যুব সাধারণ সমবেত হয়েছে তাদের ধরে রাখা এবং শিক্ষিত করে তোলার প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রাখবে ?

এটি অথবা ঐটি—এভাবে কথাটা বলা ভুল। দুটিই করতে হবে। যথা-সম্ভব সমস্ত তরুণ শ্রমিক এবং গরিব ও মাঝারি কৃষকের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের লীগের মধ্যে টেনে আনতে হবে। একই সঙ্গে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে নূতন সদস্যদের শিক্ষিত করার ব্যাপারেও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সবচেয়ে জরুরী আশু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি হচ্ছে প্রলেতারীয় কেন্দ্রটিকে জোরদার করে তোলা। এই কর্তব্যটি সুসম্পন্ন করতে পারলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ যে সঠিক পথে চলবে তার একটি গ্যারান্টি তৈরী হবে। কিন্তু ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ তো শুধুমাত্র তরুণ শ্রমিকদেরই সংগঠন নয়, তা তো তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন। সুতরাং, তার প্রলেতারীয় কেন্দ্রটিকে জোরদার করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-যুবকদের শ্রেষ্ঠ অংশকেও সদস্য-তালিকাভুক্ত করতে হবে, লীগের প্রলেতারীয় কেন্দ্র এবং কৃষক অংশটির মধ্যে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনকে সুনিশ্চিত করার জন্যও তাকে কাজ

করে যেতে হবে। তা যদি করা না হয় তাহলে লীগের মধ্যে প্রলেতারীয় কেন্দ্রটি কর্তৃক তরুণ কৃষকদের নেতৃত্বদান অসম্ভব হবে।

(৪)

রাশিয়ার লেনিনবাদী ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কিছু কিছু গুবের্নিয়া কমিটি মহিলাদের প্রতিনিধি-সভাগুলির আদর্শ অনুসরণ করে স্থায়ী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তরুণ পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের প্রতিনিধি-সভার আয়োজন করতে শুরু করেছে। ঐ মিটিংগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নেতৃত্বাধীনে তরুণ কৃষকদের, মুখ্যতঃ মাঝারি কৃষকদের সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলা। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক কি? এর মধ্যে কি এই বিপদটি নিহিত নেই যে ঐ প্রতিনিধি-সভাগুলি এক ধরনের পার্টি-বহির্ভূত তরুণ কৃষকদের লীগের রূপ ধারণ করে বসতে পারে এবং ঐগুলি আমাদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের বিরুদ্ধে কি নিজেদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারে না?

আমার মতে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটি ভুল। কেন? নিম্নলিখিত এই কারণগুলির জন্য।

প্রথমতঃ, এখানে মাঝারি কৃষকদের প্রতি একটা ভয় লুকিয়ে রয়েছে, তরুণ মাঝারি কৃষকদের তফাতে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা এর পেছনে রয়েছে, ওদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হাত ধুয়ে ফেলার একটা প্রয়াস রয়েছে। এই ইচ্ছাটা কি সঠিক? অবশ্যই না। তরুণ মাঝারি কৃষকদের তফাতে রাখা উচিত নয়, বরং উল্টোদিকে তাদের আরও কাছে টেনে আনা, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের আরও কাছে নিয়ে আসা উচিত। একমাত্র এভাবেই তরুণ মাঝারি কৃষকদের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রলেতারীয় কেন্দ্রের প্রতি, আমাদের পার্টির প্রতি তাদের আস্থা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষক-জনগণের সকল অংশই যখন অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছে, তরুণ মাঝারি কৃষকদের প্রতিনিধিদের বিশেষ সভা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ কর্তৃক আহূত হলে তা অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র মাঝারি কৃষক যুবকদের একটি লীগে পরিণত হবে। এই স্বতন্ত্র লীগ প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হবে নিজেকে সাবেক যুব লীগের এবং তার নেতা রুশ কমিউনিস্ট (বেলশেভিক) পার্টির বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাতে; তা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কৃষক অংশকে নিজের দিকে টেনে নেবে এবং এভাবে লীগটি ভেঙে, একটা তরুণ শ্রমিকদের লীগ এবং অন্য একটি তরুণ কৃষকদের লীগ—এরকম দুটি লীগের সৃষ্টি হওয়ার বিপদ সৃষ্টি হবে। আমরা কি ঐরকম একটা বিপদকে অবজ্ঞা করতে পারি? অবশ্যই না। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে আমাদের বিকাশের বর্তমান একটি অবস্থায়

আমরা কি ঐরকম একটা ভাঙন চাই ? নিশ্চয়ই না। বরং উল্টোদিকে, এখন যা দরকার তা হচ্ছে তরুণ কৃষকদের দূরে রাখা নয় বরং তাদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রলেতারীয় কেন্দ্রের নিকটতর করে তোলা; বিরোধ নয়, প্রয়োজন তাদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের।

তৃতীয়ত:, শ্রমজীবী মহিলাদের বর্তমান প্রতিনিধি-সভার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তরুণ মাঝারি কৃষকদের প্রতিনিধি-সভা গঠনের ব্যাপারটাকে যুক্তিসঙ্গত বলে হাজির করা যায় না। যে তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ নামক নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন রয়েছে তাদের ব্যাপারটিকে যে শ্রমজীবী মহিলা ও কৃষক মহিলাদের স্বতন্ত্র নিজস্ব কোন সংগঠন নেই তাদের সঙ্গে সমান করে দেখানো চলে না, ঠিক যেমন তরুণ মাঝারি কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ যে শ্রমজীবী মহিলারা তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলে না। তরুণ মাঝারি কৃষকদের প্রতিনিধি-সভার অস্তিত্ব ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের পক্ষে বিপদের সৃষ্টি করে, কিন্তু শ্রমজীবী মহিলা ও কৃষক মহিলাদের প্রতিনিধি-সভার অস্তিত্ব কারো পক্ষে কোন বিপদের সৃষ্টি করে না, কারণ বর্তমানে শ্রমজীবী মহিলা ও কৃষক মহিলাদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের মতো নিজস্ব স্বতন্ত্র, স্থায়ী কোন সংগঠন নেই।

তাই আমি মনে করি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ কর্তৃক তরুণ মাঝারি কৃষকদের বিশেষ প্রতিনিধি-সভার সংগঠন গড়ে তোলা অপ্রয়োজনীয়।

আমি মনে করি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস[৪৫] গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের চারিপাশে সহায়ক সংগঠন হিসেবে—আত্মশিক্ষাকেন্দ্রসমূহ, কৃষিবিষয়ক অধ্যয়নের কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তোলার প্রস্তাবের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সঠিক কাজই করেছে।

(৫)

বর্তমান অবস্থায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীর পক্ষে বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সম্মিলন ঘটানো কি সম্ভব ; এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সংগঠন-সমূহ ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে কী করতে পারেন ?

সর্বপ্রথমেই মার্কসবাদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করছি। এভাবে প্রশ্নটি রাখলে মনে হতে পারে যে মার্কসবাদ হল একটা বিষয় এবং লেনিনবাদ হল অন্য আরেকটা বিষয় এবং একজন মার্কসবাদী না হয়েও যেন লেনিনবাদী হতে পারেন। এরকম একটা ধারণাকে সঠিক বলে গণ্য করা যায় না।

লেনিনবাদ মানে লেনিনের শিক্ষা থেকে মার্কসবাদ বাদ দিয়ে যা থাকে তা নয়। লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুগের ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। অর্থাৎ লেনিনবাদ হচ্ছে মার্কস যা শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে যা নির্গলিত হয়ে আসে তার সঙ্গে মার্কসবাদের ভাণ্ডারে (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যাপারে, কৃষকদের প্রশ্নে, জাতিগত প্রশ্নে, পার্টির ব্যাপারে, সংস্কারবাদের সামাজিক উৎস সম্পর্কে, কমিউনিজ্‌মের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিচ্যুতি ইত্যাদির ব্যাপারে যে শিক্ষাগুলি নূতন অবদান হিসেবে লেনিন জুগিয়ে গেছেন তার সংযোজন। সুতরাং প্রশ্নটিকে এইভাবে সাজালেই ভাল হয় যাতে করে মার্কসবাদ অথবা লেনিনবাদের কথা বোঝায় না (কারণ মূলগতভাবে দুটিই সমান) বরং মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ এভাবেই যেন বক্তব্যটা দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে না যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীর বাস্তব কার্যকলাপকে যদি তত্ত্বগত শিক্ষা-দীক্ষার ('লেনিনবাদের অধ্যয়নের') সঙ্গে যুক্ত করা না হয় তবে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের দিক থেকে কোনরূপ বুদ্ধিদীপ্ত কমিউনিস্ট কার্যকলাপ সম্ভব হবে না। লেনিনবাদ হচ্ছে সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণ রূপদান। এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রাত্যহিক বাস্তব কার্য-কলাপে নিযুক্ত কর্মীদের কাছে একটি পথনির্দেশক তারকার মতো যা তাদের পথকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে এবং তাদের লক্ষ্য নির্দেশ করে। ঐ অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করতে বা অন্ততঃ বেশ কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করতে না পারলে বাস্তব কার্যকলাপে নিযুক্ত কর্মীরা তাঁদের কাজে আস্থাবান হতে বা তা সঠিক কিনা তা জানতে পারবেন না। যদি তাঁরা লেনিনবাদ অধ্যয়ন না করেন, লেনিনবাদকে আয়ত্ত করতে প্রয়াসী না হন, তাদের বাস্তব কার্যকলাপকে প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে যদি অস্বীকার করেন—তবে অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে কাজ করাই তাঁদের কপালে জুটবে। সুতরাং লেনিনবাদের অধ্যয়ন, লেনিনীয় শিক্ষা হচ্ছে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে একটি প্রকৃত লেনিনবাদী সক্রিয় বাহিনীতে পরিণত করার অপরিহার্য শর্ত—তাহলেই এই বাহিনীটি লক্ষ লক্ষ ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ও সাম্যবাদের আদর্শে সুশিক্ষিত করে তুলতে সমর্থ হবে।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীটি যখন কাজকর্মে ভীষণরকম ব্যস্ত তখন তত্ত্ব ও কর্মের এ ধরনের একটি সম্মিলন সম্ভব কি? হাঁ, সম্ভব। কাজটা খুবই কঠিন, তা না বললেও চলে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং তা অপরিহার্য, কেননা তা না হলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে যথার্থ লেনিনবাদী একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলাই সম্ভব নয়। আমাদের সেইসব দুর্বলচেতা লোকের মতো আচরণ করলে চলবে না যারা অসুবিধা দেখলেই ভীত হয়ে দৌড়ে পালায় আর সহজ কাজের খোঁজ করে বেড়ায়। অসুবিধা আছে বলেই সেগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সেগুলিকে জয় করতে হবে। যদি অসুবিধাকে জয় করতে তাঁরা না শিখতেন তবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিকরা নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয়ে যেতেন। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ একটি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগই হতে পারবে না যদি তারা অসুবিধার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীটি একটি মহান কর্তব্য হাতে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের লক্ষ্যপথের সমস্ত অসুবিধা-গুলিকে জয় করার শক্তি তাঁদের খুঁজে বের করতেই হবে।

যদি লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের আদর্শে যথার্থই শিক্ষিত করে তুলতে হয় তবে **ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেনিনবাদের অধ্যয়ন** —এই পথ ধরেই ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় বাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে।

কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ১৩৩

২৯শে অক্টোবর, ১৯২৫

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

এম. ভি. ফ্রুঞ্জের অন্ত্যেষ্টি পলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা

৩রা নভেম্বর, ১৯২৫

কমরেডগণ, দীর্ঘ বক্তৃতা আমি করতে পারব না। আমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় তা করার কোন ইচ্ছেও আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে কমরেড ফ্রুঞ্জের মৃত্যুতে আমরা আমাদের যুগের সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সবচেয়ে সৎ আর সবচেয়ে নির্ভীক একজন বিপ্লবীকে হারিয়েছি।

কমরেড ফ্রুঞ্জের মৃত্যুতে পার্টি হারিয়েছে তার একজন সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সবচেয়ে শৃংখলাপরায়ণ নেতাকে।

কমরেড ফ্রুঞ্জের মৃত্যুতে সোভিয়েত সরকার আমাদের দেশের এবং আমাদের রাষ্ট্রের একজন সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বিজ্ঞতম নির্মাতাকে হারিয়েছে।

কমরেড ফ্রুঞ্জের মৃত্যুতে সেনাবাহিনী তার একজন সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা ও স্রষ্টাকে হারিয়েছে।

তাই পার্টি এত গভীরভাবে কমরেড ফ্রুঞ্জের বিয়োগে শোকপ্রকাশ করছে।

কমরেডগণ, এই বছরটি আমাদের কাছে দারুণ দুঃখের বছর। তা আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে। কিন্তু মনে হয় তাও বুঝি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হল আরেকটি প্রাণের। আমাদের প্রবীণ কমরেডরা এমন সহজভাবে এমন অবলীলাক্রমে কবরে চলে যাচ্ছেন তা হয়তো-বা প্রয়োজনও। দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের তরুণ কমরেডরা কিন্তু তেমন সহজভাবে এবং কোনমতেই ঐরকম অবলীলায় সামনে এগিয়ে এসে প্রবীণদের স্থানে দাঁড়াচ্ছেন না।

আমরা এই বিশ্বাস ও আশা করছি যে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে যাতে নূতন কর্মীরা প্রবীণদের স্থানে এগিয়ে আসেন।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে কমরেড ফ্রুঞ্জের মৃত্যুতে সমগ্র পার্টির হয়ে শোক প্রকাশের জন্য।

আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটি সেই শোকের, অন্তহীন যে শোকে দীর্ঘ বক্তৃতার অবকাশ থাকে না তারই প্রকাশ হয়ে থাক।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৩
৫ই নভেম্বর, ১৯২৫

অক্টোবর, লেনিন এবং আমাদের বিকাশের সম্ভাবনা

অক্টোবরের প্রস্তুতির আট বছর আগেকার অধ্যায় এবং অক্টোবরের আট বছর পরের বর্তমান অধ্যায় এই দুয়ের মধ্যে আমার মনে হয় বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একটা মিল রয়েছে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে উভয় অধ্যায়েই ছিল আমাদের বিপ্লবের বিকাশের দিক্-পরিবর্তনের নিশানা। তখন সেই ১৯১৭ সালে কর্তব্যটি দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে রূপান্তরিত করা। আর এখন এই ১৯২৫ সালে কর্তব্যটা হচ্ছে বর্তমানে যে অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি বলা চলে না তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা, এমন একটা অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করা যাতে তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

অক্টোবরের অধ্যায়টিতে যখন ১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন পরিস্থিতিটা কী ছিল?

প্রথমতঃ, ইউরোপের দুটি রাষ্ট্রজোটের মধ্যেকার যুদ্ধ, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিগুলির বিকাশ, রাশিয়ার বিপ্লবকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেবার জন্য জার্মানির সঙ্গে আলাদা করে শান্তি স্থাপনের বিপদ। এটা ছিল বৈদেশিক পরিস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব অবস্থাটা ছিল এই যে আমাদের পার্টি অধিকাংশ সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, সারা দেশ জুড়ে চলছে কৃষকদের বিদ্রোহ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ার, বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকারের বিচ্ছিন্নতা এবং কর্নিলভের আরেকটা বিদ্রোহের বিপদ—এই তো ছিল আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

আসলে তা ছিল রাজনৈতিক সংগ্রামেরই একটি ক্ষেত্র।

ঐ সময়ে দিক্-পরিবর্তনের মুহূর্তটির পরিণতি ঘটে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের বিজয়ী অভ্যুত্থানের এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

আর বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদের আট বছর পর আজ পরিস্থিতিটা কী ?

প্রথমতঃ, বিশ্বে আজ দুটি শিবির : একদিকে পুঁজিবাদের শিবির যা সাময়িক একটা স্থিতাবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আর তার পাশাপাশি উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে (চীন, মরক্কো, সিরিয়া প্রভৃতিতে) বৈপ্লবিক আন্দোলনের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটছে ; অন্যদিকে আছে **সমাজতন্ত্রের** শিবির, এই সোভিয়েত দেশ যার অর্থনৈতিক বিকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যা তার চারিপাশে অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিক এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির নিপীড়িত জাতিগুলিকে এই উভয়কেই সমবেত করছে—আর এভাবে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যাতে করে নিঃশ্বাস ফেলার সংক্ষিপ্ত 'অবকাশকে' একটা গোটা 'অবকাশের' অধ্যায়ে পরিণত করা সম্ভবপর করে তুলেছে। এই তো হচ্ছে বৈদেশিক পরিস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প ও সমবায়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অগ্রগতি, শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের সন্দেহাতীত উন্নতি এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে পার্টির ক্রমবর্ধমান মর্যাদা—এইসব মিলে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যখন শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে কৃষক-জনগণের সঙ্গে মিলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

এটা হচ্ছে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক গঠনাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্র।

বর্তমান দিক্-পরিবর্তনের এই অধ্যায়টি শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ে পরিসমাপ্ত হবে কিনা তা প্রধানতঃ নির্ভর করছে আমাদের গঠনাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের উপর, পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অর্জিত সাফল্যের উপর এবং যে দ্বন্দ্বগুলি পুঁজিবাদী দুনিয়ার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে সেগুলির বিকাশের উপর।

আট বছর আগে, কর্তব্য ছিল কৃষক-জনগণের দরিদ্রতম স্তরের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা, মাঝারি স্তরের কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখা, দুটি সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে যে মারাত্মক সংঘর্ষ চলছিল তার সুযোগ গ্রহণ করা এবং রাশিয়াতে বুর্জোয়া সরকারের উচ্ছেদসাধন করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সংগঠিত করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসা, সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগের বন্ধনকে জোরদার করা এবং সকল দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আজ আট বছর পরে কর্তব্য হচ্ছে একদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করা, ঐ মৈত্রীর ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা, আমাদের শিল্পের বিকাশ ও পুনঃসংস্থানের কাজকে দ্রুতগতি করে তোলা, বিপুল কৃষক-জনসাধারণকে সমবায়ের মধ্যে টেনে নিয়ে আসা এবং এভাবে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রটির বিজয়কে সুনিশ্চিত করা ; অন্যদিকে, কর্তব্য হচ্ছে সকল দেশের শ্রমিক-জনগণ এবং নিপীড়িত দেশগুলির ঔপনিবেশিক জাতিগুলি এই উভয়ের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলা যাতে করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ব্যাপারে বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করা যায়।

মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখাটাই এখন আর যথেষ্ট নয়। এখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ; কারণ **'কৃষক-জনগণের সঙ্গে দশ বা কুড়ি বছর যদি সঠিক সম্পর্ক রেখে চলা যায় তবে বিশ্বব্যাপী স্তরে বিজয় সুনিশ্চিত'**[৪৬]—লেনিনের এই তত্ত্বটি সঠিক হলে '…**অপরিমেয় বিস্তার ও বিপুলতর জনসমাবেশ করে এখন এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া চাই কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে**'[৪৭]—লেনিনের এই কথাগুলিও সমভাবে সত্য (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশই এখন যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে শিল্পকে নিয়ে যাওয়াটা আরও অনেক কম সন্তোষের ব্যাপার। এখন কর্তব্য হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পের **নূতন জোগানের** কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং **নূতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে** তাকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলা। কারণ আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির একটি শিল্প এবং আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তা হচ্ছে প্রধান ভিত্তিভূমি। এরকম একটি ভিত্তিভূমি ছাড়া আমাদের দেশকে শিল্পায়িত একটি দেশে রূপান্তরিত করা, নেপ্-এর আওতার অধীন রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে পরিবর্তিত করার কথা বলা অসম্ভব।

গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের সাধারণ বিকাশটাই এখন যথেষ্ট নয়। এখন কর্তব্য হচ্ছে বিপুল কৃষক-জনসাধারণকে সমবায়ে টেনে নিয়ে আসা এবং গ্রামাঞ্চলে

একটি সমবায়ী সমষ্টিগত জীবন প্রতিষ্ঠা করা ; কারণ শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের অধীনে এবং সমাজতন্ত্রী ধরনের শিল্পের অবস্থান-জাত এই অবস্থাতে সমবায়ই হচ্ছে প্রধান উপায় যার সাহায্যে কৃষক-জনগণকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে টেনে নিয়ে আসা যাবে।

সাধারণভাবে এই হচ্ছে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজয়ের জন্য অপরিহার্য শর্তগুলি।

আট বছর আগে পার্টি বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল, কারণ অবিশ্বাস্য রকমের অসুবিধা সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু বাহিনীর মধ্যে দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যগুলি সুসম্পাদনের ক্ষেত্রে লেনিনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পেরেছিল।

আট বছর পরে আজ যদি তা যে অসংখ্য অসুবিধা তার সামনে ভীড় করে রয়েছে তা সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু বাহিনীর মধ্যে দোদুল্যমানতার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা সত্ত্বেও সেই পুরাতন লেনিনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয় তবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চয়তা সাধনের সকল প্রকার সম্ভাবনাই পার্টির রয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর আশু করণীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে লেনিনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজয়ের এইটিও একটি অপরিহার্য শর্ত।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৫

৭ই নভেম্বর, ১৯২৫

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

দ্বাবিংশতিতম লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে একটি চিঠি[৪৮]

প্রিয় কমরেডগণ,

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে এই মর্মে সংবাদ এসেছে যে আপনাদের সম্মেলনের কোন কোন সদস্য এই অভিমত পোষণ করেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর চতুর্দশ মস্কো পার্টি সম্মেলনে যে প্রস্তাব[৪৭] গৃহীত হয়েছে তা লেনিনগ্রাদ সংগঠনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং ঐ কমরেডরা পার্টি কংগ্রেসে লেনিনগ্রাদের প্রতিনিধিদলকে খোলাখুলি সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই সংবাদ সঠিক হলে আমি নীচের কথাগুলি আপনাদের জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

মস্কো সম্মেলনে নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর ব্যাপারে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মস্কো সম্মেলনে, জেলা সম্মেলনগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর এবং উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবটির স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট থেকে একজনের পক্ষে সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে মস্কোতে কেউই লেনিনগ্রাদ সংগঠনকে অপদস্থ করার অথবা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা চিন্তাও করেননি। এই অবস্থাতে আমার মনে হয়েছে সারকিস, সাফারভ এবং অন্যান্যরা জেলা সম্মেলনে যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন এবং গুবের্নিয়া সম্মেলনে যেগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন তা শংকারই সৃষ্টি করে। আমার কাছে বিশেষ করে শংকাজনক মনে হয়েছে বিগত কদিন ধরে পার্টি কংগ্রেসে খোলাখুলি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে কিছু কমরেড যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলি। বর্তমান পরিস্থিতিতে লেনিনবাদীদের মধ্যেকার ঐক্য, এমনকি কিছু কিছু প্রশ্নে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও, সে ঐক্য অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। লেনিনবাদীদের মধ্যেকার ঐক্য যে শুধু অব্যাহতই রাখা যায় তা নয়, যদি আপনারা তা চান তবে তাকে জোরদারও করে তোলা যায়। লেনিনগ্রাদ

সংগঠন আমাদের পার্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্ভর হয়ে আছে এবং তা নিশ্চয়ই তা-ই থাকবে।

আপনাদের সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে এই সবকিছু আপনাদের জানানো আমি আমার কর্তব্য বলেই মনে করি।

লেনিনগ্রাদ সংগঠনের সম্মেলনের
৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য
জে. স্তালিন

এ্যাসনায়া লেতোপিস সাময়িকপত্র
প্রথম সংখ্যা (৫৮), ১৯৩৪

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস

১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯১, ২৯২ এবং ২৯৬

২০, ২২ এবং ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৫

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট

১৮ই ডিসেম্বর

কমরেডগণ, বিগত দুই সপ্তাহ ধরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরোর বেশ কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনেছেন ; বিস্তারিত সেই রিপোর্টগুলি মূলগতভাবে নিশ্চয়ই সঠিক ছিল। আমার বিশ্বাস ঐ রিপোর্টগুলির এখানে পুনরাবৃত্তির কোন অর্থ হয় না। আমার মনে হয় এই পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে এবং এই অবস্থায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপের সঙ্গে বিজড়িত কিছু সমস্যা উপস্থাপনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা সুবিধাজনক বলে আমি মনে করি।

সাধারণভাবে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট শুরু হয়। আমি ঐ রীতি অমান্য করতে যাচ্ছি না। আমিও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েই শুরু করছি।

১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

যে মৌলিক ও নূতন বৈশিষ্ট্য, যে নির্ধারক বৈশিষ্ট্যটি এই অধ্যায়ে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে এই বাস্তব সত্যটি যে সাময়িক শক্তি-সাম্যের একটা অবস্থা সমাজতন্ত্র নির্মাণে নিরত আমাদের দেশ এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শক্তি-সাম্যের এই অবস্থাটা সোভিয়েতের দেশ এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' বর্তমান অধ্যায়কে নির্ধারণ করেছে। যুদ্ধের পর যাকে আমরা একসময়ে মনে করেছিলাম সংক্ষিপ্ত একটা অবকাশ হিসেবে, তা এখন অবকাশের গোটা একটা অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শক্তির একটা সাম্যাবস্থা এবং বুর্জোয়া জগৎ এবং শ্রমিকশ্রেণীর জগতের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' একটা অধ্যায় দেখা দিয়েছে।

এই সবকিছুর গভীরে একদিকে নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী জগতের একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, বিশ্ব পুঁজিবাদের দুর্বলতা ও জরাজীর্ণ অবস্থা, আর অন্ত-

দিকে রয়েছে সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ এবং বিশেষভাবে আমাদের এই সোভিয়েত দেশটির শক্তি বৃদ্ধি।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই দুর্বলতার মূলে কী রয়েছে?

এই দুর্বলতার মূলে রয়েছে সেইসব দ্বন্দ্বসমূহ পুঁজিবাদ যা দূর করতে পারে না এবং এই দ্বন্দ্বসমূহের চৌহদ্দির মধ্যেই সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি রূপ পরিগ্রহ করছে—এই দ্বন্দ্বগুলির অবসান পুঁজিবাদী দেশগুলি করতে পারে না এবং সেগুলির অবসান ঘটতে পারে শুধু পাশ্চাত্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিকাশের মধ্য দিয়ে।

এই দ্বন্দ্বগুলি কী কী? তাদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ধরনের দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয় ধরনের দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি।

তৃতীয় দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিজয়ী ও পরাজিত দেশগুলির মধ্যেকার বর্ধমান এবং যেগুলি বর্ধিত না হয়েই পারে না সেই দ্বন্দ্বগুলি।

চতুর্থ দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে বিজয়ী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার বর্ধমান এবং যেগুলি বর্ধিত না হয়েই পারে না সেই দ্বন্দ্বগুলি।

পঞ্চম দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে সোভিয়েত দেশ এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বগুলি।

এই হচ্ছে প্রধান প্রধান পাঁচ ধরনের দ্বন্দ্ব—এবং এই দ্বন্দ্বসমূহের চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থার বিকাশ এগিয়ে চলেছে।

কমরেডগণ, এই দ্বন্দ্বগুলির বিকাশ ও প্রকৃতিকে সংক্ষেপে পরীক্ষা না করলে আমরা আমাদের দেশের বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থানটি উপলব্ধি করতে পারব না। সুতরাং, এই দ্বন্দ্বগুলির সংক্ষিপ্ত একটা পর্যালোচনা আমার রিপোর্টের আবশ্যকীয় একটা অংশ হিসেবে রাখছি।

১। পুঁজিবাদের স্থিতাবস্থা

আর তাই প্রথম পর্যায়ের দ্বন্দ্বগুলি, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি নিয়েই শুরু করা যাক। এক্ষেত্রে মূল তথ্যগুলিকে নীচে বিবৃত করা যাক।

প্রথমতঃ, যুদ্ধ-পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী উৎপাদন, বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল এবং পুঁজিবাদ যে বিশৃংখলার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত দেখতে পেয়েছিল তা থেকে বের হয়ে আসছে বা এর মাঝেই বের হয়ে এসেছে। পার্টি তাকে পুঁজিবাদের আংশিক বা সাময়িক স্থিতাবস্থা বলে অভিহিত করেছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটের সময়ে (আমি ১৯১৯-২০ এই বছরগুলিকে মনে রেখেই বলছি) যখন পুঁজিবাদী দেশগুলির উৎপাদন ও বাণিজ্য সাংঘাতিকভাবে পড়ে গিয়েছিল, তা এখন অগ্রগতি সাধন করতে শুরু করেছে, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকখানি সুসংহত হতে শুরু করেছে। এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদ নিজেকে যে বিশৃংখলার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল তা থেকে সাময়িক-ভাবে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

যদি ইউরোপের কথা ধরি তবে এই হচ্ছে পরিসংখ্যানসমূহ।

ইউরোপের সমস্ত অগ্রসর দেশগুলিতে উৎপাদন হয় ১৯১৯ সালের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পর্যায়ের ৮০-৯০ শতাংশে উপনীত হচ্ছে অথবা তার সমান হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ব্রিটেনেই উৎপাদনের কয়েকটি শাখাতে অবস্থাটা এখনো সোজা হয়ে উঠতে পারেনি। তবে সমগ্রভাবে ইউরোপকে ধরলে মূলতঃ উৎপাদন ও বাণিজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, যদিও তা এখনো যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। শস্যের উৎ-পাদনের কথা ধরলে, ব্রিটেন যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পর্যায়ের ৮০-৮৫ শতাংশে উপনীত হয়েছে, ফ্রান্স ৮৩ শতাংশে এবং জার্মানি ৬৮ শতাংশে পৌঁছেছে। জার্মানিতে শস্যের উৎপাদন এগোচ্ছে খুবই ঢিমে তালে। ফ্রান্সে তা বাড়ছে না এবং ব্রিটেনে তা নীচের দিকেই চলেছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে আমেরিকা থেকে শস্য আমদানী করে। ১৯২৫ সালে ব্রিটেনের কয়লা উৎপাদনের মোট পরিমাণ হচ্ছে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের শতকরা ৯০ ভাগ, ফ্রান্সের হচ্ছে শতকরা ১০৭ ভাগ এবং জার্মানির ৯৩ শতাংশ। ব্রিটেনের ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৯৮ ভাগ, ফ্রান্সের শতকরা ১০২ ভাগ এবং জার্মানিতে শতকরা ৭৮ ভাগ। কাঁচা তুলোর ব্যবহার ব্রিটেনে হচ্ছে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৮২ শতাংশ, ফ্রান্সে ৮৩ শতাংশ এবং জার্মানিতে ৮১ শতাংশ। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য-ঘাটতি রয়েছে এবং তার পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় শতকরা ৯৪ ভাগ; জার্মানির পরিমাণটা সামান্য বেশি এবং তারও বাণিজ্য-ঘাটতি রয়েছে;

ফ্রান্সের পরিমাণটা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের চেয়ে বেশি—শতকরা ১০২ ভাগ। সমগ্রভাবে ইউরোপের বাণিজ্য ১৯২১ সালকে ধরলে যুদ্ধ-পূর্বকালের স্তরের শতকরা ৬৩ ভাগে পৌঁছেছিল, আর এখন ১৯২৫ সালে তা শতকরা ৮২ ভাগে উপনীত হয়েছে। এই দেশগুলির বাজেট একদিক বা অন্যদিক থেকে সমতা পেয়েছে কিন্তু সমতাটা তা পেয়েছে জনসাধারণের ওপর ভয়াবহ করভার চাপিয়ে দিয়ে। কিছু কিছু দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে, কিন্তু সাধারণভাবে আগেকার বিশৃংখলা এখন আর দেখা যায় না।

সাধারণ ছবিটা হচ্ছে এই যে যুদ্ধ-পরবর্তীকালের সংকটটি এখন কেটে যাচ্ছে, উৎপাদন ও বাণিজ্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। ইউরোপের একটি দেশ ফ্রান্স ইতিমধ্যেই বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরকে অতিক্রম করে গেছে, অন্যদিকে ইউরোপের অন্য একটি দেশ—আমি ব্রিটেনের কথা বলছি—এখনো সেই এক এবং অপরিবর্তিত অথবা প্রায় এক এবং অপরিবর্তিত পর্যায়েই রয়ে গেছে, যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটের বছরগুলিতে ইউরোপে আমরা বৈপ্লবিক জোয়ারের যে প্রবাহ দেখেছিলাম, সেই অধ্যায়ের পরিবর্তে একটি ভাটার টানের অধ্যায়ই এখন দেখতে পাচ্ছি। এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি, যে-কোন দিনই শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি এখন ইউরোপের সামনে আজকের প্রশ্ন হয়ে নেই। বৈপ্লবিক জোয়ারের ফুঁসে ফুঁসে ওঠার অধ্যায়ে যখন আন্দোলন সামনে ও উর্ধ্বমুখে এগিয়ে চলেছিল, পার্টির শ্লোগানগুলি আন্দোলনের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই পারছিল না, ঠিক যেমনটি হয়েছিল আমাদের দেশে, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়—১৯০৫ বা ১৯০৭ সালে—যখন বেড়ে ওঠা জোয়ারের অধ্যায়টি সামনে এগিয়ে চলেছিল। সেই অধ্যায়টি কিন্তু এখন আর নেই; তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে সাময়িক ভাটার একটা অধ্যায় যখন শ্রমিকশ্রেণী শক্তি সঞ্চয় করছে, ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রামের পতাকাতলে গণ-আন্দোলনের উদ্ভব ও বিস্তারের ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও তাকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে, বামপন্থার দিকে ঝোঁকের ক্ষেত্রে—উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কথা বলা যায়—আমস্টারডামের ভাঙন এবং গুরুতর বিভেদ ইত্যাদির ব্যাপারে আন্দোলনের নূতন ধরনের সূচনা দেখা দিয়েছে এবং তা থেকে বিরাট বিরাট ফললাভ

করা গেছে। আমি আবার বলছি, আমরা এখন শক্তি সঞ্চয়ের একটা অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যা বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন। এটা হচ্ছে এমন একটা অধ্যায় যখন শ্রমিকশ্রেণীর (ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি) গণ-সংগঠনগুলিকে জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নেতাদের 'তাদের গদি থেকে অপসারণ করা'—১৯১১-১২ সালে আমাদের দেশের মতোই এখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের শ্লোগান হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদী দুনিয়ার আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্র, সারা দুনিয়াকে শোষণ করার আর্থিক কেন্দ্রটি ইউরোপ থেকে আমেরিকাতে সরে গেছে। আগে ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেনই সাধারণভাবে বিশ্বের আর্থিক শোষণের কেন্দ্র হয়ে ছিল। এখন বিশেষ শর্ত আরোপ না করে এ কথা আর বলা চলে না। এখন সারা দুনিয়ার আর্থিক শোষণের কেন্দ্রটি প্রধানতঃ হচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। উৎপাদন, বাণিজ্য এবং সঞ্চয় এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমি কয়েকটি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করছি। উত্তর আমেরিকাতে শস্যের উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়কে ছাড়িয়ে গেছে; এখন তা ঐ পর্যায়ের ১০৪ শতাংশ। কয়লার উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৯০ শতাংশে পেঁছে গেছে, কিন্তু জ্বালানি তেলের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিয়েছে। আর এ কথাটি বলতেই হয় যে আমেরিকার জ্বালানি তেলের উৎপাদন বিশ্বের উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ। ইস্পাত উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৪৭ ভাগ—যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের থেকে ৪৭ শতাংশ বেশি। জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় শতকরা ১৩০ ভাগ—যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্য যুদ্ধ-পূর্বকালের স্তরের ১৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে এবংইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তার বিপুল অংকের বাড়তি বাণিজ্য হয়েছে। বিশ্বের সোনার মোট সঞ্চয়ের ৯০০ কোটির মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটিই রয়েছে আমেরিকাতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাই হচ্ছে সমস্ত মুদ্রার তুলনায় সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল মুদ্রা। পুঁজি রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমেরিকাই বোধহয় বর্তমানে একমাত্র দেশ যা ক্রমবর্ধিত পরিমাণে পুঁজি রপ্তানী করছে। ফ্রান্স এবং জার্মানি যে পুঁজি রপ্তানী করছে তা মারাত্মকরকম অল্প; ব্রিটেনও তার পুঁজি রপ্তানী অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থতঃ, উপরে আমি পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতাবস্থার যে কথা বলেছি

তা প্রধানতঃ আমেরিকান পুঁজির সহায়তাতেই এবং আমেরিকার কাছে পশ্চিম ইউরোপের আর্থিক বশ্যতার মূল্যেই অর্জন করা গেছে। এটা প্রমাণ করার জন্য আমেরিকার কাছে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ঋণের অংকগুলি উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে। ঐ সংখ্যার মোট পরিমাণ হচ্ছে ২,৬০০ কোটি রুবল। এই সংখ্যাটিও হচ্ছে আমেরিকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া ঋণের চেয়ে স্বতন্ত্র-অর্থাৎ ইউরোপের বিভিন্ন উদ্যোগে আমেরিকা যে বিনিয়োগ করেছে তার চেয়ে আলাদা এবং ইউরোপে তার পরিমাণ হচ্ছে কয়েক হাজার কোটি। এ থেকে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে আমেরিকা (এবং অংশতঃ ব্রিটেন) থেকে ঐ পুঁজির আগমনের ফল হিসেবে ইউরোপে মোটামুটি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু কী মূল্যের বিনিময়ে? আমেরিকার কাছে ইউরোপের আর্থিক বশ্যতার মূল্য দিয়ে।

পঞ্চমতঃ, এই অবস্থায় সুদ এবং আসল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপ সাধারণ মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে, শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। ঠিক এই জিনিসটিই ইউরোপের দেশে দেশে ঘটছে। এর মাঝেই, আসল টাকা ফিরিয়ে দেওয়া এবং সুদের টাকা মেটানোর কাজটি ঠিক ঠিক শুরু হওয়ার আগেই, উদাহরণ হিসেবে, ব্রিটেনে গোটা জাতীয় আয়ের শতকরা হিসেবে করভার ১১ শতাংশ (১৯১৩ সালে) থেকে বেড়ে ১৯২৪ সালে ২৩ শতাংশ দাঁড়িয়েছে; ফ্রান্সে তা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ ভাগ থেকে শতকরা ২১ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং ইতালীতে শতকরা ১৩ ভাগ থেকে শতকরা ১৯ ভাগ হয়েছে। বলার দরকার পড়ে না যে অদূর ভবিষ্যতে এই করের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় ইউরোপে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে এবং শ্রমিকশ্রেণী অনিবার্যভাবে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। এই বিপ্লবায়িত হয়ে ওঠার লক্ষণগুলি এর মাঝেই ব্রিটেন এবং ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে। আমি ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সুনিশ্চিত বামপন্থী ঝোঁকের কথাই বলছি।

এই প্রধান প্রধান তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপে পুঁজিবাদের যে সাময়িক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে তা পচা জমিতে গড়ে ওঠা পচনশীল একটি স্থিতিশীলতা মাত্র।

এটা খুবই সম্ভব—এবং এই সম্ভাবনাকে আমি খারিজ করছি না—যে

ইউরোপে উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ে উপনীত হয়ে যাবে। কিন্তু তা থেকে এ কথা বোঝায় না যে যুদ্ধের আগে পুঁজিবাদ স্থিতিশীলতার যে পর্যায়ে পৌছেছিল সেই স্তরে পৌছে যাবে। সেই পর্যায়ের স্থিতিশীলতায় তা আর কখনো পৌছাতে পারবে না। কেন? কারণ, প্রথমতঃ হচ্ছে এই যে ইউরোপ তার এই সাময়িক স্থিতিশীলতা ক্রয় করেছে আমেরিকার কাছে আর্থিক বশ্যতা স্বীকারের মূল্য দিয়ে, যার ফলে করের বোঝা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে, অনিবার্যভাবে শ্রমিকদের অবস্থা অবনতির দিকে চলেছে এবং ইউরোপের দেশে তারা বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে; দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য কিছু কারণে—যা নিয়ে আমি পরে বলছি—এই স্থিতিশীলতাটা অস্থায়ী ও নড়বড়ে হয়ে পড়বে।'

প্রথম পর্যায়ের দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এইমাত্র আমি যা বললাম তাকে সংক্ষেপে বললে সাধারণ সিদ্ধান্ত এইটিই দাঁড়ায় যে প্রধান প্রধান যে রাষ্ট্রগুলির জোট দুনিয়াটাকে শোষণ করছিল, যুদ্ধের পূর্বের অধ্যায়ের তুলনায় তারা চূড়ান্ত পরিমাণে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এর আগে প্রধান শোষকেরা ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং অংশতঃ আমেরিকা; কিন্তু এই চক্রটি চূড়ান্তভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আজ দুনিয়ার প্রধান আর্থিক শোষক এবং কাজেকাজেই তার প্রধান ঋণদাতা হয়ে উঠেছে উত্তর আমেরিকা এবং কিছু পরিমাণে তার সহায়ক হিসেবে—ব্রিটেন।

এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে ইউরোপ একটা উপনিবেশের পর্যায়ে নেমে গেছে। ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে শোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে এখন নিজেরাও আমেরিকার কাছে আর্থিক বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, ফলে তারাও আবার আমেরিকার দ্বারা শোষিত হয়ে চলেছে এবং শোষিত হতেই থাকবে। এই অর্থেই দুনিয়াটাকে আর্থিকভাবে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির যে জোটটি শোষণ করে তা চূড়ান্তরকম সংকুচিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে শোষিত দেশগুলির পরিধিটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এটি হচ্ছে পুঁজিবাদের বর্তমান স্থিতিশীলতার অস্থায়িত্ব ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার অন্যতম একটি কারণ।

২। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসমূহ

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যেকার দ্বিতীয় স্তরের যে দ্বন্দ্বগুলি তার আলোচনা করা যাক।

এক্ষেত্রে মৌলিক তথ্যগুলি হচ্ছে : উপনিবেশগুলিতে বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে শিল্পের এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ এবং অগ্রগতির ঐসব দেশে সাধারণভাবে সংস্কৃতির এবং বিশেষ করে জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ ; উপনিবেশসমূহে জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসার এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় আধিপত্যের সংকট বৃদ্ধি ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতে ও মিশরে মুক্তিযুদ্ধ ; ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও মরক্কোতে মুক্তিযুদ্ধ ; ইঙ্গ-জাপান-আমেরিকান ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের মুক্তিযুদ্ধ ; ভারতে ও চীনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতি এবং এইসব দেশের জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধান শক্তিগুলি তাদের মূল পশ্চাদ্‌ভূমি অর্থাৎ উপনিবেশগুলি হারিয়ে ফেলার বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছে। এখানে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার অবস্থা খুবই কাহিল ; কারণ নিপীড়িত দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে কিছু কিছু ক্ষেত্রে (মরক্কো, সিরিয়া ও চীনে) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতঃই 'তার' উপনিবেশগুলিকে বশে রাখার কাজটি করে উঠতে পারছে না।

এ কথা বিশেষ করে বুর্জোয়া লেখকেরা বলে থাকেন যে, উপনিবেশগুলির এই বর্তমান সংকটের জন্য বলশেভিকরা দায়ী। এভাবে বদনাম দিয়ে তাঁরা আমাদের প্রতি অযাচিত বহু সম্মানই দেখাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত ঔপ-নিবেশিক দেশগুলিকে তাদের মুক্তি অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সকল প্রকার সাহায্য প্রদানের মতো শক্তি এখনো আমাদের নেই। আরও গভীরে গিয়ে কারণ-গুলি খুঁজে দেখা দরকার। অন্য সবকিছু ছাড়াও কারণটি হচ্ছে এই যে ইউ-রোপীয় দেশগুলি আমেরিকাকে সুদের টাকা গুনে দিতে বাধ্য হয়ে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে নির্যাতন ও শোষণকে তীব্রতর করে তুলেছে এবং তা ঐসব দেশে সংকটকে এবং বৈপ্লবিক মুক্তি-আন্দোলনকে তীব্র করে না তুলেই পারে না।

এই সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের এক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা সত্যিই খুব খারাপ। প্রথম পর্যায়ের দ্বন্দ্বগুলির ক্ষেত্রে যখন দেখা গেছে ইউ-রোপীয় পুঁজিবাদ আংশিকভাবে স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং এখনই যে-কোন

দিন সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন উঠছে না, উপনিবেশগুলিতে সংকট কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বেশ কয়েকটি উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করার প্রশ্নটি আজকের কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

৩। বিজয়ী ও বিজিত দেশসমূহ

বিজয়ী ও বিজিত দেশসমূহের মধ্যেকার যে তৃতীয় পর্যায়ের দ্বন্দ্ব সেগুলির আলোচনা করা যাক।

এক্ষেত্রে মূল তথ্যগুলি হচ্ছে : প্রথমতঃ, ভার্সাই চুক্তির পর ইউরোপ ভাগ হয়ে পড়েছে দুটি শিবিরে—একদিকে বিজিতদের শিবির (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য দেশ); অন্যদিকে বিজয়ীদের শিবির (আঁতাতের দেশগুলি ও আমেরিকা)। দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতিও স্মরণে রাখা দরকার যে বিজয়ী দেশগুলি এর আগে বিজিত দেশগুলিকে দখল করে কণ্ঠরুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল (আমি আপনাদের রুঢ়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি) তা পরিত্যাগ করে একটা ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে—গ্রহণ করেছে প্রথমতঃ জার্মানিকে এবং তারপর অস্ট্রিয়াকে আর্থিক-ভাবে শোষণ করার পদ্ধতি। এই নূতন পদ্ধতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে ডাওয়েস পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং যে পরিকল্পনাটির অবাঞ্ছিত ফলাফল এর মধ্যেই অনুভূত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, যে লোকার্নো সম্মেলন[৩১] বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি দূর করবে বলে ভাবা হয়েছিল আসলে কিন্তু দেখা গেল এই প্রশ্ন নিয়ে এত সব হৈ-চৈ সত্ত্বেও তা দ্বন্দ্বগুলিকে দূর করেনি বরং তাকে বাড়িয়েই দিয়েছে মাত্র।

ডাওয়েস পরিকল্পনার অভিসন্ধি হচ্ছে জার্মানির কাছ থেকে কয়েকটি কিস্তিতে আঁতাতের রাষ্ট্রগুলির জন্য অন্ততঃপক্ষে ১৩,০০০ কোটি স্বর্ণ মার্ক (জার্মান মুদ্রা—অনুবাদক) আদায় করা। ডাওয়েস পরিকল্পনার পরিণাম এর মাঝেই জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির মধ্য দিয়ে অনুভূত হচ্ছে, দলে দলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া হয়ে পড়ছে এবং বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যে ডাওয়েস পরিকল্পনা আমেরিকাতে প্রণয়ন করা হয় তা হল নিম্নরূপ : জার্মানি যুদ্ধের জন্য ইউরোপের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে আর ইউরোপকে আমেরিকার কাছে তার ঋণ মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু জার্মানি তার শূন্য ভাণ্ডার থেকে এই পরিমাণ অর্থ বের করে দিতে পারছে না বলে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলি এখনো দখল করে নেয়নি এমন কয়েকটি অবাধ

বাজার তাকে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে করে সে নূতন শক্তি ও রক্ত-মাংস সঞ্চয় করে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণের দেনাগুলি দিয়ে দিতে পারে। কয়েকটি গুরুত্বহীন বাজারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা আমাদের রাশিয়ার বাজারকে মাথায় রেখেছে। ডাওয়েস পরিকল্পনা অনুসারে, ঐগুলি জার্মানির জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যাতে করে সে সেখান থেকে কিছু রস আদায় করে নিতে পারে এবং যাহোক কিছু সঞ্চয় করে ইউরোপকে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিতে পারে; ওদিকে ইউরোপ যাতে তার বদলে রাষ্ট্রীয় ঋণের খাতে দেয় টাকাটা আমেরিকাকে মিটিয়ে দিতে পারে। খুবই সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা, কিন্তু আপ্যায়নকারীর কোন খোঁজ না নিয়ে পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে, কারণ জার্মান জনগণের কাছে তা দ্বিবিধ একটি গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছে—জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ওপর জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর ভারের বোঝা, আর সমগ্র জার্মান জনগণের ঘাড়ে বৈদেশিক পুঁজির বোঝা। এই দ্বিবিধ বোঝা জার্মান জনগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না এ কথা চিন্তা করা ভুল হবে। তাই আমি মনে করি, এই দিক থেকে ডাওয়েস পরিকল্পনা জার্মানিতে অনিবার্য বিপ্লবের সম্ভাবনারই দ্যোতক। জার্মানিকে ঠাণ্ডা করার জন্যই তা রচিত হয়েছিল, কিন্তু ডাওয়েসের এই পরিকল্পনাটি জার্মানিতে অনিবার্য একটি বিপ্লবই ডেকে আনবে। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশে যেখানে বলা হয়েছে যে জার্মানিকে ইউরোপের হিতার্থে রাশিয়ার বাজার থেকে অর্থ নিংড়ে আদায় করতে হবে—সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও আপ্যায়নকারীর খোঁজ না নিয়েই ভোজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন? এই কারণেই যে জার্মানি সহ অন্য যে-কোন দেশের উপকারের জন্য আমাদের দেশকে একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমাদের নেই। আমরা নিজেরাই যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণগুলি তৈরী করব। সুতরাং এ কথা ভেবে নেওয়া যে আমরা জার্মানির হিতের জন্য আমাদের মাতৃভূমিকে একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হতে দেব—তা ভাবা হচ্ছে আপ্যায়নকারীর খোঁজ না নিয়েই ভোজের পরিকল্পনা করে বসা। এক্ষেত্রে ডাওয়েস পরিকল্পনা কাদামাটির পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকার্নো সম্পর্কে বলা যায় তা হচ্ছে ভার্সাই-এরই ক্রমানুসরণ এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে কূটনীতির ভাষায় তাঁরা যাকে বলে থাকেন সেই 'স্থিতাবস্থাকেই' বজায় রাখা অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থাকে বহাল রাখা, যে ব্যবস্থাধীনে জার্মানি হচ্ছে বিজিত দেশ এবং আঁতাত হচ্ছে বিজয়ী রাষ্ট্রগোষ্ঠী। লোকার্নো

সম্মেলন এই ব্যবস্থাটিকেই একটি আইনানুগ রূপ দিয়েছে এই হিসেবে যে জার্মানির নূতন সীমান্তকে পোল্যাণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক, ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক করে টানা হয়েছে। জার্মানি তার উপনিবেশগুলি হারাল আর একই সঙ্গে তাকে জবরদস্তি করে আঁটসাট করে চাপিয়ে দেওয়া হল প্রোক্রেস্টিয়ান একটি বিছানায় অথচ তার কাছ থেকে ১৩,০০০ কোটি মার্ক স্বর্ণমুদ্রা নিঙড়ে আদায় করার বিধান হল। যে জার্মানি উন্নত হচ্ছে আর সামনে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে তা এই পরিস্থিতিকে মাথা পেতে নেবে এ কথা বিশ্বাস দৈবে বিশ্বাস করার সামিল। অতীতে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর আলসেস-লোরেন-এর প্রশ্ন যদি ঐ সময়কার দ্বন্দ্বের অন্যতম একটি মূল বিরোধীয় বিষয় হয়ে থেকে থাকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গভীরতম একটি কারণ হয়ে থাকে, তবে কী নিশ্চয়তা আছে যে ভার্সাই-এর শান্তি এবং তারই ক্রমানুসরণ যে লোকার্নো জার্মানির দিক থেকে সাইলেশিয়া, ডাঞ্জিগ করিডোর ও ডাঞ্জিগ পর্যন্ত যোগাযোগের পথটি খোয়ানো; ইউক্রেনের পক্ষ থেকে গালিসিয়া ও পশ্চিম ভল্‌হিনিয়া খোয়ানো; বিয়েলো-রাশিয়ার পক্ষ থেকে তার পশ্চিম অঞ্চল খোয়ানো; লিথুয়ানিয়ার পক্ষ থেকে ভিল্‌না ইত্যাদি খোয়ানোকে এই যে আইনগত ও বিধিগত অনুমোদন দিয়ে দিল তাতে করে ঐ যে চুক্তিটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অঞ্চল থাবলে কেড়ে নিয়ে বেশ কয়েকটি মূল দ্বন্দ্বের বিরোধ-কেন্দ্র তৈরী করল তা ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের কাছ থেকে আলসেস-লোরেনকে কেড়ে নিয়েছিল যে চুক্তিটি সেই পুরানো ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় চুক্তির দুর্ভাগ্যের ভাগীদার হবে না?

এরকম কোন নিশ্চয়তাই নেই এবং থাকতেও পারে না।

ডাওয়েস পরিকল্পনা যদি জার্মানিতে একটি বিপ্লবের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে লোকার্নো ইউরোপে একটি নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভরা।

ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা ভাবছেন তাঁরা একদিকে জার্মানির ক্ষেত্রে 'স্থিতাবস্থাটি' বজায় রাখা এবং জার্মানিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা এই দুটিই করতে পারবেন। তাঁরা অনেক বেশি দাবি করে বসছেন না কি?

এদিকে শান্তিবাদ সম্পর্কে, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি সম্পর্কে কথা-বার্তা বলা হচ্ছে। ব্রিয়াঁদ আর চেম্বারলেন কোলাকুলি করছেন, স্ট্রেসম্যান ব্রিটেনকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করছেন। যত সব অর্থহীন প্রলাপ চলছে। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, যখনই নূতন যুদ্ধের পায়তারা কষে সৈন্যদলের বিন্যাসের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে তখনই তাকে শান্তির চুক্তি নামে

অভিহিত করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিগুলি ভাবী যুদ্ধের শক্তিগুলিকেই পোষণ করেছে অথচ ঐ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি সম্পর্কে হৈ-চৈ এবং প্রচণ্ড শোরগোল বাধানো হয়েছে। অথচ এই সবকটি ক্ষেত্রে সব সময়ই শান্তির নকল চারণকবিদের খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে জার্মানি বিজয়ী হওয়ার এবং ফ্রান্স পরাজিত হওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ের ইতিহাসের কিছু ঘটনা আমি স্মরণ করছি যখন বিসমার্ক 'স্থিতাবস্থা' অর্থাৎ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিজয়ী যুদ্ধের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার জন্য সবকিছুই করেছিলেন। ঐ সময়ে বিসমার্ক শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ ওরকম একটা শান্তি ফ্রান্সের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া ধারাবাহিক অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা তাকে ভোগ করতে দিচ্ছিল। অন্ততঃ প্রথম দিকে ব্যর্থ সেই যুদ্ধের আঘাত কাটিয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সও শান্তির পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এরকম একটা সময়ে সবাই যখন শান্তির কথা আওড়াচ্ছিলেন এবং শান্তির চারণকবিরা বিসমার্কের শান্তিকামী সদুদ্দেশ্যের গুণকীর্তন করছিলেন—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া একটি চুক্তি করে ফেলল, একেবারে চূড়ান্ত শান্তিকামী আর চূড়ান্ত শান্তিবাদী এমন একটা চুক্তি করে বসল যা পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে ১৮৭৯ সালে সম্পাদিত চুক্তির কথা বলছি। এই চুক্তিটি কার বিরুদ্ধে ছিল? চুক্তিটি ছিল রাশিয়া এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। চুক্তিতে কী বলা হয়েছিল? শুনুন:

'যেহেতু জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা কারো বিপদের কারণ নয় এবং বার্লিন চুক্তিতে সন্নিবদ্ধ ইউরোপে শান্তি সংহত করার মূলনীতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত, তাই এই দুই সার্বভৌম নরপতি শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক মৈত্রীর একটি চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।'

শুনলেন তো: জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে **ইউরোপে শান্তির প্রয়োজনে** নিবিড় সহযোগিতার কথা। ঐ চুক্তিটিকে 'শান্তির জন্য সহযোগিতার' চুক্তি বলে কীর্তন করা হয়েছিল, যদিও সকল ঐতিহাসিকেরাই একমত যে এই চুক্তিটি ১৯১৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতিকে সহায়তা করে। ইউরোপে শান্তির উদ্দেশ্যে, আসলে ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধানোর উদ্দেশ্যে, সম্পাদিত এই চুক্তিটির পরিণাম হিসেবে ১৮৯১-৯৩ সালে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি এবং অকৃত্রিম শান্তির লক্ষ্যেই অন্য আরেকটি চুক্তি

সম্পাদিত হয়! চুক্তিতে কী বলা হল? তাতে বলা হল:

'শান্তি সংরক্ষণের একই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়া নিম্নলিখিত চুক্তিতে উপনীত হয়েছে।'

কী চুক্তি তা কিন্তু ঐ সময়ে প্রকাশ্যে বলা হল না। কিন্তু চুক্তিটির গোপন বয়ানে বলা হল: যুদ্ধ বেধে গেলে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে ৭,০০,০০০ সৈন্য নিয়োগ করবে এবং (আমার মনে হয়) ফ্রান্স নিয়োগ করবে ১৩,০০,০০০ সৈন্য।

কিন্তু ঐ চুক্তিগুলিকেই সরকারী ভাষ্যে ইউরোপের শান্তির, মৈত্রীর এবং স্বস্তির চুক্তি বলে কীর্তন করা হল।

এই সবকিছুর উপর টেক্কা দিয়ে ১৮৯৯ সালে হেগ শান্তি সম্মেলন বসল এবং অস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নটি সেখানে হাজির করা হল। অথচ ঐ সময়েই ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ বেধে গেলে সৈন্য চলাচলের পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা রাশিয়াতে এসে হাজির হয়েছিলেন এবং রুশ সেনাপতিমণ্ডলীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ফ্রান্সে গিয়েছিলেন ফরাসী সেনাপতিদের সঙ্গে মিলিতভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সৈন্য পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা রচনা করার উদ্দেশ্যে। এটা করা হচ্ছিল ঐ সময়টাতেই যখন জার্মান ও অস্ট্রীয় সেনাপতিমণ্ডলী পশ্চিমে ও পূর্বে অবস্থিত তাদের প্রতিবেশীদের যুক্তভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা ও শর্তাদি রচনা করছিল। ১৮৯৯ সালের হেগের শান্তি সম্মেলনের ঐ সময়টাতে (অবশ্য সব কিছুই করা হচ্ছিল চুপিসারে, নিঃশব্দে পর্দার আড়ালে-আবডালে) উচ্চকণ্ঠে শান্তির কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল এবং অস্ত্রসম্ভার হ্রাসের ব্যাপারে বিস্তর কপট সোরগোল করা হচ্ছিল।

এখানে বুর্জোয়া কূটনীতির কপটতার অতুলনীয় একটি নজীর পাওয়া যায়, শান্তির জন্য চিৎকার জুড়ে আর গান গেয়ে নূতন যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুতিকেই তারা আড়াল করার চেষ্টা করে।

এসবের পর জাতিসংঘ আর লোকার্নো সম্পর্কে ওদের সঙ্গীতকে বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি থাকে কি? অবশ্যই না। তারই জন্য আমরা চেম্বারলেন আর ব্রিয়াঁদের কোলাকুলিকে বা স্টেট্সম্যান-এর পঞ্চমুখ প্রশংসাকে বিশ্বাস করতে পারি না। তারই জন্য আমরা মনে করি লোকার্নো হচ্ছে নূতন যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশেরই একটি পরিকল্পনা, শান্তির পরিকল্পনা তা নয়।

এই প্রশ্নে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভূমিকাটি কৌতূহলোদ্দীপক। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারাই সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্ফ করে, নৃত্য করে শ্রমিকদের বলে বেড়াচ্ছেন যে লোকার্নো হচ্ছে শান্তির একটি হাতিয়ার আর জাতিসংঘ হচ্ছে শান্তির একটি ভেলার মতো এবং বলশেভিকরা জাতিসংঘে যোগ দিতে অস্বীকার করছে এই জন্যই যে ওরা শান্তির বিরুদ্ধে, ইত্যাদি। উপরে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং বিশেষ করে ফ্রাঙ্কো-রুশীয় যুদ্ধের পর একটানা যে অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেগুলিকে ওরা শান্তির চুক্তি বলে আখ্যা দিয়েছিল অথচ যেগুলি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের চুক্তি বলেই প্রমাণিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমি যে ঐতিহাসিক তথ্য হাজির করেছি, তারপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সমস্ত সোরগোলের কী অর্থ দাঁড়ায়? লোকার্নো সম্পর্কে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বর্তমান অবস্থান থেকে কী দেখা যায়? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া দুর্নীতির প্রসারের একটি সংগঠনমাত্র নয়, তা ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সর্ববিধ অন্যায়-অপকর্মের নৈতিক সাফাই গাওয়ার একটি সংগঠনই বটে; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আঁতাতেরই একটি সহায়ক সংস্থা এবং যে সংগঠনটির কাজই হচ্ছে তার সকল কার্যকলাপ এবং লোকার্নো ও জাতিসংঘের সমর্থনে তার সকল হৈ-চৈ-এর মাধ্যমে ভার্সাই-লোকার্নো রাজত্বে যে সমস্ত অন্যায়-অপকর্ম এবং সর্ববিধ নিপীড়নের আয়োজন হয়েছে তার সপক্ষে নৈতিক সাফাই গাওয়া।

৪। বিজয়ী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

বিজয়ী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তথা চতুর্থ পর্যায়ের দ্বন্দ্বগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে মৌলিক তথ্যগুলি হচ্ছে এই যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে এক ধরনের একটা জোটের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং যে জোটটা গড়ে উঠেছে মিত্র দেশগুলির ঋণ বাতিল করার বিরোধিতা করার আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যেকার সহমতের ভিত্তিতে, এই জোট সত্ত্বেও আমি বলছি আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যেকার স্বার্থের সংঘাত দূর হচ্ছে না, বরং উল্টোদিকে তা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। বিশ্বের শক্তিগুলির সামনেকার অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে তৈলের সমস্যা। উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা আমেরিকার কথা ধরি তবে দেখতে পাচ্ছি তা বিশ্বের মোট উৎপাদিত তৈলের শতকরা ৭০ ভাগ উৎপাদন করে এবং বিশ্বের মোট ব্যবহৃত তৈলের

শতকরা ৬০ ভাগ ব্যবহার করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঠিক এই ক্ষেত্রটিতে আমেরিকা সর্বত্র এবং সব সময়ই ব্রিটেনের বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে কেননা বিশ্বের শক্তিগুলির সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপের মূল প্রাণশক্তিই হচ্ছে এই তৈল। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এবং রয়েল ডাচ শেল বিশ্বের এই দুটি তৈল কোম্পানির কথাই যদি ধরি,—তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে আমেরিকান ও দ্বিতীয়টা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি—তবে দেখতে পাব যে তৈল পাওয়া যায় বিশ্বের এরকম সকল স্থানেই এই দুটি কোম্পানির মধ্যে লড়াই চলছে। এটা হচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যেকার লড়াই। তৈলের সমস্যা হচ্ছে গুরুতর একটা সমস্যা কারণ পরবর্তী যুদ্ধে কার প্রাধান্য থাকবে তা নির্ভর করছে বেশি করে তৈল যার আয়ত্তে থাকবে তার ওপর। বিশ্বের শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে কার প্রাধান্য থাকবে তা নির্ভর করছে বেশি করে তৈল যার আয়ত্তে থাকবে তার ওপর। অগ্রসর দেশগুলির যন্ত্রপাতি এখন যেহেতু ক্রমেই তৈল-পরিচালিত হয়ে পড়ছে তাই তৈল শান্তি ও যুদ্ধ এই উভয় সময়েই বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আধিপত্যের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই ক্ষেত্রটিতেই তাই ব্রিটিশ এবং আমেরিকান তৈল কোম্পানিগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম একটি সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে এবং যদিও তা সব সময় প্রকাশ্যে প্রকট হয়ে পড়ছে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই যে তা চলছে এবং ধূমায়িত হয়ে উঠছে সে কথা এইক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যেকার সংঘর্ষের ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে তৈলের প্রশ্নে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় হিউজেস ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দৃষ্টি রেখে যে নোটগুলি রচনা করেছিলেন তার কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। দক্ষিণ আমেরিকাতে, পারস্যে, ইউরোপে, রুমানিয়া এবং গালিশিয়ার যেসব অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায় সেসব জায়গায়, পৃথিবীর সর্বত্র কখনো গোপনে, কখনো-বা প্রকাশ্য আকারে এই সংগ্রাম চলছেই। চীনে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যেকার তুচ্ছ করে দেওয়ার মতো নয় এমন স্বার্থের সংঘাতের ব্যাপার তো তারপরও রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ওখানে লড়াইটা চলছে সংগোপনে এবং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে আমেরিকা অধিকতর নমনীয় ভঙ্গী গ্রহণ করে নির্ভেজাল ঔপনিবেশিক যে পদ্ধতি ব্রিটিশ প্রভুরা এখনো পরিত্যাগ করেননি সেগুলি পরিহার করে আমেরিকা ব্রিটেনকে চীন থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব নিয়ে ব্রিটেনের চাকায় কাঠি দিচ্ছে এবং চীনে

নিজের পথ করে নিচ্ছে। স্পষ্টতঃ, ব্রিটেন এ ব্যাপারটার প্রতি উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না।

ইউরোপীয় মহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামের জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বার্থের যে বিরোধ তা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না। এটা সাধারণভাবে জানা একটি কথা। এটাও পরিষ্কার যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার স্বার্থের সংঘাত শুধু মহাদেশে আধিপত্যের প্রশ্নেই দেখা দেয়নি, উপনিবেশের ক্ষেত্রেও তা দেখা দিচ্ছে। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে সিরিয়া এবং মরক্কোতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে তা সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটেনেরও অংশ রয়েছে। আমার হাতে কোন দলিল নেই কিন্তু আমার মনে হয় এই কথাটি একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে-যে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে তা নিয়েও আমি বলছি না, কারণ সেটাও সাধারণভাবে সকলেরই জানা। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সাম্প্রতিক নৌ-মহড়া এবং কেন তা করা হল তা জানার জন্য জাপানের নৌ-মহড়ার কথা স্মরণ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

সর্বশেষে, আমি একটি তথ্যের উল্লেখ করতে চাই যা সবাইকে চমকে দেবে —আমি বিজয়ী দেশগুলির সুবিপুল অস্ত্রসজ্জার কথাটি বলতে চাই। আমি বিজয়ীদের কথা এবং বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথাই বলছি। এই বিজয়ীদের বলা হয় মিত্রশক্তি। এটা সত্য যে আমেরিকা আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু সে আঁতাতের সঙ্গে মিলিতভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এখন ঐ মিত্রশক্তিগুলি নিজেদের চূড়ান্তভাবে অস্ত্র সজ্জিত করে চলেছে। কাদের বিরুদ্ধে তাদের এই অস্ত্রসজ্জা? অতীতে আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি অস্ত্রসম্ভার স্তূপীকৃত করার সময় সাধারণভাবে জার্মানির কথা উল্লেখ করে বলত যে জার্মানি এমনভাবে পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত হয়েছে যে তা বিশ্বশান্তির বিপদস্বরূপ, তারই জন্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্রসজ্জা দরকার। কিন্তু এখন? সশস্ত্র শক্তি হিসেবে জার্মানি এখন নেই; তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিজয়ী দেশগুলিতে অস্ত্রসম্ভারের প্রসার অতীতের চেয়ে বেশি করে করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের বিমানবাহিনীর বিপুল বিস্তারকে তাহলে কী করে ব্যাখ্যা করা যাবে? ব্রিটেনে অস্ত্রসম্ভারের বিশেষ করে নৌবহরের বিপুল বিস্তারকে তাহলে কী করে ব্যাখ্যা করা যাবে? আমেরিকা এবং জাপানের নৌবহরের বিপুল বিস্তারকে তাহলে

কী করে ব্যাখ্যা করা যাবে? 'মিত্রশক্তির' ভদ্রমহোদয়েরা জার্মানিকে যুক্তভাবে পরাজিত করেছেন, নিরস্ত্র করেছেন—তাই তাঁদের ভয় এখন কাকে, কোন্ জিনিসটিকে এবং এই অস্ত্রসজ্জাই-বা তাঁরা করছেন কেন? এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শান্তিবাদীতাই-বা এখন কোথায়—তা তো শান্তির ব্যাপারে চিৎকার কিছু কম করছে না এবং দেখছে না—বা ভান করে বলছে তারা দেখছে না—যে 'মিত্রশক্তিগুলি' সরকারীভাবে একে অন্যকে বন্ধু বলে আখ্যা দিচ্ছে অথচ 'অস্তিত্ববিহীন' শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিতে অস্ত্রসজ্জা করে চলেছে? এই হিংস্র অস্ত্রসজ্জার বিস্তারকে থামানোর ব্যাপারে জাতিসংঘ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কী করেছে? তারা কি জানে না যে অস্ত্রসম্ভারের প্রসারের ফলে 'বন্দুকগুলি নিজের থেকেই কাজ করতে শুরু করে দেয়'? জাতি-সংঘ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাছ থেকে কোন উত্তরের প্রত্যাশা করবেন না। 'এখানে আসল কথাটি হচ্ছে এই যে বিজয়ী দেশগুলির স্বার্থের সংঘাত বাড়ছে এবং ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে এবং একটা নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে অস্ত্রসজ্জা করে চলেছে। এ কথা বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে এক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি তা বিজয়ী দেশগুলির মধ্যেকার বন্ধুত্বের শান্তি নয়, বরং তা হচ্ছে সশস্ত্র শান্তি এবং এই সশস্ত্র শান্তিটি যুদ্ধের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। বিজয়ী দেশগুলিতে এখন যা চলছে তা আমাদের ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা—সশস্ত্র শান্তির অবস্থাটির কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ইউরোপের শাসকেরা এখন এই অবস্থাটাকে শান্তিবাদের হৈ-চৈ দিয়ে চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি এর মাঝেই বলেছি এই শান্তিবাদের মূল্য কতখানি এবং কতখানি গুরুত্বই-বা তাতে আরোপ করা চলে। বল-শেভিকরা জেনোয়া-র[৫২] সময় থেকেই নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানিয়ে আসছেন। যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এবং অন্যান্যরা শান্তির ব্যাপারে এত বক্‌বক্ করছে—তারা আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করে না কেন?

এই পরিস্থিতি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছে ইউরোপ যে স্থিতাবস্থা, সাময়িক আংশিক স্থিতাবস্থা নিজের দাসত্বের মূল্যে অর্জন করেছে—তা স্থায়ী কিছু নয়, কারণ বিজয়ী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে এবং ক্রমেই বেশি তীব্র হয়ে উঠছে, আর বিজয়ী দেশ ও বিজিত দেশসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা তো না বললেও চলে।

৫। পুঁজিবাদী দুনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তথা পঞ্চম পর্যায়ের দ্বন্দ্বের আলোচনায় যাচ্ছি।

এ ক্ষেত্রে বাস্তব তথ্যগুলি হচ্ছে এই যে সর্বব্যাপ্ত বিশ্ব-পুঁজিবাদের অস্তিত্ব আর নেই। সোভিয়েত দেশের প্রতিষ্ঠার পর, পুরাতন রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে রূপান্তরিত হওয়ার পর সর্বব্যাপ্ত বিশ্ব-পুঁজিবাদের অস্তিত্ব শেষ হয়েছে। বিশ্ব বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি শিবিরে: সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিবিরে। এটাই হচ্ছে প্রথম লক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এক্ষেত্রে লক্ষণীয় তা হচ্ছে দুটি বৃহৎ দেশ—ব্রিটেন এবং আমেরিকা ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রজোট হিসেবে—পুঁজিবাদী দুনিয়ার পুরোভাগে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ এবং তার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়াচ্ছে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে দুটি প্রধান অথচ বিপরীত আকর্ষণের কেন্দ্র সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে ঐ কেন্দ্রগুলির অভিমুখে আকর্ষণের ধারা সারা বিশ্বে দেখা দিচ্ছে: ব্রিটেন এবং আমেরিকা—বুর্জোয়া সরকারগুলির, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকগণের এবং প্রাচ্যের বিপ্লবীগণের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতি আকর্ষণের শক্তিটি হচ্ছে তাদের সম্পদ; তাদের কাছে ধার পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আকর্ষণের শক্তিটি হচ্ছে তার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, পুঁজিবাদের কবল থেকে শ্রমিকদের মুক্তির সংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিপীড়িত জাতি-সমূহের মুক্তির সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। ইউরোপের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের বিপ্লবীদের আমাদের দেশের প্রতি আকর্ষণের কথাই আমি বলছি। আপনারা জানেন আমাদের দেশে ইউরোপের একজন শ্রমিকের অথবা নিপীড়িত দেশের একজন বিপ্লবীর ভ্রমণে আসার অর্থ কী, কিভাবে তাঁরা আমাদের দেশে তীর্থ-যাত্রায় আসেন এবং বিশ্বের যা কিছু সৎ এবং বিপ্লবী তাদের কাছে আমাদের দেশের কী গভীর আকর্ষণ।

দুটি শিবির আর দুটি আকর্ষণের কেন্দ্র।

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে অন্য শিবিরে, পুঁজিবাদের শিবিরে স্বার্থগত কোন ঐক্য

নেই, সংহতি নেই, ওখানে বিরাজ করছে স্বার্থের সংঘাত, ভাঙন, বিজয়ী আর বিজিতদের মধ্যে সংগ্রাম, বিজয়ীদের নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম, উপনিবেশের জন্য, মুনাফার জন্য, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম ; এবং এইসব কারণে ঐ শিবিরের কোন স্থিতাবস্থাই স্থায়ী হতে পারে না। অন্যদিকে, আমাদের দেশে এখানে স্থিরতার একটা সুস্থ প্রক্রিয়া চলছে, ক্রমেই তা শক্তি সঞ্চয় করছে, আমাদের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য প্রসারিত হচ্ছে এবং আমাদের গোটা শিবিরে পাশ্চাত্ত্যের ও প্রাচ্যের সমুদয় বিক্ষুব্ধ শক্তিসমূহ ও স্তরগুলি আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তা সহকারে সমবেত হচ্ছে।

ওখানে পুঁজিবাদের শিবিরে চলছে সংঘাত আর ভাঙন। এখানে সমাজতন্ত্রের শিবিরে—সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রয়েছে সংহতি এবং ক্রমবর্ধমান স্বার্থের অভিন্নতা।

এই হচ্ছে পঞ্চম স্তরের দ্বন্দ্ব তথা পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে মৌলিক তথ্য হিসেবে আমার যা বলার।

সারা দুনিয়ার বৈপ্লবিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি যে আকর্ষণের কথা আমি বলেছি সেই বাস্তব সত্যটির ব্যাপারে আমি বিশেষ করে বলতে চাই। শ্রমিকদের যে প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে আসেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুংখানুপুংখভাবে আমাদের নির্মাণকার্যগুলি দেখেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আমরা শুধুমাত্র ভাঙতে জানি তাই নয়, নূতন করে গড়তেও জানি—আমি সেই প্রতিনিধি দলগুলির কথা মনে রেখেই কথাটা বলছি। এই যে শ্রমিক প্রতিনিধি দলের আগমন—আমাদের দেশে শ্রমিকদের এই যে তীর্থযাত্রা—যে শ্রমিক প্রতিনিধি দলগুলি পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের একটা পুরোপুরি নূতন স্তরের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার তাৎপর্য কী? আপনারা শুনেছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতারা ব্রিটিশ শ্রমিকদের একটা প্রতিনিধি দল এবং জার্মান শ্রমিকদের একটা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কিভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন আমাদের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের পরিচালক এই কমরেডরা শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের এই দলগুলিকে শুধু তথ্য সরবরাহই করেননি বরং একেবারে সরেজমিনে হাতে-কলমে তাঁদের তা দেখিয়েও দিয়েছেন? ঐ সময় আমি মস্কোতে ছিলাম না, অন্যত্র গিয়েছিলাম, কিন্তু খবরের কাগজে

পড়েছি এবং আমি পড়েছি কমরেড জারঝিন্‌স্কি, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান, জার্মান শ্রমিক প্রতিনিধি দলকে শুধু তথ্য সরবরাহই করেননি, একেবারে খাতাপত্র সহ তাঁদের সব দেখিয়ে দিয়েছেন। এটা আমাদের জীবনে একটা নূতন ও বিশেষ কিছু এবং তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। আমি পড়েছি গ্রোজনির কোশিয়রে এবং বাকুর সেরেবরোভস্কিতে আমাদের তৈল শিল্পের পরিচালকেরা শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র পর্যটনকারীদের কাছে যেভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় তা-ই করেননি, উচ্চতর পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের কাছে যেভাবে বিবরণ দাখিল করা হয় সেভাবেই তা পেশ করেছেন। আমি পড়েছি যে আমাদের সকল উচ্চতর সংস্থাসমূহ, গণ-কমিশার পরিষদ, সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ থেকে শুরু করে সোভিয়েতের আঞ্চলিক কর্মপরিষদ পর্যন্ত সবাই শ্রমিকদের প্রতিনিধি দলগুলিকে সমূহ বিবরণ দাখিল করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন—কারণ ঐ প্রতিনিধি দলগুলির ভ্রমণকে তাঁরা পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে আমাদের নির্মাণকার্যসমূহের, আমাদের শ্রমিকদের রাষ্ট্রটির বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিদর্শন হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই তথ্যসমূহ থেকে কী দেখা যায়? তা থেকে দুটি জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রথমতঃ, ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী বিশেষতঃ ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অংশটি আমাদের রাষ্ট্রকে তাঁদের আপন সন্তান বলে গণ্য করেন এবং শ্রমিক-শ্রেণীর এই যে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হচ্ছেন তাঁরা আমাদের দেশে আসছেন শুধুমাত্র কৌতূহল থেকে নয় বরং এখানে কাজকর্ম কেমন করে চলছে এবং কী করা হচ্ছে তা দেখার জন্য; কেননা স্পষ্টতঃ এখানে আমরা যা কিছু গড়ে তুলছি তাঁরা সেই সবকিছুর জন্যই নিজেদের নৈতিকভাবে দায়ী বলে মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাচ্ছে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অংশ আমাদের রাষ্ট্রকে আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার পর এখন তাকে রক্ষা করতে এবং প্রয়োজন হলে তার হয়ে সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত। অন্য একটি রাষ্ট্রের নাম করুন তো, এমনকি সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রী একটি দেশের নাম করুন তো, যা অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধি দলের এ ধরনের ভ্রাতৃপ্রতিম পরিদর্শনের ব্যাপারে সম্মত হতে সাহস করবে! এরকম একটি রাষ্ট্রেরও নাম করতে পারবেন না, কারণ পৃথিবীতে এরকম অন্য কোন রাষ্ট্রই নেই। শুধুমাত্র আমাদের এই রাষ্ট্র, শ্রমিক ও কৃষকদের এই রাষ্ট্রটিই শুধু এরকম পথ গ্রহণ

করতে পারে। আর এভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধি দলগুলির ওপর আস্থা স্থাপন করে আমাদের দেশ ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়। অন্য যে-কোন ঋণের চেয়ে এই আস্থার মূল্য অনেক বেশি, কারণ আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি শ্রমিকদের এই আস্থা সাম্রাজ্যবাদের এবং হস্তক্ষেপ করার কুচক্রান্তের একটি মূল প্রতিষেধক।

আমাদের দেশে শ্রমিকদের এই তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে আমাদের রাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে সেই সবকিছুর মূলে এইটিই ক্রিয়াশীল রয়েছে। এটি একটি নূতন ঘটনা যা অনেকেই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু যা বর্তমানকালে একটি নির্ধারক ঘটনা। কারণ যদি ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী আমাদেরকে তাঁদের একটি অংশ এবং সন্তান বলে মনে করেন, যদি ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী এর উপর ভিত্তি করে আমাদের রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটলে তা থেকে রক্ষা করার কর্তব্যকে নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বার্থরক্ষার কর্তব্যকে গ্রহণ করেন তাহলে তা থেকে কী দেখা যায়? এ থেকে দেখা যায় যে আমাদের শক্তি বেড়ে উঠছে এবং খুবই দ্রুত তা বেড়ে উঠতে থাকবে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদের দুর্বলতা দ্রুত বেড়ে যাবে। কেননা শ্রমিকদের বাদ দিয়ে আজকাল যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। শ্রমিকেরা যদি আমাদের সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন, যদি তাঁরা আমাদের সাধারণতন্ত্রকে তাঁদের সন্তান বলে মনে করেন, তার মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত বলে মনে করেন তবে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। এই হচ্ছে আমাদের দেশে শ্রমিকদের যে তীর্থযাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আরও বেশি বেশি করে যা আমরা দেখতে পাব, আর আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যে জোরদার হয়ে উঠবে তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে উৎসাহিত করাই আমাদের কর্তব্য।

আমাদের দেশে যেসব প্রতিনিধি দল ভ্রমণ করে গেছেন তাঁদের সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা অহেতুক হবে না। আমি শুনেছি সম্প্রতি মস্কো সম্মেলনে একজন কমরেড রাইকভকে জিজ্ঞেস করেন: 'এসব প্রতিনিধি দলের জন্য আমাদের অনেক খরচ হচ্ছে না কি?' কমরেডগণ, এরকম কথা বলা আমাদের

উচিত নয়। শ্রমিকদের যে প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে আসেন তাঁদের সম্পর্কে এই সুরে কখনই কথা বলা উচিত নয়। এভাবে কথা বলা লজ্জাজনক। পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী যাতে তাঁদের প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে পাঠাতে পারেন, ক্ষমতা দখলের পর শ্রমিকশ্রেণী যে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে দিতে এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম এ কথা যাতে তাঁরা দেখে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারেন সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কোন অর্থ ব্যয় এবং কোন ত্যাগ স্বীকারেই আমাদের পিছিয়ে যাওয়া চলে না এবং চলবে না। পশ্চিমের এই শ্রমিকেরা, অন্ততঃ তাঁদের অনেকেই এখনো এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে শ্রমিকেরা কিছু করতে পারে না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট-গণ কর্তৃক সংক্রামিত এই বদ্ধমূল ধারণাই হচ্ছে পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের প্রধান ব্যাধি। পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের শুধু যে প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ তাই নয়, সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতেও সমর্থ এ কথা তাঁদের উপলব্ধি করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীকে সুযোগ করে দিতে কোন ত্যাগ স্বীকার থেকেই আমরা বিরত থাকব না। আমাদের দেশই যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রমিকদের একমাত্র রাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যে তার সপক্ষে যে তাঁদের সংগ্রাম করা কর্তব্য এবং তাঁদের দেশের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এই সমর্থনসূচক প্রতি-রক্ষার অভিযান যে প্রয়োজনীয় এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী যাতে নিজেরা নিশ্চিত হতে পারেন সেক্ষেত্রে সুযোগ করে দিতে কোন ত্যাগ স্বীকার থেকেই আমরা বিরত হব না। (হর্ষধ্বনি।)

তিন ধরনের প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে এসেছেন: বুদ্ধিজীবীদের—শিক্ষক এবং অন্যান্যদের প্রতিনিধি দল; প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের, আমার মনে হচ্ছে, মোটমাট প্রায় দশটি প্রতিনিধি দল; এবং তরুণ শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল। সব মিলিয়ে ৫৫০ জন প্রতিনিধি এবং পর্যটক আমাদের দেশ দেখতে এসেছেন। অন্য ষোলটি প্রতিনিধি দল ট্রেড ইউনিয়নসমূহের, নিখিল ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছে নাম রেজিস্ট্রি করে রেখেছেন তাদের প্রত্যাশিত আগমনের জন্য। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বন্ধনকে জোরদার করে হস্তক্ষেপের যে-কোন সম্ভাবনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবন্ধক গড়ে তোলার জন্য আমরা ভবিষ্যতেও এই ভ্রমণগুলিকে পোষকতা করেই যাব।

মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই পুঁজিবাদকে অবক্ষয়িত করে দিচ্ছে।

এইসব দ্বন্দ্ব থেকে কী বেরিয়ে আসে? সেগুলি কী দেখাচ্ছে? সেগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে যে পুঁজিবাদী দুনিয়া ধারাবাহিক অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে অবক্ষয়িত হয়ে পড়ছে এবং ঐ দ্বন্দ্বগুলি পুঁজিবাদকে হীনবল করে তুলছে। একদিকে আমাদের দুনিয়া, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া অধিক থেকে অধিকতর নিবিড়ভাবে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে এবং সেই কারণেই এবং ঠিক এরই ভিত্তিতে একটি সাময়িক শক্তিসাম্য দেখা দিচ্ছে যা আমাদের বিরুদ্ধে চালিত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং দেখা দিয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' অধ্যায়টি।

যুদ্ধের একটি অধ্যায়ের পরিবর্তে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'—এর একটা অধ্যায় কেন আমরা পেলাম সে ব্যাপারে আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, এই মুহূর্তে আমেরিকা ইউরোপে যুদ্ধ চায় না। যেন সে ইউরোপকে বলতে চাইছে: আমি তোমাদের কোটি কোটি ডলার ঋণ দিয়েছি; যদি আরও অর্থ ভবিষ্যতে চাও, তোমাদের মুদ্রাব্যবস্থা বিশৃংখল হয়ে পড়ুক এটা যদি না চাও—তবে চুপ করে বসে থাক, আয় বাড়াও আর ঋণের সুদ দিয়ে যাও। ইউরোপের ক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত নির্ধারক না হলেও আমেরিকার এই উপদেশ যে বেশ খানিকটা প্রভাব সৃষ্টি করে তার জন্য বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের পর থেকে, আমাদের এই বিপুলায়তন দেশটি তার সুবিশাল বাজার এবং বিপুল পরিমাণ কাঁচামালের উৎস সহ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাইরে চলে এসেছে এবং অতি অবশ্যই তা ইউরোপের আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের থেকে বঞ্চিত হওয়া, আমাদের দেশের বাজার ও কাঁচামাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী ইউরোপের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং ভীষণরকমের আলোড়ন অনুভব করছে। এবং তাই আমাদের দেশ, আমাদের বাজার ও আমাদের কাঁচামালের উৎস থেকে ইউরোপীয় পুঁজির এই বিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটাবার জন্য আমাদের সঙ্গে একটি বিশেষ অধ্যায়ের জন্য আমাদের বাজারে ও কাঁচামালের উৎসসমূহে প্রবেশের একটি

পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে' সম্মত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; এবং দেখা যাচ্ছে এইটি ছাড়া ইউরোপে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা অসম্ভব।

৬। সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক অবস্থান

এই সমস্ত ঘটনাগুলি সারা দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং পুঁজিবাদের শিবিরের শক্তিসমূহের মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করেছে; তা যুদ্ধের অধ্যায়ের পরিবর্তে স্বস্তির একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে; তা সংক্ষিপ্ত বিরতির অধ্যায়কে বিরতির গোটা একটা অধ্যায়ে পরিণত করেছে এবং যার ফলে ইলিচ যাকে 'সহযোগিতা' বলেছেন পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে এই ধরনের একটা 'সহ-যোগিতা' গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

তারই জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'স্বীকৃতির' যে ধারাটি সৃষ্টি হয়েছে তা লতে বাধ্য।

যেসব দেশ আমাদের 'স্বীকৃতি' দিয়েছে তাদের নাম আমি করছি না। আমার মনে হয় বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকাই তা করেনি। এইসব স্বীকৃতির পর উদাহরণস্বরূপ জার্মানি ও ইতালীর সঙ্গে আমরা যে বাণিজ্য চুক্তিগুলি করেছি তা নিয়েও বিশদ আলোচনা আমি করছি না। আমি এ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করছি না যে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে আমেরিকা আমাদের তুলো রপ্তানী করে, যে ব্রিটেন এবং জার্মানি আমাদের কাছ থেকে শস্য এবং কৃষিপণ্য আমদানী করে তারাই এই বাণিজ্যে বিশেষ আগ্রহী। একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে তা হল এই যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে 'সহাবস্থানের' অধ্যায়ের উদ্ভবের পর এইটিই হচ্ছে প্রথম বছর যখন আমরা পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে মোটামুটি বিরাট আকারে এবং ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলছি।

তা থেকে অবশ্যই এটা বোঝাচ্ছে না যে ওদের সঙ্গে বলতে গেলে সবকটি শর্ত, এবং যাকে বলা যেতে পারে সমস্ত দাবি ও পাল্টা দাবি যা পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির এবং আমাদের মধ্যে চলছিল ও এখনো পর্যন্ত চলছে—তার সুরাহা ইতিমধ্যেই আমরা করে ফেলেছি। আমরা জানি যে রাষ্ট্রীয় ঋণ শোধ করার দাবি আমাদের কাছে করা হচ্ছে। ইউরোপ এখনো তা ভুলে যায়নি এবং সম্ভবতঃ এত তাড়াতাড়ি কোনমতে ভুলবেও না। আমাদের বলা হচ্ছে

ইউরোপের কাছে আমাদের যুদ্ধ-পূর্বকালীন ঋণের মোট অংক হচ্ছে ৬০০ কোটি, এবং যুদ্ধের ঋণ অনুমিত হয়েছে ৭০০ কোটি রুবল অর্থাৎ মোট ১,৩০০ কোটি রুবল। মুদ্রার মূল্য হ্রাসের কথাটি হিসেবে ধরলে এবং এই মোট পরিমাণ থেকে সীমান্ত অঞ্চলের দেশগুলির ভাগ বিয়োগ করলে হিসেবটা দাঁড়ায় এই যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কাছে আমাদের দেনা ৭০০ কোটি রুবলের কম নয়। এটাও জানা কথা যে গৃহযুদ্ধের সময় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার কাছে আমাদের পাল্টা পাওনার দাবি, আমার মনে হয়, (লারিন যে হিসেব করেছেন তদনুযায়ী) হবে ৫,০০০ কোটি রুবল। কাজেই দেখা যাচ্ছে তাদের কাছে আমাদের পাওনা তাদের কাছে আমাদের দেনার পাঁচগুণ। (**লারিন তাঁর আসন থেকে**: 'তা আমরা পাবই।') কমরেড লারিন বলছেন যথাসময়ে আমরা তা পাবই। (**হাস্যধ্বনি।**) যদি অবশ্য আরও খানিকটা রেখেঢেকে হিসেব করা যায়, আমাদের অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী যেমনটি করেছেন, তাহলেও তা মোট ২,০০০ কোটি রুবলে দাঁড়াবে। তাহলেও দেখা যাচ্ছে আমাদের লাভই হচ্ছে। (**হাস্যধ্বনি।**) পুঁজিবাদী দেশগুলি এখনো এটা মেনে নিতে রাজী নয়, আমরা এখনো তাদের খাতকের তালিকায় রয়েছি।

পুঁজিবাদীদের সঙ্গে আলোচনাকালে এর থেকে এইসব বাধা ও প্রতিবন্ধকগুলি দেখা দিচ্ছে। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এই অবস্থাটা দেখা দিয়েছে এবং সম্ভবতঃ ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও তা দেখা দেবে।

এই প্রশ্নে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানটি কী?

ম্যাকডোনাল্ড-এর সঙ্গে চুক্তিটি[৫৩] স্বাক্ষরের সময় তা যা ছিল এখনো তা-ই রয়েছে।

জারের আমলের ঋণ বাতিল করে দিয়ে[৫৪] ১৯১৮ সালে বিঘোষিত আমাদের দেশের সুপরিচিত আইনটি আমরা খারিজ করে দিতে পারি না। আমরা ঐ আইন মোতাবেক চলব। আমাদের দেশে যেসব রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারী হয়েছিল এবং যেগুলি বেদখলকারীদের দখলচ্যুত করে দেওয়াকে আইনানুগ অনুমোদন দান করেছিল আমরা সেগুলি খারিজ করে দিতে পারি না। আমরা ঐ আইন মোতাবেক চলছি এবং চলতেই থাকব। কিন্তু বাস্তব আলাপ-আলোচনাকালে ছোট একটা অংশ দিয়ে দেওয়া এবং বিনিময়ে কিছু একটা পাওয়ার ভিত্তিতে পূর্বতন জারতন্ত্রের সময়ের ঋণের ব্যাপারে ব্রিটেন

এবং ফ্রান্স উভয়ের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ব্যতিক্রমকে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা নই। আবার পূর্বতন ব্যক্তিগত মালিকদের জন্য প্রদত্ত কিছু কিছু বিশেষ সুবিধার শর্তগুলি দাসত্ব বন্ধনসূচক হবে না এই শর্তে সেগুলি মেনে নেওয়ার আমরা বিরুদ্ধে নই।. ঐ ভিত্তিতেই, আমরা ম্যাকডোনাল্ড-এর সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হতে পেরেছিলাম। ঐ আলোচনাসমূহের অন্তর্নিহিত ধারণা ছিল যুদ্ধের ঋণকে কার্যতঃ খারিজ বলে মেনে নেওয়া। ঠিক এই কারণেই ঐ চুক্তিটি বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু কে বানচাল করল? নিঃসন্দেহে আমেরিকা তা বানচাল করে দেয়। রাকোভ্‌স্কি এবং ম্যাকডোনাল্ড-এর মধ্যেকার আলোচনায় যদিও আমেরিকা অংশগ্রহণ করেনি, আর যদিও রাকোভ্‌স্কি এবং ম্যাকডোনাল্ড একটা খসড়া চুক্তিতে উপনীতও হয়েছিলেন এবং যদিও ঐ খসড়া চুক্তিটি উভয়পক্ষেরই বের হয়ে আসার একটা পথের ব্যবস্থা করেছিল এবং উভয়পক্ষের স্বার্থও মোটামুটি রক্ষা করেছিল তা সত্ত্বেও যেহেতু খসড়াটি যুদ্ধের ঋণ খারিজ করার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, এবং যেহেতু আমেরিকা এরকম একটা নজীর সৃষ্টি করতে চায়নি তাই সে ইউরোপের কাছে তার যে শত শত কোটি পাওনা রয়েছে তা হারাতে বসছে দেখে—সে, অর্থাৎ আমেরিকা, কিছু পরামর্শ দান করে, আর তাই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়নি।

তা সত্ত্বেও আমরা এখনো উপরে উল্লিখিত খসড়ার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতির প্রশ্নসমূহ এবং আলোচ্য অধ্যায়ে উত্থাপিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জরুরী যেসব প্রশ্ন আমাদের সরকার এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সরকারসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে আমি তার মধ্য থেকে দুটির উল্লেখ করছি: প্রথমতঃ, যে প্রশ্নটি ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা একাধিক বার তুলেছেন এবং আবারও তুলবেন—আমাদের প্রচার সম্পর্কিত প্রশ্ন, এবং দ্বিতীয়তঃ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রশ্নটি।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইউরোপ এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহ এই উভয়স্থানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা বিশেষ প্রচারণা চালাচ্ছি। ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা জোর দিয়ে বলেছেন যে রাশিয়ান কমিউনিস্টরা হচ্ছে এমন লোক যাদের ব্রতই হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া। আমি এখানে এইটুকুই বলতে চাই যে এটা পুরোপুরি

বাজে কথা। প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্ত্যে কোথাও আমাদের বিশেষ প্রচারণার কোন আবশ্যক হয় না, এখন তো শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে আসছেন, আমাদের এখানকার অবস্থা নিজেরা দেখে যেতে পারছেন এবং পশ্চিমের সকল দেশগুলিতেই তাঁরা তাঁদের তথ্যাদি নিয়ে যেতে পারছেন। আমাদের অন্য কোন প্রচারণার আবশ্যক নেই। সোভিয়েত ব্যবস্থার সপক্ষে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপক্ষে এটাই তো সর্বোত্তম, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে কার্যকর প্রচারণা। (**হর্ষধ্বনি।**)

আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি প্রাচ্যে প্রচারণা চালাচ্ছি। আমি জোর দিয়েই বলছি এটাও একেবারে বাজে কথা। প্রাচ্যে আমাদের বিশেষ প্রচারণার কোন আবশ্যকতাই নেই। আমরা জানি, এখন আমাদের সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশের অতীব বিচিত্র রকমের বিভিন্ন জাতির সহাবস্থান এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে-কোন একজন চীনা, মিশরীয় বা ভারতীয় যিনি আমাদের দেশে আসেন, এখানে ছ'মাস থাকেন, তিনিই নিজে দেখে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন যে আমাদের দেশই হচ্ছে একমাত্র দেশ যা নিপীড়িত জাতিসমূহের মনোভাবটি উপলব্ধি করে এবং যা পূর্বতন আধিপত্যকারী জাতির শ্রমিকশ্রেণী এবং পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ। চীন থেকে, ভারত ও মিশর থেকে যেসব প্রতিনিধি দল আসেন, আমাদের এখানে কাজকর্ম করে এবং চারিদিকে সবকিছু দেখেশুনে তাঁরাই তো সারা দুনিয়ায় তথ্যাদি নিয়ে যাচ্ছেন—এতদতিরিক্ত অন্য কোন প্রচারণার প্রাচ্যে আমাদের আবশ্যক নেই। এটাই সব ধরনের এবং সব রকমের প্রচারণার মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রচারণা।

কিন্তু ওখানে একটা শক্তি রয়েছে যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুনিশ্চিতভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং ধ্বংস করে দেবেই। এই শক্তিটি হচ্ছে খোদ ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা। এই শক্তিটি সুনিশ্চিতভাবে, অনিবার্যভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেই। রক্ষণশীলেরা ক্ষমতায় এসে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন[৫৫] তার কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট হবে। তাঁরা কী দিয়ে শুরু করেছিলেন? তাঁরা শুরু করেছিলেন মিশরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ভারতে চাপ বাড়িয়ে দিয়ে এবং চীনে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি দিয়ে। এই হচ্ছে রক্ষণশীলদের নীতি ব্রিটিশ লর্ডেরা যদি এ ছাড়া অন্য কোন নীতি গ্রহণে

অপারগ হন তবে তার জন্য কাকে দায়ী করবেন, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন? এটা কি বোঝা কঠিন যে এই পথে এগিয়ে চললে রক্ষণশীলেরা দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয় ঠিক সেইরকম নিশ্চিতভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে পাঠাবেন?

কমিনটার্ন সম্পর্কে কটি কথা বলি। সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকেরা এবং জাল চিঠির রচয়িতারা পাশ্চাত্ত্যে এই গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন যে কমিনটার্ন হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসবাদীদের একটি সংগঠন এবং কমিউনিস্টরা পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে চষে বেড়াচ্ছে ইউরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিস্ফোরণটিকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে এ কথা ঘোষণা করে দিতেই হচ্ছে যে প্রতিটি সংস্কৃতিবান মানুষ, তা তিনি নিরেট নির্বোধ ব্যক্তি না হলে, এবং যদি তিনি উৎকোচ গ্রহণ করে না থাকেন—তবে আমি তাঁর কাছে এই কথাই ঘোষণা করে দিতে চাই যে কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সঙ্গে কোন মিল কোনদিনই ছিল না, নেই এবং থাকতেই পারে না; ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোন মিল কোনদিনই ছিল না, নেই এবং থাকতেও পারে না। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত করাই হচ্ছে কমিনটার্নের তত্ত্ব ও কর্মের মূল কথা। এই কথাটি সত্য। এটাই কমিউনিস্টদের কর্তব্যকর্ম। একমাত্র নিরেট নির্বোধ ও বোকারাই কমিনটার্নের গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের নীতির সঙ্গে চক্রান্ত ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন।

জাপান সম্পর্কে দুটি কথা বলি। পশ্চিমের আমাদের কিছু কিছু শত্রু আনন্দের আতিশয্যে হাত কচলিয়ে বলতে চাইছেন: দেখুন, চীনে একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই, বলশেভিকরা চীনের জনগণকে ঘুষ দিয়েছে—জানি না কে চল্লিশ কোটি মানুষকে ঘুষ খাওয়াতে পারে?—এবং তাতে করে 'রাশিয়ানদের' জাপানীদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কমরেডগণ, এর সবটাই বাজে কথা। চীনে বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্তিগুলি অবিশ্বাস্যরকম সুবিশাল। তবু এখনো পর্যন্ত যে প্রভাব তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন তা পুরোপুরি সৃষ্টি হয়নি—ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের সেই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যে শাসকেরা এই শক্তিগুলিকে

দেখছে না এবং যে উপযুক্ত পরিমাণ সমীহ সহকারে তা হিসেবের মধ্যে ধরা উচিত তা ধরছে না—তার জন্য তাদের ভুগতে হবে। রাষ্ট্রগতভাবে আমরা এই শক্তিকে হিসেবের মধ্যে না ধরে পারি না। আমরা মনে করি উত্তর আমেরিকা যখন একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছিল, জার্মানি যখন রাষ্ট্র হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল, এবং ইতালী যখন বৈদেশিক শত্রুদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল—তখন তাদের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, চীনের সামনে এখন সেই একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়বিচার পুরোপুরি চীনা বিপ্লবের সপক্ষেই রয়েছে। তাই চীনের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত করার এবং চীনকে একক একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চীনের বিপ্লবের এই সংগ্রামের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে এবং সে সহানুভূতি আমাদের থাকবেই। যে এই শক্তিকে হিসেবের মধ্যে ধরে না বা ধরবে না সে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি মনে করি জাপান এ কথা বুঝতে পারবে যে তাকেও চীনের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান এই যে শক্তিটি সামনে এগিয়ে চলেছে এবং তার পথ থেকে সবকিছুকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিচ্ছে সেই শক্তিকে হিসেবের মধ্যে ধরতেই হবে। ঠিক এই কারণেই তা বুঝতে পারেনি যে চ্যাং সো-লিন তলিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন এই কারণেও যে তিনি তাঁর গোটা নীতিটাকেই স্থাপন করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার এবং জাপানের মধ্যেকার বিরোধের ওপর, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতির ওপর। মাঞ্চুরিয়ার প্রতিটি সেনাপতি, প্রতিটি শাসক যিনিই তাঁর নীতিকে আমাদের এবং জাপানের বিরোধের ওপর, জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবনতির ওপর স্থাপন করবেন—তাঁকে সুনিশ্চিতভাবেই তলিয়ে যেতে হবে। একমাত্র তিনিই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন, মাঞ্চুরিয়ায় একমাত্র সেই সেনাপতি এবং সেই শাসকই দৃঢ় হয়ে বসতে পারবেন যিনি জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়নের ওপর, আমাদের এবং জাপানের মধ্যেকার মৈত্রীর ওপর তাঁর নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, কারণ আমাদের এমন কোন স্বার্থ নেই যা জাপানের সঙ্গে আমাদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। আমাদের দেশ ও জাপানের মধ্যে মৈত্রীর অভিমুখেই আমাদের স্বার্থ নিহিত রয়েছে।

৭। পার্টির কর্তব্যসমূহ

আন্তর্জাতিক অবস্থার ক্ষেত্রে পার্টির কর্তব্যের প্রশ্নে আমি যেতে চাই।

আমার মনে হয় কাজ হিসেবে এক্ষেত্রে পার্টির কর্তব্যকে দুটি স্তরে চিহ্নিত করা দরকার: একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তরে, আর অন্যটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির স্তরে।

আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তরে কর্তব্য কী কী?

প্রথমতঃ, কর্তব্যগুলি হচ্ছে, পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করা, শ্রমিক-জনগণের মধ্যে তারা যাতে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠতে পারে তার জন্য কাজ করা। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলা, আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বন্ধুত্বকে জোরদার করে তোলার জন্য কাজ করা। তার মধ্যে যে তীর্থ-যাত্রার কথা এবং তার যে তাৎপর্যের কথা উপরে আমি বর্ণনা করেছি তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং নিপীড়িত দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্রগুলিকে জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে কেননা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা আমাদের মিত্র। এবং চতুর্থতঃ, আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জোরদার করা, পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলির বিজয়ের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া দরকার কারণ এই বিজয় সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির কর্তব্যের কথা বলার সময় আমাদের কমরেডরা নিজেদের প্রথম তিনটি কর্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন এবং চতুর্থ কর্তব্যটির কথা ভুলে যান অর্থাৎ আমাদের দেশে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির জয়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম, নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রামও যে আন্তর্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন সে কথা ভুলে যান, কারণ আমাদের দেশ হচ্ছে বিপ্লবের একটি ভিত্তিভূমি, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনকে প্রসারিত করার প্রধান একটি উৎস; আর এক্ষেত্রে আমাদের দেশে যদি নির্মাণকার্য উপযুক্ত গতিতে এগিয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্যান্য সব কটি ধারার ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কাজ পার্টি ঠিক যেভাবে আমাদের

কাছে দাবি করে ঠিক সেইভাবেই যে আমরা কাজ করে চলেছি তা বোঝা যাবে।

আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে পার্টির কর্তব্য।

এখন **পররাষ্ট্র** নীতির ক্ষেত্রে পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে বলা যাক।

প্রথমতঃ, নূতন নূতন যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করা, শান্তি অব্যাহত রাখা এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে তথাকথিত স্বাভাবিক সম্পর্ক সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা। আমাদের সরকারের নীতির এবং পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হচ্ছে শান্তির ধারণা। শান্তির জন্য সংগ্রাম, নূতন নূতন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নূতন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপের মুখোস উদ্ঘাটন করে দেওয়া, শান্তিবাদের পতাকার আড়ালে যুদ্ধের প্রকৃত প্রস্তুতিকে আড়াল করার সমস্ত পদক্ষেপের মুখোস উদ্ঘাটন করে দেওয়া—এই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। ঠিক এই কারণেই জাতিসংঘে যোগ দিতে আমরা অস্বীকার করেছি কারণ জাতিসংঘ হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতিকে আড়াল করারই একটি সংগঠন এবং জাতিসংঘে যোগ দিতে হলে কমরেড লিতভিনভ সঠিকভাবেই বলেছেন, আমাদের হাতুড়ি আর নেহাই—এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপার হবে। কিন্তু দুর্বল জাতিগুলির ক্ষেত্রে একটি হাতুড়ি হওয়ার অথবা শক্তিমান জাতিগুলির ক্ষেত্রে একটি নেহাই হওয়ার কোন অভিলাষই আমাদের নেই। আমরা একটি বা অপরটি হতে চাই না; আমরা শান্তির সপক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি যুদ্ধের অভিমুখে নিয়ে যায় এমন সবগুলি পদক্ষেপের মুখোস উদ্ঘাটন করে দেওয়ার জন্য—তা শান্তিবাদী যে মধুর বুলি দিয়েই তারা সেগুলিকে লুকিয়ে রাখুক না কেন। জাতিসংঘ অথবা লোকার্নো যাই হোক না কেন তাতে একটা পতাকা উড়িয়ে বোকা বানাতে অথবা কোন হৈ-চৈ করে তারা আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বহির্জগতের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বাণিজ্যকে প্রসারিত করার জন্য কাজ করা।

তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে, যেসব পুঁজিবাদী দেশ সবচেয়ে বেশি করে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং যার জন্য তারা বৃহৎ শক্তিদের জোটের বিরুদ্ধে রয়েছে সেইসব পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে সমঝওতার লক্ষ্যে কাজ করা।

চতুর্থতঃ, পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের যোগ-

সূত্রকে জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে পার্টির সামনেকার কর্তব্যসমূহ।

২। সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগে যাওয়া যাক। এই ভাগে আমাদের রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাকে কিছু পরিসংখ্যানও উদ্ধৃত করতে হবে। যদিও বেশ কিছু পরিসংখ্যান এর মাঝেই সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু পরিসংখ্যান উদ্ধৃত না করে পারা যাবে না।

১। সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতি

কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলার আগে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের কার্যকলাপের নির্দেশক কটি সাধারণ প্রস্তাবনা নিয়ে আমাকে শুরু করার অনুমতি দিন (আমি শুরু করতে চাই আমাদের অর্থনীতি নিয়ে)।

প্রথম প্রস্তাবনাঃ পুঁজিবাদী অবরোধের পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজকর্ম করছি এবং নির্মাণকার্য চালাচ্ছি। তার অর্থ হচ্ছে এই যে আমাদের অর্থনীতি এবং নির্মাণকার্য আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবে। এই কাঠামোর মধ্যেই সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যেকার সংগ্রাম এগিয়ে যাবে। তার অর্থ এইটিও দাঁড়ায় যে আমাদের অর্থনীতিকে শুধু দেশের বাইরের পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরোধিতার মধ্য দিয়েই গড়ে তুলতে হবে তাই নয়, আমাদের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শক্তিগুলির বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার বিরোধিতার মধ্য দিয়েও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ আমাদের অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আমাদের দেশ বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লেজুড় না হয়ে পড়ে, পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ ব্যবস্থার পরিপূরক একটি ব্যবস্থা মাত্র হয়ে না

পড়ে, যাতে করে আমাদের অর্থনীতি বিশ্ব-পুঁজিবাদের একটি পরিপূরক সংস্থা হিসেবে গড়ে না ওঠে, গড়ে ওঠে প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ বাজার এবং আমাদের দেশের শিল্প ও আমাদের কৃষি অর্থনীতির মধ্যেকার যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন অর্থনৈতিক একটি একক হিসেবে।

এখানে দুটি সাধারণ লাইন রয়েছে: একটার প্রস্থানবিন্দু হচ্ছে এই যে আমাদের দেশ এখনো দীর্ঘকাল একটি কৃষিপ্রধান দেশই থেকে যাবে, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করবে এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করবে—আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগোতে হবে এবং ভবিষ্যতেও এই হবে আমাদের বিকাশের পথ। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই লাইনের দাবি হচ্ছে আমাদের শিল্পোদ্যোগকে গুটিয়ে ফেলা উচিত। এরই সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি শানিন-এর প্রস্তাবনায় দেখা গেছে (মনে হচ্ছে আপনারা কেউ কেউ হয়তো **ইকোনমিচেস্কায়া ঝিজ্ন্**[৩৬] পত্রিকায় তা পড়ে থাকবেন)। এই লাইন অনুসরণ করার পরিণাম হবে আমাদের দেশ কোনদিনই অথবা প্রায় কোনকালেই প্রকৃতপক্ষে শিল্পায়িত একটি দেশ হয়ে উঠতে পারবে না; আমাদের আপন আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন একটি একক হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে আমাদের দেশটি বস্তুতঃপক্ষে সাধারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি লেজুড়েই পরিণত হবে। এই লাইনের অর্থ হবে আমাদের নির্মাণকার্য পরিত্যাগ করে দেওয়া।

এটা আমাদের লাইন নয়।

অন্য সাধারণ লাইনটি হচ্ছে প্রস্থানবিন্দু হিসেবে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভর, আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার লাইন। আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে হবে এমন একটি দেশ হিসেবে যা অন্য সব দেশের কাছে একটি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে এবং ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পুঁজিবাদকে দূর করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধারায় প্রবেশ করবে। এই লাইনের দাবি হচ্ছে আমাদের শিল্পের চূড়ান্ত রকমের প্রসারণ অথচ সেই প্রসারণ ঘটাতে হবে আমাদের আয়ত্তাধীন সম্পদের অনুপাতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আমাদের দেশকে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি লেজুড়ে পরিণত করে দেওয়ার নীতিকে তা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। এই হচ্ছে আমাদের নির্মাণকার্যের লাইন, এই হচ্ছে পার্টির

অনুসৃত লাইন এবং ভবিষ্যতে পার্টি এই লাইনই অনুসরণ করে যাবে। পুঁজিবাদী অবরোধ যতদিন থাকবে ততদিন এই লাইন অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করে যেতে হবে।

অবস্থা পাল্টে যাবে যখন জার্মানি অথবা ফ্রান্সে অথবা একই সঙ্গে এই দুই দেশে বিপ্লব বিজয় অর্জন করবে, যখন ঐসব দেশে উন্নততর প্রযুক্তি বিন্যাগত স্তর থেকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। তখন আমরা আমাদের দেশকে একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক এককে পরিণত করার নীতির পরিবর্তে আমাদের দেশকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাধারণ ধারায় টেনে নিয়ে আসার নীতিই আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে নিম্নতম সেই স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য হয়ে থাকবে যা না থাকলে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনতা-পাশ থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এই হচ্ছে প্রথম প্রস্তাবনাটি।

প্রথম প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গে **দ্বিতীয় যে প্রস্তাবনার** সাহায্যে আমাদের নির্মাণকার্যকে নিরূপিত করতে হবে তা হচ্ছে—প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় অর্থনীতির পরিচালন ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকগুলিকে হিসেবের মধ্যে রেখে পুঁজিবাদী দেশগুলির ঐ ধরনের পরিচালন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ করে এগিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে হচ্ছে ব্যক্তিগত পুঁজির রাজত্ব; ওখানে বিশেষ একটি পুঁজিবাদী ট্রাস্ট বা সিণ্ডিকেট অথবা একটি বা অপর কোন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী কোন ভুল করলে তা শোধরানো হয় বাজারের বৈষয়িক শক্তিগুলির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। উৎপাদন অতিরিক্ত হয়ে পড়লে দেখা দেয় সংকট; কিন্তু পরে সংকট কেটে গেলে অর্থনীতি আবার তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। আমদানী বেশি হয়ে পড়লে—প্রতিকূল বাণিজ্যের আকারে তা দেখা দেয়—মুদ্রার বিনিময়ের হার নড়বড়ে হয়ে পড়ে, দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি, আমদানী হ্রাস পায় এবং রপ্তানী বাড়ে। এই সবই দেখা দেয় সংকটের আকারে। কোন পরিমাণে ভুল-ভ্রান্তি, কোন পরিমাণে অতি-উৎপাদন, অথবা উৎপাদন এবং সামগ্রিক চাহিদার মধ্যেকার গুরুতর কোন অসঙ্গতি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মারাত্মক ভুল, ভুলভ্রান্তি এবং অসঙ্গতি একটি বা অপর একটি সংকটের মাধ্যমে সংশোধিত হওয়া ছাড়া তার অন্য গতি থাকে না। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই নিয়েই

তাদের চলতে হয়। কিন্তু আমরা তো এভাবে চলতে পারি না। ওখানে দেখা যায় অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং আর্থিক সংকট পুঁজিপতিদের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এখানে আমাদের দেশে অবস্থাটা আলাদা। এখানে বাণিজ্য ক্ষেত্রে, উৎপাদনে প্রতিটি জটিলতা, আমাদের অর্থনীতিতে প্রতিটি গুরুতর হিসেবের ভুল—কিছু ব্যক্তি বা অন্য কারো সংকট হয়ে দেখা দেয় না, তা আঘাত করে আমাদের গোটা জাতীয় অর্থনীতিকে। আমাদের দেশে প্রতিটি সংকট তা সে ব্যবসাগত, আর্থিক বা শিল্পগত যাই হোক—একটা সাধারণ সংকট হয়ে দাঁড়াতে পারে যা সমগ্র রাষ্ট্রকেই আঘাত করবে। তাই আমাদের কাছ থেকে এমন বিশেষ বিচার-বিবেচনা এবং দূর-দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। সেইজন্যই আমাদের অর্থনীতিকে এমন একটি পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের পরিচালনা করতে হবে যাতে হিসেবের ভুলভ্রান্তি যথাসম্ভব কম হয়, যাতে আমাদের অর্থনীতি পরিচালিত হয় চূড়ান্ত দূরদৃষ্টি, সুবিবেচনা এবং নির্ভুলতা সহকারে। কিন্তু কমরেডগণ, যেহেতু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের চমকপ্রদ দূরদৃষ্টি, অভাবনীয় বিচার-বিবেচনার সামর্থ্য বা একেবারে ভুলভ্রান্তি মুক্ত হয়ে আমাদের অর্থনীতিকে পরিচালনার অতুলনীয় সামর্থ্য আমাদের নেই, যেহেতু আমরা সবেমাত্র নির্মাণকার্য শিখতে শুরু করেছি—ভুল আমরা করব এবং ভবিষ্যতেও হয়তো ভুল হবে। তাই নির্মাণকালে আমাদের সঞ্চিতির সংস্থান রাখতে হবে যার সাহায্যে আমাদের গুরুতর ভুলভ্রান্তিকে আমরা শুধরে নিতে পারি। গত দুবছরের আমাদের সমগ্র কাজকর্ম থেকে দেখা গেছে যে অভাবনীয় কোন অবস্থা বা ভুলের জন্য যথেষ্ট নিশ্চয়তার ব্যবস্থা আমাদের নেই। কৃষির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কার্য পরিচালনা করছি তার উপরই আমাদের দেশে সব নির্ভর করছে না, তার উপর রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি (শস্যহানি ইত্যাদি)। শিল্পক্ষেত্রেও আমরা কিভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করছি তার উপরই সবকিছু নির্ভর করে না, তার উপর রয়েছে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের ব্যাপার যা আমরা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসতে পারিনি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও খুব বেশি আমাদের উপর সবকিছু নির্ভর করে না, তার উপরও রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিপতিদের আচরণের প্রশ্ন; এবং আমাদের রপ্তানী ও আমদানী যত বেশি বাড়ছে, তত বেশি আমরা পুঁজিবাদী পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি, তত বেশি আমরা আমাদের শত্রুদের আঘাতের শিকার হয়ে পড়ছি। এইসব অভাবনীয়

এবং অনিবার্য ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমাদের নিশ্চয়তা হিসেবে আমাদের সংস্থান সংরক্ষিত করার ধারণাটি গ্রহণ করতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে শস্যহানির বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ আমাদের নেই। তাই সংরক্ষিত মজুত আমাদের চাই। আমাদের শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বাজারের অভাবনীয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকববচ আমাদের নেই। আমরা যে অর্থভাণ্ডার সঞ্চয় করেছি তা ভাঙিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে বলেই সঞ্চিত ভাণ্ডারের ব্যয়ের ব্যাপারে আমাদের একান্ত মিতব্যয়ী ও সংযত হতে হবে; প্রতিটি পয়সা আমাদের সুবিবেচনার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এই মুহূর্তে একান্ত অপরিহার্য বিকাশের ক্ষেত্রেই শুধু অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। সুতরাং শিল্পের জন্য আমাদের সংরক্ষিত সংস্থানের প্রয়োজন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে (গুপ্ত বয়কট ও গুপ্ত অবরোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে) আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্যই সংরক্ষিত সংস্থানের এত প্রয়োজনীয়তা।

কৃষি ঋণের জন্য বরাদ্দ অর্থ আমরা দ্বিগুণ করে দিলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা থাকছে না; ফলে, শিল্পের বিকাশ কৃষির অনেক পেছনে পড়ে থাকবে, উৎপাদিত পণ্যের জোগান কমে যাবে যার ফলে উৎপন্ন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে আর তা থেকে যেসব পরিণতি দেখা দেবার তাই দেখা দেবে।

অন্যদিকে আমরা শিল্প প্রসারের জন্য দ্বিগুণ বরাদ্দ করতে পারি; তার অর্থ হবে দ্রুততর হারে শিল্প বিকাশ যা আমাদের পক্ষে খোলা পুঁজির প্রচণ্ড অভাবহেতু অব্যাহত রাখা যাবে না এবং তা নিশ্চিতভাবেই একটা অচলাবস্থার মুখে পড়বে, আর এ কথা না বললেও চলে যে, যে সংরক্ষিত সংস্থান থেকে কৃষি ঋণের বরাদ্দ করা যেত তাতে টান পড়বে।

আমরা আমাদের আমদানীকে বাড়িয়ে, বিশেষ করে যন্ত্রপাতির আমদানীকে বাড়িয়ে, বর্তমানের আমদানীর দ্বিগুণ করে দিতে পারি আমাদের শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধনের জন্য। কিন্তু তাতে করে রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বাড়তি হয়ে যাবে। ফলে প্রতিকূল বাণিজ্যজাত ঘাটতি এবং আমাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাবে অর্থাৎ একমাত্র যে ভিত্তিটির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের পরিকল্পনা রচনা ও শিল্পের বিকাশসাধন সম্ভব, তা-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

আমরা বেপরোয়াভাবে রপ্তানীকে আভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে বিন্দুমাত্র না

তাকিয়ে চূড়ান্তভাবে বাড়িয়ে দিতে পারি ; কিন্তু তাতে করে কৃষিজাত পণ্যের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির ফলে শহরগুলিতে নিশ্চিতভাবেই নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে এবং তার পরিণামে মজুরী হ্রাস পাবে ও এক ধরনের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং তার সকল পরিণতিই দেখা দেবে।

আমরা শ্রমিকদের মজুরী শুধু যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে নয় বরং তার চেয়ে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারি ; কিন্তু তাতে করে আমাদের শিল্পের বিকাশের গতি হ্রাস পাবে—কারণ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমরা বিদেশ থেকে ঋণ ইত্যাদি পাচ্ছি না, শিল্পের বিকাশ তখন সম্ভব একমাত্র শিল্পে বিনিয়োগ ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ লাভের সঞ্চয়ের ভিত্তিতে। তা সম্ভব হবে না—মজুরী বৃদ্ধির গতিকে যদি অত্যন্ত বেশি করে তোলা হয় তবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবই নয়।

এই হচ্ছে অবস্থাটা।

এই হচ্ছে আমাদের নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক নির্ধারক প্রস্তাবনা যা আমাদের সামনে পথের আলো এবং আলোকবর্তিকা স্বরূপ রাখতে হবে।

এখন আমাকে পরিসংখ্যানগুলি হাজির করতে দিন।

কিন্তু আবার একটুখানি অন্য কথা বলে নিচ্ছি। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য রয়েছে, তাতে অন্ততঃ পাঁচটি রূপ রয়েছে। অর্থনীতির প্রথম রূপটাকে বলা চলে প্রায় প্রাকৃতিক, অর্থনীতির স্তরের : সেইসব কৃষি খামারের কথা বলছি যারা বাজারের জন্য কিছুই বিশেষ উৎপাদন করে না। অর্থনীতির দ্বিতীয় রূপটা হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের রূপ—সেইসব কৃষি খামার যারা মুখ্যতঃ বাজারের জন্যই উৎপাদন করে। অর্থনীতির তৃতীয় রূপটা হচ্ছে—ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ—যা এখনো শেষ হয়ে যায়নি—যা প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং নিশ্চয়ই কিছু সীমাবদ্ধতা সহ বেঁচে থাকবেও যতদিন আমাদের নেপ্ নিয়ে চলতে হবে—ততদিন। অর্থনীতির চতুর্থ রূপটা হচ্ছে—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অর্থাৎ যে পুঁজিবাদকে আমরা অনুমতি দিয়েছি এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্র যেভাবে ইচ্ছা করবে সেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করেও রাখতে পারবে। সর্বশেষে রয়েছে পঞ্চম রূপ—সমাজতান্ত্রিক শিল্প অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প যেখানে উৎপাদনে দুটি বিপরীত শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী —জড়িত নয়, জড়িত রয়েছে শুধুমাত্র একটি শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী।

অর্থনীতির এই পাঁচ প্রকারের রূপ সম্পর্কে আমি কটি কথা বলতে চাই

কারণ অন্যথায় আমি যে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করতে' চাই এবং আমাদের শিল্পের বিকাশে যে ধারাটি লক্ষিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করা কঠিন হবে। এটা বেশি করে দরকার এই কারণে যে, লেনিন ইতিমধ্যেই সবিস্তারে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনীতির এই পাঁচটি রূপ[৫৭] নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই রূপগুলির মধ্যেকার সংগ্রামকে হিসেবের মধ্যে রেখে আমাদের নির্মাণকার্য পরিচালনার শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে এবং যে রাষ্ট্রীয় শিল্প হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ধরনের শিল্প সেই সম্পর্কে কটি কথা বলতে চাই—এক্ষেত্রে কমরেডদের মধ্যে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে যে ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করে দেওয়ার জন্য।

আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী শিল্প বলা ঠিক হবে কি? না। কিন্তু কেন? কারণ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হচ্ছে উৎপাদনের সেই সংগঠন যাতে দুটি শ্রেণী: একটি শোষকশ্রেণী যা উৎপানের উপায়গুলির মালিক, এবং আর একটা শোষিতশ্রেণী যা উৎপাদনের উপায়-গুলির মালিক নয়,—এই দুটি শ্রেণী জড়িত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে বিশেষ আকারই ধারণ করুক না কেন, তা কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে পুঁজিবাদীই থেকে যায়। ইলিচ যখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করেছিলেন তখন তিনি প্রথমতঃ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পগুলির কথাটাই মনে রেখে-ছিলেন। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পের কথা ধরা যাক আর দেখা যাক তাতে দুটি শ্রেণী জড়িত কিনা। হাঁ, তারা জড়িত। পুঁজিপতিদের শ্রেণী অর্থাৎ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরা যারা শোষণ করে এবং সাময়িকভাবে উৎপাদানের উপায়গুলির মালিকানা তাদের হাতেই রয়েছে, আর রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী যাদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তরা শোষণ করে। এখানে যে সমাজতন্ত্রের কোন উৎপাদন নেই তা স্পষ্ট এবং তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকেই যে এইসব সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পে শ্রমের উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠন করতে কেউ এগিয়ে আসে না কারণ সকলেই জানে যে এই সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পটি সমাজতান্ত্রিক শিল্প নয় বরং তা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্করহিত।

অন্য ধরনের শিল্পসংস্থা—রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থার কথাই ধরা যাক। ঐগুলি কি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী শিল্পসংস্থা? না, তারা তা নয়। কারণ? কারণ হচ্ছে তাতে দুটি শ্রেণী এখানে জড়িত নয়—এখানে শুধু একটি শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীই জড়িত যে শ্রেণীটি তার রাষ্ট্রের মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণ এবং উপায়গুলির মালিক

এবং তারা শোষিত নয়, এইসব সংস্থায় মজুরীর অতিরিক্ত যা কিছু উৎপাদিত হচ্ছে তা শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণের জন্যই ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সামগ্রিক-ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্যই তা ব্যবহৃত হয়।

এটা বলা হতে পারে যে, যাই হোক না কেন, আমাদের সংস্থাগুলির পরিচালন পর্বগুলিতে আমলাতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ এখনো টিঁকে আছে এ কথা মনে রেখে বলা চলে যে এটা পুরোপুরি সমাজতন্ত্র নয়। এটা সত্য, কিন্তু তাতে করে এই বাস্তব সত্য অস্বীকৃত হচ্ছে না যে রাষ্ট্রীয় শিল্পটি সমাজতান্ত্রিক ধরনেরই উৎপাদন। দুই ধরনের উৎপাদন রয়েছে: রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সহ পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদন—যেখানে দুটি শ্রেণী রয়েছে, যেখানে পুঁজিবাদীদের মুনাফার জন্য উৎপাদন হয়, আর রয়েছে অন্য ধরনের, সমাজতান্ত্রিক ধরনের উৎপাদন, —যেক্ষেত্রে কোন শোষণ নেই, যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং যেখানে সংস্থাগুলি পরিচালিত হয় একটা বৈর শ্রেণীর মুনাফার জন্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থে শিল্পকে সম্প্রসারণের জন্য। ঠিক এই কথাই লেনিন বলেছেন, তিনি বলেছেন—আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি হচ্ছে অবিচল সমাজতান্ত্রিক ধরনের সংস্থা।

এখানে আমাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা তুলনা টানা যায়; আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলি না, কারণ লেনিনের অভিমত হল এটা হচ্ছে একটা নূতন ধরনের রাষ্ট্র, **প্রলেতারীয়** ধরনের রাষ্ট্র। কেন? কারণ আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে নিপীড়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে না অথচ ব্যতিক্রমহীন-ভাবে সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়ন থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করার জন্য। তাই আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে প্রলেতারীয় ধরনের একটি রাষ্ট্র, যদিও অতীতের সর্ববিধ আবর্জনা ও ভগ্নাবশেষের দেখা এই রাষ্ট্রযন্ত্রেও মিলবে। যে লেনিন আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থাকে একটি প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তিনিই অন্য যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে জোরের সঙ্গে তাতে আমলা-তান্ত্রিক ভগ্নাবশেষের ধিক্কার জানিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি সব সময় আমাদের রাষ্ট্রকে একটি নূতন প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র হিসেবে জোর দিয়ে বলে গেছেন। রাষ্ট্রের রূপ আর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারের ও ভগ্নাবশেষের প্রাদুর্ভাব—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য টানা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় সংস্থায় আমলাতান্ত্রিক ভগ্নাবশেষের প্রাদুর্ভাবকে এবং শিল্প বিন্যাসের যে ধরনকে আমরা

সমাজতান্ত্রিক ধরন বলে থাকি তার থেকে পৃথক করে দেখা সমান জরুরী। যেহেতু আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থা অথবা আমাদের ট্রাস্টগুলিতে ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি রয়ে গেছে তাই আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প সমাজতান্ত্রিক নয় এ কথা বলা ভুল। এটা বলা ভুল হবে। তা যদি সত্য হয় তবে আমাদের যে রাষ্ট্র প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র তাও প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র হতো না। আমি অনেকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের নাম করতে পারি যারা আমাদের প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে অনেক ভালভাবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সুচারুরূপে কাজ করে থাকে, কিন্তু তা থেকে এটা বোঝায় না যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রলেতারীয় নয়, কিংবা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ধরনটি বুর্জোয়া ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে উন্নততর নয়। কেন? কারণ হচ্ছে যদিও ঐ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটি অধিকতর ভালভাবে কাজ করে, তা কিন্তু পুঁজিপতিদের হয়েই কাজ করে, অন্যদিকে আমাদের প্রলেতারীয় রাষ্ট্রযন্ত্র, তা যদিও মাঝেমধ্যে হোঁচট খায়, তা কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর হয়েই কাজ করে।

এই মৌলিক পার্থক্যটিকে ভুলে যাওয়া চলবে না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প সম্পর্কে সেই একই কথা বলা যায়। আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থার পরিচালন পরিষদগুলিতে যেহেতু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আমলাতন্ত্রের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ মেলে এবং আরও কিছুকাল পর্যন্ত তা থেকেও যাবে—তার জন্য এই ভগ্নাবশেষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রকৃতির দিক থেকে আমাদের শিল্পসংস্থাগুলি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সংস্থা। উদাহরণ হিসেবে, ফোর্ডের কারখানাগুলিতে দক্ষতার সঙ্গে কাজকর্ম চলে বলে চুরি হয়তো অনেক কম হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐগুলি পুঁজিপতি ফোর্ডের স্বার্থেই কাজ করে—অন্যদিকে আমাদের শিল্পসংস্থায় যেখানে মাঝে মাঝে চুরি হয়, এবং কাজকর্মও সব সময় খুব অবাধে চলে না—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সংস্থাগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই কাজ করে।

এই মৌলিক পার্থক্যটিকে ভুলে গেলে চলবে না।

এখন সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলির ব্যাপারে যাওয়া যাক।

কৃষির ক্ষেত্রে। কৃষির মোট উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের অর্থাৎ ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯২৪-২৫ সালে শতকরা ৭১ ভাগে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১৯১৩ সালে যুদ্ধ-পূর্বকালের দামের ভিত্তিতে মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছিল ১,২০০ কোটি

রুবলে, ১৯২৪-২৫ সালে মোট উৎপাদনের মূল্য হবে ৯০০ কোটি রুবলের সামান্য কিছু বেশি। আগামী বছরে, ১৯২৫-২৬ সালে, আমরা আশা করছি, আমাদের পরিকল্পনা সংস্থাগুলির তথ্যের ভিত্তিতে তা আরও বেড়ে উৎপাদন ১,১০০ কোটি রুবলে অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের শতকরা ৯১ ভাগে পৌছে যাবে। কৃষি এগিয়ে চলেছে—এই তথ্য থেকে স্বাভাবিক এই সিদ্ধান্তই টানতে হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে। সকল শিল্প—রাষ্ট্রীয়, অনুমোদিত এবং ব্যক্তিগত—এই সকল শিল্পের মোট উৎপাদনকে ধরলে ১৯১৩ সালে তা ছিল ৭০০ কোটি রুবলে, ১৯২৪-২৫ সালে মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি রুবলে—অর্থাৎ তা হচ্ছে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের শতকরা ৭১ ভাগ। আমাদের পরিকল্পনা সংস্থাগুলি আশা করছেন যে আগামী বছরে উৎপাদন ৬৫০ কোটি রুবলে অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্বকালীন উৎপাদনের শতকরা ৯৩ ভাগে পৌছাবে। শিল্প বেড়ে চলেছে। বর্তমান বছরে তা কৃষির চেয়ে দ্রুততর গতিতে বেড়েছে।

বিদ্যুতায়নের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। ১৯২১ সালের গোয়েলরো (GOELRO) পরিকল্পনায় ১০-১৫ বছরের একটি অধ্যায়ে ৮০ কোটি স্বর্ণ রুবল ব্যয় করে ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম ত্রিশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মোট উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪,০২,০০০ কিলোওয়াট। এখন পর্যন্ত আমরা মোট ১,৫২,৩৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলেছি এবং ১৯২৬ সালে মোট ৩,২৬,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যকর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই হারে অগ্রগতি চলতে থাকলে সোভিয়েত রাশিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা দশ বছরেই পূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আনুমানিকভাবে ১৯৩২ সালের মধ্যেই (সর্বাপেক্ষা নিকটতম যে সময়ে) তা পূর্ণ হয়ে যাবে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সংগঠনের সমান তালে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে ১৯২৫-২৬ সালের পরিকল্পনার কার্যসূচী অনুসারে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের উৎপাদনের শতকরা ১৬৫-১৭০ ভাগে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা অবশ্য লক্ষ্য করতেই হচ্ছে যে বড় বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলার ব্যাপারে যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার চেয়ে অর্থ অনেক বেশি খরচ লাগছে। উদাহরণ হিসেবে, যে ভলখভ প্রোজেক্টের জন্য মোট ব্যয় প্রাথমিক হিসেবে ২,৪৩,০০,০০০ 'সাধারণ' রুবল ধরা হয়েছিল, কিন্তু ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তা বেড়ে ৯,৫২,০০,০০০

চারভোনেৎ রুবলে অর্থাৎ প্রাথমিক গুরুত্ব সহকারে নির্মাণযোগ্য স্টেশনগুলির জন্য ব্যয়িত হবে বলে ধার্য মোট অর্থের তা শতকরা ৫৯ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও ভলখভ প্রোজেক্টের উৎপাদনক্ষমতা ঐ স্টেশনগুলির মোট উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র। জেমো-আবচালি স্টেশনের জন্য মোট প্রাথমিক বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২৬,০০,০০০ স্বর্ণ রুবল, কিন্তু সর্বশেষ অনুরোধে দেখা যাচ্ছে তা প্রায় ১,৬০,০০,০০০ চারভোনেৎ রুবলে দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে ১,২০,০০,০০০ এর মাঝেই খরচ হয়ে গেছে।

যদি আমরা রাষ্ট্রীয় এবং একভাবে বা অন্যভাবে যুক্ত সমবায় শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে ব্যক্তিগত শিল্পের তুলনা করি তবে আমরা নিম্নলিখিত তথ্য-গুলি পাই: ১৯২৩-২৪ সালে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ভিত্তিক শিল্পের উৎপাদন ঐ বছরের মোট শিল্পগত উৎপাদনের শতকরা ৭৬·৩ ভাগ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের উৎপাদন হচ্ছে শতকরা ২৩·৭ ভাগ; ১৯২৪-২৫ সালে অবশ্য রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ভিত্তিক শিল্পের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৯·৩ ভাগ এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের উৎপাদন আর শতকরা ২৩·৭ ভাগ নয়, দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০·৭ ভাগে।

এই অধ্যায়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজির তুলনামূলক গুরুত্ব কমেছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ভিত্তিক শিল্পের অংশ শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ হবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের অংশ আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ২০ ভাগে দাঁড়াবে। মোট সংখ্যাগত হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প বাড়ছে কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ভিত্তিক শিল্প দ্রুততর গতিতে বাড়ছে, তাই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

এই ঘটনাটি মনে রাখা দরকার এবং তা থেকে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রাধান্য একটি বিতর্কাতীত বাস্তব সত্য।

যদি আমরা রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসায়ীদের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির হিসেব করি—তবে এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব—আমি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত সংখ্যাতত্ত্বের কথা মনে রেখেই বলছি—প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতেই প্রাধান্য রয়েছে কারণ রাষ্ট্রের হাতে মোট পুঁজি রয়েছে ১,১৭০ কোটি (চারভোনেৎ রুবল)-এর কম নয়, অন্যদিকে ব্যক্তিগত

মালিকদের—প্রধানতঃ কৃষক খামার মালিকদের—হাতে রয়েছে অনধিক ৭৫০ কোটি।

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থভাণ্ডার সমগ্র অর্থভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ এবং সমাজতন্ত্র-বহির্ভূত সম্পদের অংশের তুলনায় তা বেড়েই চলেছে।

এই সবকিছু মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যবস্থাটিকে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক কোনটাই বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যবস্থাটি হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালীন এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কৃষি উৎপাদনের মোট উৎপাদনের দিক থেকে ব্যাপকতা রয়েছে, কিন্তু যাতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অংশটি দৃঢ়ভাবে বেড়েই চলেছে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অংশ এমনভাবে বাড়ছে যে এই কেন্দ্রীভবনের ও সংগঠনের সুযোগ নিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর যে একনায়কত্ব রয়েছে এই বাস্তব সত্যের সুযোগ নিয়ে, পরিবহন রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে, ঋণদান ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক রয়েছে আমাদের হাতে—এই সব কটির সুযোগ নিয়ে আমাদের যে সমাজ-তান্ত্রিক শিল্পের অংশ মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে সেই শিল্প এগিয়ে চলেছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের উপর আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে ও তাকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে এবং অর্থনীতির অন্য সব কটি রূপের ক্ষেত্রেই নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। এই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের ভবিতব্য—তাকে শহরগুলির নেতৃত্ব, বৃহদায়তন শিল্পের নেতৃত্ব মেনে নিয়েই চলতে হবে।

আমাদের ব্যবস্থাটির চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে, তাতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অংশ নিয়ে, তাতে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানাধীন শিল্পের অংশ এবং সর্বশেষে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনে ছোট ছোট—প্রধানতঃ কৃষি—পণ্য উৎপাদনকারীদের অংশ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, এই মৌলিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

রাষ্ট্রীয় বাজেট সম্পর্কে দু-একটি কথা। আপনারা জানেন তা ৪০০ কোটি রুবলে পৌঁছেছে। যুদ্ধ-পূর্বকালের রুবলের হিসেবে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট যুদ্ধ-পূর্বকালীন বাজেটের শতকরা ৭১ ভাগের কম নয়। তদুপরি সাধারণ রাষ্ট্রীয় বাজেটের পরিমাণের সঙ্গে যদি আমরা আঞ্চলিক বাজেটগুলির পরিমাণকে যথাসম্ভব হিসেব করে যুক্ত করি তবে আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় বাজেট

১৯১৩ সালের বাজেটের শতকরা ৭৪·৬ ভাগের কম হবে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তাতে কর-বহির্ভূত রাজস্ব কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশি। এসব থেকেও দেখা যায় যে আমাদের অর্থনীতি বেড়ে উঠছে এবং অগ্রগতিলাভ করছে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে গত বছর আমরা যে লাভ করেছি সেই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের দেশটি পুঁজির দিক থেকে দরিদ্র এবং আমাদের দেশটি বিদেশ থেকে বড় কোন ঋণ পায় না। আমাদের শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলার জন্য আমাদের আয়ত্তে সম্পদ কি পরিমাণ রয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য আমাদের শিল্প এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, আমাদের ব্যাঙ্ক এবং আমাদের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুবই নিবিড়ভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। ১৯২৩-২৪ সালে গোটা রাষ্ট্রগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং রাষ্ট্রীয় ধাতুশিল্প পরিষদের অধীনস্থ শিল্প থেকে আমার মনে হয় ১৪,২০,০০,০০০ চারভোনেৎ রুবল লাভ হয়েছিল। এই অর্থ থেকে ৭,১০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯২৪-২৫ সালে তা এর মাঝেই ৩১,৫০,০০,০০০ হয়েছে। এই অর্থ থেকে ১ ,৩০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের জন্য বরাদ্দ হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গোটা রাষ্ট্রের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য থেকে ১৯২৩-২৪ সালে লাভ হয়েছে প্রায় ৩,৭০,০০,০০০, তার মধ্য থেকে ১,৪০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালে এই পরিমাণটা মূল্য হ্রাসের নীতির জন্য কমে ২,২০,০০,০০০ হয়েছে এবং এই অর্থ থেকে ১,০০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের জন্য যাবে।

১৯২৩-২৪ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আমাদের মুনাফা হয়েছে ২,৮০,০০,০০০ রুবলের কিছু বেশি, তার মধ্য থেকে ১,৭০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের অংশ হিসেবে গেছে। ১৯২৫ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে পাওয়া যাবে বা বলা যায় এর মাঝেই পেয়েছি ৪,৭০,০০,০০০ রুবল। এই অংক থেকে ২,৯০,০০,০০০ রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হিসেবে যাবে।

অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারের হিসেব অনুযায়ী ১৯২৩-২৪ সালে ব্যাঙ্কগুলি থেকে মুনাফা হয়েছে ৪,৬০,০০,০০০; তার মধ্য থেকে ১,৮০,০০,০০০ গেছে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হিসেবে; ১৯২৪-২৫ সালে মুনাফা হবে ৯,৭০,০০,০০০; তার মধ্য থেকে ৫,১০,০০,০০০ গেছে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হিসেবে।

ক্রেতা সমবায়গুলি থেকে ১৯২৩-২৪ সালে লাভ হয়েছে ৫,৭০,০০,০০০ এবং কৃষি-সমবায় থেকে লাভ হয়েছে ৪০,০০,০০০ রুবল।

আমি যে সংখ্যাগুলির উদ্ধৃতি দিলাম সেগুলি মোটামুটি কম করেই বলা হয়েছে। কেন তা আপনারা জানেন। আপনারা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি কিভাবে হিসেব করে থাকে, তারা তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণের জন্য যথাসম্ভব রেখে দিয়েই এই হিসেব করে থাকে। এই সংখ্যা-গুলি যদি আপনাদের কাছে অল্প বলে মনে হয়, এবং ঠিকই সেগুলি অল্পই, তবে মনে রাখবেন কম করেই সেগুলি বলা হয়েছে।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ সম্পর্কে কটি কথা বলি।

১৯১৩ সালে আমাদের বাণিজ্যকে যদি ১০০ ধরি, তাহলে আমরা দেখতে পাব ১৯২৩-২৪ সালে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের শতকরা ২১ ভাগে পৌঁছেছে এবং ১৯২৪-২৫ সালে তা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের শতকরা ২৬ ভাগ হবে। ১৯২৩-২৪ সালে রপ্তানী হয়েছিল ৫২,২০,০০,০০০ রুবল; আমদানী হয়েছিল ৪৩,৯০,০০,০০০; মোট বাণিজ্য হয়েছিল ৯৬,১০,০০,০০০; অনুকূল বাণিজ্য হয়েছিল—৮,৩০,০০,০০০। ১৯২৩-২৪ সালে আমাদের অনুকূল বাণিজ্য হয়েছিল। ১৯২৪-২৫ সালে রপ্তানী হয় ৫৬,৪০,০০,০০০, আমদানী হয় ৭০,৮০,০০,০০০; মোট বাণিজ্য—১২,৭২০ লক্ষ; প্রতিকূল বাণিজ্য হল—১৪,৪০,০০,০০০। এই বছর আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য শেষ হল ১৪,৪০,০০,০০০ প্রতিকূল বাণিজ্যের ঘাটতি নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে আমাকে খানিকটা আলোচনা করতে দিন।

আমাদের এখানে অনেকেই অনেক সময় বলতে চান যে এই প্রতিকূল বাণিজ্য ঘাটতিটি গত অর্থনৈতিক বছরে হয়েছে এই কারণে যে শস্যহানির জন্য আমাদের বিপুল পরিমাণ শস্য আমদানী করতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা শস্য আমদানী করেছি ৮,৩০,০০,০০০ অথচ বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে ১৪,৪০,০০,০০০। কিসের থেকে তবে এই ঘাটতি হল? এখানে বলতে হয়: আমরা যা বিক্রয় করি তার চেয়ে বেশি ক্রয় করে, যা রপ্তানী করি তার চেয়ে বেশি আমদানী করে আমরা আমাদের দেনা-পাওনার হিসেবটাকেই ওলট-পালট করে দিয়েছি এবং তাতে করে আমাদের মুদ্রাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস থেকে আমরা এই নির্দেশ পাই যে পার্টিকে যে-কোন-ভাবেই হোক অনুকূল বাণিজ্যের নিশ্চয়তা সাধন করতে হবে।[৫৮] আমাকে

স্বীকার করতেই হবে যে আমরা সবাই, সোভিয়েত সংস্থাগুলি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের প্রতি প্রদত্ত এই নির্দেশকে কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়ে গুরুতর ভুল করেছি। এটা কার্যকর করা দুরূহ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমরা প্রকৃত চেষ্টা করতাম তবে অল্প করে হলেও একটা অনুকূল বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম। আমরা এই গুরুতর ভুলটি করেছি এবং কংগ্রেসকে তা সংশোধন করে দিতে হবে। প্রসঙ্গতঃ কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেই এই বছরের নভেম্বরে একটি বিশেষ সভা করে তা সংশোধনের চেষ্টা করে যাতে আমাদের আমদানী-রপ্তানীর অঙ্কগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়, ঐ সভাতেই আমরা আগামী বছরের জন্য আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের মুখ্য উপাদানগুলির রূপরেখা রচনা করি এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে আগামী বছর আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যকে অন্ততঃ ১০,০০,০০,০০০ রুবলের অনুকূল বাণিজ্য দিয়ে সমাপ্ত করতে হবে। এটা অপরিহার্য। আমাদের মতো একটি দেশের পক্ষে তা একান্ত অপরিহার্য, কারণ আমাদের পুঁজি অল্প, বিদেশ থেকে পুঁজি আমাদের এখানে আসে না, বা যা আসে তা অতি নগণ্য, এবং যেখানে দেনা-পাওনার হিসেবটা, তার সমতা, বাণিজ্যের আয়-ব্যয়ের সমতা বজায় রাখতেই হয় যাতে করে আমাদের চারভোনেৎ মুদ্রাব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে না পড়ে তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং আমাদের মুদ্রাব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে যাতে আমাদের শিল্প ও কৃষির অধিকতর সম্প্রসারণ সম্ভব হয় তা অব্যাহত রাখার জন্য এইটি একান্ত অপরিহার্য। আপনাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে যে একটা অস্থির মুদ্রাব্যবস্থার অর্থটা কী। এরকম একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আবার আমাদের পড়া চলবে না। তাই যেসব কারণ মিলে আমাদের মুদ্রাকে টলটলায়মান করে দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে তা সমূলে বিনাশ করে দেওয়ার জন্য সকল ব্যবস্থাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে, বিশেষ করে শিল্প ও কৃষি প্রসঙ্গে, অর্থনীতির অন্যবিধ রূপের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্ব প্রসঙ্গে এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে প্রধান প্রধান নির্ধারক চিন্তাভাবনার ব্যাপারে আমি বলেছি এবং যেগুলিকে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার অবস্থানের ভিত্তি বলে গণ্য করে সেই প্রসঙ্গে এই হচ্ছে পরিসংখ্যান ও আমাদের চিন্তাভাবনা।

২। শিল্প ও কৃষি

যদি আমরা শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার পারস্পরিক যোগসূত্র সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলি এখন এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত তা নিয়ে আলোচনা করি, তবে দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ। আমরা এখানো একটা কৃষিপ্রধান দেশ : কৃষি-উৎপাদন শিল্পগত উৎপাদনের চেয়ে বেশি। শিল্প সম্পর্কে প্রধান বিষয় হচ্ছে—তা এর মাঝেই যুদ্ধ পূর্ব স্তরের সীমায় পৌছে গেছে, শিল্পে এখন নূতন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থ হবে তাকে নূতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো, নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার এবং নূতন নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা। এটা খুবই শক্ত কাজ। এই সীমারেখাটি অতিক্রম করা, আমাদের যা কিছু শিল্প আছে তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করার নীতি থেকে নূতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নূতন শিল্প গড়ে তোলার নীতি, নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার নীতি—এই সীমারেখাটি অতিক্রম করার জন্ম চাই বিপুল পরিমাণ পুঁজি। যেহেতু আমাদের পুঁজির বিরাট অভাব, আমাদের শিল্পের অধিকতর উন্নতি সম্ভবতঃ সাধিত হবে এযাবৎ যে গতিতে হয়েছে তার চেয়ে কম দ্রুতগতিতে।

কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থাটা তা নয়। এ কথা বলা চলে না যে বর্তমান কারিগরী স্তরের উপর দাঁড়িয়ে কৃষির ক্ষেত্রে সুপ্ত সম্ভাবনার সমস্ত সম্ভাবনাকে আমরা এর মাঝেই সদ্ব্যবহার করে ফেলেছি। শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও, এমনকি বর্তমান কারিগরী স্তরের উপর দাঁড়িয়েও কৃষিতে বেশ খানিকটা সময় ধরে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করা সম্ভবপর। এমনকি শুধুমাত্র কৃষকদের সংস্কৃতির উন্নতিসাধন করে, সাক্ষরতার প্রসার ঘটিয়ে, এমনকি বীজ পরিষ্কার করার মতো সাধারণ কাজটি করলেও কৃষির মোট উৎপাদনকে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বাড়িয়ে তোলা যায়। সারা দেশের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বটা কী একবার ভেবে দেখুন। এই হচ্ছে কৃষিতে এখন পর্যন্ত সুপ্ত সম্ভাবনার পরিমাণ। তাই অন্ততঃ এখনকার মতো আমাদের শিল্প যে প্রযুক্তিবিদ্যাগত অসুবিধার মুখে দাঁড়িয়েছে তা কৃষির অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তাই শিল্পের উৎপাদন এবং কৃষির উৎপাদনের সমতার ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি তা আগামী কয়েক বছর ধরে অব্যাহতই থাকবে, কারণ কৃষির ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা হয়নি এমন কিছু অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়ে গেছে এবং আগামী কয়েকটি বছরে সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কী কী?

সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যে-কোনভাবে হোক আমাদের বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় শিল্প গড়ে তোলা। তারপর, **আঞ্চলিক** ধরনের সোভিয়েত শিল্প গড়ে তোলা। কমরেডগণ, আমরা শুধুমাত্র গোটা শিল্পবিকাশ নিয়েই নিমগ্ন থাকতে পারি না, কারণ রাষ্ট্রগত শিল্প, আমাদের কেন্দ্রীভূত ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটসমূহ ১৪,০০,০০,০০০ মানুষের বিচিত্র রুচি ও প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এই প্রয়োজনগুলি মেটাতে হলে আমাদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জীবন, শিল্পগত জীবন যাতে প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ওকরাঙ্যে (বিভাগ), প্রতিটি গুবের্নিয়ায়, প্রতিটি অঞ্চলে এবং প্রতিটি জাতীয় সাধারণতন্ত্রে স্পন্দমান হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক নির্মাণ-কার্যের জন্য অভিলাষী সুপ্ত শক্তিগুলিকে যদি আমরা মুক্ত করে দিতে না পারি, আমরা যদি আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে জেলায় জেলায়, ওকরাঙে ওকরাঙে সর্ববিধ সহায়তা দান না করি—এই সবটুকু শক্তিকে যদি আমরা মুক্ত করে দিতে না পারি তাহলে লেনিন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের যে সাধারণ উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির কথা বলে গেছেন তা জাগিয়ে তুলতে পারব না। তা না করলে, কেন্দ্রের স্বার্থের ও হিতসাধনের সঙ্গে অঞ্চলসমূহের স্বার্থ ও হিতসাধনকে যুক্ত করে দিতে না পারলে আমরা নির্মাণকার্যের উদ্যোগকে উজ্জীবিত করে তোলার সমস্যা, দেশে সাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি জাগিয়ে তোলার সমস্যা, দেশের দ্রুততম শিল্পায়নের সমস্যার সমাধান করতে পারব না।

দ্বিতীয়তঃ। আগে জ্বালানির ক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল অতি-উৎপাদনের সমস্যা। এখন আমরা জ্বালানি সমস্যার সংকটের মুখে এসে পড়ছি, কারণ আমাদের শিল্প জ্বালানি সরবরাহের চেয়ে দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুর্জোয়া শাসনাধীনে আমাদের দেশ যে স্তরে এসে দাঁড়িয়েছিল যখন জ্বালানির অভাবহেতু আমরা আমদানী করতে বাধ্য হতাম সেই স্তরেই আমরা এসে যাচ্ছি। অন্য কথায়, অবস্থা হচ্ছে এই যে জ্বালানির উৎপাদন আর শিল্পের উৎপাদনের ও চাহিদার মধ্যে একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে আমাদের জ্বালানি শিল্পের বিকাশকে দ্রুততর করা, যান্ত্রিক কলাকৌশলের সমুন্নতি সাধন করা যাতে করে তার উৎপাদন শিল্পের বিকাশকে ছাড়িয়ে যায় বা ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ। ধাতুর উৎপাদন এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। ধাতুর ব্যাপারে আমাদের নিম্নতম প্রয়োজনের এবং ধাতুর উচ্চতম পরিমাণ উৎপাদনের হিসেব করলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের কোটি কোটি টনের ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থনীতি, বিশেষ করে আমাদের শিল্প অধিকতর অগ্রগতিলাভ করতে পারে না। তাই, এই পরিস্থিতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ধাতু হচ্ছে আমাদের শিল্পের ভিত্তিসমূহের ভিত্তি এবং তার উৎপাদনের পর্যায় শিল্প ও পরিবহনের পর্যায়ের সঙ্গে সুসঙ্গত হওয়া চাই।

চতুর্থতঃ। আমাদের দক্ষ শ্রমশক্তি এবং আমাদের শিল্পের মধ্যে একটি অসঙ্গতি রয়েছে। সংবাদপত্রে কিছু কিছু পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে, তাই আর আমি তা উদ্ধৃত করছি না; আমি শুধু বলতে চাই যে ১৯২৫-২৬ সালে সমগ্র শিল্পের দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত ৪,৩৩,০০০ ব্যক্তির অথচ আমরা মাত্র তার প্রয়োজনের এক চতুর্থাংশ সরবরাহ করতে সমর্থ।

পঞ্চমতঃ। আমি অন্য আর একটি ত্রুটি ও অসঙ্গতির উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে রেলওয়ে ওয়াগন ব্যবহারের নিরিখ সব সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। ওয়াগনের চাহিদা এত বেশি যে আগামী বছর আমরা এঞ্জিন এবং মালবাহী ওয়াগনগুলিকে তাদের ক্ষমতার শতকরা একশ ভাগ নয়, বরং শতকরা ১২০-১৩০ ভাগ বেশি ব্যবহার করতে বাধ্য হব। তাই পরিবহন-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর স্থায়ী পুঁজি অতিরিক্ত রকমের ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়বে এবং আমরা যদি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ না করি তবে অদূর ভবিষ্যতেই আমরা একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারি।

সাধারণভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এবং বিশেষ করে আমাদের শিল্পে এইসব ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি রয়েছে এবং সেগুলিকে অতিক্রম আমাদের করতেই হবে।

৩। বাণিজ্য প্রসঙ্গে প্রশ্নসমূহ

আমাকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে যেতে দিন। এই ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে শিল্পক্ষেত্রের মতো এখানেও ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যের চেয়ে রাষ্ট্রগত বাণিজ্যই তুলনায় গুরুত্বলাভ করেছে। যুদ্ধের পূর্বে মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে

ছিল ২,০০০ কোটি পণ্যমূল্য রুবলের সমান, ১৯২৩-২৪ সালে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০০০ কোটি অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্বকালের শতকরা ৫০ ভাগ, কিন্তু ১৯২৪-২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১,৪০০ কোটিতে অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগে। সাধারণ মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার সন্দেহাতীত। এই মোট বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশ সম্পর্কে বলা যায় ১৯২৩-২৪ সালে তা মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শতকরা ৪৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে; সমবায়গুলির অংশ দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৯ ভাগ এবং ব্যক্তিগত পুঁজির অংশ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সালে রাষ্ট্রের ভাগ হয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ, সমবায়গুলির শতকরা ১৯ ভাগের পরিবর্তে হয়েছে শতকরা ২৪.৭ ভাগ এবং ব্যক্তিগত পুঁজির ভাগ হয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ২৩.৯ ভাগ। মোট বাণিজ্যের পরিমাণের দিক থেকে ব্যক্তিগত পুঁজির ভাগ হ্রাস পাচ্ছে; রাষ্ট্র এবং সমবায়গুলির ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট বাণিজ্যকে যদি পাইকারী ও খুচরা এই দুভাগে ভাগ করি তবে আমরা একই প্রবণতা দেখতে পাব। পাইকারী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভাগ ১৯২৩-২৪ সালে ছিল মোট বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভাগের কিছু বেশি; ১৯২৪-২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮.৯ ভাগ। সুস্পষ্ট বৃদ্ধিই দেখা যাচ্ছে। সমবায়গুলির ভাগের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ থেকে ১৯ ভাগ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভাগ ছিল শতকরা ২১ ভাগ; এখন তা হয়েছে শতকরা ১১ ভাগ। খুচরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভাগ ১৯২৩-২৪ সালে ছিল শতকরা ১৬ ভাগ; ১৯২৪-২৫ সালে তা হয়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ। খুচরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমবায়গুলির ভাগ গত বছরে ছিল শতকরা ২৫.৯ ভাগ এবং ১৯২৪-২৫ সালে তা হয়েছে ৩২.৯ ভাগ। অগ্রগতিটা সন্দেহাতীত। খুচরা বাণিজ্যে ব্যক্তিগত পুঁজির অংশ ছিল ১৯২৩-২৪ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ, এখন তা হয়েছে শতকরা ৪৪.৩ ভাগ। খুচরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই আমরা সীমারেখা অতিক্রম করে গেছি। গত বছর খুচরা বাণিজ্যে ছিল ব্যক্তিগত পুঁজিরই প্রাধান্য, বর্তমান বছরে রাষ্ট্র ও সমবায়েরই প্রাধান্য রয়েছে।

কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমবায়ের অগ্রগতির গুরুত্ব নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে: তৈলবীজ ১৯২৪-২৫ সালে শতকরা ৬৫ ভাগ; শন শতকরা ৯৪ ভাগ; কাঁচা তুলো প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ; দানাশস্য ১৯২৩-২৪ সালে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ১৯২৪-২৫ সালে শতকরা ৭০ ভাগ।

এখানে সামান্য পড়তি দেখা গেছে। সামগ্রিকভাবে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমবায়ভিত্তিক অংশের অগ্রগতি পাইকারী ও খুচরা এই উভয় ক্ষেত্রেই সন্দেহাতীত।

যদিও শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্রের অংশের বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে, তা সত্বেও গত বছরের মতো তা বাড়ছে না এবং শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি কিছু হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে সংগ্রহের ব্যাপারে হিসেবে ভুল শুধু সোভিয়েত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেই হয়নি, কেন্দ্রীয় কমিটিরও হিসেবের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছিল—কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির কাজই হচ্ছে সোভিয়েত সংস্থাগুলির কাজকর্মের তদারকি করা এবং তাঁরা যা কিছু করেন তারজন্য তো তা-ই দায়ী। হিসেবে ভুলটা হয়েছে এই বাস্তব ঘটনা থেকে যে পরিকল্পনা করার সময় আমরা এটা হিসেবের মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি যে এই বছর বাজারের অবস্থায়, শস্য-সংগ্রহের পরিস্থিতিতে গতবার বা তার আগের বছরের চেয়ে একটা নূতন জিনিস, বিশেষ জিনিস দেখা দিয়েছে। বর্তমান বছরটিই হচ্ছে প্রথম বছর যখন বাধ্যতামূলক কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার আশ্রয় না নিয়েই আমরা শস্যের বাজারে প্রবেশ করেছি, এক্ষেত্রে করের বোঝা কমিয়ে দিয়েছি ও করের চাপকে সামান্যতম করে দিয়েছি এবং বাজারে সরকারের নিযুক্ত লোক ও কৃষকেরা পরস্পরের সামনাসামনি হয়েছেন সমান হিসেবে। আমাদের পরিকল্পনা সংস্থাগুলি এই পরিস্থিতিটিকে হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছিলেন এবং ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে বছরের মোট শস্য সংগ্রহের শতকরা ৭০ ভাগ সংগ্রহ করে নিতে চেয়েছিলেন। আমরা এ কথাটি হিসেবের মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলাম যে কৃষকেরাও কায়দাকৌশল করতে সক্ষম এবং তারা তাদের নগদ বিক্রয়যোগ্য পণ্য অর্থাৎ গম গোলায় জমিয়ে রেখে দিয়ে ভবিষ্যতে আরও মূল্যবৃদ্ধির আশায় থেকে সাময়িকভাবে বাজারে অন্যান্য অল্প মহার্ঘ শস্য নিয়ে হাজির হতে পারে। এ কথাটিই আমরা হিসেবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এমতাবস্থায় শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনাটাকে পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং শস্য রপ্তানীর পরিকল্পনা কমিয়ে দিতে হয়েছে এবং ঠিক একইভাবে সঙ্গতি রেখে আমদানীর পরিকল্পনাকেও কমিয়ে দিতে হয়েছে। রপ্তানী ও আমদানীর পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে—কারণ তাকে কম করে হলেও একশ কোটি রুবলের অনুকূল বাণিজ্য দেখাতে হবে, অবশ্য এটা এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

৪। শ্রেণীসমূহ, তাদের কার্যকলাপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ফলে প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচ্যুতির ব্যাপারটা সুদূর অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে: ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রমিক, সাময়িক শ্রমিক এবং কৃষিশ্রমিক সহ সর্বপ্রকার শিল্পের শ্রমিকদের গণনায় ধরলে ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিল আমাদের শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৫৫,০০,০০০, তার মধ্যে ১০,০০,০০০ হল কৃষিশ্রমিক এবং ৭,৬০,৫০০ বেকার। ১৯২৫ সালের ১লা অক্টোবরের মধ্যে আমাদের শ্রমিকের সংখ্যা ৭০,০০,০০০র অধিক হয়ে গেছে, তার মধ্যে ১২,০০,০০০ কৃষিশ্রমিক এবং ৭,১৫,০০০ বেকার। শ্রমিকশ্রেণীর প্রসার সন্দেহাতীত।

সামগ্রিকভাবে সকল শিল্পকে ধরে একজন শ্রমিকের গড়ে মাথাপ্রতি মাসিক মজুরী চারভোনেৎ রুবলে ১৯২৫ সালের এপ্রিলে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ-পূর্বকালীন গড়ের শতকরা ৩৫ থেকে ৬২ ভাগ। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তা ছিল ৫০ রুবল অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্বকালীন গড়ের শতকরা ৮৮·৫ ভাগ। কিছু কিছু শাখায় তা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি শ্রমিক পিছু প্রকৃত দৈনিক মজুরী ১৯২৫ সালের এপ্রিলে রুবলের পণ্য ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ছিল ০·৮৮ রুবল এবং ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তা দাঁড়িয়েছে ১ রুবল ২১ কোপেক। সামগ্রিকভাবে শিল্পকে ধরলে একজন শ্রমিকের একদিনের গড় উৎপাদন হচ্ছে যুদ্ধ-পূর্বকালীন রুবলের হিসেবে ১৯২৪ সালের এপ্রিলে ৪·১৮ রুবল, কিন্তু ১৯২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬·১৪ রুবলে অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্বকালীন গড়ের শতকরা ৮৫ ভাগ। যদি আমরা মাসে মাসে শ্রমের মজুরী ও উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্ককে হিসেবের মধ্যে ধরি তবে আমরা দেখতে পাই যে তা সমান্তরালভাবে বাড়ছে: মজুরী যখন বাড়ে, শ্রমের উৎপাদনও বেড়ে চলে। কিন্তু জুন এবং জুলাই মাসে মজুরী বাড়ল, কিন্তু শ্রমের উৎপাদনের পরিমাণ মজুরী বৃদ্ধির চেয়ে কম হল। তা হয়েছিল ছুটির দিনগুলির জন্য এবং নূতন স্তর থেকে—আধা-কৃষকদের—মিল ও কারখানায় শ্রমিক হিসেবে চলে আসার জন্য।

এখন মজুরী-ভাণ্ডার সম্পর্কে কটি কথা। শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশার-

মণ্ডলীর তথ্য অনুসারে (অন্যান্য শাখার কথা ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু শিল্পের কথাই বলছি) মোট মজুরী-ভাণ্ডার ১৯২৩-২৪ সালে ছিল ৮০,০০,০০০ ; ১৯২৪-২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১২০ কোটিতে, এবং ১৯২৫-২৬ সালের আনুমানিক হিসেবে তা হচ্ছে ১৭০ কোটি রুবল।

কমরেডগণ, সামাজিক বীমা তহবিলের অর্থ কী কাজে লাগে তা নিয়ে আমি বলব না কারণ তা প্রত্যেকেরই জানা। একটা সাধারণ পরিসংখ্যানের উল্লেখ করার অনুমতি দিন যাতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র শ্রমিকদের বীমার জন্য কত অর্থ ব্যয় করে। ১৯২১-২৫ সালে বীমাকৃত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ ; ১৯২৫-২৬ সালের আনুমানিক হিসেব হচ্ছে ৭০ লক্ষ। মজুরীর বাজেটের হিসেবে গড় বরাদ্দ ১৯২৪-২৫ সালে ছিল শতকরা ১৪.৬ ভাগ এবং ১৯২৫-২৬ সালে আনুমানিক হিসেব হচ্ছে শতকরা ১৩.৮৪ ভাগ। মোট টাকার হিসেবে এক্ষেত্রে ১৯২৪-২৫ সালের ব্যয় হচ্ছে ৪২,২০,০০,০০০ রুবল ; এবং ১৯২৫-২৬ সালের আনুমানিক ব্যয় হবে ৫৮,৮০,০০,০০০ রুবল। মনে হচ্ছে এটা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক নয় যে গত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মোট ৭,১০,০০,০০০ রুবল সমাজ-বীমা ভাণ্ডারে অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছিল।

কৃষকদের ব্যাপারে বলা যায় যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বভাবতঃই কৃষক-জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিতে তার প্রতিফলন পড়েছে। আমাদের পরিকল্পনা সংস্থাগুলির প্রদত্ত তথ্য অনুসারে কৃষক-জনসাধারণের ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির শতকরা হিসেব শহুরে জনসাধারণের ভোগের শতকরা হিসেবের চেয়ে বেশি। কৃষকেরা ভাল খাওয়া-দাওয়া করছে এবং উৎপাদনের অনেক বেশি অংশ গত বছরের তুলনায় নিজেদের জন্য ব্যক্তিগত ভোগের জন্য রেখে দিচ্ছে।

যে গরিব কৃষক পরিবারগুলি শস্যহানির কবলে পড়েছে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র তাদের কী সাহায্য দিয়েছে ? অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর পক্ষ থেকে হিসেব করে দেখানো হয়েছে ১৯২৪-২৫ সালে গরিব কৃষকদের আর্থিক সাহায্য হিসেবে, প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী একেবারে যথার্থ হিসেব না হলেও, দশ থেকে সাড়ে দশ কোটি রুবল সাহায্য দিয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৬ কোটি রুবলের মতো রয়েছে কর এবং বীমার ব্যাপারে রেহাই হিসেবে ; তদুপরি, শস্যহানির পরিণামের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট তহবিল থেকেও ২,৪০,০০,০০০ রুবল

বিলি করা হয়েছে এবং ঋণ দেওয়া হয়েছে ১,২০,০০,০০০ রুবল। শস্যহানির কবলে পতিত বিস্তীর্ণ এলাকার সাত কোটির অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৯২৪ সালে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এইজন্য ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হচ্ছে দশ কোটি আশি লক্ষ থেকে এগার কোটি রুবল, তার মধ্যে ৭,১০,০০,০০০ এসেছে রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে এবং ৩,৮০,০০,০০০ এসেছে নানা জন-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক থেকে। তাছাড়া আরও ৭,৭০,০০,০০০ খরা প্রতিরোধের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র দরিদ্র স্তরের কৃষকদের অপ্রচুর হলেও এই সাহায্য প্রদান করেছে এবং তার জন্য একটু-আধটু প্রশংসা তারা নিশ্চয়ই পাওয়ার যোগ্য।

আমাদের নির্মাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে সকল প্রগতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভিত্তিটি এর মাঝেই স্থাপিত হয়েছে।

জনসাধারণের কার্যকলাপ বৃদ্ধির ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলি। আমাদের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির যে প্রধান বিষয়টি সবার চোখে পড়ে এবং যা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব তা হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে তারা আরও বেশি সমালোচনার মনোভাব গ্রহণ করেছে, আমাদের বাস্তব কার্যকলাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তারা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। সমস্ত শ্রেণী এবং সামাজিক গোষ্ঠীর অধিকতর কার্যকলাপের একটা অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করেছি। শ্রমিকশ্রেণী আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, কৃষক-জনগণের সকল সামাজিক গোষ্ঠীই আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি করে নূতন বুর্জোয়াশ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলে তাদের মুখপাত্র (কুলাকরা) এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার তাদের প্রতিনিধিরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই বাস্তব ঘটনা আমাদের নীতির দিক্-পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে উঠেছে এবং চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে তা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত-সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার নীতি, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার নীতি, জমির খাজনা ও ইজারাদান, মজুর ভাড়া খাটানো ইত্যাদি প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের মাধ্যমে কৃষক-জনগণকে বিশেষ সুবিধাদান, গরিব কৃষকদের জন্য বৈষয়িক সাহায্য দানের ব্যবস্থা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের নীতি এবং যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের

অবশেষের অবসান ঘটানো—এইগুলিই হচ্ছে মুখ্যতঃ গ্রামাঞ্চলে পার্টির গৃহীত নূতন পথের অভিব্যক্তি। গত বছরের শেষে এবং এই বছরের প্রথমদিকে গ্রামাঞ্চলে কী অবস্থা ছিল তা আপনারা ভাল করেই জানেন। কৃষকদের মধ্যে সাধারণভাবে অসন্তোষ বেড়ে উঠছিল, এমনকি এখানে ওখানে বিদ্রোহের প্রয়াসও দেখা দেয়। ঐ পরিস্থিতিগুলিই গ্রামাঞ্চলে পার্টির নূতন পথের গতিধারা নির্ধারণ করেছিল।

জনসাধারণের মধ্যে কার্যকলাপ ও সংগঠন বৃদ্ধি পাওয়ার অধ্যায়ে কৃষক-জনগণের প্রতি পার্টির নীতির এই হচ্ছে ভিত্তি; গ্রামাঞ্চলে সম্পর্ক নিরূপণের উদ্দেশ্যে, ওখানে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং শ্রমিক-শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের দৃঢ় মৈত্রী সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এই নীতিটি রচিত হয়েছে।

আপনারা জানেন এই নীতি পুরোপুরি তার যথার্থতা সপ্রমাণ করেছে।

৫। কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে লেনিনের তিনটি শ্লোগান

মাঝারি কৃষকদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ গ্রহণ করে আমরা সঠিক কাজ করেছি কি? নীতিগত দিক থেকে এই নূতন পথটা কতখানি অনুমোদন-যোগ্য? এ ব্যাপারে লেনিনের কোন নির্দেশ রয়েছে কি?

এ কথা বলা হচ্ছে যে, কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস কৃষক-সমস্যার উপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেছিল যে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে একমাত্র গরিব কৃষকই শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে পারে এবং মাঝারি কৃষককে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ করে রাখা চলে। তা সত্য কি? হাঁ, তা সত্য। ঐ প্রস্তাবটি[৫৯] লেখার সময় লেনিন মনে রেখেছিলেন ক্ষমতা দখল করতে এগিয়ে চলেছে এমন পার্টি-গুলিকে। আমরা কিন্তু হচ্ছি এমন একটা পার্টি যা এর মাঝেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছি। পার্থক্যটা হচ্ছে এখানেই। কৃষক-জনগণের প্রশ্নে, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-জনগণের মৈত্রীর প্রশ্নে অথবা কৃষক-জনগণের কোন স্তরের প্রশ্নে বিপ্লবের তিনটি স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেনিনবাদের তিনটি শ্লোগান রয়েছে। আসল কথাই হচ্ছে একটি শ্লোগান থেকে পরবর্তী শ্লোগানে যাওয়া এবং তা থেকে তৃতীয় শ্লোগানে উত্তরণকে সঠিকভাবে নিরূপণ করা।

অতীতে আমরা যখন বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, যখন আমরা বলশেভিকরা সর্বপ্রথম কৃষক-জনগণ সম্পর্কে আমাদের রণকৌশলের

রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলাম, লেনিন তখন বলেছিলেন : জার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক-জনগণের সঙ্গে মৈত্রী এবং একই সঙ্গে ক্যাডেট বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করে রাখা। ঐ শ্লোগান নিয়ে ঐ সময়ে আমরা বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম এবং আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। ওটা ছিল বিপ্লবের প্রথম স্তর।

তারপর যখন আমরা দ্বিতীয় স্তরে, অক্টোবরের স্তরে, উপনীত হলাম লেনিন তখন নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নূতন শ্লোগান হাজির করলেন : বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী এবং একই সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখা। ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে চলেছে এমন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে শ্লোগানটি ছিল অপরিহার্য। আর ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পরও যারা তা তখনো সংহত করে তুলতে পারেনি তাদের পক্ষে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। মাঝারি কৃষকেরা সাবধানী মানুষ। তারা চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে নেয় কারা ক্ষমতায় আসছে, তারা ততক্ষণ অপেক্ষায় থাকে, আর যখন আপনারা ক্ষমতাবান হয়ে জমিদারদের ও বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করে দিয়েছেন একমাত্র তখনই তারা আপনাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে এগিয়ে আসবে। এই হচ্ছে মাঝারি কৃষকদের চরিত্র। সুতরাং বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আমরা আর সমগ্র কৃষক-জনগণের সঙ্গে শ্রমিকদের মৈত্রীর শ্লোগান হাজির করিনি বরং হাজির করলাম গরিব কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর শ্লোগান।

এবং তার পরে? আমরা আমাদের শক্তিকে যখন যথেষ্ট সংহত করে তুলেছি, সাম্রাজ্যবাদীদের হামলাকে হটিয়ে দিয়েছি এবং প্রবেশ করেছি ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের অধ্যায়ে, তখন লেনিন তৃতীয় শ্লোগানটি, শ্রমিক-শ্রেণী এবং গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের দৃঢ় একটি মৈত্রীর শ্লোগানটি হাজির করলেন। আমাদের বিপ্লবের নূতন অধ্যায়, ব্যাপক নির্মাণ-কার্যের অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঐটিই ছিল একমাত্র সঠিক শ্লোগান। আমরা এই মৈত্রীর উপর নির্ভর করতে পারি শুধু এই কারণেই ঐটি সঠিক তা নয়, বরং তা সঠিক এই কারণেও যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ নয়, বরং গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। অন্যথায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব। সমাজতন্ত্র হবে

শুধুমাত্র শহরগুলি নিয়ে নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে অর্থনীতির সেই সংগঠন যা উৎপাদনের উপায় এবং উপকরণগুলিকে সামাজিকীকরণের ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। অর্থনীতির এই দুটি শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে, সমাজতন্ত্র অসম্ভব।

কৃষক-জনগণের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্নে লেনিনবাদের শ্লোগানগুলির এই হচ্ছে অবস্থা।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ তখন আপনারা এগিয়ে চলেছিলেন ক্ষমতা দখলের দিকে অথবা তখনো আপনারা ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতাকে সংহত করে উঠতে পারেননি, তখন আপনারা শুধু গরিব কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর উপর এবং মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করার উপরই ভরসা করতে পারেন। কিন্তু যখন আপনারা ক্ষমতা দখলের পর আপনাদের অবস্থানকে সংহত করে ফেলেছেন, গঠনাত্মক কাজকর্ম শুরু করেছেন এবং যখন আপনাদের কোটি কোটি মানুষকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে হচ্ছে—তখন মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব কৃষকদের মৈত্রীবন্ধনই হচ্ছে একমাত্র সঠিক শ্লোগান।

'গরিব কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী' এই পুরানো শ্লোগান থেকে, মাঝারি কৃষককে নিরপেক্ষ করে রাখার পুরানো শ্লোগান থেকে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর শ্লোগানে রূপান্তর অনেক আগে আমাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেসেই সাধিত হয়। কংগ্রেস উদ্বোধন করে ইলিচের বক্তৃতা থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করার অনুমতি দিন। তা হচ্ছে এই :

> 'আগেকার দিনের সমাজতন্ত্রের যে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা বিপ্লবের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস অটুট রেখে তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত দিক থেকে তার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন তাঁরা কৃষক-জনগণকে **নিরপেক্ষ করে রাখার** কথা বলতেন অর্থাৎ মাঝারি কৃষককে এমন একটা সামাজিক স্তরে রূপান্তরিত করে তোলার কথা বলতেন যাতে করে ওরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে যদি সক্রিয়ভাবে সাহায্য না-ও করে তবু যেন ওরা বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা অন্ততঃ না করে, নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, আমাদের শত্রুর পক্ষে চলে না যায়। সমস্যাটির এই বিমূর্ত, তত্ত্বগত উপস্থাপনাটি আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার। **কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আমরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্যের এমন একটা ধাপে** প্রবেশ করেছি, যেখানে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ

এবং আনুপূর্বিক মৌলিক নিয়মকানুন এবং নির্দেশাদি প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে—গ্রামাঞ্চলে আমাদের কার্যকলাপের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা পরীক্ষিত হয়েছে এবং **মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা করার**[৬০] ক্ষেত্রে ঐ মূল নীতিগুলির দ্বারাই আমাদের পরিচালিত হওয়া দরকার।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

বর্তমান ঐতিহাসিক অধ্যায়ে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিবেদিত পার্টির নীতির এই হচ্ছে তত্ত্বগত ভিত্তিটি।

লেনিনের লিখিত কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবটিকে যিনি লেনিনের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্যই ব্যবহার করতে চান—তাহলে অকপটে সেকথা তাঁর বলা দরকার।

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রশ্নটি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা লেনিনের শিক্ষার খণ্ডিত অংশকে গ্রহণ করি না, আমরা তাঁর শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করি। কৃষক-জনগণের প্রসঙ্গে লেনিনের তিনটি স্লোগান ছিল: একটা ছিল—বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ের, অন্যটা—অক্টোবর বিপ্লবের সময়ের, এবং তৃতীয়টি ছিল—সোভিয়েত শক্তির সংহতি সাধিত হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়ের। কেউ যদি এই তিনটি স্লোগানের জায়গায় সরলীকৃত একটি মাত্র সাধারণ স্লোগান চালিয়ে দিতে চান তবে তিনি খুবই গুরুতর ভুল করে বসবেন।

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রশ্নটি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রয়োগের দিক থেকে তা দাঁড়াচ্ছে এইভাবে: অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদনের পর, জমিদারদের বিতাড়নের পর, কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়ার পর—রাশিয়াকে আমরা লেনিনের ভাষায় মোটামুটি মাঝারি কৃষকের দেশে পরিণত করে ফেলেছি এবং আজ মাঝারি কৃষকই গ্রামাঞ্চলে স্তরভেদের প্রতিক্রিয়াটি সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আছে।

স্তরভেদের প্রতিক্রিয়াটি অবশ্য এগিয়ে চলেছে। বর্তমান নেপ্ স্তরে তার অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা মন্থরগতিতেই এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রচার-অভিযান দপ্তরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচারিত একটি তথ্যপুস্তক পড়েছি বলে মনে পড়ছে, আর যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে পড়েছি প্রচার-অভিযান দপ্তরের লেনিনগ্রাদ শাখার প্রকাশিত অন্য আরেকটি তথ্যপুস্তক। এই তথ্য-পুস্তকগুলিকে বিশ্বাস করতে হলে মেনে নিতে হয় জারের আমলে গরিব কৃষক

ছিল শতকরা ৬০ ভাগের কাছাকাছি আর এখন তাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৫ ভাগের মতো ; জারের আমলে কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) ভাগ ছিল শতকরা ৫ ভাগ কিন্তু এখন দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮-১২ ভাগ ; জারের আমলে মাঝারি কৃষকের সংখ্যা ছিল অনেক, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা কমে গেছে। আমি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু এ কথা বলতেই হয় যে এই পরিসংখ্যানগুলি প্রতিবিপ্লবেরও বাড়া। যে ব্যক্তি মার্কসবাদী হিসেবে চিন্তা করেন তিনি কী করে এরকম একটা জিনিসকে উল্টো করে ভাবতে পারেন এবং তাকে আবার এরকম একটা তথ্য পুস্তকাকারে ছেপেও ফেলতে পারেন ? কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হিসেবে আমি নিজেও এই অবিশ্বাস্য গুরুতর ভুলের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। জারের সময়ে যখন কুলাক সৃষ্টি করার নীতি অনুসৃত হতো, জমিতে ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা এবং জমি কেনাবেচা হতো (যা স্তরভেদকে ভীষণভাবে তীব্র করে তুলত), কারণ সরকারটাই ছিল এমন যে তা স্তরভেদকে চূড়ান্তভাবে বাড়িয়ে তুলত এবং এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও গরিব কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৬০ জনের বেশি ছিল না—তাহলে কী করে আমাদের সরকারের অধীনে, সোভিয়েত সরকারের অধীনে জমিতে যখন ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ জমি আর ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী নয় এবং স্বভাবতঃই স্তরভেদের পথে এই প্রতিরোধটি যখন রয়েছে, আমরা আজ কটি বছর ধরে কুলাক-সৃষ্টি রোধে তৎপর রয়েছি এবং আজ পর্যন্ত কুলাক-সৃষ্টি রোধের কোন পদ্ধতিই বর্জন করিনি, যখন আমরা স্তরভেদ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক নয় এমন বিশেষ ঋণদানের ও সমবায়ের নীতি অনুসরণ করে চলেছি—তখন এটা কী করে ঘটতে পারল যে ঐসব প্রতিবন্ধকতা বহাল থাকা সত্ত্বেও জারের আমলের চেয়ে এখন অনেক বেশি স্তরভেদ হচ্ছে, অতীতের চেয়ে অনেক বেশি কুলাক এবং অনেক বেশি গরিব কৃষক সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ করা চলে ? যেসব লোক নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁরা কী করে এসব উদ্ভট আজেবাজে কথা বলতে পারেন ? এটা একই সঙ্গে হাস্যকর আর বিয়োগান্তক দুই-ই বটে। (**হাস্যধ্বনি।**)

বিগত জুন মাসে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ড শস্য ও পশুখাদ্যের মজুত ভাণ্ডারের তথ্য সম্বলিত যে দুর্ভাগ্যজনক বিবরণীটি প্রকাশ করেছিলেন তার সম্পর্কে সেই একই কথা বলতে হয় ; ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে বাজারের বাড়তি খাদ্যশস্যের শতকরা ৬১ ভাগ রয়েছে সম্পন্ন কৃষকদের হাতে, গরিব

কৃষকদের হাতে বাড়তি কিছুই নেই এবং বাকী সবটুকু রয়েছে মাঝারি কৃষকদের হাতে। হাস্যকর ব্যাপার হল কমাস পরে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ড ভিন্ন একটি পরিসংখ্যান নিয়ে হাজির হলেন: বললেন তা শতকরা ৬১ ভাগ নয়, হবে শতকরা ৫২ ভাগ। আর সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ড যে তথ্য হাজির করেছেন তাতে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, এখন আর শতকরা ৫২ ভাগ নয়। এই কি হিসেব-নিকেশ করার পদ্ধতি? আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ড হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি জবরদস্ত সংগঠন। আমাদের অভিমত হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের পরিসংখ্যান ছাড়া একটি প্রশাসনিক দপ্তরও হিসেব-নিকেশ বা পরিকল্পনা করে উঠতে পারেন না। আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের কর্তব্য হচ্ছে আগের থেকে মনগড়া সমস্ত রকমের ধারণা বর্জন করে বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান উপস্থিত করা—কারণ আগের থেকে মনগড়া কোন ধারণার সঙ্গে পরিসংখ্যানকে খাপ খাওয়ানোর অপচেষ্টাটি একটি অপরাধ। তাই এসবের পরেও আমরা কী করে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের পরিসংখ্যানকে বিশ্বাস করতে পারি—যদি বোর্ড নিজেই তার পরিসংখ্যানগুলিকে বিশ্বাস করতে অপারগ হয়ে পড়ে?

আরও সংক্ষেপে বললে গ্রামাঞ্চলকে যেহেতু আমরা কৃষিবিপ্লবের ফলস্বরূপ মাঝারি কৃষকের চরিত্র-বিশিষ্ট করে তুলেছি, যেহেতু গ্রামাঞ্চলে স্তরভেদের প্রক্রিয়াটি সত্ত্বেও মাঝারি কৃষকরাই হচ্ছে সংখ্যায় অধিকাংশ এবং যেহেতু আমাদের গঠনাত্মক কার্যকলাপ এবং লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা এই কাজে কৃষক-জনগণের বিপুল অংশের সহযোগিতা অর্জনের অপরিহার্য প্রয়োজন—তাই নেপ্-এর আওতায় মধ্য কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের নীতিই হচ্ছে একমাত্র সঠিক নীতি।

এই হচ্ছে প্রশ্নটির বাস্তব প্রয়োগের দিক।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তি উপস্থিত করার সময় লেনিন আমাদের কর্তব্যগুলি কিভাবে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন দেখুন। আমার সামনের রয়েছে লেনিনের লিখিত **পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক পুস্তিকার খসড়াটি যাতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে তিনি মৌল পথনির্দেশক নীতিগুলিকে উপস্থিত করেছেন:

> 'এখন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা **মূল ভিত্তি, কষ্টিপাথর** হয়ে উঠছে (হয়ে উঠেছে)।…কাজেকাজেই: কৃষিতে মাঝারি কৃষকদের উপর "ভরসা" করুন।

'পরিশ্রমী কৃষককে আমাদের অর্থনৈতিক উজ্জীবনের "কেন্দ্রীয় পুরুষ" করে তুলুন' (**রচনাবলী :** ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩১২-১৩ দেখুন)।

তাই, কৃষিতে মাঝারি কৃষকদের উপর ভরসা করা এবং পরিশ্রমী কৃষককে আমাদের অর্থনৈতিক উজ্জীবনের কেন্দ্রীয় পুরুষ করে তোলা চাই। এই কথাটিই লেনিন ১৯২১ সালে লিখে গেছেন।

কমরেডগণ, এই ধারণাই আমাদের পার্টির চতুর্দশ, এপ্রিল, সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের এবং কৃষকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

চতুর্দশ সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ যেমন সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল তেমনিভাবে অক্টোবরে কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিতে গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজের ব্যাপারে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল[৬১] তার সঙ্গে চতুর্দশ, এপ্রিল, সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রধান যে কাজটি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছিল তা ছিল এপ্রিল সম্মেলনে রচিত নীতিকে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী প্রতিষ্ঠার নীতিকে বানচাল করে দেওয়াকে প্রতিহত করা—কারণ পার্টিতে এরকম মনোভাব দেখা যাচ্ছিল যে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী প্রতিষ্ঠার এই নীতিটি ভ্রান্ত এবং অনুপযুক্ত। এরকম মনোভাবও দেখা যাচ্ছিল যে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপনের ধারণাটি গরিব কৃষকদের ভুলে থাকারই নামান্তর এবং কেউ যেন গরিব কৃষকদের বাদ দিয়ে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটা দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এরকম মনোভাবও দেখা যাচ্ছিল। এটা খুবই নির্বোধের উক্তি, কিন্তু, কমরেডগণ, এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে ঐ ধরনের মনোভাব ছিল। যখন আমরা অক্টোবরের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিলিত হয়েছিলাম তখন কি গরিব কৃষকদের প্রশ্নটি আমাদের কাছে নূতন একটি জিনিস ছিল? নিশ্চয়ই না। যতদিন গরিব কৃষকেরা থাকবে—আমরা ততদিন তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবই। এটা আমরা অনেককাল আগে সেই ১৯০৩ সালে লেনিনের **গ্রামের গরিবদের প্রতি**[৬২] নামক পুস্তিকাখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনই জেনেছিলাম; যেহেতু আমরা মার্কসবাদী, যেহেতু আমরা কমিউনিস্ট ঠিক সেই কারণেই গ্রামাঞ্চলে আমাদের গরিব কৃষকদের উপর নির্ভর করতে হবে। তা না হলে নির্ভর করব অন্য কার উপর? এটাও নূতন কোন প্রশ্ন নয়; এপ্রিল হোক বা

অক্টোবর হোক, সম্মেলন হোক বা কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হোক, এতে আমাদের কাছে নূতনত্ব কিছু ছিল না—বা তাতে নূতনত্ব কিছু থাকতেও পারে না। গরিব কৃষকদের প্রশ্নটি যদি একান্ত উত্থাপিতও হয়ে থাকে, তা হয়েছিল সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের সময় আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে। আমরা কী দেখেছিলাম? সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, আমরা সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শুরু করেছি। কিন্তু কিসের জন্য এসব করা হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত গণতন্ত্র মানে তো শ্রমিকশ্রেণীরই নেতৃত্ব। কোন সোভিয়েত গণতন্ত্রকেই যথার্থ সোভিয়েত বা যথার্থ প্রলেতারীয় গণতন্ত্র বলা চলে না যদি তাতে শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার পার্টির নেতৃত্ব না থাকে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সোভিয়েত গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? তা থেকে বোঝা যায় যে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা রয়েছেন। ঐ প্রতিনিধি কারা হতে পারেন? হতে পারেন গরিব কৃষকদের প্রতিনিধিবৃন্দ। কিন্তু সোভিয়েতগুলিকে যখন আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলাম তখন গরিব কৃষকেরা তাদের নিজেদের কী অবস্থায় দেখতে পেল? নিজেদের দেখতে পেল চূড়ান্ত বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন একটা অবস্থার মধ্যে। গরিব কৃষকদের কিছু লোকের মনেই শুধু নয়, কিছু কমিউনিস্টের কাছেও মনে হয়েছিল—কুলাক নিরোধের ও প্রশাসনিক চাপের অবসানের অর্থ হচ্ছে গরিব কৃষকদের পরিত্যাগ করা, তাদের স্বার্থের কথা ভুলে যাওয়া। কিন্তু কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে তারা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে হা-হুতাশ করতেই শুরু করল।

এই মনোভাবগুলিকে দূর করে দেওয়ার জন্য কী করা দরকার? প্রথমতঃ, প্রয়োজন হচ্ছে পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনের কর্তব্যকে কার্যকর করা অর্থাৎ গরিব কৃষকদের বৈষয়িক সাহায্যদানের শর্ত, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাসমূহকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হচ্ছে দরিদ্র কৃষকদের বিশেষ দল গঠন করে মাঝারি কৃষকদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য এবং সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের এবং সমবায় ইত্যাদির নির্বাচনের সময় কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা।

কেন্দ্রীয় কমিটির গ্রামাঞ্চল সম্পর্কিত কমিশনে তাঁর তিন মাসের কাজের ফলে গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজ সম্পর্কে রচিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতিতে গৃহীত তাঁর নিবন্ধে কমরেড মলোটভ ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন।

দেখতেই পাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবরের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবটি চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তেরই প্রত্যক্ষ ক্রমানুসরণ।

প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বৈষয়িক সাহায্যের প্রশ্নটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে হাজির করা যাতে করে গরিব কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হচ্ছে গরিব কৃষকদের সংগঠিত করার মতো শ্লোগান হাজির করা। এই হচ্ছে নূতন দিকটি এবং তা উপস্থিত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে কমরেড মলোটভের; গরিব কৃষকদের বাহিনী গঠনের শ্লোগানটি তাঁরই উদ্ভাবিত।

গরিব কৃষকদের বাহিনী গঠনের শ্লোগানের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? তার প্রয়োজন হয়েছিল গরিব কৃষকদের বিক্ষিপ্ত অবস্থার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও মাঝারি কৃষকদের সপক্ষে নিয়ে আসার সংগ্রামে তাদের কমিউনিস্টদের সহায়তা নিয়ে একটা স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কাজ করতে সমর্থ একটি সংগঠিত নির্ভরযোগ্য বাহিনী হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়ার জন্য। গরিব কৃষকদের মধ্যে এখনো নির্ভরশীলতার একটা মনোভাব ছড়িয়ে রয়েছে; তাদের আশা-ভরসা তারা জি. পি. ইউ, সরকারী কর্মচারী বা এ ধরনের কারো উপরই স্থাপন করে থাকে, শুধু নিজেদের উপর, নিজেদের শক্তির উপরই ভরসা হয় না তাদের। এই নিষ্ক্রিয়তা ও নির্ভরতার মনোভাব থেকে গরিব কৃষকদের মনকে মুক্ত করে দিতে হবে। গরিব কৃষকদের জন্য আমাদের এই শ্লোগান তুলতে হবে যে তারা যেন অন্ততঃ তাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে তারা যেন নিজেদের বিভিন্ন বাহিনীতে সংগঠিত করে তোলে; সোভিয়েতসমূহের ক্ষেত্রে, সমবায়ে, কৃষক কমিটিগুলিতে, গ্রামের জনগণের জীবনের ক্ষেত্রে তারা যেন কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখে এবং জি. পি. ইউ'র কাছে আবেদনের মাধ্যমে না করে রাজনৈতিক সংগ্রাম, সংগঠিত সংগ্রামের মাধ্যমেই তা করতে শেখে। একমাত্র ঐ পথেই গরিব কৃষকেরা সুদৃঢ় শাণিত হয়ে উঠতে পারবে, একমাত্র ঐ পথেই গরিব কৃষকেরা সংগঠিত হয়ে উঠতে পারবে, ঐ পথেই গরিব কৃষকেরা নির্ভরতার মনোভাবসম্পন্ন একটি বাহিনীর পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি সুদৃঢ় নির্ভরস্থলে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারবে।

অক্টোবরে এই কারণেই গরিব কৃষকদের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল।

৬। কৃষক-সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি বিপদ ও দুটি বিচ্যুতি

কৃষক-সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিতে দুটি বিচ্যুতি দেখা যায়। একটা বিচ্যুতি হচ্ছে কুলাকদের বিপদকে ছোট করে দেখা এবং অন্য বিচ্যুতিটি হচ্ছে তাকে বড় করে দেখার এবং মাঝারি কৃষকদের ভূমিকাকে ছোট করে, খাটো করে দেখার বিচ্যুতি। আমি এ কথা বলছি না যে এইসব বিচ্যুতিতে আমাদের পক্ষে মারাত্মক কিছু রয়েছে। একটা বিচ্যুতি, বিচ্যুতিই; বিচ্যুতি তাকেই বলা যায় যা এখনো সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি। একটি বিচ্যুতি হচ্ছে ভ্রান্তির শুরু। হয় আমরা এই ভ্রান্তিকে বেড়ে উঠতে দেব—তাহলে তা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে; আর নয়তো তাকে আমরা অংকুরেই বিনষ্ট করে দেব—তাহলে বিপদটি দূর হয়ে যাবে। বিচ্যুতি হচ্ছে একটা ভ্রান্তি যাকে যথাসময়ে দমন না করলে তা পরে পরিণতির পথে নিয়ে যাবে।

কুলাকদের বিপদকে খাটো করে দেখা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলি। কুলাক-বিচ্যুতি বলে একটা কথা বলা হয়। এটা অবশ্যই একটি নির্বোধ উক্তি। পার্টিতে কুলাক-বিচ্যুতি হয় না। বিষয়টা হচ্ছে কুলাক-বিচ্যুতি নয়, বরং কুলাকদের বিপদকে খাটো করে দেখার বিচ্যুতি। যদি কেউ এখনো এই বিচ্যুতির শিকার না হয়ে থাকেন, যদি কেউ এখনো এই বিচ্যুতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না থাকেন, কিছু লোক শেষ পর্যন্ত এই বিচ্যুতির কবলে পড়ে যেতে পারেন কারণ আমাদের দেশের বিকাশ পুঁজিবাদের এক ধরনের পুনরাবির্ভাবের দিকেই এগোচ্ছে এবং পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাব পার্টিকে ঘিরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। অন্যদিকে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত পুঁজি ও তার মধ্যে একটা সংগ্রাম চলছে। কোন্‌টি অপরটিকে অতিক্রম করে যাবে? বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিরই প্রাধান্য রয়েছে। কুলাক এবং শহুরে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের উভয়কেই আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। এখনো পর্যন্ত অবশ্য ঘটনা হচ্ছে কুলাকরা বেড়ে উঠছে এবং আমরা এখনো পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে বড় রকমের কোন আঘাত তাদের করিনি। কুলাকরা তাদের শক্তি জড়ো করছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই এবং এটা যদি কেউ না দেখতে পান, যদি বলেন যে এটার কোন গুরুত্ব নেই, যদি বলেন কুলাকদের কথা বলা জুজুর ভয় দেখানোর মতো, তবে তিনি পার্টিকে তাঁর সতর্কতা হারিয়ে ফেলার বিপদের মুখে দাঁড় করাবেন, কুলাকদের

বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টিকে নিরস্ত্র করে রাখবেন, কারণ গ্রামাঞ্চলে কুলাকরাই হচ্ছে পুঁজিবাদের দালাল।

বোগুশেভস্কিকে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। অবশ্যই তা একটি কুলাক-বিচ্যুতি নয়। তার বিচ্যুতিটি হচ্ছে কুলাকদের বিপদকে খাটো করে দেখার বিচ্যুতি। তার যদি কুলাক-বিচ্যুতি হতো তাহলে তাকে পার্টি থেকেই বিতাড়িত করে দিতে হতো। এখন পর্যন্ত আমি যতখানি জানি তাতে অবশ্য কেউই পার্টি থেকে তার বহিষ্কারের দাবি জানাননি। এই বিচ্যুতিটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের দিক থেকে যে বিপদ তাকে খাটো করে দেখার বিচ্যুতি, যে বিচ্যুতি পার্টিকে নিয়ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে রাখাকে ব্যাহত করে এবং পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টিকে নিরস্ত্র করে রাখে; সবাই জানেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে এই বিচ্যুতিকে নিন্দা করা হয়েছে।

কিন্তু অন্য একটি বিচ্যুতিও রয়েছে— তা হচ্ছে, কুলাকদের বিপদকে বড় করে দেখার, কুলাকদের বিপদের সামনে শংকিত হয়ে পড়ার, আতংকিত হয়ে পড়ার বিচ্যুতি: 'ঐ কুলাকরা আসছে, বাঁচান, বাঁচান!' বিস্ময়ের ব্যাপার! জনগণই নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু করেছে, এ কথা জেনেই তা চালু করেছে যে নেপ্ চালু হলে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটবে, কুলাকদের প্রসার ঘটবে, কুলাকরা অনিবার্যভাবেই মাথা তুলবে। আর এখন কুলাকরা দেখা দেওয়া মাত্রই কিছু লোক 'বাঁচান, বাঁচান!' বলে চিৎকার জুড়ে দিচ্ছেন, মাথা খারাপ করে বসছেন। আর তাঁদের শংকা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাঁরা মাঝারি কৃষকদের কথা ভুলেই গেছেন। অথচ বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে মূল কাজই কিন্তু হচ্ছে মাঝারি কৃষকদের সপক্ষে নিয়ে আসা, কুলাকদের কবল থেকে মাঝারি কৃষকদের সরিয়ে নিয়ে আসা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করে কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য সংগ্রাম করা। কুলাক-বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যেসব কমরেড আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা এটি ভুলে যাচ্ছেন।

আমার মনে হয় আমরা যদি এই দুটি বিচ্যুতির মূলে প্রবেশ করি তবে তাদের উৎপত্তির উৎস নিরূপণ করা সম্ভবপর হবে।

প্রথম বিচ্যুতিটি হচ্ছে কুলাকদের এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির ভূমিকাকে ছোট করে দেখা, কুলাক-বিপদকেই পাশ কাটিয়ে

যাওয়া। তার সূত্রপাত হচ্ছে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে যে নেপ্-এর ফলে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির আবির্ভাব ঘটবে না, এই ধারণা থেকে যে আমাদের দেশে কুলাক এবং সাধারণভাবে পুঁজিবাদী শক্তিসমূহ ইতিহাসের উপাদান হয়ে যাচ্ছে বা এর মাঝেই হয়ে গেছে, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-বিভাজন ঘটছে না এবং কুলাকরা অতীতের দূরাগত কণ্ঠস্বর মাত্র, একটি জুজু মাত্র এবং তাছাড়া কিছুই নয়।

এই বিচ্যুতির পরিণাম কী দাঁড়ায়?

বাস্তবে এই বিচ্যুতি গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্বীকৃতিতে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি কুলাকদের এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির ভূমিকাকে বড় করে দেখার এবং এই শক্তিগুলির মুখে দাঁড়িয়ে আতংকিত হয়ে পড়ার, শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের মৈত্রীবন্ধন সম্ভব এবং তা সুবিধাজনক এ কথাই অস্বীকার করে বসা।

এই বিচ্যুতির সূত্রপাত হয় এই বিশ্বাস থেকে যে গ্রামাঞ্চলে যা ঘটছে তা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়, পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাব যেহেতু সর্বব্যাপ্ত একটি প্রক্রিয়া তা আমাদের সমবায়গুলির সমগ্রটাকে বা সুবিপুল অংশকে গ্রাস করবে, এ ধরনের বিকাশের ফলে কৃষকদের মধ্যে একটানাভাবে ও বিরাট আকারে স্তরভেদ দেখা দেবে, দুটি চরমভাবাপন্ন দল অর্থাৎ কুলাক এবং গরিব কৃষকেরা বছরে বছরে শক্তি ও সংখ্যার দিক থেকে বেড়ে উঠবে, অন্যদিকে বছরে বছরে মধ্যবর্তী অংশ, মাঝারি কৃষকরা, দুর্বল হতে হতে একেবারে উবেই যাবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম খুঁচিয়ে তোলার দিকে নিয়ে যাবে, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কুলাক-বিরোধী নীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে আমাদের দেশকে গৃহযুদ্ধ ঘোষণার দিকে নিয়ে যাবে আর এভাবে আমাদের সকল নির্মাণকার্যকে ব্যাহত করে তুলবে এবং লক্ষ লক্ষ কৃষক-চাষীকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে টেনে নিয়ে আসার জন্য লেনিনের সমবায় পরিকল্পনাকেই এভাবে খারিজ করে দেওয়া হবে।

আপনারা জিজ্ঞেস করবেন: কোন্ বিচ্যুতিটি বেশি ক্ষতিকর? প্রশ্নটিকে এভাবে হাজির করাটাই ভুল। একটি অপরটির মতোই খারাপ। আর এই বিচ্যুতিগুলিকে যদি বেড়ে উঠতে দেওয়া হয় তবে সেগুলি পার্টিকেই চুরমার ও ধ্বংস করে দিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের পার্টিতে এই উভয়

বিচ্যুতিকে দূর করে দেওয়ার মতো সমর্থ শক্তিগুলি রয়েছে। (হর্ষধ্বনি।) যদিও একটি বিচ্যুতি অপর বিচ্যুতিটির মতোই খারাপ এবং তাদের মধ্যে কোন্‌টি বেশি বিপজ্জনক এ কথা জিজ্ঞেস করা বোকামী, তা সত্ত্বেও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি বিচ্যুতিকে দেখা যায়। প্রথমটি না দ্বিতীয়টি—কোন্ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রস্তুত? বাস্তব দিক থেকে এভাবেই প্রশ্নটিকে হাজির করা উচিত। দুটি বিচ্যুতিই বিপজ্জনক। একটি অন্যটির মতোই খারাপ; তাদের মধ্যে কোন্‌টি বেশি বিপজ্জনক এ কথা জিজ্ঞেস করা ভুল, তবু এটা জিজ্ঞেস করা সম্ভব এবং প্রয়োজন: কোন্ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত? যদি কমিউনিস্টদের আমরা জিজ্ঞেস করি পার্টি কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া না-দেওয়া এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা এর মধ্যে কোন্‌টির জন্য অধিকতর ভালভাবে প্রস্তুত, আমার মনে হয়, একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন কমিউনিস্টই বলবেন যে—কুলাকদের আঘাত কর, এই স্লোগানের জন্যই পার্টি সবচেয়ে ভাল করে প্রস্তুত। তাঁদের শুধু বলে দেওয়া হোক—তাহলেই তাঁরা এক মুহূর্তে কৃষকদের নিঃশেষ করে দেবেন। কুলাক-বিরোধী ব্যবস্থা থেকে নিরস্ত হওয়া এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করার মধ্য দিয়ে কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করার অধিকতর জটিল নীতি অনুসরণ করা—খুব সহজে বোধগম্য হয় না। আমি তাই মনে করি যে এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় শেষ পর্যন্ত পার্টির উচিত দ্বিতীয় বিচ্যুতির উপরই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা। (হর্ষধ্বনি।) কুলাকরা যে বিপজ্জনক, কোন মার্কসবাদ ও কোন লেনিনবাদের কথা দিয়েই এই বক্তব্যটিকে আড়াল করা যাবে না। কুলাকরা কুলাকই, তারা বিপজ্জনক, তা বোগুশেভ্স্কি যতই জুজু বলে তাকে উড়িয়ে দিন না কেন। কোন উদ্ধৃতিই একজন কমিউনিস্টের মন থেকে তা মুছে দিতে পারে না। কিন্তু ইলিচ যদিও দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করার কথা লিখেছিলেন—তবু মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রী স্থাপনের বক্তব্যটি প্রয়োজনীয়, যদিও এই বক্তব্যটিকে সব সময়ই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, লেনিনবাদ সম্পর্কিত, মার্কসবাদ সম্পর্কিত কথাবার্তা দিয়ে তাকে সব সময়ই ধোঁয়াটে করে তোলা যায়। এটা হচ্ছে উদ্ধৃতির একটা উর্বর ক্ষেত্র। যে-কেউই পার্টিকে বিভ্রান্ত করতে চায় তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এটা হচ্ছে একটা উর্বর ক্ষেত্র, যে-কেউ পার্টির কাছ থেকে সত্যকে গোপন করে রাখতে

চায়, এই সত্যকে গোপন করে রাখতে চায় যে কৃষকদের ব্যাপারে লেনিনের একটি নয়, রয়েছে তিনটি শ্লোগান। এখানে মার্কসবাদের নামে সর্বপ্রকারের হাতসাফাই করা চলে। আর ঠিক এই কারণেই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা চাই দ্বিতীয় বিচ্যুতির ওপর।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির নানা সমস্যার দিক থেকে, তার অর্থনীতি, তার শিল্প ও কৃষি, বিভিন্ন শ্রেণী, ঐ শ্রেণীসমূহের কার্যাবলী, সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবন, কৃষক-জনগণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে এই হচ্ছে অবস্থা।

যে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং পার্টির নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি-লাভের প্রয়াস চালাচ্ছে, যদিও অবশ্য তা এক্ষেত্রে সফল হবে না, রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কিত ঐ ধরনের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি না।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রিকতা নিয়েও আমি কথা বলছি না; তা বলছি না এই কারণে যে আমার রিপোর্ট ইতিমধ্যেই অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। আমি এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না এই কারণে যে তা কোনমতেই পার্টির পক্ষে একটি নূতন প্রশ্ন নয়।

৭। পার্টির কর্তব্যসমূহ

আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে পার্টির কর্তব্য নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি।

সামগ্রিকভাবে **জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের** ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে :

(ক) জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদন আরও বৃদ্ধির জন্য কাজ করা;

(খ) আমাদের দেশকে কৃষিপ্রধান থেকে শিল্পায়িত একটি দেশে রূপান্তরিত করার জন্য কাজ করা;

(গ) জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের নির্ধারক প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা,

(ঘ) পুঁজিবাদী অবরোধের পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;

(ঙ) সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্বের অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করা।

শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে :

(ক) আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে উন্নততর কারিগরী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সম্প্রসারিত করা, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো, উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস এবং পুঁজি সঞ্চয়ের গতিবৃদ্ধি করা ;

(খ) জ্বালানি ও ধাতুর উৎপাদনের মধ্যে সমতা আনয়ন করা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেলপথ ও পরিবহনের স্থির পুঁজির মধ্যে সমতা আনয়ন করা ;

(গ) আঞ্চলিক সোভিয়েত শিল্পসমূহের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা ;

(ঘ) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, কৃষির করিগরী ভিত্তিকে উন্নত করা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাষবাসের বিকাশসাধন করা এবং কৃষিকে শিল্পায়িত করে তোলা ;

(ঙ) ব্যাপক ভিত্তিতে সমবায় গঠন করে এবং কৃষক-জনগণের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে বিক্ষিপ্ত কৃষক খামারগুলিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য কাজ করা।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে :

(ক) বাণিজ্যের (সকল প্রকার সমবায় ও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের) সূত্রসমূহের ব্যবস্থাদির আরও প্রসার সাধন এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য কাজ করা ;

(খ) চূডান্তভাবে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করা ;

(গ) খুচরা মূল্য হ্রাসের জন্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাণিজ্যের চেয়ে সোভিয়েত ও সমবায় বাণিজ্যের প্রাধান্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কাজ করা ;

(ঘ) সংগ্রহ সংস্থাগুলির মধ্যে সংগ্রহের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা ও কঠোর শৃংখলাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ;

(ঙ) বহির্জগতের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল বাণিজ্য এবং অনুকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা, কেননা এই অনুকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য হচ্ছে আমাদের মুদ্রার স্থিরতা বজায় রাখার একটি অপরিহার্য শর্ত এবং মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি আবশ্যকীয় গ্যারান্টি।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কার্যকলাপের সময় প্রয়োজনীয় মজুত সংস্থানের ভাণ্ডারকে সুনিশ্চিত করে রাখতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ মজুত সংস্থানের ভাণ্ডার সৃষ্টির অন্যতম একটি উৎস—ভোদকা,

সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি। কিছু কিছু লোক মনে করেন হাতে-পায়ে কাদা-মাটি না লাগিয়েও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। কমরেডগণ, এটা গুরুতর একটা ভুল। যেহেতু আমরা ঋণ পাচ্ছি না, যেহেতু আমাদের পুঁজি অল্প, তাছাড়া যেহেতু আমরা পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিপতিদের দাসত্ব-শৃংখল পরে নিতে চাই না, দাসত্বের যেসব শর্তে ওদের দেওয়া ঋণ আমরা গ্রহণ করতে পারি না বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি—তখন আমাদের সামনে একটিমাত্র বিকল্প, পথই খোলা রয়েছে—অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সম্পদের অনুসন্ধান করা। নিশ্চয়ই তা দাসত্বের চেয়ে অনেক শ্রেয়ঃ। এখানে আমাদের বেছে নিতে হবে দাসত্ব ও ভোদকার মধ্যে একটিকে, আর যেসব লোক মনে করেন হাতে-পায়ে কাদামাটি না লাগিয়েই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় তাঁরা গুরুতর ভুলই করে থাকেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কাজ হবে :

(ক) শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের মৈত্রীবন্ধনকে সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা ;

(খ) এই মৈত্রীবন্ধনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করা ;

(গ) কুলাকদের ও শহুরে পুঁজিপতিদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা ও অর্থনৈতিকভাবে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য কাজ করা।

সোভিয়েত প্রসঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের সহায়তা অর্জনের জন্য কাজ করা।

নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের মতাদর্শগত প্রতিনিধি—স্মেনা-ভেখাইৎদের সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। স্মেনা-ভেখবাদ হচ্ছে নয়া বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভাবাদর্শ যা ক্রমেই বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে কুলাক ও সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তুলছে। নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিজস্ব মতাদর্শ হাজির করেছে—তা হচ্ছে স্মেনা-ভেখ মতাদর্শ, যার বক্তব্য হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতন ঘটতে বাধ্য এবং নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকে সংহত করে তুলবে; দেখা যাচ্ছে আমাদের নজরে তা পড়ছে না বলে আমরা বলশেভিকরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দোরগোড়ায় এসে সমুপস্থিত হবই এবং তা পার হয়ে যাব, আর তখন কোন 'সীজার' যখন এগিয়ে আসবেন সম্ভবতঃ সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে বা সরকারী কর্মচারী

কর্তাব্যক্তিদের মধ্য থেকে এবং আমাদের দেশকে একটা সাদামাঠা বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের স্তরে পর্যবসিত করে দেবেন।

এই নূতন ভাবাদর্শ দিয়েই আমাদের সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীদের, বা শুধু তাদেরই নয়, আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ কিছু মহলকেও তা বোকা বানানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পার্টির অধঃপতন ঘটছে এই অভিমতকে আমি খণ্ডন করতে যাচ্ছি না। এই বাজে কথাটিকে খণ্ডন করার কোন অর্থ হয় না। আমাদের পার্টির অধঃপতন ঘটছে না এবং ঘটবে না। ও ধরনের বস্তু দিয়ে তা তৈরী নয় বা এমন লোকের হাতে তা তৈরী নয় যে ওভাবে তার অধঃপতন হতে পারে। (**হর্ষধ্বনি।**) তরুণ ও বৃদ্ধ আমাদের সকল কর্মীরাই মতাদর্শের দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের পক্ষে একটি সৌভাগ্যের কথা যে আমরা লেনিনের **রচনাবলীর** বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ করে উঠতে পেরেছি। সাধারণ মানুষ এখন সেগুলি পড়ছেন, শিখছেন আর উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। শুধু নেতারাই নন, পার্টির সাধারণ সভ্যরাও তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন এবং তাঁদের বোকা বানানো যাবে না। অধঃপতনের কথা চিৎকার করে বললেই তা এখন আর কাউকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলবে না। মানুষ নিজেরাই এখন পরিষ্কার দেখতে পারবেন। অন্যরাও তাদের ইচ্ছামতো যতখুশি চিৎকার করতে চান করুন, উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি সাজিয়ে আমাদের ভীত করে তোলার যত ইচ্ছা চেষ্টা তাঁরা করুন কিন্তু পার্টির সাধারণ সভ্যরা পরিষ্কারভাবে সবকিছু শুনবেন ও দেখতে পাবেন, কারণ তাঁদের হাতে রয়েছে এখন লেনিনের রচনাবলী। (**হর্ষধ্বনি।**) আমাদের পার্টি যে লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না এটা তার অন্যতম একটি গ্যারান্টি। (**উচ্চ হর্ষধ্বনি।**)

আমি স্মেনা-ভেখাইৎদের কথা এভাবে উল্লেখ করলাম শুধু সেইসব লোকদের জবাবে কয়েকটি কথায় যারা আমাদের পার্টি ও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির অধঃপতনের উপর ভরসা করে রয়েছেন তাঁদের জানিয়ে দেবার জন্য। উস্ত্রিয়ালভ হচ্ছেন এই মতাদর্শের রচয়িতা। তিনি পরিবহন দপ্তরে রয়েছেন। জানা গেছে তিনি কাজকর্ম ভালই করছেন—তিনি আমাদের পার্টির অধঃপতনের স্বপ্ন নিয়ে মশগুল হয়েই থাকুন। স্বপ্ন দেখা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ নয়। তিনি প্রাণভরে স্বপ্ন দেখুন। কিন্তু তাঁকেও জেনে রাখতে হবে আমাদের অধঃপতন নিয়ে স্বপ্ন তিনি যতই দেখুন, একই সঙ্গে তাঁকে কিন্তু বলশেভিকদের

যন্ত্রটিতে তেল জুগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে অবস্থাটা সত্যিই তাঁর শোচনীয় হয়ে পড়বে। (হর্ষধ্বনি।)

৩। পার্টি

আমি পার্টি প্রসঙ্গে চললাম। পার্টির প্রসঙ্গটা আমার রিপোর্টের সব শেষে উপস্থিত করছি এই কারণে নয় যে আমাদের বিকাশের সব কটি উপাদানের গুরুত্বের তুলনায় তার গুরুত্ব বুঝি সবচেয়ে কম। না, সেই কারণে নয় বরং আমাদের কাছে গুরুত্বের দিক দিয়ে পার্টি সমস্ত সৌধের শীর্ষে, সব কিছুর উপরে রয়েছে।

বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে, বিদেশে আমাদের বিভিন্ন কৌশলের ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদের অবরোধের পরিস্থিতিতে এবং দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যেসব সাফল্য অর্জন করেছে সে সম্পর্কে আমি বলেছি। যদি আমাদের পার্টি উপযুক্তভাবে তার দায়িত্ব সম্পাদন না করত, যদি তা প্রসারিত ও শক্তিমান হয়ে না উঠত তবে এই সাফল্যগুলি অর্জন করা অসম্ভব হতো। পরিচালক শক্তি হিসেবে এক্ষেত্রে পার্টির গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নিজের থেকেই ক্রিয়াশীল হয় না; প্রধানতঃ পার্টির শক্তিগুলিই পার্টির নেতৃত্বাধীনে তাকে ক্রিয়াশীল করে রাখে। পার্টির এই নেতৃত্ব ছাড়া পুঁজিবাদী অবরোধের বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হতো। পার্টিকে নড়বড়ে করে দিলে, তাকে দুর্বল করে দিলে মুহূর্ত মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়বে। ঠিক এই কারণেই সকল দেশের সমস্ত বুর্জোয়ারাই আমাদের পার্টি সম্পর্কে এমন হিংস্রভাবে কথাবার্তা বলে থাকে।

এ থেকে আমি কিন্তু মোটেই বলতে চাইছি না যে আমাদের পার্টি রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন। বিন্দুমাত্রও নয়। পার্টি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালক শক্তি। এইসব কারণের জন্য কিছু কিছু কমরেড নির্বোধের মতো রাজনৈতিক ব্যুরোকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা বলে মনে করেন। তা সত্য নয়। এই বিভ্রান্তিটি আমাদের শত্রুদের প্রচারযন্ত্রকেই সহায়তা করে। রাজনৈতিক ব্যুরো রাষ্ট্রের নয়, পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা এবং পার্টি হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিচালক শক্তি। কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরো হচ্ছে পার্টির বিভিন্ন সংস্থা। রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে পার্টির সঙ্গে অভিন্ন করতে আমি চাই না। আমি যা

বলতে চাই তা হচ্ছে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্ত নীতির ক্ষেত্রে পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এসেছে। আর ঠিক সেই কারণেই আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। তারই জন্য আমাদের পার্টির গঠনের প্রশ্ন, তার আদর্শগত মান, পার্টির কর্মীদের প্রশ্ন, অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য ও সোভিয়েত সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহ উত্থাপনের ক্ষেত্রে পরিচালন সামর্থ্যের প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে এবং সর্বশেষে সাধারণ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে তার গুরুত্বের প্রশ্ন আমাদের নীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন।

প্রথমেই দেখা যাক পার্টির গঠনের ব্যাপারটি। ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে, লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যসংগ্রহ অভিযানকে বাদ দিয়ে পার্টির মোট সংখ্যাগত শক্তি ছিল—৪,৪৬,০০০ পার্টিসভ্য ও প্রার্থীসভ্য। তারমধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১,৯৬,০০০ অর্থাৎ শতকরা ৪৪ ভাগ; কৃষক ছিল ১,২৮,০০০ জন অর্থাৎ শতকরা ২৮·৮ ভাগ; অফিস-কর্মচারী ও অন্যান্যরা ছিল ১,২১,০০০ অর্থাৎ শতকরা ২৭·২ ভাগ। ১৯২৫ সালের ১লা জুলাই-এর মধ্যে পার্টির সভ্য ও প্রার্থীসভ্যের সংখ্যা আর ৪,৪৬,০০০ থাকল না, হয়ে দাঁড়াল ৯,১১,০০০; তার মধ্যে শ্রমিক—৫,৩৪,০০০ অর্থাৎ শতকরা ৫৮·৬ ভাগ; কৃষক—২,১৬,০০০ অর্থাৎ শতকরা ২৩·৮ ভাগ; অফিস কর্মচারী ও অন্যান্যরা—১,৬০,০০০ জন অর্থাৎ শতকরা ১৭·৬ ভাগ। ১৯২৫ সালের ১লা নভেম্বরে আমাদের রয়েছে ১০,২৫,০০০ জন কমিউনিস্ট।

(যদি গোটা শ্রমিকশ্রেণীকে ধরা যায় তবে) শ্রমিকশ্রেণীর শতকরা কত ভাগ পার্টিতে সংগঠিত? ত্রয়োদশ কংগ্রেসে আমি আমার সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছিলাম (কৃষিশ্রমিক সহ) আমাদের দেশে শ্রমিকের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৪১,০০,০০০। তখনো গণনা করা যায়নি বলে আমি ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি কারণ তখনো সামাজিক বীমা তাদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা যায়নি এবং পরিসংখ্যানেও তাদের তখনো পর্যন্ত ধরা হয়নি। ঐ সময়ে ১৯২৪ সালের জানুয়ারির পরিসংখ্যানই আমি দিয়েছিলাম। পরে ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের গণনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাদের হিসেবের মধ্যে ধরা গেল, তখন দেখা গেল ১৯২৪ সালের ১লা জুলাই-এর মধ্যে কৃষিশ্রমিকসহ শ্রমিকের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫,০০,০০০। তার মধ্যে ৩,৯০,০০০ অর্থাৎ মোট শ্রমিকশ্রেণীর শতকরা ৭ ভাগ ছিলেন পার্টির

অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৫ সালের ১লা জুলাই-এর মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৫,০০,০০০; তার মধ্যে ৫,৩৪,০০০ জন অর্থাৎ মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ ছিলেন পার্টির মধ্যে। ১৯২৫ সালের ১লা অক্টোবরের মধ্যে কৃষি ও শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদায়তন কোন বাছবিচার না করে ধরলে আমাদের শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০,০০,০০০ জন। তার মধ্যে ৫,৭০,০০০ জন অর্থাৎ শতকরা ৮ জন ছিলেন পার্টির অন্তর্ভুক্ত।

এক বা দু'বছরের মধ্যেই আমাদের দেশের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর শতকরা ৯০ ভাগকে পার্টিতে সংগঠিত করে ফেলতে পারব এ কথা বলা যে কতখানি অযৌক্তিক তা দেখিয়ে দেবার জন্যই আমি এসব কথা বলছি।

রু. ক. পা (ব)-এর শ্রমিকশ্রেণীর অংশের অনুপাত পরিসংখ্যানগতভাবে তালিকাভুক্ত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার হিসেবে কত তা দেখা যাক। সাময়িক নয়, স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিক, পরিসংখ্যান তালিকাভুক্ত বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় শিল্পে, যুদ্ধ শিল্প, প্রধান প্রধান রেলওয়ে কারখানা এবং প্রধান প্রধান ডিপোগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকসহ সমস্ত শাখায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি ছিল ১৬,০৫,০০০ জন। ঐ সময়ে আমাদের পার্টিতে শ্রমিক ছিলেন ১,৯৬,০০০ জন। সমস্ত বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় তা দাঁড়িয়েছিল শতকরা ১২ ভাগ। যদি অবশ্য বিভিন্ন দপ্তরে বসে যেসব শ্রমিক পার্টিসভ্যরা কাজ করছেন তাঁদের ধরে বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মোট সংখ্যার তাঁরা শতকরা কত ভাগ তা হিসেব করা হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি ১লা জানুয়ারিতে দপ্তরে বসে কাজ করেন এমন ৮৩,০০০ জন শ্রমিক পার্টিতে রয়েছেন এবং তাঁরা হচ্ছেন বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শতকরা ৫ ভাগ। এই সবটাই ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যেকার কথা। ১৯২৪ সালের ১লা জুন বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছিলেন ১৭,৮০,০০০; ঐ সময়ে পার্টিতে ছিলেন ৩,৮৯,০০০ জন শ্রমিক অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ২১·৮ ভাগ। দপ্তরে বসে কাজ করেন এমন শ্রমিকদের ২,৬৭,০০০ জন পার্টিতে ছিলেন অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পের মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত পরিসংখ্যান তালিকাভুক্ত বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন ১৮,৪৫,০০০ শ্রমিক; দপ্তরে এবং দপ্তরের বাইরে নিযুক্ত পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮,২৯,০০০ অর্থাৎ বৃহদায়তন

শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যার শতকরা ২৩·২ ভাগ; দপ্তরে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্য থেকে আমাদের পার্টিতে ছিলেন ৩,০২,০০০ জন অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা ১৬·৩ ভাগ। ১৯২৫ সালের ১লা জুলাই-এর মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন ২০,৯৪,০০০ শ্রমিক; পার্টিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫,৩৪,০০০ অর্থাৎ শতকরা ২৫·৫ ভাগ; দপ্তরে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,৮৩,০০০ জন অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা ১৮·২ ভাগ।

দেখতেই পাচ্ছেন, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় পার্টিতে সংগঠিত শ্রমিকদের আনুপাতিক বৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধির চেয়ে তুলনায় কম, কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে: পার্টিতে শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর। প্রধানতঃ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত পার্টির মূল শ্রমিক-কেন্দ্রটির কথা আমরা যখন বলি তখন আমাদের পার্টির গঠন-প্রকৃতির ব্যাপারে এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখার পরও এক বছরের মধ্যেই দপ্তরে নিযুক্ত শ্রমিকদের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ব্যক্তিকে পার্টিতে নিয়ে আসার কথা আমরা বলতে পারি কি? না, তা বলতে পারি না, কারণ আমরা কল্পনাবিলাসী হতে চাই না। যেহেতু এখন দপ্তরে নিযুক্ত শ্রমিকদের ৩,৮০,০০০ জন পার্টিতে রয়েছেন তাই বাকী সবাইকে অর্থাৎ দপ্তরে নিযুক্ত নন এমন ৭,০০,০০০ জনকে পার্টিতে নিয়ে এসে তাঁদের শতকরা ১০ ভাগে পরিণত করতে হলে এক বছরের মধ্যে পার্টির সভ্যসংখ্যাকে ৭০,০০,০০০ করতে হবে। ঐ কমরেডরা একেবারে সাধারণ হিসেব করতেই ভুলে গেছেন এবং শতকরা ৯০ ভাগ এই সংখ্যাটি তাঁদের একান্ত মশগুল করে রেখেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্টির গুরুত্ব বেড়ে উঠছে কি? এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটির জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। আপনারা জানেন যে, আমাদের পার্টিটি মূলতঃ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাই নির্বাচিত একটি পার্টি। এক্ষেত্রে আমাদের মতো সাফল্য পৃথিবীর অন্য কোন পার্টিই লাভ করতে পারেনি। শুধু এই ঘটনাটিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টির গুরুত্ব অপরিসীম এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টির রয়েছে একচেটিয়া প্রভাব।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবস্থাটি বরং অসন্তোষজনক। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সময় আমাদের দেশে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক গ্রামীণ জনসাধারণের সংখ্যা ছিল ৫,৩০,০০,০০০ জন; চতুর্দশ কংগ্রেসের সময় তা দাঁড়িয়েছে ৫,৪০,০০,০০০ জন। কিন্তু ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের সময় গ্রামের ইউনিটগুলির কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ১,৩৬,০০০ অর্থাৎ গ্রামীণ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ০·২৬ ভাগ; চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের সময় আমাদের পার্টিতে ২,০২,০০০ কৃষক রয়েছেন অর্থাৎ শতকরা ০·৩৭ ভাগ। গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির বৃদ্ধি ভীষণরকম ধীরগতি। আমি এ কথা বলছি না যে হুড়মুড় করে লাফিয়ে লাফিয়ে তা বেড়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু পার্টিতে কৃষকদের যে শতকরা অনুপাত রয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। আমাদের পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। তাতে সবসময়ই শ্রমিকদের প্রাধান্য থাকবে। আমাদের যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব রয়েছে এ ঘটনা তারই প্রকাশ। কিন্তু এ কথাও পরিষ্কার যে কৃষক-জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব এবং কৃষকদের মধ্য থেকে সেরা ব্যক্তিদের একটা সংখ্যা অবশ্যই পার্টি-সদস্যদের মধ্যে থাকা চাই যা গ্রামাঞ্চলে পার্টির ভিত্তিমূল হিসেবে অপরিহার্য। এই দিক থেকে অবস্থাকে এখনো অবশ্যই ভাল বলা যায় না।

তাছাড়া, আমাদের পার্টির মতাদর্শগত মানের যে সাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারে বলতে চাই। সাংগঠনিক দিক নিয়ে কমরেড মলোটভ আপনাদের রিপোর্ট করবেন, তাই ঐ বিষয়ে আমি কিছু বলব না; কিন্তু একটা বিষয় অর্থাৎ আমাদের নেতৃস্থানীয় তরুণ এবং পুরানো এই উভয় কর্মী-দেরই মতাদর্শগত মানের যে সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সবকিছু থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে সম্পর্কে কটি কথা না বলে পারছি না। গত বছর ট্রট্স্কিবাদ নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম উদাহরণ হিসেবে সে কথা বলা যায়। আপনারা জানেন যে বিচার্য বিষয় ছিল—লেনিনবাদের সংশোধন, অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে চলার সময় পার্টির নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। কী দৃঢ়তার সঙ্গে পার্টি ঐ পার্টি-বিরোধী ঢেউকে প্রতিহত করেছিল তা আপনারা সবাই জানেন! তা থেকে কী দেখা যায়? এ থেকে দেখা যাচ্ছে পার্টি অগ্রগতি লাভ করেছে। তার কর্মীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আলোচনাকে তারা ভয় করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আজ একটি নূতন আলোচনার অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। আমি নিশ্চিত যে পার্টি

শীঘ্রই এই আলোচনারও সমাপ্তি ঘটাবে এবং অসাধারণ কিছু ঘটবে না। (**কণ্ঠস্বর শোনা যায়: 'ঠিকই বলছেন!' (হর্ষধ্বনি উঠল।**) খুঁচিয়ে ঘটনা সৃষ্টি না করার এবং লোকজনকে বিরক্ত না করার জন্য আমি তাঁদের সম্মেলনে লেনিনগ্রাদের কমরেডদের ব্যবহারের মূল কথা এবং মস্কো কমরেড-দের মধ্যে তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—সে বিষয়ে আমি এখনই কিছু বলছি না। আমি মনে করি এই কংগ্রেসের সদস্যরা নিজেরাই এ ব্যাপারে বলবেন এবং আলোচনার জবাব দেবার সময় তাঁর সারসংক্ষেপ আমি উপস্থিত করব।

আমি আমার রিপোর্ট শেষ করতে চলেছি।

আমি আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বলেছি, পুঁজিবাদী দুনিয়াকে অবক্ষয়িত করে দিচ্ছে যে দ্বন্দ্বসমূহ সে সম্পর্কে বলেছি। আমি বলেছি যে ঐ দ্বন্দ্বগুলির সমাধান হতে পারে একমাত্র পাশ্চাত্ত্যে শ্রমিকবিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

তাছাড়া, আমি সেই দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে বলেছি যেগুলির আওতায় আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আমি বলেছি—ঐসব রাষ্ট্রসমূহ আমাদের দেশকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত করতে চেষ্টা করবে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করবে—এবং আমরা সেই হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করে দেব; বলেছি, এক্ষেত্রে আমরা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছি পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের উপর—বিশেষ করে আজ যখন পাশ্চাত্ত্য থেকে শ্রমিকরাই ঘন ঘন আমাদের দেশে ভ্রমণে আসতে শুরু করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলছেন। তাছাড়া আমরা মনে করি পুঁজিবাদী-দের পক্ষে এই ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলাটা নিষ্ফল হবে না। আমরা ঐ দ্বন্দ্বগুলিকেও অতিক্রম করার চেষ্টা করছি। কিন্তু শেষ বিচারে পুঁজিবাদী দুনিয়া ও সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যেকার আমাদের দেশের বাইরেকার এই দ্বন্দ্বগুলি শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের চেষ্টায় অতিক্রম করা যাবে না; তার জন্য বেশ কয়েকটি দেশের বিজয়ী শ্রমিকবিপ্লবের সহায়তার প্রয়োজন আমাদের হবে।

তাছাড়া, আমাদের দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ব্যাপারে বলেছি। আমি বলেছি আমরা নিজেরাই ঐ দ্বন্দ্বের সমাধান করে নিতে পারি। এটা সম্ভবপর বলে যিনি মনে করেন না তিনি একজন বিলুপ্তিবাদী, তিনি বিশ্বাস করেন না যে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে

পারি। আমরা ঐ দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করবই; আমরা এর মাঝেই তা করে চলেছি। অবশ্য, পশ্চিম থেকে সাহায্যটা যত দ্রুত আসে ততই ভাল, তত তাড়াতাড়ি আমরা ব্যক্তিগত পুঁজিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয় সমাপ্ত করে, একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলে এই দ্বন্দ্বসমূহের অবসান ঘটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু যদি আমরা বাইরে থেকে এই সহায়তা না-ও পাই তবু আমরা হতাশ হব না, আমরা সাহায্যের জন্য চিৎকার জুড়ে দেব না, আমরা আমাদের কাজ ছেড়ে সরে দাঁড়াব না (**হর্ষধ্বনি**) এবং বাধাবিপত্তির ভয়ে আমরা ভীত হয়ে পড়ব না। যিনি ক্লান্ত, বাধাবিপত্তিতে ভীত-শংকিত, যাঁর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে তিনি যেন যাঁদের সাহস ও একনিষ্ঠতা রয়েছে তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান। (**হর্ষধ্বনি**।) বাধাবিপত্তি দেখে ভীতত্রস্ত হওয়ার মতো লোক আমরা নই। আমরা বলশেভিক, লেনিনের হাতে আমরা গড়েপিটে উঠেছি, আমরা বাধাবিপত্তি দেখলে ছুটে পালাই না, বরং তার মুখোমুখি দাঁড়াই, তাকে জয় করে এগিয়ে যাই (**কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ** 'ঠিকই বলেছেন!' **হর্ষধ্বনি উঠল**)।

তাছাড়া, কমরেডগণ, আমি আমাদের পার্টির সফলতা ও ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে বলেছি। ভুল তো আমাদের কম হয়নি। বৈদেশিক বাণিজ্য, সংগ্রহ এবং আমাদের অন্য কয়েকটি কাজকর্মের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ভুল আমাদের হয়েছে। ইলিচ আমাদের আত্মসন্তুষ্ট না হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা আত্মসন্তুষ্ট হব না। কয়েকটি ভুল হয়েছে—কিন্তু সফলতাও তো হয়েছে। যাই হোক না কেন আমরা একটা জিনিস তো করতে পেরেছি যা কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, তা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাপক নির্মাণকার্যের মধ্য দিয়ে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বলশেভিক অভিযানের মধ্য দিয়ে, এই ক্ষেত্রে আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি তার মধ্যে দিয়ে আমরা গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে ক্ষমতা দখল করার পর শ্রমিকশ্রেণী শুধু পুঁজিবাদের পরাজয় সাধন করতে পারে তাই নয়, শুধুমাত্র ধ্বংস করতে পারে তাই নয়, পারে নূতন একটি সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজও গড়ে তুলতে। এই সাফল্য কেউ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কারণ এই সত্যকে আমরা এমন বাস্তব করে তুলতে পেরেছি। এটাই হচ্ছে এখনো পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে দুরূহ সাফল্য। কারণ আমরা

পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যে শ্রমিকরা প্রভুদের জন্য শুধু কাজই করতে জানত, আর প্রভুরা শাসনকার্য চালাত—সেই শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করার পর একটা বিরাট দেশ শাসনের এবং চরম কঠিন অবস্থার মধ্যেও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সামর্থ্য সপ্রমাণ করেছেন।

পাশ্চাত্ত্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের জন্য কী কী প্রয়োজন? সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাঁদের নিজের শক্তির উপর আস্থা জাগিয়ে তোলা, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাদ দিয়েই চলতে পারে, শ্রমিকশ্রেণী যে শুধু পুরাতনকে ধ্বংস করতেই পারে তা নয়, পারে নূতনকে, সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলতে—এই চেতনা জাগিয়ে তোলা। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সমগ্র কাজটাই হল শ্রমিকশ্রেণীর মনে সংশয় জাগিয়ে তোলা, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, শক্তির জোরে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। আমাদের সকল কাজের, আমাদের সকল নির্মাণকার্যের তাৎপর্যই হচ্ছে এই যে, আমাদের এই কাজ, এই নির্মাণকার্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মনে এই আস্থা জাগিয়ে তোলে যে তাঁরাও বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাদ দিয়ে চলতে পারবেন, তাঁদের নিজেদের চেষ্টাতেই পারবেন নূতন সমাজটি গড়ে তুলতে।

আমাদের দেশের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের যে এই তীর্থযাত্রা, এই বাস্তব সত্য যে ঐ শ্রমিক প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে আসেন, তাঁরা আমাদের নির্মাণকার্যের সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখেন, নির্মাণকার্যে আমাদের সাফল্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চান—তা থেকে বোঝা যায় যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের অপচেষ্টা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের শক্তি সম্পর্কে, শ্রমিকশ্রেণী যে পুরানো সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ সেই সম্পর্কে আস্থা অর্জন করতে শুরু করেছেন।

আমি এ কথা বলছি না যে, যে বছর নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করছি তাতে আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, কিন্তু যাই হোক না কেন একটা কথা মানতেই হবে তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে আমাদের সাফল্যের দ্বারা এ কথা দেখিয়ে দিতে ও সপ্রমাণ করতে আমরা পেরেছি যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার পর এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর পুনর্নির্মিত করতে

সমর্থ। এটা আমরা অর্জন করেছি এবং যাই ঘটুক না কেন কেউ আমাদের এই সাফল্যকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই সাফল্য অপরিমেয়। এই সাফল্যের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে তা তাদের শক্তি সম্পর্কে নূতন আস্থা এনে দিয়েছে, তাদের বিজয় সম্পর্কে আস্থা এনে দিয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁদের হাতে নূতন একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া। তাঁরা যে এই অস্ত্রটি গ্রহণ করছেন এবং তা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত সেকথা শুধুমাত্র আমাদের দেশের উদ্দেশে শ্রমিকশ্রেণীর এই অবিরাম তীর্থযাত্রা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, এবং সেই তীর্থযাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যখন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে তা পুঁজিবাদের সমাপ্তির সূত্রপাত এবং শ্রমিকবিপ্লবের জয়েই সুনিশ্চিত নিশানা হয়ে দাঁড়াবে।

তাই আমি মনে করি, আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য অনর্থক পণ্ডশ্রম করে চলছি না। তাই আমি মনে করি, এই কাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজয় অর্জন আমরা করবই। (**উচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সমগ্র কংগ্রেস থেকে উল্লাসধ্বনি উঠল!**)

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের উপর আলোচনার জবাব

২৩শে ডিসেম্বর

কমরেডগণ, আমি আলাদা করে বিভিন্ন প্রশ্নের উপর বক্তব্যের জবাব দেব না, কারণ আলোচনার উত্তরে আমার পুরো জবাবী বক্তৃতাটাই হবে মূলতঃ এই বক্তব্যগুলিরই প্রত্যুত্তর।

ব্যক্তিগত আক্রমণ বা খত্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কথার তুবড়িরও আমি কোন জবাব দিতে চাই না, কারণ আমি মনে করি, কংগ্রেসের হাতে প্রচুর তথ্য রয়েছে যার সাহায্যে এই আক্রমণগুলির অভিসন্ধি বা তার পেছনে কী মনোভাব আছে তা যাচাই করে নেওয়া যায়।

আমি 'গুহাবাসী সেই লোকদের' সম্পর্কেও কিছু বলব না যে লোকেরা কিস্‌লোভোদস্ক-এর কাছে কোথাও জড়ো হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নানা সংস্থার বিরুদ্ধে সব রকম অভিসন্ধি রচনা করেছে। তারা তাদের অভিসন্ধি চালিয়েই যাক, এই তো তাদের কাজ। আমি শুধু জোরের সঙ্গে বলতে চাই, যে পাশেভিচ অভিসন্ধির রাজনীতির বিরুদ্ধে এত হাঁকডাক সহকারে কথা বলেছেন, দেখা গেছে তিনিই অভিসন্ধি রচয়িতাদের একজন এবং এটাও স্পষ্ট যে কিস্‌লোভোদস্ক-এর নিকটে অনুষ্ঠিত 'গুহাবাসীদের' সেই সম্মেলনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আচ্ছা, তাঁর সম্পর্কে শুধু এইটুকই বললাম। (**হাস্যধ্বনি**।)

হাতে যা কাজ তার আলোচনায় যাওয়া যাক।

১। সোকোল্‌নিকভ এবং আমাদের দেশের ডাওয়েসীকরণ

সবার আগে কটি প্রত্যুত্তর দেওয়া যাক। প্রথম প্রত্যুত্তর দিচ্ছি সোকোল্‌নিকভকে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন: 'স্তালিন যখন দুটি সাধারণ লাইনকে ধিক্কার জানালেন তখন তিনি আমাদের বিপথচালিত করেছেন, কারণ ঐ দুটি লাইন তাঁর আলাদাভাবে তুলে ধরা উচিত ছিল, তাঁর উচিত ছিল যন্ত্রপাতি আমদানীর কথা না বলে, তৈরী জিনিসপত্র আমদানীর

ব্যাপারে কথা বলা।' আমি জোর দিয়ে বলছি যে সোকোল্‌নিকভের বিবৃতি স্তালিন-এর বক্তব্যের পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে তাঁর মুখোস পুরোপুরি খুলে দিয়েছে। আমি বলতে চাই যে আসলে সোকোল্‌নিকভ আমাদের দেশকে ডাওয়েসীকরণের ওকালতিই করেছেন। আমার রিপোর্টে আমি কী বলেছিলাম? আমি কি রপ্তানী ও আমদানীর পরিকল্পনা নিয়ে বলেছিলাম? অবশ্যই তা বলিনি। সকলেই জানেন যে, যন্ত্রপাতি আমদানী করতে আমরা এখন বাধ্য। কিন্তু সোকোল্‌নিকভ এই প্রয়োজনকে একটি নীতি, তত্ত্ব, বিকাশের একটি সম্ভাবনায় পরিণত করেছেন। এখানেই হচ্ছে সোকোল্‌নিকভের ভুলটি। আমার রিপোর্টে আমি আমাদের জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে দুটি মৌলিক, পথপ্রদর্শক, সাধারণ লাইনের কথা বলেছিলাম। পুঁজিবাদী অবরোধের পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করার পথের প্রশ্নকে সুস্পষ্ট করার জন্যই আমি বলেছিলাম। আমার রিপোর্টে আমি আমাদের সাধারণ লাইন নিয়ে বলেছিলাম, কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে আমাদের দেশকে একটি শিল্পায়িত দেশে পরিণত করার সম্ভাবনার ব্যাপারে বলেছিলাম। একটি কৃষিপ্রধান দেশ কাকে বলব? একটি কৃষিপ্রধান দেশ তাকেই বলা যায় যা কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী করে এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় যা যন্ত্রপাতি (মেশিন ইত্যাদি) উৎপাদন করে না বা খুবই কম উৎপাদন করে। বিকাশের ঐ স্তরে যদি আমরা আটকে পড়ে যাই তাহলে যন্ত্রপাতি ও মেশিন ইত্যাদি আমাদের নিজের চেষ্টায় উৎপাদন না করে আমাদের সেগুলি আমদানীই করতে হবে এবং তাহলে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি লেজুড়ে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে তখন কোন গ্যারান্টিই থাকবে না। ঠিক তারই জন্য আমাদের দেশে উৎপাদনের উপায়গুলি তৈরী করার বিকাশের দিকেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এটা কি হতে পারে যে সোকোল্‌নিকভ এরকম প্রাথমিক একটা জিনিসও বুঝে উঠতে পারেন না? অথচ শুধু এই সম্পর্কেই আমি আমার রিপোর্টে বলেছিলাম।

ডাওয়েস পরিকল্পনার দাবিটা কী? তা দাবি করছে জার্মানি যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের জন্য প্রদেয় তার অর্থ বাজার থেকে, মুখ্যতঃ আমাদের সোভিয়েত বাজার থেকে, আদায় করুক। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? তা থেকে দাঁড়াচ্ছে জার্মানি আমাদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে আর আমরা তা আমদানী করব

এবং কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করব। আমরা অর্থাৎ আমাদের শিল্প ইউরোপের কাছে বাঁধা পড়ে থাকবে। এই হচ্ছে ডাওয়েস পরিকল্পনার ভিত্তির মূল কথা। এই প্রসঙ্গে আমি আমার রিপোর্টে বলেছিলাম আমাদের দেশ সম্পর্কে ডাওয়েস বালির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন? আমি বলেছিলাম—'কারণ জার্মানি সহ অন্য যে-কোন দেশের হিতার্থে আমাদের দেশকে একটি কৃষিপ্রধান দেশে রূপান্তরের বিন্দুমাত্র বাসনাও আমাদের নেই,' কারণ 'আমরা নিজেরাই যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়গুলি নির্মাণ করব।' কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে আমাদের দেশকে নিজের চেষ্টায় নিজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে সমর্থ একটি শিল্পায়িত দেশে রূপান্তরিত করা—এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ লাইনের মূল কথা, তার ভিত্তি। সমস্ত কাজকর্ম আমাদের এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে করে আমাদের বাণিজ্য-পরিচালকমণ্ডলীর লক্ষ্য ঠিক এই দিকটিতে—অর্থাৎ আমাদের দেশ যন্ত্রপাতি আমদানীকারী একটি দেশ থেকে যাতে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী একটি দেশে পরিণত হয় সেই দিকটিতে নিবদ্ধ হয়। কারণ তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রধান গ্যারান্টি। আমাদের দেশটি যে পুঁজিবাদী দেশগুলির একটি লেজুড়ে পরিণত হবে না, এটি হচ্ছে তার গ্যারান্টি। সোকোল্‌নিকভ এই সহজ অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপারটিই বুঝতে চাইছেন না। ডাওয়েস পরিকল্পনার রচয়িতারা চাইবেন আমরা যেন সুতীবস্ত্র ইত্যাদির উৎপাদনেই আমাদের সীমাবদ্ধ রাখি; কিন্তু তা তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ আমরা শুধু সুতীবস্ত্রই উৎপাদন করতে চাই না, আমরা চাই সুতীবস্ত্র উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও তৈরী করতে। তাঁরা চাইবেন আমরা যেন মোটরগাড়ী ইত্যাদির উৎপাদনেই আমাদের সীমাবদ্ধ রাখি; কিন্তু তা তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ আমরা শুধু মোটরগাড়ীই উৎপাদন করতে চাই না, আমরা চাই মোটরগাড়ী তৈরী করার যন্ত্রপাতিও উৎপাদন করতে। তাঁরা চাইবেন আমরা পাদুকা ইত্যাদির উৎপাদনেই আমাদের সীমাবদ্ধ রাখি; কিন্তু তা তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় কারণ আমরা শুধু পাদুকাই উৎপাদন করতে চাই না, আমরা চাই পাদুকা তৈরী করার যন্ত্রপাতিও উৎপাদন করতে; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই হচ্ছে দুটি সাধারণ লাইনের মধ্যেকার পার্থক্য এবং সোকোল্‌নিকভ তা বুঝতে চাইছেন না।

আমাদের লাইনটি পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের কর্তব্যগুলিই পরিত্যাগ করা, আমাদের দেশকে ডাওয়েসীকরণের দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা।

২। কামেনেভ এবং কৃষক-জনগণকে প্রদত্ত আমাদের বিশেষ সুবিধাসমূহ

দ্বিতীয় প্রত্যুত্তর কামেনেভ-এর উদ্দেশে। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্পর্কিত, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থাদির বিলোপ সম্পর্কিত, খাজানা, জমি ইজারা দেওয়া এবং মজুর খাটানো সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের প্রশ্নে সুপরিজ্ঞাত সিদ্ধান্তগুলি চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে গ্রহণ করে আমরা কৃষকদের নয় কুলাকদেরই বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছি—এই সুবিধাগুলি কৃষকদের দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে। এটা সত্য কি? আমি জোর দিয়েই বলছি—তা সত্য নয়; এটা পার্টির বিরুদ্ধে একটি কুৎসা। আমি জোর দিয়েই বলছি একজন মার্কসবাদী এভাবে প্রশ্নটিকে দেখতে পারেন না; একজন উদারনীতিবাদীই এভাবে প্রশ্নটিকে দেখতে পারেন।

চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে আমরা কী কী বিশেষ সুবিধা দিয়েছি? এই বিশেষ সুবিধাগুলি নয়া অর্থনৈতিক নীতির কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা? নিঃসন্দেহে সেগুলি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনে হয় আমরা এপ্রিল সম্মেলনেই নেপ্‌কে সম্প্রসারিত করেছিলাম—তাই না? বিরোধীরাই জবাব দিন: এপ্রিলেই আমরা নেপ্‌কে সম্প্রসারিত করেছিলাম কিনা? যদি তাই করে থাকি, তাহলে তাঁরা চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন কেন? আর এটা কি সুপরিজ্ঞাত নয় যে আমরা সবাই নেপ্‌-এর সম্প্রসারণের বিরোধী ছিলাম? তাহলে মূল বিষয়টা কী? মূল বিষয়টা হচ্ছে কামেনেভ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন; কারণ নেপ্‌-এর মধ্যেই রয়েছে বাণিজ্যের, পুঁজিবাদের, জনমজুর খাটানোর অনুমতি দান; আর চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি নেপ্‌-এরই অভিব্যক্তি—এবং যে নীতিটি লেনিন আমাদের সঙ্গে থাকার সময়ই আমরা চালু করেছিলাম। লেনিন কি এ কথা জানতেন যে প্রথম পর্যায়গুলিতে নেপ্‌-এর সুযোগ মুখ্যতঃ নেবে পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী এবং কুলাকরা? নিশ্চয়ই তিনি তা জানতেন। কিন্তু লেনিন কি এ কথা বলেছিলেন যে নেপ্‌-এর প্রচলন

করে আমরা কৃষকদের নয়, মুনাফাখোর এবং পুঁজিপতিদেরই বিশেষ সুবিধা দিচ্ছি? না, তিনি তা বলেননি এবং বলতেও পারেন না। বরং উল্টোদিকে তিনি সব সময়ই বলতেন যে—বাণিজ্য এবং পুঁজিবাদের অনুমতি দিয়ে এবং নেপ্-এর দিকে আমাদের নীতির গতিমুখ পরিবর্তিত করে দিয়ে আমরা কৃষকদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছি যাতে করে আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী-বন্ধনকে অব্যাহত রাখতে ও জোরদার করে তুলতে পারি; যেহেতু বর্তমান অবস্থায় কৃষকেরা বাণিজ্য ছাড়া থাকতে পারে না এবং কিছু পরিমাণে পুঁজিবাদের উদ্ভবের অনুমতি দেওয়া ছাড়া তারা চলতে পারে না, যেহেতু বর্তমান অবস্থায় একমাত্র বাণিজ্য ছাড়া আমরা এই মৈত্রী গড়ে তুলতে পারি না—তাই একমাত্র এই পথেই আমরা এই মৈত্রীকে জোরদার করে তুলতে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি। বিশেষ সুবিধা-প্রদান সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে লেনিন এভাবেই দেখেছিলেন। এভাবেই ১৯২৫ সালের এপ্রিলে বিশেষ্ সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে দেখা উচিত।

এই বিষয়ে লেনিনের অভিমতটি আপনাদের কাছে পড়ে দেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন। দেখুন কিভাবে পার্টির নূতন নীতি, নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করাকে মস্কো গুবের্নিয়ার পার্টি ইউনিটগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে **পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক তাঁর বক্তৃতায় তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন:

> 'এই নীতিটিকে কেমন করে কমিউনিজ্‌ম্-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, কেমন করে কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাষ্ট্র অবাধ বাণিজ্যের বিকাশকে সহজ করে দিতে পারছে সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। কমিউনিজ্‌ম্-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা হিতকর কি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে কৃষি অর্থনীতিতে যেসব পরিবর্তন এসেছে সেগুলিকে সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সর্বপ্রথম অবস্থাটা ছিল এই যে আমরা দেখলাম সমগ্র কৃষক-জনগণ জমিদারদের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। গরিব কৃষক এবং কুলাক সবাই সমানভাবে, যদিও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব থেকে, জমিদারদের বিরোধিতা করছিল: কুলাকরা সংগ্রাম করছিল জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে তাতে নিজেদের খামার গড়ে তোলার জন্য। তখনই এটা দেখা গেল যে কুলাক এবং গরিব কৃষকদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য। ইউক্রেনে আজ পর্যন্ত এখানকার চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কারভাবে স্বার্থের

এই বিভিন্নতা দেখতে পাই। গরিব কৃষকেরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এমনিতে তেমন বিশেষ কিছু একটা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করছে না কারণ তাদের না আছে তার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, না আছে তেমন যন্ত্রপাতি। আর আমরা দেখতে পেলাম গরিব কৃষকরা সংগঠিত হয়ে কুলাকদের দ্বারা জমিদারদের জমি দখল করে নেওয়াকে প্রতিরোধ করছে। ঐ সময়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনে যেসব গরিব কৃষকদের কমিটি গড়ে ওঠে—সোভিয়েত সরকার তাদের সহায়তা করে। ফলটা কী দাঁড়াল? **ফলটা দাঁড়াল এই যে মাঝারি কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াল।**…কুলাক আর গরিব কৃষকদের মধ্যেকার চরম ভাবটা হ্রাস পেয়েছে; জনসংখ্যার অধিকাংশ মাঝারি কৃষকদের অবস্থার কাছাকাছি এসেছে। আমরা যদি আমাদের কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন বাড়াতে চাই তবে সবার আগে মাঝারি কৃষকদের কথা ভাবতে হবে। **এই পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নীতিকে পরিবর্তিত করতে হয়েছে।…তাই, কৃষকদের প্রতি নীতির এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে হবে কৃষকদের নিজেদের অবস্থানের ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই। গ্রামাঞ্চল বেশি বেশি করে মাঝারি কৃষক অধ্যুষিত হয়ে উঠেছে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বৃদ্ধির কথা ভাবতে হলে এদের কথা ভাবতেই হবে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৪-০৫ দেখুন)।

রচনাবলীর ঐ একই খণ্ডে, ২৪৭ পৃষ্ঠায় লেনিন এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন:

'**মাঝারি কৃষকদের অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে,** এই মাঝারি কৃষকদের অর্থনীতিকে তিন বছরের মধ্যে রূপান্তরিত করে দিতে আমরা পারিনি এবং দশ বছরেও তাঁকে রূপান্তরিত করে দিতে পারব না।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

অর্থাৎ, আমরা বাণিজ্যে স্বাধীনতার প্রচলন করেছি, পুঁজিবাদের আবির্ভাবের অনুমতি দিয়েছি, নেপ্-এর প্রচলন করেছি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে দ্রুততর করার জন্য, কৃষক-জনগণের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীবন্ধনকে

জোরদার করে তোলার জন্য। এই মৈত্রী, নেপ্-এর লাইন ধরে এই সুবিধাগুলির ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর স্বার্থে কাজ করা—এই বিষয় সম্পর্কে ঐ ছিল লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি।

লেনিন কি ঐ সময়ে এ কথা জানতেন যে, মুনাফাখোরেরা, পুঁজিপতিরা, কুলাকরা নেপ্-এর কৃষকদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাগুলির সুযোগ গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই তিনি তা জানতেন। তার অর্থ কি এই যে ঐ সুবিধাগুলি আসলে মুনাফাখোর ও কুলাকদের জন্যই দেওয়া হয়েছিল? না, তা নয়। কারণ সাধারণভাবে নেপ্, বিশেষ করে বাণিজ্যের ব্যাপারে সুবিধাগুলির সুযোগ শুধু পুঁজিপতিরা ও কুলাকরাই নিচ্ছে না, তার সুযোগ গ্রহণ করছে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থাগুলিও। কারণ পুঁজিপতি আর কুলাকরাই শুধু বাণিজ্য করে না, বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সমবায়গুলিও করে। আর যখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সমবায়গুলি কিভাবে বাণিজ্য করতে হয় তা শিখে ফেলবে, তখন তারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যবসায়ীদের তুলনায় প্রবল হয়ে উঠবে (এবং এর মাঝেই প্রবল হয়ে উঠছে!) আমাদের শিল্পকে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে তুলবে।

এ থেকে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রদত্ত সুবিধাগুলি মূলতঃ এগিয়েছে কৃষক-জনগণের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীবন্ধনকে জোরদার করে তোলার এবং সেই মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলার অভিমুখেই।

কেউ যদি তা বুঝতে না পারেন তাহলে প্রশ্নটিকে তিনি দেখবেন একজন উদারনীতিক হিসেবে, লেনিনবাদী হিসেবে নয়।

৩। হিসেবে ভুল হয়েছে কাদের?

তৃতীয় প্রত্যুত্তর—সোকোলনিকভকে। তিনি বলছেন: 'শরৎকাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সঠিকভাবে বলতে গেলে তা হয়েছে আমাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখার জন্য, আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিপক্কতা বাড়িয়ে দেখার জন্য, আমাদের সামর্থ্য, বর্তমান সময়ে সমগ্র অর্থনীতিকে পরিচালনার ব্যাপারে ইতিমধ্যে অর্জিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেখার জন্য।'

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, সংগ্রহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে আমার মনে রয়েছে ১৯২৪-২৫ সালের প্রতিকূল বাণিজ্যের কথা—হিসেবের যে

ভুল হয়েছে সেই ভুলগুলি আমাদের পরিচালক সংস্থাগুলির ভুলের জন্য ঘটেনি, ঘটেছে আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পরিপক্বতাকে বাড়িয়ে দেখার জন্য। আর দেখা যাচ্ছে এর জন্য বদনামটা পড়ছে বুখারিনের উপর কারণ তাঁর 'মতাবলম্বীরাই' তো আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পরিপক্বতা সম্পর্কে বাড়তি রকমের ধারণা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করে থাকেন।

অবশ্য, বক্তৃতা করার সময় সোকোল্‌নিকভ প্রায়ই যে রকম চাতুরী প্রদর্শন করে থাকেন সেরকম নানা চাতুরী যে-কেউ প্রদর্শন 'করতে পারেন'। কিন্তু মনে রাখা ভাল, শেষ পর্যন্ত তিনি কদ্দূর যেতে পারবেন। কী করে একজন এরকম একান্ত বাজে কথা এবং নির্জলা মিথ্যা কথা একটি কংগ্রেসে বলতে পারেন?

নভেম্বরের শুরুতে রাজনৈতিক ব্যুরোর যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় তার কথা কি সোকোল্‌নিকভ জানেন না, ঐ সভাতেই সংগ্রহ ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয় এবং তাতেই পরিচালক সংস্থাগুলির ভুলগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক, কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক সংশোধিত হয় অথচ বলা হচ্ছে তারাই নাকি আমাদের সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেখেছিল? কংগ্রেসে কী করে একজন এরকম আজেবাজে কথা বলতে পারেন? আর বুখারিনের 'সমমতাবলম্বীদের' অথবা বুখারিনের এতে ভূমিকাটি কি? কী চমৎকার আচরণ—নিজের পাপের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া! সোকোল্‌নিকভ কি জানেন না যে হিসেবের ভুল-সংক্রান্ত প্রশ্নের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট সমস্ত গুবেরনিয়া পার্টি কমিটিগুলিকে পাঠানো হয়েছে? কঠোর সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে পালাবার পথ এখানে কোথায়? বক্তৃতা দেওয়ার সময় চাতুরী 'করা যায়', কিন্তু মনে রাখা ভাল তাতে তিনি কতদূর যেতে পারবেন।

৪। সোকোল্‌নিকভ কিভাবে গরিব কৃষকদের রক্ষা করেন

সোকোল্‌নিকভকেই চতুর্থ আরেকটি প্রত্যুত্তর। তিনি এখানে বলেছেন যে, তিনি অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশার হিসেবে সর্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করছেন যাতে করে কৃষি-কর আয়ের অনুপাতেই আদায় করা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বাধা পাচ্ছেন, তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে যার জন্য তিনি গরিব কৃষকদের রক্ষা

করতে এবং কুলাকদের দমিয়ে রাখতে পারছেন না—এটা বোধ হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। কমরেডগণ, এ কথা সত্য নয়। এটা পার্টির বিরুদ্ধে একটা কুৎসা রটনা। আয়ের ভিত্তিতে কৃষি-কর সরকারীভাবে পরিবর্তনের প্রশ্নটি—আমি বলছি সরকারীভাবে পরিবর্তনের প্রশ্নটি, কারণ আসলে এটা হচ্ছে একটি আয়কর—এই প্রশ্ন এ বছরের অক্টোবরের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উত্থাপিত হয়, কিন্তু একমাত্র সোকোল্‌নিকভ ছাড়া কেউই ঐ প্রস্তাবটি কংগ্রেসে উত্থাপনের ব্যাপারে সমর্থন জ্ঞাপন করেননি কারণ তা তখনো কংগ্রেসে উপস্থিত করার মতো করে তৈরী করা যায়নি। ঐ সময়ে সোকোল্‌নিকভ তাঁর প্রস্তাব নিয়ে পীড়াপীড়ি করেননি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গরিব কৃষকদের স্বার্থে না হলেও বিরোধীদের স্বার্থে তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সোকোল্‌নিকভ অনাগ্রহী নন। ভাল কথা, সোকোল্‌নিকভ যখন এখানে গরিব কৃষকদের সম্পর্কে বলছেন তখন আমাকে একটি ঘটনা বিবৃত করার অনুমতি দিন, তাতে করে গরিব কৃষকদের এই নির্ভেজাল রক্ষাকর্তা সোকোল্‌নিকভের অবস্থানের আসল স্বরূপটি চেনা যাবে। বেশি আগে নয়, রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশার কমরেড মিলিউতিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এক রুবলের কম কর প্রদানকারী গরিব কৃষকদের খামারকে কর থেকে রেহাই দিয়ে দেবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে কমরেড মিলিউতিনের স্মারকলিপি থেকে এ কথা পরিষ্কার যে এক রুবলের কম কর প্রদানকারীদের কাছ থেকে গোটা রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে মোট প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার রুবল রাজস্ব আদায় হয়—অথচ ঐ করটি কৃষক-জনগণের কাছে বিরক্তির কারণ এবং ঐ কর সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয় ঐ কর থেকে পাওয়া মোট রাজস্বের সামান্য একটু কম মাত্র। গরিব কৃষকদের পরিত্রাতা সোকোল্‌নিকভ কী করেছিলেন? তিনি কমরেড মিলিউতিনের সিদ্ধান্তটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি পনেরটি গুবের্নিয়া কমিটির কাছ থেকে এই ব্যাপারে প্রতিবাদপত্র পেয়েছেন। সোকোল্‌নিকভ কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে রইলেন। তারপর কেন্দ্রীয় কমিটিকে চাপ দিয়ে সোকোল্‌নিকভকে বাধ্য করা হয় এক রুবলের কম কর আদায় না করার ব্যাপারে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারের ঐ একান্ত সঠিক সিদ্ধান্তটির উপর থেকে তাঁর অবরোধটি তুলে নেওয়ার জন্য। একেই সোকোল্‌নিকভ জাহির করছেন গরিব কৃষকদের 'স্বার্থরক্ষা' হিসেবে। আর

এই ধরনের লোকেরাই—এই রকম বিবেকবান ব্যক্তিরাই—সবচেয়ে নরম করে বললে কী বলব বলুন তো?—আবার কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখান। তাজ্জব ব্যাপার, কমরেডগণ, একেবারে তাজ্জব ব্যাপার!

৫। মতাদর্শগত সংগ্রাম, না কুৎসা-কীর্তন?

সব শেষে, আরও একটি প্রত্যুত্তর। **বিতর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত তথ্যের সংকলন**-এর রচয়িতাদের কথা মনে রেখেই আমার প্রত্যুত্তরটি। গতকাল সদ্য প্রকাশিত **বিতর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত তথ্যের সংকলন** গোপনে এখানে শুধুমাত্র কংগ্রেসের সদস্যদের জন্য বিতরিত হয়েছে। এই সংকলনে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, এই বছরের এপ্রিলে আমি গ্রামীণ সংবাদদাতাদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা পুনঃপ্রবর্তনের ধারণার প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করেছি। দেখা যাচ্ছে, অন্যতম একজন গ্রামীণ সংবাদদাতার অনুরূপ 'ধারণাটি' **বেদনোতাভে**[৬৩] প্রকাশিতও হয়েছে; ঐ 'ধারণা' সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, আমি তা দেখিনি। এই বছরের অক্টোবরে এ সম্পর্কে আমি জানতে পারি। তার আগে এপ্রিলে, অন্য সংবাদ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আমাদের সম্পর্কে আজগুবি সব মিথ্যা রটনার ব্যাপারে কুখ্যাত রিগা সংবাদ প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক সংবাদপত্রে অনুরূপ একটি রিপোর্ট প্রচার করে; প্যারিসস্থ আমাদের লোকেরা তা আমাদের জানান—তাঁরা আমাদের পররাষ্ট্র-বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদে টেলিগ্রাম করে ঐ খবরটির প্রতিবাদ জ্ঞাপনের দাবি জানান। ঐ সময়ে আমি আমার সহকারীর মাধ্যমে কমরেড চিচেরিনকে জানিয়ে দিয়েছিলাম: 'যদি কমরেড চিচেরিন সর্বপ্রকার আজেবাজে ব্যাপার ও কুৎসাকে খণ্ডন করতে চান তবে তিনি তা খণ্ডন করতে পারেন' (কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল দ্রষ্টব্য)।

পূতপবিত্র ঐ **'সংকলনের'** রচয়িতারা এসব কথা জানেন কি? অবশ্যই তাঁরা তা জানেন। তাহলে কেন তাঁরা ঐ ধরনের বাজে কথা ও গল্পকথা প্রচার করেই চলেছেন? তাঁরা অর্থাৎ ঐ বিরোধীরা কী করে রিগা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারলেন? তাঁরা কি এত নীচেই নেমে গেছেন? (**একটি কণ্ঠ**: 'কী লজ্জা!')

তাছাড়া, 'গুহাবাসী ঐ লোকদের' আচার-আচরণ জানা আছে এবং তাঁরা যে রিগা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি বার বার গ্রহণ করতে পারে এ কথা জানা আছে বলেই আমি বেদনোতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে একটি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করি। এ ধরনের আজেবাজে বক্তব্য খণ্ডন করা হাস্যকর, কিন্তু কাদের নিয়ে আমাকে কারবার করতে হচ্ছে এ কথা জেনে আমি সবকিছু সত্ত্বেও ঐ প্রতিবাদপত্রটি প্রেরণ করি। তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

'বেদনোতা'র সম্পাদকমণ্ডলী সমীপে,

'কমরেড সম্পাদক, সম্প্রতি আমি কয়েকজন কমরেডের কাছ থেকে জানতে পারি বেদনোতা'র ১৯২৫ সালের ৫ম খণ্ডের, চতুর্থ সংখ্যায় আমার সঙ্গে গ্রামীণ সংবাদদাতাদের যে সাক্ষাৎকার হয় সে সম্পর্কে একজন গ্রামীণ সংবাদদাতার ধারণার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়; আমি ঐ সময়ে তা পড়ার সুযোগ পাইনি ; তাতে নাকি বলা হয়েছে যে জমিতে চল্লিশ বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণাটির প্রতি আমি আমার সহানুভূতি প্রদর্শন করেছি। যদিও এই আজগুবি রিপোর্টকে খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন নেই, কারণ তা নিতান্তই উদ্ভট ব্যাপার, তা সত্ত্বেও মনে হয় এই রিপোর্টটি যে একটি নির্জলা মিথ্যা এবং তা যে পুরোপুরি লেখকের উর্বর কল্পনাপ্রসূত বেদনোতাতে তা প্রকাশ করার অনুমতি চাওয়াটা অনাবশ্যক হবে না।

জে. স্তালিন'

ঐ 'সংকলন'-এর রচয়িতারা কি এই চিঠির কথা জানেন? নিঃসন্দেহে তাঁরা তা জানেন। তাহলে তাঁরা এসব বানানো কথা আর আষাঢ়ে গল্প রটিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এটা কী ধরনের সংগ্রামের পদ্ধতি? তাঁরা বলছেন এটা নাকি একটা মতাদর্শগত সংগ্রাম। না, কমরেডগণ, এটা কিন্তু কোন মতাদর্শগত সংগ্রাম নয়। আমাদের রুশ ভাষায় এটা হচ্ছে নির্জলা একটি কুৎসা।

এখন নীতিগত মৌল প্রশ্নগুলির আলোচনায় যাওয়ার অনুমতি দিন আমাকে।

৬। নয়া অর্থনৈতিক নীতি (NEP) প্রসঙ্গে

নেপ্ সংক্রান্ত প্রশ্ন। কমরেড ক্রুপস্কায়ার কথা এবং নেপ্ সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা করেছেন সে কথা মনে রেখেই বলছি। তিনি বলেছেন: 'মূলতঃ নেপ্ হচ্ছে কিছু কিছু শর্তাধীনে অনুমতিপ্রাপ্ত পুঁজিবাদ, যে পুঁজিবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র শিকলে বেঁধে রেখেছে। -' কথাটা কি সত্য? হাঁ, সত্য এবং সত্য নয়ও। পুঁজিবাদকে যে আমরা শিকলে বেঁধে রেখেছি এবং যতদিন তা বজায় থাকবে ততদিন যে তাকে শিকলে বেঁধে রাখা হবে—এ কথাটি একটি বাস্তব ঘটনা এবং সত্য। কিন্তু নেপ্ হচ্ছে পুঁজিবাদ এ কথা বলা একটি বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা। নেপ্ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের একটি বিশেষ নীতি যা পুঁজিবাদ গড়ে তোলার অনুমতি দানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের একান্ত প্রভাবশালী অবস্থানকে অব্যাহত রেখে, পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির মধ্যেকার সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য রেখে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির ভূমিকা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে, শ্রেণী-সমূহের বিলোপসাধন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলার বিশেষ একটি নীতি। কেউ যদি নেপ্-এর এই অন্তর্বর্তী-কালীন, দ্বৈত চরিত্রটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন তবে তিনি লেনিনবাদ থেকেই বিচ্যুত হবেন। নেপ্ যদি পুঁজিবাদ হয় তবে যে নেপ্-এর রাশিয়ার কথা লেনিন বলেছেন তা হতো পুঁজিবাদী রাশিয়া। কিন্তু আজকের এই রাশিয়া কি একটি পুঁজিবাদী দেশ, না পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালীন একটি দেশ? তাহলে 'পুঁজিবাদী রাশিয়াই সমাজতন্ত্রী রাশিয়া হবে' সোজাসুজি এ কথা না বলে লেনিন কেন ভিন্নতর একটি সূত্র: 'নেপ্-এর রাশিয়া সমাজতন্ত্রী রাশিয়া হবে' এই সূত্রটি হাজির করলেন? বিরোধীরা কি কমরেড ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে একমত যে নেপ্ হচ্ছে পুঁজিবাদ, না তাঁরা একমত নন? আমার মনে হয় এই কংগ্রেসে এরকম একজন সদস্যও পাওয়া যাবে না যিনি কমরেড ক্রুপস্কায়ার সূত্রের সঙ্গে একমত। নেপ্ সম্পর্কে কমরেড ক্রুপস্কায়া সম্পূর্ণ বাজে কথা বলেছেন (এ কথা বলার জন্য তিনি যেন আমাকে মার্জনা করেন)। বুখারিনের বিরুদ্ধে লেনিনের সপক্ষে এরকম বাজে কথা নিয়ে এসে কেউ কিছু করে উঠতে পারবেন না।

এই প্রশ্নের সঙ্গে বুখারিনের ভুলটি জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর ভুলটি কী? কোন্ কোন্ প্রশ্নে বুখারিনের সঙ্গে লেনিনের বিরোধ দেখা দিয়েছিল? লেনিন মনে করতেন—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বুখারিন তা অস্বীকার করেন। তাঁর অভিমত ছিল এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাফারোভ সহ 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদেরও অভিমত ছিল এই যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অবশ্য লেনিনই সঠিক ছিলেন, বুখারিন ছিলেন ভুল। তিনি তাঁর এই ভুল স্বীকারও করেছিলেন। এই ছিল বুখারিনের ভুলটি। কিন্তু সে হল অতীতের কথা। আজ যদি ১৯২৫ সালের মে মাসে তিনি আবার বলেন যে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রশ্নে তিনি লেনিনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন তবে আমার মনে হয় তা একটি সোজা ভুল বুঝাবুঝি। হয় তিনি খোলামনে তাঁর বিবৃতিটি প্রত্যাহার করে নেবেন, আর তা না হলে তা হবে একটা ভুল বুঝাবুঝি, কারণ রাষ্ট্রীয় শিল্পসংক্রান্ত প্রশ্নে যে লাইনকে এখন তিনি সমর্থন করছেন তা লেনিনেরই লাইন। লেনিন বুখারিনের কাছে আসেননি; উল্টোদিকে বুখারিনকেই লেনিনের কাছে আসতে হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই আমরা বুখারিনকে সমর্থন করছি। (হর্ষধ্বনি।)

কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ-এর প্রধান ভুলটি হচ্ছে এইখানে যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রশ্নকে ওঁরা দেখছেন পণ্ডিতী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিবর্জিতভাবে এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে। এই প্রশ্নে এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি লেনিনবাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিরই ঘোর বিরোধী। লেনিন কিভাবে প্রশ্নটিকে হাজির করেছিলেন? ১৯২১ সালে এ কথা জানা ছিল যে আমাদের শিল্প অনগ্রসর অথচ কৃষকদের জিনিসপত্রের প্রয়োজন রয়েছে, এ কথা জানা ছিল যে তা (অর্থাৎ শিল্পকে) এক ধাক্কায় বাড়িয়ে তোলা যাবে না, শ্রমিকরাও বিশেষ পরিস্থিতির জন্য শিল্পে ততখানি জড়িত না থেকে সিগারেট-লাইটার ইত্যাদি তৈরী করতেই ব্যাপৃত রয়েছেন—এই পরিস্থিতিতে লেনিনের অভিমত ছিল এই যে সবকটি সম্ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা হচ্ছে বৈদেশিক পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানো, তার সাহায্য নিয়ে শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো, এভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রবর্তন করা এবং তার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত শক্তি ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে

তোলা। ঐ সময়ে ঐ লাইনটি ছিল একান্ত সঠিক, কারণ কৃষক-জনগণকে সন্তুষ্ট করার এ ছাড়া অন্য কোন উপায় আমাদের ছিল না। আমাদের শিল্পের তখন খুবই খারাপ অবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা অচল অথবা প্রায় অচল একটা অবস্থায়, জ্বালানির ছিল অভাব আর ঘাটতি। ঐ সময়ে লেনিন কি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে আমাদের অর্থনীতির প্রধান রূপ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য ও বাঞ্ছিত বলে মনে করেছিলেন? হাঁ, তা করেছিলেন। কিন্তু তা হচ্ছে সেই ১৯২১ সালের কথা। এখন অবস্থাটা কী? আমরা কি এখন বলতে পারি যে আমাদের কোন শিল্প নেই, বলতে পারি যে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা অচল এবং আমাদের জ্বালানি ইত্যাদি নেই? না, আমরা তা বলতে পারি না। এটা কি অস্বীকার করা চলে যে আমাদের চেষ্টাতেই আমাদের শিল্প ও কৃষি, শিল্প (আমাদের শিল্প) এবং কৃষি অর্থনীতির মধ্যে সোজাসুজি একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে? না, তা করা চলে না। এটা কি অস্বীকার করা চলে যে শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় 'পুঁজিবাদ' এবং 'সমাজতন্ত্র' ইতিমধ্যেই নিজেদের স্থান বদল করে নিয়েছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং বিশেষ সুবিধা ও ইজারা ইত্যাদির গুরুত্বের দিক থেকে (পূর্বতনটির অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী শিল্পের আছে ৫০,০০০ শ্রমিক আর পরেরটির অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্পের রয়েছে ৩৫,০০০ শ্রমিক) তা নগণ্য? না, তা অস্বীকার করা চলে না। এর আগে ১৯২২ সালেই লেনিন বলে গেছেন, বিশেষ সুবিধা আর ইজারা দেওয়া থেকে আমাদের দেশে তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।

এ থেকে কী বেরিয়ে আসছে? তা থেকে বেরিয়ে আসছে এই যে ১৯২১ সাল থেকে আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে, ঐ সময়ে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প এবং সোভিয়েত সমবায় বাণিজ্য প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে, আমরা এর মাঝেই শহর ও গ্রামের মধ্যে আমাদের আপন চেষ্টাতেই একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে শিখে গেছি, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সবচেয়ে লক্ষণীয় রূপ—বিশেষ সুবিধা ও ইজারা পত্তনি—ঐ সময়ে বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায়নি, আর আজ এখন এই ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে আমাদের অর্থনীতির প্রধান রূপ হিসেবে গণ্য করার অর্থ হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রকৃতিকেই বিকৃত করা, এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে অতীত এবং বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেকার গোটা পার্থক্যটাকেই বুঝতে না

পারা, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রশ্নকে দ্বন্দ্বাত্মক থেকে না দেখে, তাকে পণ্ডিতী দৃষ্টি থেকে, অধিবিদ্যক দৃষ্টি থেকে দেখা।

সোকোল্নিকভের বক্তব্য শুনতে চান? তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছেন:

'আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যকে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী উদ্যোগ হিসেবেই পরিচালনা করা হচ্ছে।...আমাদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলিও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী উদ্যোগ। আর, কমরেডরা, আমাকে বলতেই হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কটিও ঠিক একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগ। আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে কী বলা যায়? আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে এই বাস্তব ঘটনাটি যে, সোভিয়েত অর্থনীতিতে যে পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠছে তাতে এমন একটি মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নীতিগুলির দ্বারাই অভিসিঞ্চিত।'

এই হচ্ছে সোকোল্নিকভের বক্তব্য।

খুব শীগগিরই হয়তো তিনি এতদূর যাবেন যে অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারকেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলে তিনি ঘোষণা করে বসবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভাবছিলাম, এবং আমরা সবাই ভাবছিলাম যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কটি রাষ্ট্র ব্যবস্থারই অংশ। এযাবৎ আমি ভাবছিলাম, এবং আমরা সবাই ভাবছিলাম যে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার তার চারি-পাশের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্থাসমূহের দ্বারা পরিবৃত হওয়া সত্ত্বেও তা হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রেরই অংশ এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের ধাঁচেরই একটি রাষ্ট্রযন্ত্র। এযাবৎ আমরা সবাই ভেবে আসছিলাম যে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রই হচ্ছে এই সমস্ত সংস্থাসমূহের একমাত্র মালিক। কিন্তু এখন সোকোল্-নিকভের মতে এই যে সংস্থাগুলি আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ সেই সংস্থাগুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্থা। বোধ হচ্ছে, আমাদের সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী এবং লেনিন তাকে যে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের ধরনের একটি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন তা ঠিক নয়। কেন? কারণ আমাদের সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র কি গ্রহণ করেনি এমন একটি 'মুদ্রা ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নীতিগুলির দ্বারাই অভিসিঞ্চিত?' একজন মানুষ কথা বলতে বলতে কী পরিমাণ বাজে বকতে পারেন দেখুন।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিনের অভিমতটি উদ্ধৃত করার

অনুমতি সর্বপ্রথম আমাকে দিন। কমরেডগণ, ১৯১৭ সালে লেনিনের লেখা একখানি বই থেকে আমি একটি অংশ তুলে ধরছি। যে বইখানির কথা বলছি তা হচ্ছে: **বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত রাখতে পারবেন?** যাতে লেনিন তখনো এই অভিমত পোষণ করে চলেছেন যে শিল্পের নিয়ন্ত্রণ (জাতীয়করণ নয় কিন্তু) অথচ তা সত্ত্বেও, তাঁর মতে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কটি থাকার অর্থ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের দশ ভাগের নয় ভাগ হাতে থাকা। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে লেনিন যা লিখে গেছেন তা এই:

'বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি হচ্ছে সেই "রাষ্ট্রযন্ত্র" যা সমাজতন্ত্র নিয়ে আসার জন্য **প্রয়োজন** এবং সেগুলি আমরা **তৈরী অবস্থায়** পুঁজিবাদের কাছ থেকে নিয়ে নেব; এখানে আমাদের কাজটুকু হচ্ছে এই চমৎকার যন্ত্রটির যে **অনাবশ্যক অংশগুলি** তাকে পুঁজিবাদী কায়দায় বিকৃত করে রেখেছে তা **কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে দেওয়া**, তাকে **আরও বড় করে** তোলা, আরও বেশি গণতান্ত্রিক, আরও বেশি সর্বব্যাপ্ত করে তোলা। পরিমাণ রূপান্তরিত হবে গুণে। একটি একক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, বৃহত্তমদের মধ্যেও যে হবে বৃহত্তম, প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি কারখানায় যার শাখা থাকবে—তা অচিরে হয়ে দাঁড়াবে **সমাজতান্ত্রিক** ব্যবস্থার দশ ভাগের নয় ভাগ। তা হয়ে দাঁড়াবে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিলি-বণ্টনের জাতি-জোড়া **জমা ও খরচের** জাতি-জোড়া **হিসেব-নিকেশের** খাতা, তা হয়ে দাঁড়াবে প্রকৃতির দিক থেকে যাকে বলা চলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের কংকাল স্বরূপ' (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৬০ দ্রষ্টব্য)।

লেনিনের এই কথাগুলিকে সোকোল্নিকভের বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন সোকোল্নিকভ কোথায় চলেছেন। তিনি যদি অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলে বলেন, আমি বিস্মিত হব না।

এখানে মূল বিষয়টি কী? সোকোল্নিকভ এমন ভুল করছেন কেন?

মূল বিষয় হচ্ছে সোকোল্নিকভ নেপ্-এর দ্বৈত প্রকৃতিটিই বুঝতে পারেননি, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের মধ্যেকার সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের দ্বৈত প্রকৃতিটাই তিনি বুঝতে পারেননি, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে বিকাশের যে দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি, বর্তমানের অন্তর্বর্তী-

কালীন অধ্যায়ে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলিই সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের পরাজয় ও বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তার দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিই তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। প্রশ্নটা মোটেই এই নয় যে বাণিজ্য আর মুদ্রা ব্যবস্থা 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির' পদ্ধতি কিনা। প্রশ্নটা হচ্ছে পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর এই পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলিকে পুঁজি-বাদী শক্তিসমূকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছে কিনা, সেগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে কিনা, সাফল্যের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করছে কিনা। সুতরাং কথাটা হচ্ছে আমাদের বিকাশের দ্বন্দ্বাত্মক বৈশিষ্ট্যের বুর্জোয়াদের ঐ হাতিয়ারগুলির কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে নীতিগত, মূলগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে; সেগুলি পুঁজিবাদের পক্ষে হানিকর এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছে। সোকোল্নিকভ-এর ভুল হচ্ছে এইখানে যে আমাদের অর্থনীতিতে এতসব জটিল এবং পরস্পর-বিপরীত প্রকৃতির যে প্রক্রিয়াগুলি চলছে তা তিনি বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক প্রকৃতির প্রশ্নে লেনিনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে দিন—কখন এবং কেন তিনি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে মুখ্য রূপ হিসেবে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছিলেন, কী তাঁকে তা করতে বাধ্য করেছিল, এবং ঠিক কী কী বাস্তব শর্তের কথা তিনি বলেছিলেন। (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'দয়া করে বলুন।')

> 'আমরা প্রায়ই যা দেখি কোন অবস্থাতেই তাকে ভুলে থাকতে পারি না, তা হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পত্তি যে কারখানাগুলি সেখানকার শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক মনোভাবটি, তাঁরা নিজেরাই জ্বালানি, কাঁচামাল জোগাড় করছেন এবং উৎপাদন করছেন অথবা যখন শ্রমিকেরা নিজেরাই শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী কৃষক-জনগণের মধ্যে উপযুক্তভাবে বিলি করছেন বা সেগুলিকে যানবাহনে করে পৌছিয়ে দিচ্ছেন। **এই হচ্ছে সমাজতন্ত্র।** কিন্তু তার পাশাপাশি রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সংস্থা যেগুলি প্রায়ই তা থেকে **স্বতন্ত্রভাবে** টিঁকে থাকে। তা স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে কেন? কারণ বৃহদায়তন শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়নি, কারণ সমাজতান্ত্রিক

শিল্পগুলি বোধহয় তাদের যা পাওয়া দরকার তার দশ ভাগের এক ভাগ পায় ; এবং তাদের যা পাওয়া দরকার তা যেহেতু তারা পায় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক কারখানাগুলি থেকে স্বতন্ত্র থেকে যায়। আমাদের দেশের অবিশ্বাস্য ধ্বংসের অবস্থা, জ্বালানির, কাঁচামালের এবং পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগের ঘাটতির ফলে সমাজতন্ত্রের থেকে আলাদাভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা টিঁকে থাকে এবং আমি বলছি : এই পরিস্থিতিতে—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কাকে বলব ? তা হবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থাগুলির সম্মিলন। পুঁজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকে সম্মিলিত করে, পুঁজি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকেই বেড়ে ওঠে। এই বাস্তব ঘটনাটির প্রতি চোখ বুঁজে থাকা কোন কাজের কথা নয়। এ কথা অবশ্য ঠিক যে **বাণিজ্যের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশ** ; এটা অস্বীকার করার ব্যাপার নয়। আর কেউ যদি এটা অস্বীকার করে তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখেন তবে বুঝতে হবে তিনি শুধু কথা দিয়ে নিজের মনকে ভোলাচ্ছেন। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র অর্থনীতি অব্যাহত থাকে, থাকে বিনিময়ের স্বাধীনতা, পুঁজিবাদ দেখা দেবেই। কিন্তু যদি **আমরা কারখানা, উৎপাদনকেন্দ্র, পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকে** আমাদের হাতে রাখি তাহলে আমাদের পক্ষে এই পুঁজিবাদের মধ্যে **ভীতিপ্রদ** কিছু থাকে কি ? এবং তারই জন্য আমি তখন বলেছিলাম এবং এখনো বলব, আর আমার মনে হয় তা অকাট্য যে, এই পুঁজিবাদের মধ্যে আমাদের পক্ষে ভীতিপ্রদ কিছু নেই। বিশেষ সুবিধাগুলি হচ্ছে ঐ ধরনেরই পুঁজিবাদ' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৬ দ্রষ্টব্য।)

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রশ্নটিকে লেনিন এইভাবেই দেখেছিলেন।

১৯২১ সালে যখন আমাদের নিজেদের বলতে শিল্প তেমন কিছু ছিল না, যখন চলছে কাঁচামালের ঘাটতি, পরিবহন ব্যবস্থা অচল অবস্থায়—লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কৃষি-অর্থনীতিকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার উপায় হিসেবে। আর তা ঠিকই ছিল। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে লেনিন **সকল অবস্থাতেই** এই লাইনকে বাঞ্ছিত বলে মনে করতেন ? নিশ্চয়ই না। আমাদের বিকশিত সমাজতান্ত্রিক শিল্প ছিল না বলেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মাধ্যমে তিনি যোগসূত্রটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

এখন? এখন কি এ কথা বলা চলে যে বিকশিত রাষ্ট্রীয় শিল্প আমাদের নেই? অবশ্যই তা বলা চলে না। অন্য পথ ধরে বিকাশ এগিয়ে গেছে, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি তেমন শিকড়ই গজাতে পারেনি, রাষ্ট্রীয় শিল্প গড়ে বেড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বেড়েছে, সমবায়গুলি বেড়েছে এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই আমরা উপনীত হয়েছি। তাহলে এর পরও কেউ কী করে বলতে পারেন যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির প্রধান রূপ?

বিরোধীদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এই যে তাঁরা এই সহজ-সরল বিষয়গুলিই বুঝতে চাইছেন না।

৮। জিনোভিয়েভ এবং কৃষক-জনগণ

কৃষক-জনগণের প্রশ্ন। আমি আমার রিপোর্টে বলেছিলাম এবং বক্তারাও এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে জিনোভিয়েভ মাঝারি কৃষকদের খাটো করে দেখার বিচ্যুতির পথে চলেছেন; মাত্র এই সেইদিনও তিনি সুনিশ্চিতভাবে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতেন, এবং পার্টির মধ্যেকার সংগ্রামের পর মাত্র এখন তিনি চেষ্টা করছেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গির, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চলে যেতে এবং নিজের একটা ঠাঁই করে নিতে। এইসব কথা সত্য কি? আমাকে কিছু দলিল উদ্ধৃত করতে অনুমতি দিন।

বর্তমান বছরেই 'বলশেভিকীকরণ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে জিনোভিয়েভ লিখেছেন:

> 'এমন কয়েকটি কাজ আছে যা **কমিনটার্নের সমস্ত পার্টির পক্ষেই একান্ত করণীয় সাধারণ কর্তব্য।** উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সেগুলি হচ্ছে…কৃষক-জনগণের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সারা দুনিয়ার কৃষক-জনসাধারণের মধ্যে তিনটি স্তর রয়েছে যাদের আমরা আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের পক্ষে তাদেরকে নিয়ে আসতে হবেই, আর তারা শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে পারে এবং মিত্র তাদের আমাদের করতেই হবে (এই তিনটি স্তর হচ্ছে: কৃষিশ্রমিক, আধা-শ্রমিক— ছোট ছোট জোতের মালিক এমন কৃষক এবং ক্ষুদে কৃষক-জনগণ যারা

জনমজুর খাটায় না)। কৃষক-জনগণের অন্য একটি স্তর রয়েছে (মাঝারি কৃষক), যাদের অন্ততঃ **নিরপেক্ষ করে রাখতেই হবে আমাদের'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**প্রাভদা**, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৫)।

অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের ছয় বছর পরে এই হচ্ছে মাঝারি কৃষকদের সম্পর্কে জিনোভিয়েভ যা লিখলেন। অথচ ঐ অষ্টম পার্টি কংগ্রেসেই লেনিন মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার শ্লোগানকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের শ্লোগানটি হাজির করেন। বাকায়েভ প্রশ্ন করছেন এতে সাংঘাতিক এমন কী আছে? কিন্তু আমি আপনাদের বলব—জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগের যে তত্ত্ব লেনিনের রয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে এই প্রশ্নের জবাব দিন: লেনিনের তত্ত্ব থেকে জিনোভিয়েভ বিচ্যুত হয়েছেন কিনা? (**সভাকক্ষে একটি কণ্ঠস্বর:** 'এতে রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশের কথা বলা হচ্ছে।' **চাঞ্চল্য**।) তা তো নয় কমরেড, কারণ জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধে বলা হয়েছে: 'কমিনটার্নের **সমস্ত** পার্টির পক্ষেই **একান্ত** করণীয় সাধারণ কর্তব্য।' আমাদের পার্টিও যে কমিনটার্নের একটি অংশ আপনি কি যথার্থই তা অস্বীকার করছেন? এখানে সরাসরি '**সমস্ত** পার্টির' কথা বলা হয়েছে। (**লেনিনগ্রাদের প্রতিনিধি দলের আসন থেকে একটি কণ্ঠস্বর:** 'নির্দিষ্ট কিছু কিছু সময়ে।' **সাধারণ হাস্যরোল**।)

নিরপেক্ষ করে রাখা সম্পর্কে জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধের অংশের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে আমাদের **দৃঢ় মৈত্রী** প্রতিষ্ঠা করতে হবে—অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতাটির এই অংশের তুলনা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে তাদের মধ্যে মিল কিছুই নেই।

এটা লক্ষণীয় যে জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধের এই লাইনগুলি পড়েই আমাদের গ্রামাঞ্চলে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' প্রবক্তা কমরেড লারিন তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এই তো সেদিন কমরেড লারিন কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ-এর বিরোধিতা করে কথা বললেন, এবং বেশ ভাল করেই বললেন, তবু এই বাস্তব সত্যটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি এবং আমরা এখানে তাঁর থেকে নিজেদের আলাদা না করে পারি না।

জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধ সম্পর্কে কমরেড লারিনের ব্যক্ত অভিমত হচ্ছে এই :

'সভাপতি জিনোভিয়েভ কমিনটার্নের **সমস্ত** পার্টির সাধারণ কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কৃষক-জনগণের প্রতি মনোভাবকে অত্যন্ত সঠিকভাবেই রূপদান করেছেন' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (লারিন : **সোভিয়েত গ্রামাঞ্চল**, পৃঃ ৮০)।

আমি দেখছি কমরেড লারিন প্রতিবাদ করছেন, বলছেন তিনি তাঁর বই-এ জিনোভিয়েভ যেখানে রাশিয়ার ক্ষেত্রেও মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করার শ্লোগানকে প্রসারিত করেছেন জিনোভিয়েভ-এর সঙ্গে সেখানে তাঁর মতপার্থক্য রয়েছে। এ কথা সত্য যে তিনি তাঁর বই-এ এই মতপার্থক্য বজায় রেখেছেন এবং বলেছেন যে নিরপেক্ষতাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমাদের আরও একটি পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে হবে 'কুলাকদের বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সহমত' হওয়ার দিকে। কিন্তু এখানে দুর্ভাগ্যবশতঃ কমরেড লারিন কুলাকদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় একটি বিপ্লব' সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনাটি এনে হাজির করছেন যে ব্যাপারে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি এবং তা তাঁকে জিনোভিয়েভ-এর কাছে নিয়ে আসছে এবং কিছু পরিমাণে তাঁর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে আমাকে বাধ্য করছে।

দেখতেই পাচ্ছেন, যে দলিল আমি উদ্ধৃত করেছি তাতে জিনোভিয়েভ খোলাখুলি এবং সুনির্দিষ্টভাবে লেনিনের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করার সপক্ষে বলছেন, অথচ লেনিন ঘোষণা করেছিলেন নিরপেক্ষ করে রাখাটাই যথেষ্ট নয়, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপন করা প্রয়োজন।

পরবর্তী দলিল। জিনোভিয়েভ **লেনিনবাদ** নামক তাঁর বই-এ 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ পর্যন্ত কৃষক-জনগণের সঙ্গে থাকুন, কৃষক-জনগণের দরিদ্র, শ্রমিক ও আধা-শ্রমিক অংশকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলুন!' লেনিনের থেকে ১৯১৮ সালের সময়কার এই অংশটুকু উদ্ধৃত করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি টেনেছেন :

'বর্তমান মুহূর্তে যে মৌলিক…সমস্যাটি আমাদের মনকে জুড়ে রয়েছে… তা লেনিনের উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যে পরিপূর্ণভাবে এবং চূড়ান্তরূপেই বিশ্লেষিত হয়েছে। **তার সঙ্গে কিছুই সংযোজিত করা যায় না, একটি শব্দও তা থেকে বাদ দেওয়া চলে না।** এখানে সমস্তটুকু

বলা হয়েছে ইলিচের সেই সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা, তীক্ষ্ণতা ও পরিচ্ছন্নতা সহকারে যেন সোজাসুজি সেগুলিকে একটি পাঠ্যপুস্তকে তুলে দেওয়াটুকুই শুধু বাকী রয়েছে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**লেনিনবাদ**, পৃঃ ৬০)।

জিনোভিয়েভ-এর অভিমত অনুসারে কৃষক-সমস্যার ব্যাপারে লেনিনবাদের প্রদত্ত এই হচ্ছে **আনুপূর্বিক** চরিত্রায়ন। জারের ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে—এই হচ্ছে বুর্জোয়া বিপ্লব। গরিব কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে—এই হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লব। এ তো খুবই ভাল কথা। এতে লেনিনের দুটি শ্লোগান পাচ্ছি। মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে কুলাকদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য—লেনিনের এই তৃতীয় শ্লোগানটির কী হল? লেনিনের তৃতীয় শ্লোগানটি গেল কোথায়? তা জিনোভিয়েভ-এর বই-এ নেই। তা হারিয়ে গেছে। জিনোভিয়েভ যদিও জোর দাবি করেছেন যে 'এতে যোগ করার আর কিছু নেই', তা সত্ত্বেও আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের দৃঢ় মৈত্রী সম্পর্কিত লেনিনের এই তৃতীয় শ্লোগানটি যদি যুক্ত করি—তাহলে জিনোভিয়েভ তাঁকে যেমন বিকৃত করেছেন আমরাও নাকি ঐরকমভাবে লেনিনকে বিকৃত করে ফেলার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাব। এটাকে কি একটা আকাস্মিক ব্যাপার বলে আমরা মনে করতে পারি যে, লেনিনের তৃতীয় যে শ্লোগানটির আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হারিয়ে গেছে; জিনোভিয়েভ তা হারিয়ে ফেলেছেন? না, তাকে আকস্মিক ব্যাপার মনে করা চলে না, কারণ তিনি মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই পোষণ করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দলিলের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটিতে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর তিনি বিরোধিতা করেছেন আর দ্বিতীয়টিতে তিনি এই শ্লোগান সম্পর্কে চুপ করে রয়েছেন।

তৃতীয় দলিলটি হচ্ছে 'যুগের দর্শন' নামক জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধটি। আমি ঐ প্রবন্ধটির প্রথম বয়ানের কথাই বলছি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা পরে তাতে যে পরিবর্তন ও সংযোজনগুলি করেছেন তাতে সেগুলি নেই। ঐ প্রবন্ধটির লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এই যে তাতে দ্বিতীয় দলিলের মতোই মাঝারি কৃষকদের প্রশ্নের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ নীরব এবং সবচেয়ে জরুরী এই প্রশ্নটি বাদ দিয়ে সমতার শ্রেণীগত পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ না করে কিছু অস্পষ্ট ধরনের,

নারদনিক-মার্কা সমতার কথা বলা হয়েছে। আপনারা এখানে গ্রামের গরিবদের পাবেন, কুলাক, পুঁজিপতি, বুখারিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারি সমতা, এবং উস্ত্রিয়ালভ ইত্যাদি সব পাবেন, কিন্তু আপনি পাবেন না মাঝারি কৃষকদের অথবা লেনিনের সমবায়ের পরিকল্পনাটি, যদিও প্রবন্ধটির নাম দেওয়া হয়েছে 'যুগের দর্শন'। কমরেড মলোটভ যখন ঐ প্রবন্ধটি আমাকে পাঠালেন (আমি তখন কিছু সময়ের জন্য বাইরে ছিলাম), আমি তাঁকে কাঠখোট্টা ও তীব্রতীক্ষ্ণ একটি সমালোচনা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। হাঁ, কমরেড-গণ, আমি স্পষ্টবাদী ও কাঠখোট্টা লোক—কথাটা সত্য ; তা আমি অস্বীকার করছি না। (হাস্যধ্বনি।) আমি কাঠখোট্টা একটা সমালোচনা পাঠিয়ে-ছিলাম কারণ জিনোভিয়েভ পুরো একটা বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে লেনিনবাদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে, কৃষক-জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে মৈত্রীর ব্যাপারে আমাদের পার্টির আজকের দিনের শ্লোগানকে অবহেলা বা বিকৃত করে যাবেন তা অসহ্য। কমরেড মলোটভকে আমি নিম্নলিখিত এই জবাবটি পাঠিয়েছিলাম :

'জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধ "যুগের দর্শন" লারিনের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির লাইনকে বিকৃত করেছে। তাতে চতুর্দশ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অথচ সম্মেলনের মূল বক্তব্য—মাঝারি কৃষক ও সমবায়কে তা পাশ কাটিয়ে গেছে। মাঝারি কৃষক এবং লেনিনের সমবায়-সংক্রান্ত পরিকল্পনার কোন হদিশই তাতে নেই। এটা আকস্মিক কিছু নয়। এসবের পর চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের "ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংগ্রামের" কথা বলার অর্থ হচ্ছে ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে অমান্য করার লাইনকেই অনুসরণ করা। জিনোভিয়েভ যেভাবে স্তলিপিনের সঙ্গে বুখারিনকে এক করে দিয়েছেন—তা বুখারিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার নামান্তর। এই লাইনে চললে লেনিন যখন "বাণিজ্য এবং বাণিজ্য করা শিক্ষা কর" বলেন তখন লেনিনকেও তো স্তলিপিনের সঙ্গে এক করে দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ে সমতার শ্লোগান হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি গলাবাজিমাত্র। যতদিন শ্রেণীসমূহ থাকবে, দক্ষ ও অ-দক্ষ শ্রমিক থাকবে (লেনিনের **রাষ্ট্র ও বিপ্লব** দেখুন) ততদিন সমতা হতে পারে না। অস্পষ্ট একটা সমতার কথা আমরা বলি না, বরং আমরা শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তি এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই বলে থাকি। আমাদের বিপ্লব "চিরায়ত কিছু নয়" এ কথা বলার অর্থ হল মেনশেভিকবাদে

অধঃপতন। আমার অভিমত হচ্ছে এই প্রবন্ধটিকে আগাগোড়া এমনভাবে পরিবর্তন করা দরকার যাতে তা চতুর্দশ কংগ্রেসের সাধারণ একটি বক্তব্য বিষয়ের প্রকৃতি নিয়ে হাজির হতে না পারে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ জে. স্তালিন'

আজও আমি এই পুরো বক্তব্যটি সমর্থন করতে প্রস্তুত। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।

সমতাটা কি কৃষক-জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমতা, কৃষক-জনগণের নিজেদের মধ্যে সমতা, শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে সমতা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে সমতা, না শ্রেণীসমূহের বিলোপের দৃষ্টিকোণ থেকে সমতা—একটি প্রধান মৌল প্রবন্ধে কী ধরনের সমতা বোঝাতে চাইছি তা কঠোরভাবে সুচিহ্নিত না করে সমতার কথা বলা উচিত নয়। প্রধান একটি প্রবন্ধে গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের আশু শ্লোগান সম্পর্কে চুপ করে থাকা চলে না। সমতা নিয়ে কথার খেলা করা সাজে না, কারণ তা হবে আগুন নিয়েই খেলা করা, ঠিক যেমন কারও উচিত নয় কৃষক-জনগণের প্রশ্নে লেনিনবাদের আশু শ্লোগানগুলি সম্পর্কে নীরব থেকে লেনিনবাদ নিয়ে কথার খেলায় মেতে থাকা।

এই হচ্ছে তিনটি দলিল: মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখাকে সমর্থন করে লিখিত জিনোভিয়েভ-এর প্রবন্ধ (জানুয়ারি, ১৯২৫), জিনোভিয়েভ-এর পুস্তক **লেনিনবাদ** (সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)—যা মাঝারি কৃষকদের ব্যাপারে লেনিনের তৃতীয় শ্লোগানটি সম্পর্কে নীরব, এবং জিনোভিয়েভ-এর নূতন প্রবন্ধ 'যুগের দর্শন' (সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)—যাতে মাঝারি কৃষক এবং লেনিনের সমবায় পারিকল্পনা সম্পর্কে তিনি চুপ করে রয়েছেন।

কৃষকদের প্রশ্নে জিনোভিয়েভের এই যে একটানা অস্থিরমতিত্ব—তা কি আকস্মিক?

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তা আকস্মিক কিছু নয়।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে লেনিনগ্রাদে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় জিনোভিয়েভ অবশেষে তাঁর মন স্থির করে নিয়ে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর সপক্ষে বলেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই সংগ্রাম, সংঘাত ও সংঘর্ষের পর তিনি তা করলেন। তা খুবই ভাল কথা। কিন্তু তিনি পরে যে তা

খারিজ করে দেবেন না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কারণ, ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, কৃষকদের প্রশ্নে আমাদের যে দৃঢ়তার প্রয়োজন সে দৃঢ়তা তিনি কখনো দেখাননি। (হর্ষধ্বনি।)

কৃষকদের প্রশ্নে জিনোভিয়েভের দোদুল্যমানতা সম্পর্কে এখানে কিছু তথ্য দিচ্ছি। ১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জিনোভিয়েভ জিদ করেছিলেন যেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সহ পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের গ্রুপ সংগঠিত করার 'কৃষক'-নীতি কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলিতে গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির উত্থাপিত আপত্তির ফলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। তার কিছু আগে জিনোভিয়েভ এমনকি এ নিয়ে গর্বও করেছিলেন যে তাঁর একটা 'কৃষক-বিচ্যুতি' রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে তিনি এই কথাগুলিই বলেছিলেন: 'যখন আমাকে বলা হয় যে, আপনার "বিচ্যুতি" হচ্ছে আপনি কৃষকদের দিকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন—আমি তার জবাবে বলি: হাঁ, আমাদের যে শুধু কৃষকদের দিকে তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিকে "বিচ্যুত" হতে হবে তাই নয়, বরং **নতমস্তক হতে হবে** এবং প্রয়োজন হলে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে যে কৃষকেরা অনুসরণ করে তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কাছে আমাদের **নতজানু হতে হবে**।' শুনলেন তো: 'বিচ্যুত হচ্ছি', 'নতমস্তক হতে হবে', 'নতজানু হতে হবে'। (হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।) পরে, কৃষকদের অবস্থা যখন উন্নত হল, যখন গ্রামাঞ্চলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হল, তখন জিনোভিয়েভ তাঁর অনুরাগের মত্ততাটাকে একটু 'মোচড়' দিয়ে দিলেন, মাঝারি কৃষকদের প্রতি তাঁর সন্দেহকে কেন্দ্রীভূত করলেন এবং নিরপেক্ষ করে রাখার শ্লোগানটি ঘোষণা করে দিলেন। তার কিছু পরে তিনি আরেকটা নূতন 'মোচড়' দিলেন এবং যে দাবি জানালেন তা আসলে দাঁড়াল চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের সংশোধন ('যুগের দর্শন') এবং প্রায় গোটা কেন্দ্রীয় কমিটিকেই একটি কৃষক-বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করে বসলেন, আরও জোরের সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের বিরুদ্ধে 'বিচ্যুত' হলেন। সর্বশেষে, পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের ঠিক আগে তিনি আরেকটা 'মোচড়' দিলেন, এবার মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর সপক্ষে দাঁড়ালেন, আর মনে হচ্ছে হয়তো এখন যে তিনি আবার কৃষকদের 'বন্দনা' করার জন্য প্রস্তুত, তা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করবেন।

কী নিশ্চয়তা আছে যে জিনোভিয়েভ আবার বিচ্যুত হবেন না?

কিন্তু, কমরেডগণ, এ তো অস্থিরমতিত্ব, একে রাজনীতি বলা চলে না (**হাস্যধ্বনি, হর্ষধ্বনি।**) এটা বায়ুরোগগ্রস্ততা, একে রাজনীতি বলে না। **সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'খুবই ঠিক কথা!')

আমাদের বলা হচ্ছে, এই দ্বিতীয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তা ঠিক নয়। আমাদের মধ্যে দুটি বিচ্যুতিই রয়েছে—বোগুশেভস্কির বিচ্যুতি এবং জিনোভিয়েভের বিচ্যুতি—আপনাদের বোঝা চাই যে বোগুশেভস্কিকে জিনোভিয়েভের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। বোগুশেভস্কির যা হবার হয়েছে। (**হাস্যধ্বনি।**) বোগুশেভস্কির মুখপত্র হিসেবে নিজের কোন সংবাদপত্র নেই। কিন্তু মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখার এই যে বিচ্যুতি, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর বিরুদ্ধে এই যে বিচ্যুতি, জিনোভিয়েভ বিচ্যুতি, তার নিজের মুখপত্র হিসেবে একটি সংবাদ-পত্র রয়েছে এবং তা আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ মুখপত্রটির নাম **লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা**[৬৪]। 'মাঝারি-কৃষক বলশেভিকবাদ' নামে যে কথাটি লেনিনগ্রাদে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যা জপতে জপতে **লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা** মুখে ফেনা তুলে ফেলছে—তা কৃষকদের প্রশ্নে ঐ পত্রিকাটি যে লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার ইঙ্গিত নয় কি? এ কথা কি শুধু এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার নয় যে, দ্বিতীয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রথম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বোগুশেভস্কির বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে কঠিনতর হবে না? তাই **লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা'র** মতো দ্বিতীয় বিচ্যুতির এমন একটি মুখপত্রের সম্মুখীন হয়েছে, বা বলা চলে দ্বিতীয় বিচ্যুতির এমন একটি সমর্থনকারী ও রক্ষাকর্তার সম্মুখীন হয়েছে বলেই এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে পার্টিকে বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে, কারণ এই বিচ্যুতিটি জোরদার, জটিল আর তাই তার বিরুদ্ধেই আমাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করা চাই। তাই এই দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি পার্টির বিশেষ মনোযোগের বিষয় হওয়া চাই। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'ঠিকই বলেছেন!' **হর্ষধ্বনি।**)

৯। মতপার্থক্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে আমাদের যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার অনুমতি আমাকে দিন। কী নিয়ে আমাদের

মতদ্বৈধের সূত্রপাত ? 'ট্রট্স্কিকে নিয়ে কী করা হবে'—এই প্রশ্ন থেকেই তার শুরু। তা হচ্ছে ১৯২৪ সালের শেষ ভাগের কথা। লেনিনগ্রাদের একদল কমরেডই প্রথমে প্রস্তাব করেন যে ট্রট্স্কিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। আমি ১৯২৪ সালে যে আলোচনা হয় সেই সময়ের কথা মনে রেখেই বলছি। লেনিনগ্রাদ গুবের্নিয়া কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন যে, ট্রট্স্কিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। আমরা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার সঙ্গে একমত হইনি (**অনেক কণ্ঠস্বর: 'ঠিকই করেছেন!'**) আমরা লেনিনগ্রাদের কমরেডদের সঙ্গে বেশ একটা সংগ্রাম শুরু করে তাঁদের প্রস্তাব থেকে বহিষ্কার সংক্রান্ত কথাটি বাদ দেওয়াতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের রাজী করি। তার কিছু পরে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন যখন বসে—কামেনেভ সহ লেনিনগ্রাদের কমরেডরা রাজনৈতিক ব্যুরো থেকে ট্রট্স্কিকে অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবি জানান, আমরা বিরোধীদের ঐ প্রস্তাবের সঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করি, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলাম এবং ট্রট্স্কিকে সামরিক ও নৌবাহিনীর গণ-কমিশার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আমাদের সীমাবদ্ধ করে রাখলাম। আমরা জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ আমরা জানতাম কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার এই নীতির ফল পার্টির পক্ষে বিরাট বিপদের সম্ভাবনায় পূর্ণ। ব্যবচ্ছেদের এই পদ্ধতি, রক্ত বের করে দেওয়ার এই পদ্ধতি, তাঁরা যে রক্তের দাবি জানাচ্ছিলেন—তা ছিল বিপজ্জনক, সংক্রামক: আজ একটা অঙ্গ কেটে বাদ দিলেন, কাল অন্যটি বাদ দিলেন, তার পরের দিন অন্য অঙ্গটির ব্যবচ্ছেদ করলেন—তাহলে পার্টির রইবেটা কী ? (**হর্ষধ্বনি।**)

কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যেকার এই সংঘাত দেখা দিল পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে মৌলিক পার্থক্যের অভিব্যক্তি হিসেবে।

আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল তা ছিল বুখারিনের বিরুদ্ধে সারকিস-এর বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে। ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে একবিংশতিতম লেনিনগ্রাদ সম্মেলনে তা ঘটেছিল। সারকিস ঐ সময়ে বুখারিনের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যিক মতবাদের অভিযোগ আনেন। তিনি এই কথাগুলি বলেন:

'শ্রমিকশ্রেণী এবং গ্রামীণ সংবাদদাতা প্রসঙ্গে বুখারিনের লেখা আমরা মস্কো প্রাভদাতে পড়েছি। বুখারিন যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন

আমাদের সংগঠনে তার কোন সমর্থক নেই। কিন্তু কেউ বলতে পারেন এই মতামতগুলি আকারে-প্রকারে নৈরাজ্যপন্থী, অ-বলশেভিক ও পার্টি-বিরোধী হলেও বেশ কিছু দায়িত্বশীল কমরেড পর্যন্ত তা পোষণ করে থাকেন (আমি আবার বলছি লেনিনগ্রাদে নয়, অন্যান্য স্থানের কমরেডরা তা পোষণ করে থাকেন)। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এই অভিমতগুলি শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন গণভিত্তিক ব্যাপক সংগঠনগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অঞ্চল-বহির্ভূত এক্তিয়ারের দাবি করে থাকে' (একবিংশ লেনিনগ্রাদ পার্টি সম্মেলনের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট)।

প্রথমতঃ, এই বক্তৃতাটি সারকিস-এর তরফ থেকে একটা মৌলিক ভুল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামীণ সংবাদদাতাদের আন্দোলনের প্রশ্নে বুখারিন একান্ত সঠিক ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, একটি প্রশ্নের কমরেডসুলভ আলোচনার প্রাথমিক রীতিনীতির এই মারাত্মক উল্লঙ্ঘন লেনিনগ্রাদ সংগঠনের নেতাদের উৎসাহদান ছাড়া ঘটেনি। বলার দরকার পড়ে না যে এই ঘটনা কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সম্পর্ককে খারাপ করতে বাধ্য। সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে সারকিস ভুল স্বীকার করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই ঘটনা থেকে দেখা গেল প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে নেওয়াই হচ্ছে প্রকাশ্য আলোচনা পরিহার করার এবং একান্তে নিজেদের মধ্যেকার মতপার্থক্য দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।

তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সংক্রান্ত। গুবেনিয়া পার্টি কমিটির সদস্যরা যাঁরা এখানে রয়েছেন, সম্ভবতঃ, তাঁদের মনে পড়বে যে রাজনৈতিক ব্যুরো ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের গুবেনিয়া কমিটি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন; ঐ গুবেনিয়া কমিটি যুব লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অজ্ঞাতসারে এবং সম্মতি না নিয়ে লেনিনগ্রাদে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রায় একটা নিখিল রুশ সম্মেলনই ডেকে বসেছিলেন। রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনারা সুপরিচিত। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমান্তরালভাবে অন্য একটি কেন্দ্র থেকে প্রথমটির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং বিরোধিতায় লিপ্ত একটি সংস্থাকে টিঁকে থাকতে আমরা অনুমতি দিতে পারিনি। বলশেভিক হিসেবে আমরা দুটি কেন্দ্রের অস্তিত্বের অনুমতি দিতে পারি না। তাই কেন্দ্রীয় কমিটি যুব লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নূতন রক্ত সঞ্চারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে

মনে করে কারণ ঐ কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সহ্য করে চলেছিল এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের লেনিনগ্রাদ গুবেনিয়া কমিটির নেতৃত্বের পদ থেকে সাফারভকে অপসারিত করে দেয়।

এই ঘটনা থেকে দেখা গেল যে লেনিনগ্রাদ সংগঠনকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি কেন্দ্রে পরিণত করার প্রবণতা লেনিনগ্রাদের কমরেড-দের রয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্নটি হচ্ছে লেনিনগ্রাদে **বলশেভিক** নামে একটি বিশেষ সাময়িক-পত্র যার সম্পাদকমণ্ডলীতে জিনোভিয়েভ, সাফারভ, ভাদিন, সারকিস এবং তারখানভ থাকবেন তা সংগঠিত করা সম্পর্কে জিনোভিয়েভ যে প্রশ্নটি তোলেন সেইটি। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম না এবং বলেছিলাম মস্কো **বলশেভিক**-এর পাশাপাশি অনুরূপ একটি সাময়িকপত্র প্রকাশের ফলে অনিবার্যভাবেই তা একটি চক্রের মুখপত্রে এবং বিরোধীদের উপদলগত কাজ-কর্মের একটি মুখপত্রে পরিণত হবে। ঐ ধরনের একটা ব্যবস্থা হবে বিপজ্জনক এবং তা পার্টির ঐক্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অন্য কথায়, ঐ সাময়িকপত্রের প্রকাশনা আমরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন এই 'নিষিদ্ধকরণ' কথাটি দেখিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে। কমরেডগণ, এটা একেবারে বাজে ব্যাপার। আমরা উদারনীতিবাদী নই। আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে পার্টির স্বার্থ। হাঁ, আমরা উপদলীয় একটি মুখপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ব্যাপার নিষিদ্ধ করে দেব (**সমবেত কণ্ঠস্বর**ঃ 'ঠিকই করেছেন, নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করেছেন!' **তুমুল হর্ষধ্বনি**।)

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে লেনিনগ্রাদের নেতৃত্ব নিজেদের একটা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র উপদল করে তুলতে চান।

তারপর বুখারিনের প্রশ্ন। 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানের কথা মনে রেখেই বলছি। আমার মনে রয়েছে এপ্রিলে বুখারিন যে বক্তৃতায় 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটি চালু করেন তার কথা। দুদিন পরেই আমাদের পার্টির এপ্রিল সম্মেলন শুরু হয়। সেই সম্মেলনের সভাপতি-মণ্ডলীর একজন হিসেবে আমি সোকোল্নিকভ, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং কালিনিনের উপস্থিতিতে এ কথা বলি যে 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটি আমাদের শ্লোগান নয়। আমার ঐ প্রতিবাদের কোন প্রত্যুত্তর

বুখারিন দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে না। কমরেড লারিন যখন সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়ানোর অনুমতি চেয়েছিলেন বুখারিনের বিরুদ্ধে বলার জন্য, আমার মনে হয় জিনোভিয়েভই বুখারিনের বিরুদ্ধে কোন বক্তৃতা দানের অনুমতি না দেওয়ার দাবি জানান। তারপর অবশ্য কমরেড ক্রুপস্কায়া বুখারিনের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠান এবং তা যাতে প্রকাশিত হয় তার দাবি জানান। বুখারিনও অবশ্য ইটের বদলে পাটকেল হিসেবে জবাবে কমরেড ক্রুপস্কায়ার বিরুদ্ধেই একটি প্রবন্ধ লিখলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কোন আলোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ না করার, আলোচনার সূত্রপাত না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটি যে ভুল তা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেবার জন্য বুখারিনের কাছে আহ্বান জানান; বুখারিন তা মেনে নেন এবং পরে তিনি ছুটি থেকে ফিরে এসে উস্ত্রিয়ালভ-এর বিরুদ্ধে লিখিত একটি প্রবন্ধে তা করেনও। এখন কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ মনে করছেন তাঁরা 'নিষিদ্ধকরণ' নামক জুজুটি দেখিয়ে, উদারনীতিবাদীদের মতো কমরেড ক্রুপস্কায়ার প্রবন্ধের প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ব্যক্ত করে আমাদের ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারবেন। ও দিয়ে আপনারা কাউকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারবেন না। প্রথমতঃ, আমরা শুধু কমরেড ক্রুপস্কায়ার প্রবন্ধ প্রকাশ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলাম তা নয়, আমরা বুখারিনের প্রবন্ধও প্রকাশিত হতে দিইনি। দ্বিতীয়তঃ, পার্টির স্বার্থে আমাদের প্রয়োজন হলে কমরেড ক্রুপস্কায়ার প্রবন্ধের প্রকাশনাই-বা নিষিদ্ধ করব না কেন? অন্য যে-কোন দায়িত্বশীল কমরেড থেকে কমরেড ক্রুপস্কায়া পৃথক কোন্ দিক দিয়ে? মনে হচ্ছে, আপনারা পার্টির স্বার্থ ও ঐক্যের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত বিশেষ কমরেডদের স্বার্থকে ঠাঁই দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। বিরোধী কমরেডরা কি জানেন না যে আমাদের কাছে, বলশেভিকদের কাছে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র একটা ফাঁপা খোলস মাত্র, পার্টির প্রকৃত স্বার্থটাই হচ্ছে সব? (হর্ষধ্বনি।)

পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **প্রাভদাতে** প্রকাশিত হয়েছে এমন একটি প্রবন্ধ কমরেডরা দেখিয়ে দিন তো যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানকে অনুমোদন করে? তাঁরা তা দেখিয়ে দিতে পারবেন না কারণ ওরকম কিছু নেই। একটি ঘটনা আছে, একমাত্র একটিই, যখন **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** স্টেট্স্কির একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে

"নিজেদের ধনবান করে তুলুন' এই শ্লোগানটিকে খুবই মৃদু এবং প্রায় চোখে পড়ে না এমনভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কী ঘটেছিল জানেন? ঠিক পরেরদিনই কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী মলোটভ, আন্দ্রেয়েভ এবং স্তালিন-এর স্বাক্ষরিত এক বিশেষ পত্রে ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীকে ঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তা ঘটেছিল ১৯২৫ সালের ২রা জুন। তার কদিন পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরো বুখারিনের পূর্ণ সম্মতি অনুসারে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ঐ পত্রিকার সম্পাদককে অপসারিত করা হোক। এই হচ্ছে সেই পত্রের একটি অংশ :

'মস্কো, ২রা জুন, ১৯২৫। **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র** সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের প্রতি।

'আমাদের অভিমত হল "নয়া অর্থনৈতিক নীতির একটি নূতন পর্যায়" নামক স্টেট্‌স্কির প্রবন্ধগুলি সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে, এ কথা সত্য, মৃদু ভঙ্গীতে হলেও "নিজেদের ধনবান করে তুলুন" এই শ্লোগানটির ইঙ্গিত রয়েছে। এটা আমাদের শ্লোগান নয়,—এটা ভুল ; এ থেকে একটানা অনেকগুলি ধারাবাহিক সন্দেহ ও ভুল ধারণা গড়ে ওঠে এবং তার স্থান **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা'র** প্রধান প্রবন্ধে থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ই হল আমাদের শ্লোগান্। গ্রামাঞ্চলে জনকল্যাণের প্রসারসাধনের পথ থেকে প্রশাসনিক বাধাগুলি আমরা অপসারিত করছি। এই ব্যবস্থার ফলে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এই উভয় সঞ্চয়ের পথই সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পার্টি কোন সময়ই এ কথা বলেনি যে তা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কেই তার শ্লোগান করে তুলেছে।'…

বিরোধীরা এসব তথ্য জানেন কি? নিশ্চয়ই জানেন। তাহলে তাঁরা বুখারিনের মুণ্ডপাত করা থেকে বিরত হচ্ছেন না কেন? আর কতকাল বুখারিনের ভুল সম্পর্কে তাঁরা চিৎকার করে চলবেন?

আমি জানি ১৯১৭ সালের অক্টোবরে কিছু কমরেড এমন ভুল করেছিলেন যার সঙ্গে তুলনায় বুখারিনের এই ভুলটি লক্ষ্য করার মতোই নয়। ঐ কমরেডরা যে শুধু ভুল করেছিলেন তা নয় এমনকি দু-দুবার তাঁদের এমন 'ঔদ্ধত্য' দেখা যায় যে তাঁরা লেনিনের পরিচালনায় ও উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত গুরুতর সিদ্ধান্তকে অমান্য করেন। তা সত্ত্বেও যখনই ঐ

কমরেডরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তখনই পার্টি ঐ ভুলগুলির কথা ভুলে যায়। ঐ কমরেডদের তুলনায় বুখারিন সামান্য একটি ভুল মাত্র করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্তও তিনি অমান্য করেননি। এত সব সত্ত্বেও বুখারিনের বিরুদ্ধে যে উদ্দাম মুণ্ডপাতের অভিযান অবিরাম চলছে তাকে কেমন করে ব্যাখ্যা করা চলে? বুখারিনের কাছ থেকে আসলে তাঁরা কী চান?

বুখারিনের ভুলের ব্যাপারে এই হচ্ছে অবস্থা।

তারপর আসছে জিনোভিয়েভ-এর 'যুগের দর্শন' নামক প্রবন্ধ এবং বর্তমান বছরের শরতে—গ্রীষ্মের শেষ দিকে, মস্কো পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সভায় কামেনেভের রিপোর্ট—যে প্রশ্নগুলি আমাদের আভ্যন্তরীণ পার্টিগত সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলেছে। আমি আমার বক্তৃতায় এ নিয়ে বলেছি, তাই আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না। ঐ সময়ে বিচার্য বিষয় ছিল 'যুগের দর্শন', ঐ প্রবন্ধে যেসব ভুল রয়েছে, কিভাবে আমরা ঐ ভুলগুলি সংশোধন করেছিলাম; শস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের হিসেবের ব্যাপারে কামেনেভ-এর ভুল এবং কামেনেভ কিভাবে সরল বিশ্বাসে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বোর্ডের এই পরিসংখ্যান—কৃষকদের উচ্চতর অংশের হাতে বাজারের শস্যের অনুপাতের শতকরা ৬১ ভাগ রয়েছে—এ কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং কিভাবে পরে আমাদের কমরেডদের চাপে পড়ে শ্রম ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত পরিষদের কাছে একটি বিশেষ বিবৃতি দিয়ে তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন এবং সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করে এই মর্মে বলা হয় যে বাজারের শস্যের অর্ধেকের বেশি মাঝারি কৃষকদের হাতেই রয়েছে—এইগুলিই তখন বিচার্য বিষয় ছিল। নিঃসন্দেহে এইসব আমাদের সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলেছিল।

তারপর এল অক্টোবর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি; নূতন জটিলতা দেখা দিল; বিরোধীরা প্রকাশ্য আলোচনার দাবি জানালেন, যেখানে জালুৎস্কির তথাকথিত 'থার্মিডোর' প্রশ্নটি উত্থাপিত হল, আর এই সবকিছুর শেষে এল লেনিনগ্রাদ সম্মেলন যাতে প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ শুরু হল। সাফারভ, সারকিস, শেলাভিন ও অন্যান্যদের প্রদত্ত বক্তৃতার কথা মনে রেখেই বলছি। আমার মনে রয়েছে জিনোভিয়েভ-এর বক্তৃতার কথা—সম্মেলনের সমাপ্তিকালে তাঁর অন্তিম বক্তৃতাটি যাতে

তিনি মস্কোর কমরেডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সম্মেলনের কাছে আহ্বান জানানোর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে-সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক এমন লোকদের নিয়েই প্রতিনিধি দল গঠন করার প্রস্তাব করলেন। এই হচ্ছে অবস্থা: এবং ঠিক সেইজন্যই (কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচীকে মেনে নিতে তাঁরা রাজী হননি বলে) বলশেভিক কর্মী কোমারভ এবং লবভকে লেনিনগ্রাদের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাঁদের জায়গায় গরডন ও তারখানোভকে বসানো হয়েছে। গরডন ও তারখানোভকে পাল্লার একদিকে রাখুন আর অন্যদিকে রাখুন কোমারভ ও লবভকে, তাহলে যে-কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তিই বলবেন ওদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই চলে না। (**হর্ষধ্বনি**।) কোমারভ ও লবভ-এর অপরাধটা কী? তাঁদের আসল অপরাধ হল তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। এই হল তাঁদের পুরো অপরাধ। কিন্তু মাত্র একমাস আগে লেনিনগ্রাদের কমরেডরাই কোমারভকে তাঁদের সংগঠনের প্রথম সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এই ছিল অবস্থা। বলুন, অবস্থা তা-ই ছিল কিনা? (**লেনিনগ্রাদের প্রতিনিধি দল থেকে অনেক কণ্ঠস্বর** 'হাঁ তাই ছিল। তাই ছিল!') একমাসেই কোমারভের কী হল? (**বুখারিন**: 'একমাসের মধ্যেই তাঁর অধঃপতন হয়ে গিয়েছিল।') একমাসের মধ্যেই এমন কি ঘটনা ঘটল যে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কোমারভ যাঁকে আপনারাই আপনাদের সংগঠনের প্রথম সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তাঁকে লেনিনগ্রাদ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী থেকে দূর করে দিলেন এবং তাঁকে এই কংগ্রেসে একজন প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করাও সম্ভব বলে বিবেচিত হল না? (**লেনিনগ্রাদের আসন থেকে একটি কণ্ঠস্বর**: 'তিনি সম্মেলনকে অপমান করেছিলেন।' **একটি কণ্ঠস্বর**: 'এটি একটি মিথ্যে কথা, নৌমোভ!' **চাঞ্চল্য**।)

১০। বিরোধীদের কর্মসূচী

জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ, সোকোল্‌নিকভ এবং লাশেভিচ যে কর্মসূচীটি হাজির করেছেন তাতে যাওয়া যাক। বিরোধীদের কর্মসূচী সম্পর্কে একটা কিছু বলার সময় এসেছে। মানতেই হবে এটা একটা মৌলিক জিনিস। বিরোধীরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বক্তৃতা করেছেন। কামেনেভ এক কথা বলেছেন,

অন্ত একদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন; জিনোভিয়েভ অন্য কথা বলেছেন, অন্য একটি দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন; সাপেভিচ তৃতীয় একটি এবং সোকোল্‌নিকভ চতুর্থটি হাজির করেছেন। কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা বিষয় এঁরা সবাই একমত। কোন্ বিষয়ে ওঁরা একমত? তাঁদের ঐক্যসূচীটি আসলে কী? তাঁদের কর্মসূচীটি হচ্ছে—কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক-মণ্ডলীর সংস্কার সাধন। একমাত্র একটি বিষয়েই ওঁদের মিল রয়েছে এবং ওঁরা পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ তা হচ্ছে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশ্নটি। এটা বিস্ময়কর ও হাস্যকর, কিন্তু এটা একটা বাস্তব ঘটনা।

এই প্রশ্নটির একটি ইতিহাস আছে। ১৯২৩ সালে দ্বাদশ কংগ্রেসের পর 'গুহায়' (হাস্যধ্বনি) যে লোকগুলি মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক ব্যুরো বিলোপের এবং সম্পাদকমণ্ডলীকে রাজনৈতিকভাবে নবরূপদান করার জন্য অর্থাৎ সম্পাদকমণ্ডলীকে জিনোভিয়েভ, ট্রট্স্কি এবং স্তালিনকে নিয়ে গঠন করে তাকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক একটি নির্দেশক সংস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য একটি কর্মসূচী গড়ে তোলেন। এই কর্মসূচী গড়ার পেছনে মতলবটা কী ছিল? তার অর্থ কী ছিল? তার অর্থ ছিল কালিনিনকে বাদ দিয়ে, মলোটভকে বাদ দিয়ে পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়া। ঐ কর্মসূচী থেকে কোন ফায়দা হয়নি, ঐ সময়ে তা নীতিবিগর্হিত ছিল বলেই যে কোন ফায়দা হয়নি তা নয়, তার কারণ এইটিও যে আমি যে কমরেডদের কথা বললাম এঁদের বাদ দিয়ে বর্তমান সময়ে পার্টিকে নেতৃত্ব দান করা অসম্ভব। সুদূর কিসলোভোদস্ক থেকে লিখিতভাবে আমার কাছে যে প্রশ্ন পাঠানো হয় তার না-বোধক উত্তর আমি দিয়েছিলাম; বলেছিলাম—কমরেডরা পীড়াপীড়ি করলে আমিই বরং বিন্দুমাত্র সোরগোল না তুলে সরে যেতে রাজী আছি, তার জন্য প্রকাশ্য বা গোপন কোন আলোচনারই প্রয়োজন নেই এবং আমি সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারের জন্য কোন গ্যারান্টিরও দাবি জানাব না। (হাস্যধ্বনি।)

বলা চলে, ঐটি ছিল প্রথম স্তর।

আর এখন মনে হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়েছে; প্রথম স্তরের বিপরীত এই দ্বিতীয় স্তরটি। এখন তাঁরা সম্পাদকমণ্ডলীর রাজনৈতিকীকরণ চাইছেন না, চাইছেন কারিগরী বিশারদদের দিয়ে তাকে ভর্তি করতে, রাজনৈতিক ব্যুরোর তাঁরা বিলুপ্তি চাইছেন না, তার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা চাইছেন।

আচ্ছা, সম্পাদকমণ্ডলীকে একটা সহজ-সরল কারিগরী যন্ত্রে রূপান্তরিত

করলেই যদি তা কামেনেভের পক্ষে যথার্থ সহায়ক হয়, মনে হচ্ছে আমাদের তাতে সম্মত হওয়াই কর্তব্য। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, পার্টি বোধহয় তাতে রাজী হবে না। (একটি কণ্ঠস্বর: 'ঠিকই বলেছেন!') কারিগরী বিশারদদের এই সম্পাদকমণ্ডলী একই সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যুরো এবং রাজনৈতিক ব্যুরো এই উভয়ের জন্য যেসব প্রশ্ন তাকে প্রস্তুত করতে হবে সেইসব প্রশ্ন প্রস্তুত করতে বা সেগুলি প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে কিনা, আমার তাতে সন্দেহ আছে।

কিন্তু তাঁরা যখন বলেন রাজনৈতিক ব্যুরোকে পূর্ণ ক্ষমতা দানের কথা তখন ঐ কর্মসূচীটিকে সত্যিই হাস্যকর মনে হয়। রাজনৈতিক ব্যুরোর কি পূর্ণ ক্ষমতা নেই? সম্পাদকমণ্ডলী আর সাংগঠনিক ব্যুরো তার অধীন নয় কি? আর তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কী হল? আমাদের বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা বলছেন না কেন? তাঁরা কি রাজনৈতিক ব্যুরোকে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের যা ক্ষমতা আছে তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার কথা ভাবছেন?

না, দেখা যাচ্ছে সম্পাদকমণ্ডলী প্রসঙ্গে কর্মসূচী বা কর্মসূচীগুলি নিয়ে বিরোধীদের নিশ্চিতভাবেই কপাল মন্দ।

১১। তাঁদের 'শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা'

আপনারা জিজ্ঞেস করবেন—এখন তাহলে কী করা যায়; কী করলে এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি মিলবে? কংগ্রেস চলাকালে বা আগেও এই প্রশ্নটা আমাদের মনকে জুড়ে রয়েছে। আমরা পার্টির সদস্যদের ঐক্য চাই—এইটিই হচ্ছে এখন প্রশ্ন। বিরোধীরা অসুবিধার কথা বলতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু এমন একটা অসুবিধা রয়েছে যা অন্য সবগুলির চেয়েও বেশি মারাত্মক এবং সেই অবস্থাটিই বিরোধীরা আমাদের সামনে তৈরী করেছেন—তা হচ্ছে পার্টিতে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার বিপদ। (হর্ষধ্বনি।) সবার আগে এই অসুবিধাটি আমাদের দূর করতেই হবে। এইটি মনে রেখেই কংগ্রেসের দুদিন আগে সম্ভাব্য সমঝওতার লক্ষ্য নিয়ে একটি আপোষমূলক সহমত হওয়ার শর্তগুলি বিরোধীদের দিই। এই হচ্ছে আমাদের চিঠিখানি:

'কেন্দ্রীয় কমিটির নিম্নস্বাক্ষরকারী সভ্যরা বিশ্বাস করেন যে, লেনিনগ্রাদ

সংগঠনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেড পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের এবং লেনিনগ্রাদে ঐ লাইনের সমর্থকদের বিরুদ্ধেই চালিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির নিম্নস্বাক্ষরকারী সভ্যরা মনে করেন মস্কো সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটি বিষয়গত ও আকারগত এই উভয় দিক দিয়েই সম্পূর্ণ সঠিক এবং বিশ্বাস করেন, যে সমস্ত প্রবণতা পার্টি-লাইনের বিরুদ্ধে যায় এবং পার্টিকে বিশৃংখল করে দেয় তাকে প্রতিহত করা কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তব্যকর্ম।

'তথাপি, পার্টির ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনে, পার্টির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠন লেনিনগ্রাদ সংগঠন যাতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে পারে তার জন্য—নিম্নস্বাক্ষরকারীরা মনে করেন যদি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার রাজনৈতিক লাইনটি অনুমোদন করে তবে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা মেনে নেওয়া সম্ভব। এটা লক্ষ্য হিসেবে রেখে আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করছি :

'(১) কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের উপর প্রস্তাবটি রচনার সময় মস্কো সম্মেলনের প্রস্তাবকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা কিন্তু তার কয়েকটি বক্তব্যকে কিছুটা নরম করে নিয়ে আসা হবে।

'(২) লেনিনগ্রাদ সম্মেলনের পত্রখানি এবং ঐ পত্রের প্রত্যুত্তরে লেখা মস্কো কমিটির জবাবটি সংবাদপত্রে বা প্রচারপত্রে প্রকাশকে ঐক্যের স্বার্থের দিক থেকে হানিকর বলে মনে করা।

'(৩) রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যরা…কংগ্রেসে একে অন্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করবেন না।

'(৪) কংগ্রেসে বক্তৃতা করার সময় আমরা (পার্টির গঠন-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে) সারকিস এবং (রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে) সাফারভের থেকে নিজেদের দূরে রাখব।

'(৫) কোমারভ, লবভ এবং মোস্কভিন সম্পর্কিত ভুলটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশোধিত করা হবে।

'(৬) কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে লেনিনগ্রাদের একজন কমরেডকে অন্তর্ভুক্ত করার কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই কার্যকর করা হবে।

'(৭) কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে লেনিনগ্রাদের একজন পার্টিকর্মীকে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

'(৮) লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা'র সম্পাদকের (গ্লাদনেভ-এর) অযোগ্যতার কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সহমত হয়ে একজন যোগ্যতর কমরেডকে নিয়োগ করার প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়া।

'কালিনিন, স্তালিন, মলোটভ,
'১৫. ১২. ১৯২৫' জারঝিনস্কি ও অন্যান্যরা'

কমরেডগণ, এই আপোষ প্রস্তাবই আমরা পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু বিরোধীরা একমত হতে রাজী হননি। শান্তির বদলে, কংগ্রেসে তাঁরা খোলাখুলি ও প্রচণ্ড একটি সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছেন। এই হচ্ছে বিরোধীদের 'শান্তির আকাঙ্ক্ষা।'

১২। পার্টি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেই

মূলতঃ, আমরা এখনো ঐ দলিলটির মনোভাবই মেনে চলি। আপনারা জানেন, আমাদের খসড়া প্রস্তাবে পার্টিতে শান্তির প্রয়োজনে আমরা কয়েকটি বক্তব্যকে ইতিমধ্যেই নরম করে দিয়েছি।

কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার আমরা বিরোধী। কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার নীতির আমরা বিরুদ্ধে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে নেতাদের বেকসুরভাবে যা খুশি বলার বা পার্টিকে নিয়ে যা খুশি করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। নেতাদের প্রতি স্তুতিবাদের কোন স্থান থাকবে না। (**বিভিন্ন কণ্ঠস্বর : 'খুবই ঠিক কথা!' হর্ষধ্বনি উঠল**।) আমরা ঐক্যের সপক্ষে, আমরা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার নীতিটি আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য। পার্টি ঐক্য চায় এবং পার্টি তা অর্জন করবেই—কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ যদি রাজী হন তবে **তাঁদের নিয়েই** সে ঐক্য হবে, যদি তাঁরা গররাজী হন, তবে **তাঁদের বাদ দিয়েই** সে ঐক্য হবে। (**বিভিন্ন কণ্ঠস্বর : 'ঠিকই বলেছেন!' হর্ষধ্বনি**।)

ঐক্যের জন্য কী প্রয়োজন? সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুরুকে মেনে নিতে হয়। এটা না হলে পার্টিতে ঐক্য হয় না, হতেও পারে না।

আমরা বিশেষ একটি আলোচনাপত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে। বলশেভিক-এর একটি আলোচনা বিভাগ রয়েছে। সেটাই যথেষ্ট। আলোচনার স্রোতে ভেসে যাওয়া আমাদের চলে না। আমাদের পার্টি একটা দেশ শাসন করছে—তা ভুলে যাবেন না। ভুলে যাবেন না—উচ্চস্বরে প্রতিটি মতদ্বৈধ দেশের মধ্যে ক্ষতিকর একটি ঢেউ তোলে, বিদেশে প্রতিক্রিয়ার কথা না-ই-বা বললাম।

কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্থাগুলি যথাসম্ভব তাদের বর্তমান আকারেই থাকবে। পার্টি সেগুলিকে ভেঙে দিতে সম্মত হবে মনে হয় না। (**নানা কণ্ঠে: 'ঠিকই বলেছেন!' হর্ষধ্বনি**।) রাজনৈতিক ব্যুরোর পূর্ণ ক্ষমতা যথাপূর্ব রয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ব্যতীত অন্য সমস্ত সংস্থার চেয়ে তা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই যে সর্বোচ্চ সংস্থা মাঝে মাঝে তা ভুলে যাওয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই আমাদের সবকিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আর নেতারা যখন বেসামাল হয়ে পড়তে শুরু করেন তখন তা তাঁদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। (**বিভিন্ন কণ্ঠস্বর: 'ঠিক কথা!' হাস্যধ্বনি, হর্ষধ্বনি।**)

আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন এবং তা থাকবে যদি পার্টি, যদি কংগ্রেস চরিত্রের দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারে, আর যদি আশংকায় নিজেদের ভীতত্রস্ত করে না তোলে তাহলেই এই ঐক্য থাকবে। (**বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে: 'আমরা ভীত হব না, আমরা পোড়-খাওয়া মানুষ।'**) আমাদের মধ্যে কেউ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করি, তাহলে পথে আমাদের ফিরিয়ে আনা হবেই—তা অপরিহার্য, তা প্রয়োজনীয়। সমবেতভাবে ছাড়া অন্যভাবে পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব। আজ যখন ইলিচ আমাদের মধ্যে নেই তখন ওরকম একটা কিছুর স্বপ্ন দেখা বোকামী (**হর্ষধ্বনি**), ঐ সম্পর্কে কথা বলা বোকামী।

সমবেত কাজকর্ম, সমবেত নেতৃত্ব, পার্টিতে ঐক্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্থা-সমূহে ঐক্য, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মেনে নেবেন—এই হচ্ছে এখন আমাদের প্রয়োজন।

লেনিনগ্রাদের কমিউনিস্ট কর্মীদের সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা সব সময় আমাদের পার্টির সামনের সারিতেই থাকবেন। তাঁদের নিয়েই আমরা পার্টিকে গড়ে তুলেছি, তাদের সঙ্গে মিলেই পার্টিকে আমরা বড় করে তুলেছি, তাঁদের সঙ্গে মিলেই আমরা ১৯১৭ সালের অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরেছিলাম, তাঁদে সঙ্গে মিলিতভাবেই

আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করেছি, তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবেই আমরা আমাদের নির্মাণকার্যের পথের বাধাবিপত্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি এবং সংগ্রাম করে চলব। আমি নিশ্চিত যে লেনিনগ্রাদের কমিউনিস্ট কর্মীরা অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলির তাঁদের বন্ধুদের চেয়ে পার্টির লৌহদৃঢ়, লেনিনীয় ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামে পিছ-পা হয়ে থাকবেন না। (তুমুল হর্ষধ্বনি। 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতটি গাওয়া হল।)

টীকা

১। নিখিল সোভিয়েত শিক্ষকদের কংগ্রেস ১৯২৫ সালের ১২-১৭ই জানুয়ারি মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪৯টি জাতির পক্ষ থেকে ১,৬৬০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সোভিয়েত সংক্রান্ত ব্যাপারে আশু কর্তব্য; শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রলেতারীয় বিপ্লব; সোভিয়েতের বিভিন্ন ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থার করণীয় কর্তব্য; সোভিয়েত বিদ্যালয়; জাতিগত প্রশ্ন ও বিদ্যালয়সমূহ; শিক্ষকবৃন্দ ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ: ইউ. এস. এস. আর-এর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেসে রিপোর্ট পঠিত ও আলোচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম থেকে শিক্ষকেরা তাঁদের কর্তব্যকে পৃথক করবেন না এই মর্মে একটি ঘোষণা কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

২। ক্র্যাস্নায়া মলোদিওঝ্ (লাল যুবক) হচ্ছে প্রলেতারীয় ছাত্রদের কেন্দ্রীয় ব্যুরো ও মস্কো ব্যুরো কর্তৃক ১৯২৪ সালের মে থেকে ১৯২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত ছাত্রদের মাসিক পত্রিকা। ভি. এম. মলোটভ ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক। ১৯২৫ সালের নভেম্বরে পত্রিকাটির নাম বদল করে রাখা হয় ক্র্যাস্নোয়ে স্টুডেনচেস্তভো (লাল ছাত্র)।

৩। রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসে ১৯২৫ সালের ১৭-২০শে জানুয়ারি। ১৭ই জানুয়ারিতে রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ একটি যুক্ত অধিবেশন হয়। এই যুক্ত সভায় ট্রট্স্কির কার্যকলাপের উপর আঞ্চলিক সংগঠনগুলির দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবগুলির ব্যাপারে জে. ভি. স্তালিনের বিবৃতি শোনার পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি দুটি ট্রট্স্কির কাজকে বলশেভিকবাদের সংশোধন, লেনিনবাদের জায়গায় ট্রট্স্কিবাদকে স্থাপন করার প্রয়াস বলে অভিহিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯শে জানুয়ারি রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এম. ভি. ফ্রুঞ্জের 'ইউ. এস. এস. আর-এর সামরিক ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত

গণ-কমিশারের জন্য বাজেট বরাদ্দ' বিষয়ক রিপোর্টের উপর জে. ভি. স্তালিন একটি বক্তৃতা করেন। (বর্তমান খণ্ডের পৃঃ ২৫-২৮ দ্রষ্টব্য।)

৪। ১৯২৪ সালের শরৎকালে স্পেনের ফ্যাসিষ্ট একনায়ক প্রাইমো দ রিভেরা ১,৫০,০০০ জন সৈন্যের যে বাহিনীকে মরক্কোর স্পেনীয় অংশের রিফে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন সেই বাহিনীর পরাজয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে। মরক্কোবাসীদের এই বিজয়ের ফলে, স্পেনীয় বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশই মুক্ত হয়।

৫। ১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালে আলবেনিয়াতে বৈপ্লবিক-প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে আহমেত জোগুর প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের উচ্ছেদ ঘটে। ফ্যান-নোলির যে সরকার ক্ষমতাসীন হয় তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আলবেনিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। দুই দেশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করে। গ্রেট ব্রিটেন, ইতালী এবং যুগোশ্লাভিয়া দাবি জানায় যে আলবেনীয় সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমেত জোগুর সংগঠিত সশস্ত্রবাহিনী যুগোশ্লাভিয়ার ফ্যাসিষ্ট সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে আলবেনিয়া আক্রমণ করে এবং ফ্যান-নোলির সরকারকে উচ্ছেদ করে। আলবেনিয়ায় আহমেত জোগুর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। **রাবোচাইয়া গ্যাজেতা** (শ্রমিকদের সংবাদপত্র) হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র, জনপ্রিয় প্রকৃতির একটি দৈনিক সংবাদপত্র, ১৯২২ সালের মার্চ থেকে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মস্কোতে প্রকাশিত হতো। এটা প্রথমে প্রকাশিত হয় **রাবোচি** (শ্রমিক) এই নামে, কিন্তু ১৯২২ সালের জুলাই মাসে তার **রাবোচাইয়া গ্যাজেতা** এই নূতন নামকরণ করা হয়।

৭। ১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর **প্রাভদার** ২৯০ নং সংখ্যায় প্রকাশিত জে. ভি. স্তালিনের 'অক্টোবর এবং ট্রট্স্কির "নিরবচ্ছিন্ন" বিপ্লবের তত্ত্ব' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে। এই প্রবন্ধটি ছিল **অক্টোবরের পথে** নামক পুস্তকের মুখবন্ধ। এই মুখবন্ধটি স্তালিন লেখেন ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে এবং ঐ বইটিতেই শুধু তা পুরোপুরি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির বেশির ভাগই 'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল' নাম দিয়ে

বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনে, পৃথক পুস্তিকা হিসেবে, **লেনিনবাদের সমস্যা** নামক জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলীর** ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৮। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলীর** চতুর্থ রুশ সংস্করণের ৩৩ নং খণ্ডের ৪২৭-৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯। ১৯১৮ সালে পেত্রোগ্রাদে **স্রোতের বিরুদ্ধে** নামক আলোচনা-পত্রটি প্রকাশিত হয়। এতে ভি. আই. লেনিনের ১৯১৪-১৭ অধ্যায়ে লিখিত প্রবন্ধগুলি হল: 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্লোগানটি', 'গ্রেট-রাশিয়ানদের জাতীয় গৌরববোধ', 'বিপ্লবের দুটি লাইন', 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন' এবং অন্যান্য প্রবন্ধাদি, পরে ঐগুলি লেনিনের **রচনাবলী**'র ১৮ ও ১৯ নং খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় (**রচনাবলীর** চতুর্থ রুশ সংস্করণের ২১ ও ২২ নং খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

১০। ভি. আই. লেনিন, **সর্বহারা বিপ্লব এবং দলত্যাগী কাউট্স্কি** (**রচনাবলীর** চতুর্থ রুশ সংস্করণের ২৮ নং খণ্ডের ২০৭-৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১১। ভি. আই লেনিন, **'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩১ নং খণ্ড, ১-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)।

১২। রু. ক. পা (ব)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সভায় (ওদেসা প্রদেশের নিকোলায়েভ ওকরাঙ-এ) দাইমোভকা গ্রামে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোচনায় জে. ভি. স্তালিন বক্তৃতা করেন। ১৯২৪ সালের ২৮শে মার্চ দাইমোভকায় কুলাকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অপরাধীদের একটি দলন গ্রিগোরি ম্যালিনোভস্কি নামক একজন গ্রামীণ সংবাদদাতাকে হত্যা করে। গ্রামীণ সংবাদদাতা ম্যালিনোভস্কির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দাইমোভকার ঘটনাবলী প্রসঙ্গে রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের গৃহীত প্রস্তাবটি ১৯২৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির **প্রাভদা'র** ৩০ নং সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৩। ১৯১৯-২১ সালে তামবভ প্রদেশে যে কুলাক বিদ্রোহ এবং ১৯২১ সালের মার্চে শ্বেতরক্ষীদল, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক এবং বিদেশী রাষ্ট্রের অনুচরগণ কর্তৃক যে প্রতিবিপ্লবী ক্রোনস্তাদ্ বিদ্রোহ হয় এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে।

১৪। ১৯২৪ সালের ২৮শে আগস্ট জর্জিয়ায় পরাজিত বুর্জোয়া-জাতীয়তা-

বাদী পার্টিসমূহের অবশিষ্টদের দ্বারা সংগঠিত এবং জর্মানিয়ার নেতৃত্বাধীন প্রবাসী মেনশেভিক 'সরকার' সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের নির্দেশে এবং অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়ে যে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটে এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। জর্জীয় শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকদের সক্রিয় সহায়তা নিয়ে ২৯শে আগস্টই এই বিদ্রোহ শেষ করে দেওয়া হয়।

১৫। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর মস্কো সংগঠনের ত্রয়োদশ গুবের্নিয়া সম্মেলন ১৯২৫ সালের ২৪-২৮শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পার্টির ৬৪,০৭৮ জন পার্টি-সদস্য এবং ৩০,৭৭০ জন প্রার্থীসভ্যের পক্ষ থেকে ১,১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে রু. ক. পা (ব)-র রিপোর্ট, রু. ক. পা. (ব)-র মস্কো কমিটির রিপোর্ট, রাশিয়ান লেনিনিষ্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের মস্কো কমিটির পরিপূরক রিপোর্ট, মস্কো নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটি রিপোর্ট, মস্কো গুবের্নিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাজেট, গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৬। আমেরিকান লগ্নীকারক জেনারেল ডাওয়েস-এর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের যে কমিটি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানির প্রদেয় অর্থদণ্ডের যে ব্যবস্থাটি প্রণীত এবং ১৯২৪ সালের ১৬ই আগস্ট মিত্র রাষ্ট্রের লণ্ডন সম্মেলনে যা অনুমোদিত হয় তার নামই হচ্ছে ডাওয়েস পরিকল্পনা।

১৭। ব্র্যাণ্ডলার ও থালহাইমার হচ্ছেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ১৯২২-২৩ সালে নেতৃত্বে আসীন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী উপদলের নেতারা। ব্র্যাণ্ডলার ও থালহাইমার-এর অনুসৃত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতির ফলে ১৯২৩ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সময়ে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয় ঘটে। ১৯২৪ সালের এপ্রিলে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রাঙ্কফুর্ট কংগ্রেসে ব্র্যাণ্ডলার এবং থালহাইমার পার্টি নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হন। কমিনটার্ন-এর পঞ্চম কংগ্রেস (১৯২৪) ব্র্যাণ্ডলার-থালহাইমার গোষ্ঠীর পরাজয়বাদী লাইনের নিন্দা করে। ১৯২৯ সালে উপদলীয়, পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্র্যাণ্ডলার ও থালহাইমারকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

১৮। ১৯২৫ সালের শুরুতে 'বারমাত ব্রাদার্স কন্‌সার্ন'-এর বিচারের কথাটি এখানে বলা হচ্ছে। বিচারের সময় প্রকাশ পায় যে ওয়েলস সহ জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বিশিষ্ট নেতারা এই কোম্পানির কাছ

থেকে মোটা রকমের ঘুষ খেয়েছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে যুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া টাকা-পয়সা তারা ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রাইখস্টাগ (পার্লামেণ্ট) নির্বাচনে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

১৯। সাধারণতন্ত্র এবং দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের নিমিত্ত ১৯১২ সালে চীনে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পার্টি হচ্ছে কুওমিনতাঙ। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যু হয়। একটি নির্দেশে তিনি কুওমিনতাঙকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী অব্যাহত রাখা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখা এবং চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্প্রসারণের জন্য আহ্বান জানিয়ে যান। ১৯২৫-২৭ সালে চীন বিপ্লবের বিকাশের সময়টিতে চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ-এর দক্ষিণপন্থী অংশ সান ইয়াৎ-সেন-এর এই নির্দেশকে অমান্য করে। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

২০। আমস্তারদামে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে 'দি আমস্তারদাম ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নস্' গঠিত হয়। পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশসমূহের সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাতে অংশগ্রহণ করে। ১৯১৯ সালে তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যসংখ্যা ছিল ১,৪০,০০,০০০, কিন্তু ১৯২৩ সালের শেষের দিকে তা হ্রাস পেয়ে ১,৬০,০০,০০০ হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে আমস্তারদাম ফেডারেশন-এর প্রভাব ও সদস্যসংখ্যা একটানা হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার প্রায় অস্তিত্বই ছিল না। ১৯৪৫ সালে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নস্ গড়ে ওঠার ফলে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে তা ভেঙে দেওয়া হয়।

২১। ১৯২৫ সালের ২১শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল মস্কোতে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল-এর কর্মপরিষদের পঞ্চম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চেকো-স্লোভাক কমিশন গঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়: আন্তর্জাতিকের সম্ভাব্য অগ্রগতি এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বলশেভিকীকরণ; বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য আন্দোলন; কৃষক সমস্যা; রু. ক. পা (ব)-র মধ্যেকার আলোচনা প্রসঙ্গে; কমিনটার্নের নির্দিষ্ট

বিভাগগুলি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী ; ইত্যাদি। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কয়েকটি কমিশন গঠন করে : রাজনৈতিক, চেকোশ্লোভাক, যুগোশ্লাভ ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্তালিন রাজনৈতিক ও চেকোশ্লোভাক কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ৩০শে মার্চ জে. ভি. স্তালিন যুগোশ্লাভ কমিশনে যুগোশ্লাভিয়ার জাতিগত প্রশ্ন নিয়ে বক্তৃতা করেন।

২২। জে. ভি স্তালিনের **মার্কসবাদ ও জাতি-সমস্যা** (**রচনাবলী**, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

২৩। ভি. আই. লেনিন : **জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫-৪২৪ দ্রষ্টব্য)।

২৪। প্রলেতারিয়ান ছাত্রদের প্রথম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সম্মেলন ১৯২৫ সালের ১৩ই থেকে ১৭ই এপ্রিল মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কারিগরী বিদ্যালয় ও শ্রমিক-শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ২,৫০,০০০ ছাত্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র তাতে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ আলোচিত হয় : ইউ. এস. এস. আর-এর আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং তার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ; ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহ এবং ছাত্ররা, প্রলেতারীয় ছাত্রদের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর কাজ সম্পর্কিত রিপোর্ট ; রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউক্রেন এস. এস. আর-এর মুখ্য পেশা শিক্ষা সংক্রান্ত বোর্ডসমূহের রিপোর্ট ; উচ্চতর শিক্ষাসংস্থা-সমূহের এবং শিল্পের মধ্যেকার সম্পর্ক। ১৩ই এপ্রিল জে. ভি. স্তালিন সম্মেলনের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৫ই এপ্রিল তিনি যে বার্তাটি প্রেরণ করেন তা-ই এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২৫। রু. ক. পা (ব)-এর চতুর্দশ সম্মেলন ১৯২৫ সালের ২৭-২৯শে জুলাই মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় : পার্টি-বিষয়ক প্রশ্নাবলী ; সমবায় ; একক কৃষি-কর ; ধাতু শিল্প ; বৈপ্লবিক নিয়ম ; কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন প্রসঙ্গে কমিনটার্ন এবং রু. ক. পা (ব)-র কর্তব্য। (সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের জন্য 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৪-৩১ দ্রষ্টব্য।)

২৬। ভি. আই. লেনিনের **সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২শ খণ্ড পৃঃ ১৭৩-২৯০ দ্রষ্টব্য)।

২৭। কিন্তু মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকতন্ত্রের মুখ্য প্রতিনিধি ; ১৯২৫ সালের ২৬শে এপ্রিল তিনি জার্মানির সভাপতি নির্বাচিত হন।

২৮। ১৯২৫ সালের ১৬ই এপ্রিল সোফিয়ার 'শ্বেতা নেদেলিয়া' গীর্জায় একটি বিস্ফোরণ ঘটে ; সাঙ্কোফ-এর নেতৃত্বাধীন বুলগেরিয়ার ফ্যাসিষ্ট সরকারের কয়েকজন সদস্য তখন গীর্জায় উপস্থিত ছিলেন। সাঙ্কোফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্মে একটি কুৎসামূলক বিবৃতি পাঠিয়ে সোভিয়েত সরকার এই বিস্ফোরণে প্ররোচনা দিয়েছে বলে অভিযোগ করে। প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রচার-অভিযান শুরু হয় এবং তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের কাছে দাবি জানাতে থাকে যে তারা যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তন করে নেয়। ১৯২৫ সালের মে মাসে ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের যে তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তা সারা দুনিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে একটি আহ্বানে এ কথা জানায় যে সাঙ্কোফ সরকার বুলগেরিয়াতে বুলগেরিয়ার জনগণের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে ; সেই বিবৃতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক আক্রমণকে খণ্ডন করা হয়।

২৯। ১৯২৫ সালের ২১শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের পঞ্চম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমিনটার্নের অন্তর্ভুক্ত পার্টিসমূহের বলশেভিকীকরণ সম্পর্কে মূল বক্তব্যগুলির কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৩০। ১৯২৪ সালে মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের (তুর্কিস্তান, বুখারা এবং খরেজম্ সাধারণতন্ত্রসমূহের) জাতীয়-রাষ্ট্রগত সীমানা চিহ্নিত করার ব্যাপারে বলা হচ্ছে। এই জাতীয় সীমানা নিরূপণের ফলে তুর্কমেনিয়া, উজবেক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ; তাজিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র (উজবেকিস্তানের অংশ হিসেবে) ; কারা-কিরঘিজ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের অংশ হিসেবে—পরে অবশ্য তা কিরঘিজ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়) ; কারা-কালপক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল—কিরঘিজ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের অঞ্চল হিসেবে (পরে কাজাক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র)—এই সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহ

গড়ে ওঠে। ১৯২৫ সালের মে মাসে সোভিয়েতসমূহের যে তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় উজবেক এবং তুর্কমেনীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রকে ইউ.এস.এস.আর-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সংবিধানকে সেইভাবে সংশোধন করে। মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সমূহের জাতীয় রাষ্ট্রসীমা নিরূপণের কাজটি জে. ভি. স্তালিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনেই কার্যকর করা হয়।

৩১। 'জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য' নামক ভি. আই. লেনিন-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১-৩৪)।

৩২। ১৯২৪ সালের ১লা ডিসেম্বর রেভেল-এ (তালিনিন-এ) শ্রমিকদের যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। কমিউনিস্ট প্রচারকার্য চালানোর অভিযোগে ১৪৯ জন রাজনৈতিক আসামীকে ১৯২৪ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে এস্তোনিয়ার একটি আদালতে যে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় তার ফলেই এই অভ্যুত্থান ঘটে। অভিযুক্তদের অধিকাংশকেই দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, উনচল্লিশজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং এস্তোনিয়ার শ্রমিকদের নেতা তমূপকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল এস্তোনীয় সরকার নির্মমভাবে এই অভ্যুত্থানকে দমন করে।

৩৩। দৈনিক পত্রিকা **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** (যুব কমিউনিস্ট লীগ সত্য) হচ্ছে অল ইউনিয়ন লেনিনবাদী ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও মস্কো কমিটির মুখপত্র ; রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেস এবং রাশিয়ান লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯২৫ সালের মে থেকে তার প্রকাশনা শুরু হয়।

৩৪। **পোস্‌লেদ্‌নিয়ে নোভস্তি** (শেষ সংবাদ) দেশত্যাগী ক্যাডেটপন্থী শ্বেত রুশীয়দের একটি দৈনিক সংবাদপত্র ; ১৯২০ সালের এপ্রিলে প্যারিসে প্রকাশনা শুরু করে ; ক্যাডেটদের নেতা পি. এন. মিলিউকভ ছিলেন তার সম্পাদক।

৩৫। ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের তৃতীয় কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালের ১৩ই থেকে ২০শে মে ; কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয় : তুর্কমেনীয় ও উজবেক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রকে ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে গ্রহণ করা ; ইউ. এস. এস. আর-

এর সরকারের রিপোর্ট ; ইউ. এস. এস. আর-এর শিল্পের অবস্থা ; সোভিয়েতের বিভিন্ন ব্যাপার প্রসঙ্গে ; কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন ও জোরদার করার জন্য ব্যবস্থাসমূহ ; লালফৌজ, ইত্যাদি। সোভিয়েতের অবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উপর রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড এম. আই. কালিনিন।

৩৬। কমিনটার্নের কর্মপরিষদের পঞ্চম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। তা অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে, ১৯২৫ সালের ২১শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল। (ঐ অধিবেশনে জে. ভি স্তালিন কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চেকোশ্লোভাক কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা বর্তমান খণ্ডে রয়েছে।)

৩৭। লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৪৩ দ্রষ্টব্য।

৩৮। ১৯২৫ সালের বসন্তকালে মরক্কোতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রীফ জাতির লোকেরা যে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। ১৯২৪ সালের শরৎকালে মরক্কোতে স্পেনীয় দখলদার বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর ফ্রান্স রীফ অর্থাৎ স্পেনীয় মরক্কো দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। ১৯২৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে রীফেরা ফরাসীদের গুরুতরভাবে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে একটি সামরিক মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার পরই শুধু ১৯২৬ সালের মে মাসে রীফেরা পরাজিত হন।

৩৯। ১৯২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইঙ্গ-আমেরিকান এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যে হস্তক্ষেপ করে এখানে সে কথাই বলা হয়েছে। দক্ষিণ চীনে, ব্রিটিশ নৌবাহিনী সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী ক্যান্টন সরকারের বিরুদ্ধে ক্যান্টনের প্রতিবিপ্লবী বণিকদের বিদ্রোহকে সহায়তা করে। উত্তরদিকে ইঙ্গ-আমেরিকান এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অনুগ্রহপুষ্ট চীনা সেনাপতি উ পেই-ফু এবং চ্যাং সো-লিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে চীনকে ভাগাভাগি করে নেয়। এই হস্তক্ষেপ চীনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে বিরাট প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং ১৯২৫-২৭ সালের বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে।

৪০। সো. ইউ. ক. পার্টি (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক মুখপত্র ও পাক্ষিক সাময়িকপত্র **বলশেভিক**-এর প্রকাশনা শুরু হয় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে।

৪১। কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই। ৩০শে জুন ডি. জেড. ম্যানুইলস্কি জাতিগত প্রশ্নের উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

৪২। লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৬-৪৪ দ্রষ্টব্য।

৪৩। মার্কস-এঙ্গেলস: রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত **সাম্যবাদের মূল নীতি** দ্রষ্টব্য।

৪৪। রুথ ফিশার ও মাসলো হচ্ছেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ট্রট্স্কিবাদী গ্রুপের নেতা। ১৯২৪ সালের এপ্রিলে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রাঙ্কফুর্ট কংগ্রেসে ব্র্যাণ্ডলার-থালহাইমার চক্রকে পার্টির নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করার পর রুথ ফিশার ও মাসলো চক্র জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব দখল করে নেয়। রুথ ফিশার, মাসলো এবং তাদের সমর্থকরা ১৯২৫ সালের শরৎকালে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বপদ থেকে অপসারিত হয় এবং ১৯২৬ সালে তাদের শ্রেণীশত্রুদের ক্রীড়নক হিসেবে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বৃত হন আর্নস্ট থ্যালমান।

৪৫। রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের ১২-১৮ই জুলাই। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা করা হয়: রাশিয়ান ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নাম বদল করে রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ রাখা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যুবকদের কর্তব্য, ইয়ং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ব্যাপারে রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট: রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, যুবকদের শ্রম এবং আর. এল. ওয়াই. সি. এল-এর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে, গ্রামাঞ্চলে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কার্যকলাপ, লাল ফৌজ ও নৌবাহিনী ইত্যাদিতে লীগের কার্যকলাপ ইত্যাদি। রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার সহমতের কথা ঘোষণা করে এবং পার্টি-বিরোধী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নিরপেক্ষ থাকা উচিত এই সুবিধাবাদী তত্ত্বকে নিন্দা করে। (ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের জন্য 'রাশিয়ান লেনিনিস্ট ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ' দ্রষ্টব্য, মস্কো, ১৯২৪।)

৪৬। ভি. আই. লেনিন: **'পণ্যের মাধ্যমে কর পুস্তিকার রূপরেখা'** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩০২ দ্রষ্টব্য)।

৪৭। রু. ক. পা (ব)-র একাদশ কংগ্রেসে ১৯২২ সালের ২রা এপ্রিল লেনিনের প্রদত্ত সমাপ্তিসূচক বক্তৃতা (**রচনাবলী**, চতুর্থ সং, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৯১ দ্রষ্টব্য)।

৪৮। রু. ক. পা (ব)-র লেনিনগ্রাদ গুবের্নিয়া সম্মেলন ১৯২৫ সালের ১লা থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর সম্মেলনের একটি একান্ত অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিনের পত্রটি পড়া হয়।

৪৯। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে ১৯২৫ সালের ৫ই থেকে ১০ই ডিসেম্বর মস্কো গুবের্নিয়া পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রস্তাবে সম্মেলন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট অনুমোদন করে।

৫০। সো. ইউ. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ কংগ্রেস ১৯২৫ সালের ১৮ই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট, অডিট কমিশনের রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, কমিনটার্নের কর্মপরিষদের উপর রু. ক. পা (ব)-র প্রতিনিধিদের রিপোর্ট এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্যকলাপের রিপোর্ট, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কাজকর্মের রিপোর্ট, পার্টির নিয়মকানুন সংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইন পুরোপুরিভাবে অনুমোদন করে, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সংগ্রামে এগিয়ে চলার পথনির্দেশ করে, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ব্যাপারে পার্টির সাধারণ লাইনটি অনুমোদন করে, বিরোধীদের পরাজয়বাদী পরিকল্পনাগুলিকে বাতিল করে দেয় এবং পার্টির ঐক্যের ক্ষতিসাধনের সকল প্রচেষ্টাকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দান করে। সো. ইউ. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ কংগ্রেস পার্টির ইতিহাসে 'শিল্পায়নের কংগ্রেস' বলে সুপরিচিত স্থান লাভ করেছে। এই কংগ্রেসের মূল সুর ছিল যে 'নুতন বিরোধীরা' সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা। চতুর্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি 'কমিউনিস্ট পার্টি অব্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিক)'—সি. পি. এস. ইউ. (বি)—এই নামটি গ্রহণ করে। সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র চতুর্দশ কংগ্রেস প্রসঙ্গে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো, ১৯৫২, পৃঃ ৪২৩-২৮ দেখুন।)

৫১। ১৯২৫ সালের অক্টোবরের ৫ই থেকে ১৬ই তারিখ সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে; এই সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী. বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানির প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। লোকার্নো সম্মেলন প্রসঙ্গে তথ্য এই রচনাবলীতেই রয়েছে।

৫২। জেনোয়া (ইতালী)তে ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯শে মে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; তাতে একদিকে

গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, জাপান ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া অংশগ্রহণ করে। জেনোয়া সম্মেলন পুঁজিবাদী দুনিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে আহ্বান করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধি দল ইউরোপের পুনর্বাসনের জন্য এবং সার্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা সহ একটি ব্যাপক কার্যসূচী উপস্থিত করেন। সম্মেলন কিন্তু সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেনি।

১৯২২ সালের ২রা ডিসেম্বর মস্কোতে সোভিয়েত সরকার প্রতিবেশী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের (এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, লাতভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং লিথুয়ানিয়ার) প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে—যেখানে সোভিয়েত সরকার অস্ত্রশস্ত্র আনুপাতিকভাবে হ্রাস করার একটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য উপস্থিত করে। ১৯২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর দশম নিখিল রুশ সোভিয়েত-সমূহের কংগ্রেস 'পৃথিবীর সকল জাতির কাছে আবেদন' প্রকাশ করে সোভিয়েত সরকারের শান্তি নীতির পুনর্ঘোষণা করে এবং বিশ্বের সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে ঐ নীতি সমর্থনের জন্য আহ্বান জানায়। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রোমে অনুষ্ঠিত নৌবাহিনীর সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধি সামরিক নৌবহর হ্রাস করার বাস্তব প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

৫৩। গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার সোভিয়েত সরকার এবং ম্যাকডোনাল্ড-এর লেবার সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯২৪ সালের ৮ই আগস্ট লণ্ডনে স্বাক্ষরিত সাধারণ ও বাণিজ্যিক চুক্তিগুলির কথাই এখানে বলা হয়েছে। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে যে রক্ষণশীল সরকার ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয় তা ঐ চুক্তিগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে।

৫৪। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারি একটি ডিক্রী জারী করে জার সরকারের সময়কার সমগ্র রাষ্ট্রীয় ঋণ বাতিল করে দেয়।

৫৫। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে বলড্উইন-অস্টেন চেম্বারলেন-এর যে রক্ষণশীল সরকার ম্যাকডোনাল্ড-এর শ্রমিক সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়—তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৫৬ কানমিচেস্কায়া জিজন (অর্থনৈতিক জীবন)—১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা; তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পরিষদ, শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পরিষদ, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র।

৫৭। এখানে লেনিনের নিম্নলিখিত রচনাগুলির কথা বলা হয়েছে: **'বামপন্থী' কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** (লেনিনের 'রচনাবলী', ৪র্থ রুশ সং, ২৭তম সংখ্যা দ্রষ্টব্য); '১৯২১ সালের ৯ই এপ্রিল